হাছন রাজা সমগ্র

Pathak Shamabesh

Pathak Shamabesh Book

A publishing and marketing house of books on Economics, Politics, Art, History, Sociology, Philosophy, Aesthetics, Women's Issues, Films, Media in Contemporary Bangladesh.

দেওয়ান হাছন রাজা

হাছন রাজা সমগ্র

তিনশ' তেতাল্লিশটি নতুন আবিষ্কৃত গানসহ মরমী সাধকের জীবন ও কর্মের নতুন তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী আকর গ্রন্থ অ্যালবামসহ

সংগ্রহ, গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা

ভূমিকা

শামসুজ্জামান খান

সম্পাদনা পরিষদ

শামসুজ্জামান খান

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

মোমেন চৌধুরী

আবুল আহসান চৌধুরী

পাঠক সমাবেশ

ঢাকা, বাংলাদেশ

Pathak Shamabesh Book

হাছন রাজা সমগ্র

প্রকাশক
সাহিদুল ইসলাম বিজু
পাঠক সমাবেশ
১৭/এ আজিজ মার্কেট (নিচতলা),
২৭ আজিজ মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৮৬২০৭১৭
ই-মেইল : *pathak@bol-online.com*

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ
টাইপ সেটিং : এম এইচ মিল্টন, পাঠক সমাবেশ কম্পিউটার
মুদ্রণ : প্রত্যাশা, ঢাকা।

Hasan Raja's Oeuvre
(Life and works with photo album)

Published by
Shahidul Islam Bizu
Pathak Shamabesh
17/A (Ground Floor) & 27 (1st Floor) Aziz Super Market, Shahbag, Dhaka, Bangladesh
Tel : 88-02-9662766, 8620717, E-mail : pathak@bol-online.com, website : www.pathakshamabesh.com

Cover : Selim Ahmed
Type Set : M. H. Milton, Pathak Shamabesh Computer
Printed in Bangladesh by- Prottasha, Dhaka.

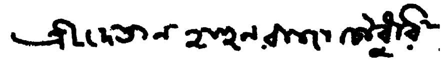
Bangladesh
ISBN 984-8120-32-7

শ্রী দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী



(১৮৫৪-১৯২২)

স্বাক্ষর



শ্রী দেওান হাছন রাজা চৌধুরী

উৎসর্গ

দেওয়ান হাছন রাজার যোগ্য পুত্র,

আমার দাদা খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা (কাব্যবিশারদ),

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা দেওয়ান তালেবুর রাজা, এম এ এল এল বি (আলীগড়) ও

মাতা বেগম মিনা রাজা

এবং

সকল লোকসাহিত্যসেবী ও

হাছন রাজার গানের প্রেমিকদের উদ্দেশে।

সূচিপত্র

এক নজরে হাছন রাজা

নাম	ঃ	দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী
ডাকনাম	ঃ	হাছন রাজা
জন্ম তারিখ	ঃ	৭ পৌষ, ১২৬১ বাংলা (১৮৫৪ খ্রিঃ)
উচ্চতা	ঃ	৫ ফুট ১০ ইঞ্চি (১.৭৮ মিটার)
জন্মস্থান	ঃ	তেঘরিয়া, লক্ষণশ্রী, সুনামগঞ্জ
পৈত্রিক বাড়ি	ঃ	রামপাশা, বিশ্বনাথ, সিলেট
পিতা	ঃ	দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী (১২০৭-১২৭৮ বাংলা)
মাতা	ঃ	মোসাম্মত হুরমত জাহান বেগম
গানের বই	ঃ	হাছন উদাস (১৯১৪ খ্রি:)
অন্য বিষয়ে রচনা	ঃ	সৌখিন বাহার
শখ	ঃ	গান রচনা, ভ্রমণ, ঘোড়দৌড়, কোড়া পাখি ও হাতি পালন
জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ	ঃ	১২৭৮ বাংলা (১৮৭১ খ্রিঃ), বয়স - সতের বছর
জমিদারি এলাকা	ঃ	সিলেট ও সুনামগঞ্জের উল্লেখযোগ্য এলাকা
স্ত্রী	ঃ	■ আজিজা বানু, ◆ আলহাজ্ব সাজেদা বানু, ● জোবেদা খাতুন, □ বোরজান বিবি, ◗ লবজান বিবি
পুত্র	ঃ	□ খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রাজা চৌধুরী □ দেওয়ান হাসিনুর রাজা চৌধুরী ◆ খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (কাব্যবিশারদ) ◗ দেওয়ান আফতাবুর রাজা চৌধুরী
কন্যা	ঃ	■ রওশন হুসেইন বানু, ■ রওশন হাসান বানু, ● আলী হুসেইন বানু ও □ রওশন আখতার বানু
মৃত্যুতারিখ	ঃ	২২ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ বাংলা (১৯২২ খ্রিঃ)
কবরস্থান	ঃ	লক্ষণশ্রী, সুনামগঞ্জ (মায়ের কবরের পাশে)



ভূ মি কা

'No Independent nation can exist without folk poetry. Poetry is nothing more than the crystal in which a nationality can mirror itself, it is the spring which brings to the surface the truly original in the folk soul"- Johann Gottfried Herder (1744-1803).

এক

'হাছন রাজা সমগ্র' প্রকাশিত হলো। হাছন রাজার উত্তরপুরুষ দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজার বিগত পনের বছর বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে আন্তরিক শ্রম ও নিমগ্ন প্রয়াসের ফসল এই 'হাছন রাজা সমগ্র'। তাছাওয়ার তাঁর বংশের উজ্জ্বল রত্ন, গভীরতর জীবন-রসিক মানুষ, বর্ণাঢ্য জমিদার ও সর্বোপরি দেশের এক অনন্য মরমী সাধক কবি হাছন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁর প্রস্তুতিকালীন সময়টি মোটামুটি দীর্ঘ। আমরা লক্ষ্য করেছি সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৮৬ সালেই কলেজ বার্ষিকীতে তাঁর লেখা 'হাছন রাজা' শীর্ষক প্রবন্ধ বের হয়। কিশোর-তরুণ ছাত্রের এটি শুধু সাময়িক উচ্ছ্বাস বা পারিবারিক ঐতিহ্য-গর্বের প্রকাশ ছিল না। তিনি হাছন রাজার ওপর বিস্তৃত ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি কাজ করার জন্য ধারাবাহিকভাবেই যে তৈরি হচ্ছিলেন তাঁর প্রমাণ পাই ১৯৯৪ সালে সিলেট শহরের সিলেট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'হাছন-উৎসবে' যোগ দিয়ে।

আমাদের দেশে আবহাওয়ার কারণে এবং অধিকাংশ মানুষের ঐতিহ্য-সচেতনতার অভাবে বিশিষ্ট-জন ও খ্যাতিমানদের জীবনের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর; শুধু তাই নয় এই সব উপাদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলায়, উপেক্ষায় কালের গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশি ঘটে। তবু হাছন রাজা যেহেতু জমিদার ছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারীগণ শিক্ষিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রভাবশালী— তাই আমাদের ধারণা ছিল জমিদারির দলিল দস্তাবেজ যেমন রক্ষিত হওয়ার কথা তেমনি জমিদার হাছন রাজার আদরের ধন তাঁর গানের খাতা-পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। তাই পারিবারিক উৎসে বাকসো-পেটরা ঘেঁটে কিছু পাওয়া যায় কিনা তাছাওয়ারকে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলি। তিনি মনোযোগ দিয়ে



অনুসন্ধান শুরু করেন। ইতোমধ্যে 'দৈনিক সিলেটবাণী' পত্রিকায় তাঁর 'হাছন রাজার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক লেখা বেরুনোর সংবাদ শুনে আশান্বিত হই। আমার এই আশা পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন 'পাঠক সমাবেশের' সত্বাধিকারী জনাব সাহিদুল ইসলাম বিজু এবং তাছাওয়ার জানান যে, 'হ্যাঁ পাওয়া গেছে'। অন্য ক'জন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের সঙ্গে আমার যোগদানের অভিজ্ঞতা হয়েছিল সুনামগঞ্জের এমন দুটি বিশাল 'হাছন লোক উৎসবে'র দক্ষ সংগঠক, দেওয়ান পরিবারের সদস্য, ঐতিহ্য সংরক্ষক ও কবি মমিনউল মউজদীন ও তাঁর স্ত্রীর হেফাজতে রক্ষিত পারিবারিক কাগজপত্রের মধ্য থেকে পাওয়া গেছে রত্নরাজি প্রতিম হাছন রাজার অপ্রকাশিত গানের বেশ কটি খাতা। খাতার গানগুলো বিভিন্নজনের হাতে লেখা। এই খাতায় প্রাপ্ত গানের সংখ্যা তিনশটির অধিক। এ যে আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এক বড়ো খবর তা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। এমন অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছিল যখন মীর মশাররফ হোসেনের বেশ কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখার সুযোগ পাই তাঁর পৌত্র সৈয়দ সাদুল্লাহ্‌র কাছে, ঢাকায়। তো, বলতেই হয় হাছন-রাজার এই নতুন পাণ্ডুলিপি পাওয়ার ফলে তাঁর গানের ইতোপূর্বে অপ্রকাশিত এক বিরাট ভাণ্ডারের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটবে। এতে ওই খ্যাতনামা সাধকের জীবন-দর্শন ও মানস-জগতকে আরো বিশদভাবে জানা-বোঝার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। আনুপূর্বিক বিস্তৃত জীবন তথ্য উদ্ধার করতে না পারলেও এই কাজের জন্য তাছাওয়ার রাজা ও মমিনউল মউজদীনকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

'হাছন রাজা সমগ্র' বিপুলায়তন বই : এর দু মলাটের মধ্যে এখন স্থান করে নিয়েছে হাছন রাজার সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত 'হাছন-উদাস'-এ অন্তর্ভুক্ত ২০৬টি গান, সদ্য পাওয়া ৩৪৩টি নতুন গান, তাঁর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 'সৌখিন বাহার', দেওয়ান গণিউর রাজার ডায়েরি থেকে উদ্ধারকৃত হাছন-রাজার পছন্দের ঘোড়া, হাতি ও কোড়া পাখির নাম, তাদের বিচিত্র আচার-আচরণ ও স্বভাবের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা, হাছন রাজা ওয়াকফ ইস্টেটের দলিলের চুম্বক, অনেকগুলো মূল্যবান আলোকচিত্র এবং অপ্রকাশিত নতুন গানের খাতার প্রামাণ্য আলোকচিত্র, সুধীজনের দৃষ্টিতে হাছন রাজা, হাছন রাজা বিষয়ক লেখার বিস্তৃত তথ্যপঞ্জি ইত্যাদি। তবে আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ হাছন রাজা'র ভূমিকায় প্রীতিকুমার চন্দের লেখার বরাত দিয়ে উল্লিখিত (প্রভাতচন্দ্র গুপ্তও এ বইয়ের কথা বলেছেন) 'হাছন বাহার' হাছন রাজা সমগ্রে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সংকলক বলেন, এ বইয়ের কোনো খোঁজ তাঁরা পাননি। ফলে এরকম বই বেরিয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। যাহোক হাছন গবেষকদের জন্য "হাছন রাজা সমগ্র" এক আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দুই

হাছন রাজার জীবন-কথা ধারাক্রমিক (Chronologically)-ভাবে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর অনেক কারণ আছে। আমরা মনে করি, কোনো গবেষকই দীর্ঘকাল ধরে নিবিষ্টভাবে লেগে



থেকে সুপরিকল্পিত অনুসন্ধানে ব্রতী হননি বলেই এমনটি ঘটেছে। প্রভাতকুমার শর্মা ও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের হাছন রাজার সংক্ষিপ্ত জীবন-তথ্য খুবই মূল্যবান এবং বহুলাংশে নির্ভরযোগ্য। তবে তাঁরাও পরিপূর্ণ মনোযোগ ও গভীর নিষ্ঠায় অনুপুঙ্খভাবে এ কাজ করেননি। এর উপযোগিতাকে যথাযথ গুরুত্ব দিলে বহু বছর আগেই তাঁরা তা সম্পন্ন করতে পারতেন। তখন হাছন রাজার সমকালীন এবং তাঁর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ বেঁচে ছিলেন। তাছাড়া নানা সূত্র থেকে প্রামাণ্য তথ্যও তখন সংগ্রহ করা সহজ ও সম্ভব হত। এখন ততটা সুযোগ নেই, তবু কোনো গবেষক চেষ্টা করলে যে নতুন কিছু উপাদান সংযোজন করতে পারেন এবং হাছন-মানস ব্যাখ্যায় গভীরতরো মাত্রা সংযোজিত হতে পারে সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশনাই আমাদের উক্তির পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ।

তিন

হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২) আধুনিক কালের মানুষ। ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ১৮৬০ খ্রি. থেকে আধুনিকতার কাল শুরু বলে মনে করি। এই সময়ের মধ্যে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠা, মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রকাশ (১৮৬০), এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নানা লক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বাংলার ধনাঢ্য, অভিজাত পরিবারসমূহ এবং জমিদারদের নানামুখি তৎপরতারও কাল এটা। এমনকি কৃষি-নির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ পূর্ব-বাংলার মুসলমান জমিদারদের মধ্যেও এ সময়ে কিছু দোলাচল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টাঙ্গাইল, দেলদুয়ার, ধনবাড়ী অথবা ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশালের জমিদারদের এই তৎপরতায় শামিল হতে দেখি। জমিদারদের সভাসমিতি সংগঠনও তখন গড়ে উঠেছে। এই ধারায় সিলেট-এর অভিজাত পরিবারসমূহ আসামে তাঁদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক আজরফের তথ্য মতে সিলেট ও সুনামগঞ্জের ৩ লক্ষ বিঘা জমির মালিক জমিদার হাছন রাজা বাংলার অভিজাত ও সম্পদশালী পরিবারসমূহের সামাজিক ধারা থেকে ব্যতিক্রমী জীবনযাপন কেন করেছিলেন, কেনই বা তিনি প্রচলিত ধারায় নিজেকে যুক্ত করেননি সেটা একটা প্রশ্ন বটে! এর তথ্যনির্ভর কোনো উত্তর আমরা পাইনা। তবে হাছন রাজার জীবন-তথ্যের আদি লেখক প্রভাতকুমার শর্মা প্রশ্নটির কিছুটা উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "বাঙ্গালার সেই মধ্যযুগে এদেশে শিক্ষার বহুল প্রচার না হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার প্রতি তখন কোন মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বনের ফুল যেমন মালীর হাতের সেবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার মত বর্ণে গন্ধে ভরিয়া উঠে, শিক্ষার অভাবের মধ্যেও তেমনি এই বাউল কবির চিত্ত বৈরাগ্য ও প্রেমের আলোকে এক রমণীয় বন্য সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ... তাই বিকশিত হইলেও সেই বনফুলের মর্যাদা নগরের রাজোদ্যানে যে হয় নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। হাছন রাজা সাহেব যে সমাজ, যে রীতিনীতি, যে প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া উঠিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীর সমাজের সঙ্গে তাহার সুর মিলে না। কাজেই বিংশ শতাব্দীর সমাজচিত্তের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহার বিচার করিতে গেলে তাঁহার প্রতিভার অবিচার করা হইবে।"



বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবে একটু তুলনামূলক বিচার করে দেখতে পারি। তৎকালীন বাংলার অবক্ষয় মুসলিম জমিদার পরিবার থেকে আসা আর এক প্রতিভা মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১ সঙ্গে হাছন রাজার তুলনা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুজন সমসাময়িক। পারিবারিক ঐতিহ্য জীবনধারা, আত্যন্তিক নারী-প্রীতি ইত্যাদিতে দুজনের মধ্যে বেশ মিলও আছে। মীর নিজ স্বভাবে খোলামেলা বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর নানা লেখা— বিশেষ করে আত্মজৈবনিক রচনায়। হাছনও তাঁ পদাবলীতে নিজেকে আখ্যাত করেছেন 'লম্পটিয়া' বলে। দুজনই বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক-চিন্তক সাধক হিসাবে একালে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রথাবদ্ধ শিক্ষার বিচারে মীর সামান্য- শিক্ষিত, অন্যদিকে হাছন রাজার ক্ষেত্রে একমাত্র নাম সই করার বিষয়টি ছাড়া লেখাপড়ার আর কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের অজানা। তবু সেকালের অতিবিখ্যাত জমিদার- নবাবদের নাম জনসমাজ বিস্মৃত হয়েছে মনে রেখেছে মীর মশাররফ হোসেন ও হাছন রাজাকে। এ বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। মীর ছিলেন কিছুটা নগরবাসী, পত্রিকা সম্পাদক এবং রাজনীতি সচেতন। হাছন রাজা মরমী ভাবুক ও কবি, গ্রামীণ; তবে রাজনীতি সংক্রান্ত কোন ভাবনার খবর আমরা জানি না।

মীর মশাররফ বাংলার ঐতিহ্যগত সমন্বিত সংস্কৃতি ধারার মধ্যে নিজেকে স্থিত রেখে তাঁর সাহিত্যি প্রকাশকে একটা আধুনিক প্রকরণ ও শৈলীতে বিন্যস্ত করেন। বাঙালির প্রিয় বিষয় হিসাবে তিনি কারবালা কাহিনী ও বেহুলা-লক্ষিন্দর উপাখ্যানকে এজন্য তাঁর বিষয়-বস্তুর কেন্দ্রে রেখেছিলেন এমনকি জীবনের প্রথম পর্যায়ে 'গোজীবন' বই লিখে গো-বধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁ যুক্তি ছিল এতে বিপুল পশু-সম্পদ রক্ষা পাবে, আবার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিও বজায় থাকবে। কি সমকালীন রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ-চিন্তা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে সমবেত জীবন-ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ বাস্তবতার চাপ তথাকথিত আধুনিকতাকে ধর্মীয় বৃত্তে আটকে দেয় ফলে বাঙালির শত সহস্র বছরের মিশ্র সংস্কৃতি ধারার একনিষ্ঠ উত্তরসাধক মীর মশাররফ হোসে বিচলিত ও কেন্দ্রচ্যুত হন এবং তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্য ও তাতে প্রতিফলিত জীবন-চেতনা বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে শেষ জীবনের রচনায় সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন। হাছন রাজা আধুনিক শিক্ষিত নগরবাসী ভদ্রলোকের রাজনীতি ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করায় তাঁকে আমরা পেয়েছি সামগ্রিকভাবে বাংলার এবং বিশেষভাবে সিলেটের বহু ধর্ম-দর্শন-পুরাণ-এর সমন্বয়ে গড়া মরমিয়াবাদ এবং নানা লোক-ধর্মের মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর এক নিবিষ্ট-চিত্ত সাধক হিসাবে

জমিদার হিসেবে কঠোর, কখনো কখনো নির্মম হলেও চিন্তা চেতনায় হাছন রাজা আজীবন ছিলে উদার ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী। প্রভাতকুমার শর্মা বলেছেন তিনি তাঁর মায়ের ফাতিহায় (১৩১: *গো-বধ হতে দেননি— মহিষ দিয়ে ফাতিহা করেন। আজরফ সাহেব এ তথ্যের কোনো স্বীকৃ পাননি। তবে বলেছেন : "আমি প্রাচীন বিশ্বস্ত লোকের বাচনিক জানতে পেরেছি কালীপুর মৌজ পত্তনের পূর্বে হাসন রাজা ভবিষ্যৎ বসতকারীদের দ্বারা কালীপূজা করিয়েছিলেন এবং এ পূজা উপলক্ষে সাতশত টাকা প্রজাদের দান করেছিলেন। এমন উদার, পরধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল অসাম্প্রদায়িক মানু একালেও বিরল।*

চার

মার্কিন গবেষক এডওয়ার্ড ইয়াজিজিয়ান (Edward Yazijian) তাঁর '100 Songs of Hasan Raja' (1999) বইয়ে লিখেছেন ঃ 'When I researched the life of Hasan Raja by reading available material and interviewing various people a Profile of an extremely Complex Person emerged. Hasan Raja seems to be a man of contradictions even to the point at which he seems like two completely different people. আমাদের বন্ধু- গবেষকের উক্তি উপর্যুক্ত তাঁর বিচার-বিবেচনার ভিত্তিগত দিক থেকে হয়ত ঠিকই; কিন্তু বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির শত সহস্র বছরের গঠন-কাঠামো ও তার আঁকাবাঁকা বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিম সমাজের উপাদানসহ পরবর্তীকালের অসংখ্য পথ, পন্থা, ধর্ম উপ-ধর্ম দর্শন-ভাবধারার— এত বিরোধী ভাবনার সমন্বয় ঘটেছে যে সে সম্পর্কে কোনো বিদেশী ভাবুক আপাতদৃষ্টিতে জটিলতা এমনকি নানা অসঙ্গতিও খুঁজে পেতে পাবেন। আসলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যেই এই জটিলতা আছে। এই সংস্কৃতির দেশকাল ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ ও গভীবতরো বিশ্লেষণেই শুধু এব বহস্য ভেদ হতে পারে। আমরা বাঙালিরাও আমাদের সংস্কৃতির মধ্যযুগকে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত, স্বচ্ছ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হইনি। অসীম রায়ের বই, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal (1993) উপভোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক; তবে এ বইয়েও মূল বিষয়ের কেন্দ্র নির্ধারিত হয়নি। আরো ভেতর ঘেঁষে, শিকড় সংলগ্ন বহু চিন্তার একত্র অবস্থানকে একটা বহু কোণ বিশিষ্ট এককেন্দ্রিক কিন্তু বহুতল ও নানা স্তর বিন্যস্ত সত্তায় রূপ দিতে হবে। তাহলেই বাংলার মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও ভাবুকতার একটা বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অবয়ব লাভ করবে।

যাহোক, ইয়াজিযিয়ানের কাছে হাছন রাজাকে জটিল মনে হলেও সুইডেনের গবেষক ডেভিড জি ক্যাসিনের (David G. Cashin) কাছে আমাদের আর এক 'রাজা' অষ্টাদশ শতকের কবি আলী রাজা বা রজার 'আগম/জ্ঞানসাগর'-এর টেক্সট ব্যাখ্যা করে এর বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব, নাথ সিদ্ধাদের তান্ত্রিক ও যোগ সাধন। এবং সুফিবাদের সমন্বয়কে চিহ্নিত করা খুব কঠিন হয়নি। দীর্ঘসাধনায় চৈতন্যচরিতামৃত, বাউল গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে গভীরতাশ্রয়ী বিশ্লেষণমূলক কাজ করার ফলে প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত ও গবেষক এডওয়ার্ড সি. ডিমকের (Edward C. Dimock) গবেষণাও আমাদের মধ্যযুগের নানা সংস্কৃতি ও ধর্ম লোক-ধর্ম-তন্ত্রের জটিল ও সমন্বয়বাদী সাধনা পরম্পরার গ্রন্থি উন্মোচনের সহায়ক। হাছন রাজাকেও এই ধারার কথা মনে রেখেই আমাদের বুঝতে হবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে মুসলিম সাহিত্য সাধকদের সুফিবাদী যোগ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধারার চিন্তা চেতনা এবং বঙ্গ ও শ্রীহট্টের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে হাছন রাজার উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করতে পারলেই তাঁর চিন্তাধারার জটিলতা, আপাত:দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধিতা এবং ভিন্ন দুই হাছন রাজার সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

বিষয়টিকে আমরা অন্যভাবে একটু তুলনামূলক বিচার করে দেখতে পারি। তৎকালীন বাংলার অবক্ষয়ী মুসলিম জমিদার পরিবার থেকে আসা আর এক প্রতিভা মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) সঙ্গে হাছন রাজার তুলনা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দুজন সমসাময়িক। পারিবারিক ঐতিহ্য, জীবনধারা, আত্যন্তিক নারী-প্রীতি ইত্যাদিতে দুজনের মধ্যে বেশ মিলও আছে। মীর নিজ স্বভাবের খোলামেলা বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর নানা লেখা— বিশেষ করে আত্মজৈবনিক রচনায়। হাছনও তাঁর পদাবলীতে নিজেকে আখ্যাত করেছেন 'লম্পটিয়া' বলে। দুজনই বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক-চিন্তক-সাধক হিসাবে একালে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রথাবদ্ধ শিক্ষার বিচারে মীর সামান্য- শিক্ষিত, অন্যদিকে হাছন রাজার ক্ষেত্রে একমাত্র নাম সই করার বিষয়টি ছাড়া লেখাপড়ার আর কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের অজানা। তবু সেকালের অতিবিখ্যাত জমিদার- নবাবদের নাম জনসমাজ বিস্মৃত হয়েছে, মনে রেখেছে মীর মশাররফ হোসেন ও হাছন রাজাকে। এ বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। মীর ছিলেন কিছুটা নগরবাসী, পত্রিকা সম্পাদক এবং রাজনীতি সচেতন। হাছন রাজা মরমী ভাবুক ও কবি, গ্রামীণ; তবে রাজনীতি সংক্রান্ত কোন ভাবনার খবর আমরা জানি না।

মীর মশাররফ বাংলার ঐতিহ্যগত সমন্বিত সংস্কৃতি ধারার মধ্যে নিজেকে স্থিত রেখে তাঁর সাহিত্য প্রকাশকে একটা আধুনিক প্রকরণ ও শৈলীতে বিন্যস্ত করেন। বাঙালির প্রিয় বিষয় হিসাবে তিনি কারবালা কাহিনী ও বেহুলা-লক্ষিন্দর উপাখ্যানকে এজন্য তাঁর বিষয়-বস্তুর কেন্দ্রে রেখেছিলেন। এমনকি জীবনের প্রথম পর্যায়ে 'গোজীবন' বই লিখে গো-বধ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এতে বিপুল পশু-সম্পদ রক্ষা পাবে, আবার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিও বজায় থাকবে। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ-চিন্তা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে সমবেত জীবন-ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ বাস্তবতার চাপ তথাকথিত আধুনিকতাকে ধর্মীয় বৃত্তে আটকে দেয়। ফলে বাঙালির শত সহস্র বছরের মিশ্র সংস্কৃতি ধারার একনিষ্ঠ উত্তরসাধক মীর মশাররফ হোসেন বিচলিত ও কেন্দ্রচ্যুত হন এবং তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্য ও তাতে প্রতিফলিত জীবন-চেতনার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে শেষ জীবনের রচনায় সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন। হাছন রাজা আধুনিক শিক্ষিত নগরবাসী ভদ্রলোকের রাজনীতি ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করায় তাঁকে আমরা পেয়েছি সামগ্রিকভাবে বাংলার এবং বিশেষভাবে সিলেটের বহু ধর্ম-দর্শন-পুরাণ-এর সমন্বয়ে গড়া মরমিয়াবাদ এবং নানা লোক-ধর্মের মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর এক নিবিষ্ট-চিত্ত সাধক হিসাবে।

জমিদার হিসেবে কঠোর, কখনো কখনো নির্মম হলেও চিন্তা চেতনায় হাছন রাজা আজীবন ছিলেন উদার ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী। প্রভাতকুমার শর্মা বলেছেন তিনি তাঁর মায়ের ফাতিহায় (১৩১১) গো-বধ হতে দেননি— মহিষ দিয়ে ফাতিহা করেন। আজরফ সাহেব এ তথ্যের কোনো স্বীকৃতি পাননি। তবে বলেছেন : "আমি প্রাচীন বিশ্বস্ত লোকের বাচনিক জানতে পেরেছি কালীপুর মৌজা পত্তনের পূর্বে হাসন রাজা ভবিষ্যৎ বসতকারীদের দ্বারা কালীপূজা করিয়েছিলেন এবং এ পূজা উপলক্ষে সাতশত টাকা প্রজাদের দান করেছিলেন। এমন উদার, পরধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল অসাম্প্রদায়িক মানুষ একালেও বিরল।



মার্কিন গবেষক এডওয়ার্ড ইয়াজিযিয়ান (Edward Yazijian) তাঁর '100 Songs of Hasan Raja' বইয়ে লিখেছেন ঃ 'When I researched the life of Hasan Raja by reading available material and interviewing various people a Profile of an extremely Complex Person emerged. Hasan Raja seems to be a man of contradictions even to the point at which he seems like two completely different people. আমাদের বন্ধু- গবেষকের উক্তি উপর্যুক্ত তাঁর বিচার-বিবেচনার ভিত্তিগত দিক থেকে হয়ত ঠিকই; কিন্তু বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির শত সহস্র বছরের গঠন-কাঠামো ও তার আঁকাবাঁকা বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিম সমাজেব উপাদানসহ পরবর্তীকালের অসংখ্য পথ, পন্থা, ধর্ম উপ-ধর্ম দর্শন-ভাবধারার— এত বিরোধী ভাবনার সমন্বয় ঘটেছে যে সে সম্পর্কে কোনো বিদেশী ভাবুক আপাতদৃষ্টিতে জটিলতা এমনকি নানা অসঙ্গতিও খুঁজে পেতে পারেন। আসলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যেই এই জটিলতা আছে। এই সংস্কৃতির দেশকাল ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ ও গভীরতরো বিশ্লেষণেই শুধু এর রহস্য ভেদ হতে পারে। আমরা বাঙালিরাও আমাদের সংস্কৃতির মধ্যযুগকে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত, স্বচ্ছ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হইনি। অসীম রায়ের বই, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal (1993) উপভোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক; তবে এ বইয়েও মূল বিষয়ের কেন্দ্র নির্ধারিত হয়নি। আরো ভেতর ঘেঁষে, শিকড় সংলগ্ন বহু চিন্তার একত্র অবস্থানকে একটা বহু কোণ বিশিষ্ট এককেন্দ্রিক কিন্তু বহুতল ও নানা স্তর বিন্যস্ত সত্তায় রূপ দিতে হবে। তাহলেই বাংলার মধ্যযুগের সংস্কৃতি ও ভাবুকতার একটা বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অবয়ব লাভ করবে।

যাহোক, ইয়াজিযিয়ানের কাছে হাছন রাজাকে জটিল মনে হলেও সুইডেনের গবেষক ডেভিড জি ক্যাসিনের (David G. Cashin) কাছে আমাদের আর এক 'রাজা' অষ্টাদশ শতকের কবি আলী রাজা বা রজার 'আগম/জ্ঞানসাগর'-এর টেক্সট ব্যাখ্যা করে এর বৈষ্ণব সহজিয়া-তত্ত্ব, নাথ সিদ্ধাদের তান্ত্রিক ও যোগ সাধনা এবং সুফিবাদের সমন্বয়কে চিহ্নিত করা খুব কঠিন হয়নি। দীর্ঘসাধনায় চৈতন্যচরিতামৃত, বাউল গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে গভীরতাশ্রয়ী বিশ্লেষণমূলক কাজ করার ফলে প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত ও গবেষক এডওয়ার্ড সি. ডিমকের (Edward C. Dimock) গবেষণাও আমাদের মধ্যযুগের নানা সংস্কৃতি ও ধর্ম লোক-ধর্ম-তন্ত্রের জটিল ও সমন্বয়বাদী সাধনা পরম্পরার গ্রন্থি উন্মোচনের সহায়ক। হাছন রাজাকেও এই ধারার কথা মনে রেখেই আমাদের বুঝতে হবে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে মুসলিম সাহিত্য সাধকদের সুফিবাদী যোগ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধারার চিন্তা চেতনা এবং বঙ্গ ও শ্রীহট্টের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের সঙ্গে হাছন রাজার উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করতে পারলেই তাঁর চিন্তাধারার জটিলতা, আপাত:দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধিতা এবং ভিন্ন দুই হাছন রাজার সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।



ভজন ও ভাব প্রকাশের স্থান হিসাবেও সিলেটের খ্যাতি অনন্য। এই সাংস্কৃতিক আবহের ফলশ্রুতি (শব্দটি এখানে খুবই সুপ্রযুক্ত মনে করি)-তে গোটা সিলেট অঞ্চলে যে সাংস্কৃতিক ভাবজগৎ গড়ে ওঠে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে ধর্মমতের ভিন্নতা কোন বাধা বা বিরোধের সৃষ্টি করেনি। ফলে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-ভাব-আন্দোলনের মর্মবাণী জীবাত্মা পরমাত্মার রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতার প্রবলতা একালে আমাদের বিস্মিত করে। শুধু হিন্দু লেখকদের লেখায় নয়, মুসলমান পীর, হাজী, কারি লেখকদের রচনায়ও এর বহু পরিচয় বিধৃত। সামান্য কিছু উদাহরণ :

১.

আবের পাতন ঘরে খাকের বদন
তার মাঝে খেলা করে শ্যাম নিরঞ্জন।।

গোলাম হোসেন (১৪৬৮-১৫৫৬ খৃঃ)

২.

তন রাধা মন কানু শাহনূরে বোলে
রাধা কানুর মিলন হইল আড়াই হাতের তলে।।

অথবা

বাঁশীটি বাজাইয়া কানু থৈল কদমডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বুলে।।

সৈয়দ শাহানূর (মৃত্যু ১৮৫৫ খৃঃ)

৩.

সাজ সাজ করিয়া বাঁশিতে দিল টান
শুনিয়া অবুলা রাধার উড়িয়াছে পরাণ।।

শাহ আবদুল ওহাব (১৭৬৩--১৮৮৮ খৃঃ)

৪.

কদম তলে বাঁশি বাজাও শুনিতে মধুর
বিরহিণী হইয়া ঝুরি শুনি যে সে সুর

শীতালং শাহ ওরফে মোহাম্মদ ছলিমউল্লাহ (১৮০০-১৮৮৯)

৫.

কারে লইয়া কারে লইয়া বসতি কর মনারে
রাধার মন্দিরে।।

পীর নছিম আলী (১৮১৩-১৯২০ খৃঃ)

৬.

সখি গো.

আইত যদি কালাচান্দ বসাইতাম সামনে
ওগো কৈতাম মনের দুঃখ মুই ধরিয়া চরণে।।

শেখ ক্বারী আবদুল ওয়াহিদ (১৮৬৮-১৯৫৩ খৃঃ)



৭.

সুবল যারে বৃন্দাবন
দেখে আসগে রাধারানী আছেরে কেমন।।
মথুরাতে আছি আমি পাগল আমাব মন
রাধার জন্য সদা আমার প্রাণ উচাটন।।
বাধাব পদে ধরে সুবল কবিস নিবেদন
দিবানিশি রাধা প্যারী আছেরে স্মরণ।।
রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মেব মতন
শীঘ্র গিয়ে দেখবো আমি ঐ রাঙ্গা চবণ।।
মথুরাতে আছি আমি হইয়ে রাজন
বাজার খেদে ত্যাজ্য কবব বাজ সিংহাসন।।
ছহিফায বলে শুন ভুবন মোহন
কুজায় কুবুদ্ধিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন।।

ছহিফা বানু (১৮৫৮-১৯০৭ খৃঃ), ইঁনি হাছন বাজাব বৈমাত্রেয বোন। 'হাজী বিবি' নামেও পবিচিত ছিলেন।

৮.

ক. ভ্রমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদেব অনলে
অঙ্গ যায় জ্বলিয়া
ভাইবে রাধার-াণ বলে
মনেতে ভাবিয়া
আমি রাধা মরিয়া যামু
কৃষ্ণ হাব, হইয়া।।

খ. কি দিয়ে সুধিতাম প্রেম ঋণগো রাই
আমার সে ধনও নাই।
রাধা প্রেমে ধবনী হইল মোহিনী।।

বাধাবমণ

৯.

একজন সোনার মানুষ গো সই, সোনার মানুষ
একজন সোনার মানুষ রূপের চান্দ আমার
আসিয়াছিল নদীয়ায়।
তার বিরহে অগ্নিবান লাগছে কলিজায়।।
সখিগো তার রূপেরই কিরণ, সূর্যের বরণ
মুখেব আলো ঝলমল, অপূর্ব গঠন...
সখিগো যে দেখলে তারে সেকিগো পারে
লাজকুল মান জ্ঞাতি গো জাতি রক্ষা করিবারে।।

হাজী মোঃ ইয়াছিন (১৯৪৯-১৯৩৪ খৃঃ)



মরমী সাহিত্যের ব্যাখ্যায় সিলেটের একালের বিশিষ্ট গবেষক সৈয়দ মোস্তফা কামাল বলেন : "মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (র)-র বুঁশনা বা বাঁশী মুরলী নাম ধরে ঠাঁই নিল শ্রীকৃষ্ণের করকমলে। মাওলানা রুমীর (র) মসনবী শরীফের ফারসী বয়েত :

"বুঁশনা আযনার চুঁ মীকুনাদ
অ-আযুদায়ী হা হেকায়েত মীকুনাদ

অর্থাৎ

'বাঁশী যখন বাজে তখন শোনো দিয়া মন,
প্রাণবন্ধুয়ার লাগি বাঁশী করিছে ক্রন্দন।"

মাওলানা রুমী (র)-র ভাব ও ভাষায় বাংলায় প্রতিধ্বনি তুললেন বৈষ্ণব পদকর্তা বড়ুচণ্ডীদাসসহ অনেক পদকর্তা পদাবলীর সুরে :

কে-না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দি নৈকুলে
কে-না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

একইভাবে মুসলিম পদকর্তা আলী রেজাও গাইলেন :

বাঁশী বাজান জাননা-
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানেনা
আমি যখন বইসা থাকি গুরুজনের মাঝে
তুমি নাম ধরিয়া বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে।"

অন্যদিকে গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত "শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত" গ্রন্থে সম্পাদকের ভূমিকায় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন : "বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলাম-সুফি ধর্মের প্রভাবে শ্রীহট্ট একদা বাউল-ভাটিয়াল মারফতী গান রচনার একটি বিশেষ কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। মুসলমান সাধক ও ফকিরেরাই সেই সাংস্কৃতিক মিশ্রনের সুরবাণী রূপকে তাঁহাদের রচিত গীতি-গুচ্ছের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। যে সমস্ত সাধক-ফকির এই বৈষ্ণব-ইসলাম সুফি ধর্মকে তাঁহাদের গানে রূপে দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মরমী সাধক, অনুভূতিই তাহাদের প্রধান সম্বল। অনুভূতির এই নিবিড়তা এবং সুরের আন্তরিকতার জন্যই তাঁহাদের গীতাবলী জনপ্রিয় হইয়াছে।" (ভূমিকা, পৃ: ২৫, ১৯৬৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

সিলেটের লোক কবি ও সাধকেরা তাই বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সুফি, বাউল প্রভৃতি চিন্তা-চেতনার পন্থাকে মিলিয়ে মিশিয়ে গ্রহণ করেছেন। সুফিপন্থার মারিফত বা মরমী ভাব ধারার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত বাউল ধর্ম এক নতুনতর প্রকাশ পথ খুঁজে পেয়েছে। ফলে তত্ত্বজ্ঞানমূলক সুফিবাদের সঙ্গে যোগক্রিয়ামূলক বাউল ধর্মেরও মিশ্রন ঘটে গেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৌদ্ধ নাথপন্থীদের



দেহাত্মবাদী তান্ত্রিক সাধনার ধারা। এ ধরনের মিলন যে সম্ভব তা আমরা মধ্যযুগের মুসলমান রচিত বাংলাকাব্যে এবং ওই সময়ের লোক-সাহিত্যে বিস্তর পরিমাণে পাই। সেই ধারা পরবর্তীকালেও বহমান থেকেছে। সিলেটের বিখ্যাত মারিফত পন্থী বাউল কবি সৈয়দ শাহানুর (মৃত্যু ১৮৫৫) তাঁর 'নূর নছিয়ত' কাব্যে বলেছেন :

শরীয়ত দেখ ভাই আকলের উপরে
তরীকত কহি ভাই গোসত বোলইন যারে।
হকীকত শুন ভাই হাড় বোলইন যারে।
মারিফত হাড়ের গোদা সকলের ভিতরে।

এই কবিতায় শরিয়ত নয় মারিফতকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। সিলেটের লোক কবিতায় এ ধারার অন্য এক বিশিষ্ট কবি আকবর আলী পাগল শাহ্ জলালাবাদী সম্পর্কে 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫০ সংখ্যায় মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের লেখায় পাই তাঁর তিনখানা বইয়ের নাম: 'এস্কে দেওয়ানা', 'ফানায়ে জান' এবং 'যৌবন বাহার'।

বলা হয়েছে আকবর আলীর 'এস্কে দেওয়ানা' বা প্রেম পাগল বইটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ গানের পুস্তক। অন্যান্য গ্রন্থে কবির বিভিন্ন পদের সহিত রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ আছে (শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত পৃ. ৩৮)। অর্থাৎ মারিফতী গান ও বৈষ্ণবভাব- সাধনার গানই এই কবির অন্বিষ্ট।

শীতালং শাহ্, আরকুম শাহ্, রাধারমণ প্রমুখ খ্যাতিমান সাধক কবিও তত্ত্বজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় প্রেমমূলক কবিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এঁরা একালেও খ্যাতিমান। রাধারমণ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা রচনা করলেও নিজেকে 'বাউল' বলেও উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ শাহনূর, হাছন রাজা প্রমুখও নিজেদের বাউল বা বাউলা বা পাগল/পাগলা বলে আখ্যাত করেছেন।

সিলেটের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাঙলা সাহিত্যে' লিখেছেন :

"... শ্রীহট্টের অন্য সাহিত্য ধারার মধ্যে রয়েছে ইসলাম পুরাণ কাব্য ও রোমান্টিক প্রণয়গাথা। ইসলাম-পুরাণ কাব্যগুলি হিন্দুদের পুরাণ পাঁচালীর দেখাদেখি রচিত হয়েছিল।... এই ইসলামি পুরাণ-পাঁচালীর ধারা নি:সৃত হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগাঁয়ে ও সিলেটে। .. সিলেটের মুসলমানেরা উত্তর-পশ্চিমের হিন্দিভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বরাবর যোগ রেখে চলেছিল বলে এরা পুরাপুরি বাঙালি হয়ে উঠতে পারেনি অনেক দিন অবধি।... সিলেট চাটিগাঁর মুসলমানদের মধ্যে হিন্দিমূলক আখ্যায়িকার প্রচলন খুবই ছিল।"

তবে হাছন রাজা এক আশ্চর্য সম্মুখমুখী দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর কবিতায় মধ্যযুগ ও লোকজ কবিতার ভাববস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তাঁর বাঙালিত্বের চেতনা ছিল প্রখর এবং ইতিহাসের ধারাবাহিত। তাই নিজেকে তিনি 'বাঙালি' বলে উল্লেখ করেছেন :



"হাছন'রাজা বাঙালী হয়ে কাঙ্গালী
প্রেমানলে জ্বালিয়ে যায় প্রাণ
আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা।
আমি তোমার কাঙ্গালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে
হাছন রাজা বাঙ্গালী গো।।
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুসল্লিয়ে দেয় বাধা।।

এখানে একটা বিষয় চোখে পড়ে, সিলেটের এখনকার লোক সঙ্গীতে হজরত শাহ জালালের (রা) নাম পাই, কিন্তু উপর্যুক্ত কবিদের রচনায় এর ব্যতিক্রম দেখি।

সাত

উপর্যুক্ত পটভূমিকার আলোকে হাছন রাজার ভাবজগৎ ও আধ্যাত্ম চেতনাকে বুঝে নেয়া সহজ হবে বলে মনে করেই আমরা বাংলা তথা সাবেক সিলেট জেলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও লৌকিক সাধনার ধারার একটি চুম্বক উপস্থাপন করে তাঁর বিশ্ববীক্ষা, মরমী দার্শনিক চিন্তা, ধর্মবোধ ও মানবিক চৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন করার প্রয়াস পেয়েছি। এবার আমরা বিশেষভাবে হাছন রাজার জীবন-তথ্য ও চিন্তাধারার কয়েকটি মূল বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

হাছন রাজার জীবন-কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আমরা প্রভাকুমার শর্মা এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের লেখার কথা বলছি। এঁদের পরেই এ বিষয়ে বেশ কিছু উপাদান পাওয়া যায় প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এবং হাছন রাজার স্বগ্রাম লক্ষণশ্রী নিবাসী আবদুল হাইয়ের সংগৃহীত তথ্য থেকে। আবদুল হাই নিজেকে 'হাছন পছন্দ' ছদ্মনামেও অভিহিত করেছেন।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ হাছন রাজার নাম সম্পর্কে, 'দেওয়ান হাসন রাজা' প্রবন্ধে লিখেছেন : "প্রথমে তাঁর নামের কথাই আলোচনা করা যাক। তাঁর আব্বা মরহুম দেওয়ান আলী রেজা তাঁর অপূর্ব সুন্দর বৈমাত্রেয় ভাই দেওয়ান ওবেদুর রাজার পরামর্শ মত তারই নামের আকারে তাঁর নামকরণ করেন অহিদুর রাজা। সিলেটে তখন আরবী ফার্সির চর্চা খুব প্রবল ছিল। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার অফিসের নাজির আবদুল্লাহ বলে এক বিখ্যাত ফার্সি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ মতে তার অপর নামকরণ করা হয়-হাসন রাজা। হাসন রাজা- আরবী 'হাসন' - আর 'রিদার' ফার্সীরূপ। বহু দলিল দস্তাবেজে আরবী অক্ষরে নাম দস্তক্ষত করেছেন 'হাসন রেজা'। এক্ষেত্রে আরবী বা ফার্সী 'সিন' অক্ষরের প্রতি অক্ষররূপে 'দন্তস্য' ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'রিদা' ফার্সীতে শুধুমাত্র রেজায় পরিণত হয়েছে"।

হাছন রাজার নাম বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে লিখেছেন। কেউ লিখেছেন : হাসন রাজা বা রজা, কেউ *হাছন রাজা, কেউবা হাছান/হাসান রাজা বা রজা বা রেজা। এতে তাঁর নামের প্রকৃত বানান নিয়ে*



বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব উপর্যুক্ত বক্তব্যে আরবী বানানরীতি অনুযায়ী 'হাসন রাজা' লেখার পক্ষপাতী ; কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের সংকলক দেওয়ান তাছাওয়ার 'হাছন রাজা' হিসাবে তাঁর নাম লিখে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কামনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হল, হাছন বাজার জীবিতকালেই বেরোয় তাঁর 'হাছন উদাস (১৯০৭ মতান্তরে ১৯১৪) গীতিগ্রন্থ, এবং এতে তাঁর নামের বানান লেখা হয় 'হাছন রাজা'। অতএব নামের এই বানানই গ্রহণীয়। আমরা এই মত সমর্থন করি। কারণ ১৯২১ সালেব পারিবারিক একটি জমির দলিলে আমরা তাঁর এরকম নাম স্বাক্ষব দেখি, "শ্রী দেওান হাছন রাজা চৌধুরী" । হস্তাক্ষর বেশ সুন্দর, তবে দলিলের প্রথম ও শেষ পাতায় "দেওান" বানানটি লক্ষণীয়।

হাছন রাজার জীবন কথার আরো কোনো কোনো বিষয়ে বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর শিক্ষা-জীবন সম্পর্কেও আমবা পরিষ্কার কোনো ধারণা পাইনা। প্রভাতকুমার শর্মাব এ সংক্রান্ত বক্তব্য আমরা আগে পেশ করেছি। শর্মা তাঁকে নিরক্ষর অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত বলেই উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর গভীরতব জীবন-ভাবনা ও জমিদারি পরিচালনাব দক্ষতা দেখে বুঝি তিনি ছিলেন বিচক্ষণ সাংসারিক ও মৌলিক চিন্তাব ভাবুক।

এ প্রসঙ্গে হাছন রাজা লিখতে পারতেন কিনা সে কথাটি এসেছে। জমিদারির দলিলপত্রে তাঁর বাংলা, ইংরেজি ও আববি সইয়ের কথা বলা হচ্ছে। আগেই বলেছি আমরা বাংলা দস্তখত দেখেছি। তবে সই করা ছাড়া তিনি স্বহস্তে লিখতে পারতেন কিনা তাব কোনো নিশ্চিত প্রমাণ এখনো মিলেনি। আমরা তাছাওয়ারের সংগৃহীত এবং হাছন রাজা সমগ্রে প্রথম বারের মতো অন্তর্ভুক্ত গানের কিছু পুরনো কপি দেখেছি। এর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা (Authenticity) সম্পর্কে আমাদের সংশয় নেই। তবে এগুলো বিভিন্ন জনেব হাতের লেখায়। এতে হাছন রাজার স্বহস্ত লিখিত গান আছে আমাদের এমন মনে হয়নি। তাছাওয়াবও এমন দাবি করেননি। তিনিও মনে করেন এগুলো অন্য কারো কপি করা। মমিনউল মউজদীনও তাঁকে বলেননি যে এগুলো হাছন রাজার নিজের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি।

আজরফ সাহেব বলেছেন : "হাসন রাজা সাহেবের স্বহস্তে লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি আমি দেখিনি। তবে আমার মনে হয়, তিনি নিজেও লিখতেন, অপরকে দিয়েও লিখিয়ে নিতেন।" তিনি আরো বলেছেন : "খান বাহাদুর গণিউর রেজা আমার শ্বশুর এবং তাঁর দুই মেয়ে ছাড়া অন্য কোন আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী না থাকার তাঁব পুথিপুস্তক, গানের পাণ্ডুলিপি, খান বাহাদুর উপাধির মেডেল এবং অন্যান্য দলিলাদি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার স্ত্রী পেয়েছে। সেগুলো এখন আমাদের কাছে আছে।" আজরফ সাহেবের উপর্যুক্ত উক্তিসমূহে কোনো লজিক নেই - ব্যাপারগুলোতে তিনি যেন সিরিয়াস নন। হাছন রাজা খুব সামান্য মানুষ ছিলেন না- তাই তাঁর বিষয়ে আমাদের এই অমনোযোগ ও দায়সারা কথাবার্তা খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতিকে সামনে আনে। প্রথম কথা হলো : আজরফ সাহেব হাছন রাজার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখেননি; তাঁর দাবি অনুযায়ী তাঁব স্ত্রীর কাছে থাকা সত্ত্বেও দেখেননি। তবু বলেছেন, "আমার মনে হয়, তিনি নিজেও লিখতেন... (পৃ. ৭৩, 'প্রসঙ্গ হাছন রাজা'— আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৯৮ বাংলা একাডেমী)।



আবদুল হাই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে জানিয়েছেন : 'হাসন রাজার অক্ষরজ্ঞান ছিল নিতান্তই প্রাথমিক অর্থাৎ শব্দ ও বাক্য তিনি মোটামুটি লিখতে পারতেন। বানানের নিয়ম শৃঙ্খলা বা শুদ্ধাশুদ্ধির জ্ঞান তাঁর যৎসামান্যই ছিল।' তথ্য হিসাবে এর গুরুত্ব অনেক। এতে হাছন রাজার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা মেলে, কিন্তু মুশকিল হলো এ তথ্যকে আবদুল হাই প্রামাণিকরণ করেননি। তাই এর মূল্য যতটা হতে পারত তা হয়নি।

অন্যপক্ষে আব্দুল হাই তাঁর "হাছন রাজার গান" পুস্তিকায় লিখছেন : "কালের গ্রাস থেকে আজো বেঁচে আছে মরমী কবির স্বহস্ত লিখিত কতকগুলো পাণ্ডুলিপি। এদের সঙ্গে আছে অন্যদের কৃত তাঁর গানের অনুলিপির খাতা ও বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো পাতায় তাঁর গান ও কবিতা। বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর.. জ্যেষ্ঠপুত্র খান বাহাদুর গণিউর রাজা চৌধুরীর পরে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান আবতাবুর রাজা চৌধুরী ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ান আনোয়ার রাজা চৌধুরী। এখন এ অমূল্য সম্পদ কবির লক্ষণশ্রীব বসত বাটিতে বর্তমান উত্তরাধিকারীদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। তাছাড়া তাঁর অনেক বচনা তাঁর পিতৃপুরুষের মূলবাড়ি সিলেট সদরে রামপাশায় আছে বলে শোনা যায়। কবির অন্যান্য আত্মীয়দের বাড়িতেও তাঁর রচনাবলীব কিয়দংশ পাওয়া যেতে পারে।"

আবদুল হাইয়ের এইসব তথ্য মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি কোন উৎস থেকে এসব তথ্য পেলেন তা বলেননি। আবদুল হাই সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীর বাসিন্দা ছিলেন। কিছুকাল আগে তিনি মারা গেছেন। তাই চেনা-জানার সুবাদে হাছন রাজার বর্তমান উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকেও এসব তথ্য ঠিকঠিকই শুনে থাকতে পারেন বা কিছু অতিরঞ্জিতভাবেও শুনতে পারেন। তিনি নিজে যদি স্বচক্ষে দেখে এসব তথ্য দিতেন তাহলে তা আরো বেশি গুরুত্ব বহন করতো। তবে দেওয়ান তাছাওয়ার হাছন রাজার পাণ্ডুলিপির যে অংশ উদ্ধার করেছেন তা কি আবদুল হাই কথিত, তাঁর গানের অনুলিপির খাতা ও বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো পাতায় তাঁর গান ও কবিতার অংশ ?

হাছন রাজা সিলেটের 'রামপাশা' ও সুনামগঞ্জের 'লক্ষণশ্রী'র (বা লক্ষণছিরি) জমিদার ও বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পিতৃভূমি রামপাশার চেয়ে মাতৃভূমি লক্ষণশ্রীতে কাটিয়েছেন। সঙ্গতকারণেই তাঁর পরিচিতিও গড়ে উঠেছে 'সুনামগঞ্জের হাছন রাজা' হিসাবে। দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার হাছন রাজার জন্মভূমি হিসেবে রামপাশার ওপরে বেশি জোর দিয়েছেন। তাছাওয়ার হাছন রাজার রামপাশা অংশের বংশধর এজন্য তাঁর পক্ষপাত সেদিকেই। এর অন্য একটা যৌক্তিকতা এই হতে পারে যে হাছন রাজা নিজে তাঁর আত্মপরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন:

'হাছন রাজা মইরা যাইব না পুরিতে আশা
লক্ষণছিরি জমিদারি বাড়ী রামপাশা।'

হাছন রাজার মানস-গঠনে যে আবহটি কার্যকর ছিল তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন শ্রী প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তাঁর, 'গানের রাজা হাসন রাজা' প্রবন্ধে (পৃষ্ঠা ৫৬ 'প্রসঙ্গ হাসন রাজা'- সম্পাদক আবুল আহসান



চৌধুরী)। তিনি লিখেছেন : "হাসন রাজা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার, কিন্তু জমিদারের কোন ঠাঁট বাটের ধারই যে তিনি ধারতেন না, তা আমরা কিছুটা আগেই দেখেছি। শহরে বাস করার মোহ তাঁকে কোনদিন পেয়ে বসেনি। গ্রামেই ছিল তাঁর বাড়ী আর গ্রামবাসীদেরই পাঁচজনের একজন হয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করে বসবাস করাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। পাড়াপ্রতিবেশী আপামর সাধারণের প্রাণের স্পর্শ পাওয়ার জন্য তার মরমী প্রাণ ছিল লালায়িত। তাই আর পাঁচজন গৃহস্থের সঙ্গে মমতা বজায় রেখে সাধারণ কাঁচা বাড়িতে থাকাই ছিল তাঁর পছন্দ। বড় মানুষ চালচলনের বেড়া তুলে নিজেকে কখনও তিনি দূরে সরিয়ে বাখতে চাননি। বাড়িতে তাঁর সাধারণ পোষাক ছিল লুঙ্গির মত করে পরা একখানা ছোট ধুতি, গায়ে বা গলায় একখানা চাদ্দর থাকত কি থাকতনা, আর পায়ে থাকত খড়ম। খালি পায়ে খালি গাযে আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেও তাঁর কোন ইতস্তত:বোধ ছিলনা। গ্রামের সাধারণ লোকজনের আনন্দোৎসবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। গ্রাম্যসমাজের জারিগান, গাজীর গীত, কীর্তন, কথকতা, কৃষ্ণলীলা, যাত্রা, থিয়েটাব ইত্যাদিতে সকলের সঙ্গে মনের আনন্দে তিনি যোগ দিতেন।" আবদুল হাইকে উদ্ধৃত করে তিনি আরো বলেছেন: "নিম্নস্তরের বেদেদের সাথেও তিনি সহজভাবে মেলামেশা কবতে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করতেন না।"

আট

হাছন রাজার যাপিত জীবনেব উপর্যুক্ত চিত্র একজন সহজ সরল ঐতিহ্য-নিষ্ঠ সাধারণ বাঙালির। অন্যদিকে একজন প্রবল জমিদারেব দাপ ও বর্ণময়তাও তাঁর মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। এই বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য তাঁব ভাবসাধনাব মধ্যেও এক স্বকীয় মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর হিন্দু-পূর্বপুরুষদের চিন্তা-চেতনার ধাবা থেকে তিনি কতটা গ্রহণ করেছিলেন স প্রশ্ন খুব যে প্রাসঙ্গিক তা মনে হয়না। কারণ বিষয়টি জটিল ও অজ্ঞেয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। এর নিখুঁত অবয়ব নির্মাণ অসম্ভব। বরং এটাই বিবেচনা করা সঙ্গত যে তিনি এদেশের প্রবহমান সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে কি করে নিজেব মধ্যে আত্মস্থ করে একজন বিশিষ্ট সাধক ও বাঙ্ময়-ভাব প্রকাশের শক্তিমান রূপকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন।

জমিদার ও অভিজাত হাছন রাজার চারিত্র্য শক্তির পরিচয় আছে তাঁর অতিসাধারণ জীবন যাত্রায়, সাধারণ বাঙালির মামুলি পোষাক-আশাকে, খালি পায়ে, খালি গায়ে বা খড়ম পরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে। এ কাজতো সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে তিনি যে তাঁর কবিতায়/গানে ভণিতা যোগ করেছেন এটা যেমন ঐতিহ্যকে মান্য করা তেমনি এই ঐতিহ্যের সুনির্দিষ্ট রূপটি ভেঙে দিয়ে তিনি নিজের স্বাতন্ত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর গানের গোড়াতে, মাঝে, শেষে একবার বা একাধিক বার নিজের নাম যুক্ত করেছেন। কিন্তু ঐতিহ্যিক ধাবায় মধ্যযুগ এবং তার পরবর্তীকালে লোক কবিরা কবিতায় শেষে ভণিতায় নাম যুক্ত করেন।



এই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত কবির চিন্তা-চেতনার মৌলিকতা ও ভাব-সাধনার গভীরতা ও সৌন্দর্যময়তা এতটাই বিশিষ্টতা লাভ করে যে তা রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং সেই সুবাদে তা বিশ্ব পরিচিতি লাভ করে।

হাছন রাজার ভাবসাধনা ও দর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। বিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, প্রভাতকুমার শর্মা, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, রণজিত কুমার সেন প্রমুখ এ বিষয়ে নানাভাবে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এঁদেব কোনো কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত করে হাছন রাজার ভাব-জগতের ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো। প্রথমেই আমরা হাছন রাজার উত্তরপুরুষ ও বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের চিন্তাকে তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছেন : "আমি তাঁর কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করে দেখিয়েছি- তিনি প্রথমে শরীয়তের আইন কানুন বাস্তব জীবনে রূপায়নের জন্য মুমিন মুসলমানদের আহ্বান করেছেন। পরবর্তী স্তরে তিনি প্রেমের মাধ্যমে তাঁর প্রিয়তমকে লাভ করার চেষ্টা করেছেন। সর্বশেষ স্তরে তিনি দার্শনিক রূপে তাঁর নিজের মধ্যেই সে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তবে তাঁর মানসবিকাশের এ পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয যে, তিনি ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা— 'মন আরেফা নফসুহ ফককদ আরেফা রব্বহু'- যে আপনাকে জেনেছে সে তার রবকেও জেনেছে। ... সর্বাবস্থাতেই ইসলামী সংস্কৃতি এ উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ উক্তিকেই কেন্দ্র করে হোসেন বিন মনসুব বলেছেন— আনাল হক (আমিই সত্য), বায়েজিদ বলেছেন— সুবহানী (আমিই পবিত্র)। ইবনুল ফরিদ বলেছেন- আনা হিয়া (আমিই সেই অনিন্দ সুন্দর নারী- যাকে সুফিরা আল্লারই প্রতীক বলে কামনা করে)। হিন্দু-সংস্কৃতিতে, 'আত্মানাং বিদ্ধি'র কথা আছে। তবে সেখানে সর্বপ্রধান বক্তব্য হচ্ছে- ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা— জীবে ব্রহ্ম পরাপর। বেদান্তের সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য-মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ হিসাবে সত্য। কাজেই তাকে যদি বিষযমুখ (objective) সংস্কৃতি বলা যায় তাহলে ইসলামী সংস্কৃতিকে বলা যায় আত্মমুখ (Subjective)। হাসন রাজা সে আত্মমুখীন সংস্কৃতির সর্বশেষ পর্যায়ে আরোহন করেই বলেছিলেন- 'মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন'...। এই বক্তব্যের পর আজবফ সাহেব প্রায় বিপবীতধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এরকম ভাষায় : "তবে একথা সত্য-তাঁর মাঝে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হোসেন ইবনে মনসুর, বায়েজিদ, ইবনুল ফরিদ বা রুমী থেকে যে তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কাজেই হাসন রাজা ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ, কালী, দূর্গা প্রভৃতি দেবদেবীকে তাঁর প্রত্যয় প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে রূপকের আকারে ব্যবহার করেছেন। আমি তাঁর বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিনে। তবে তিনি হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতির উর্ধ্বে একটি অভিনব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন সে কথা অস্বীকার করতে পাবিনে" (পৃ: ৪, প্রসঙ্গ হাসন রাজা, পূর্বোক্ত)।



'হাছন রাজা বাউল ছিলেন' ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীব এ বক্তব্য আজরফ সাহেবেব ঘোরতর আপত্তি। আজরফ বলেছেন, হাছন রাজা পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া তরিকার পীর সৈয়দ মাহমুদ আলীর মুরিদ ছিলেন। আজরফ সাহেব হাছন রাজার ইসলামিক সংস্কৃতির প্রতি মূল ঝোঁকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'বঙ্গে সুফী প্রভাব গ্রন্থে' যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায়, বঙ্গে সুফি সাধনাব ক্ষেত্রেও বেশ কটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যেমন চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, মাদারিয়া, নকশবন্দীয়া, কলন্দবিয়া, কাদিরিয়া ইত্যাদি। আজরফ সাহেব বলেছেন : হাছন রাজা চিশতিয়া তবিকাব সাধক ছিলেন। ড. হক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন : 'চিশতীয়হ ও সুহররদীয়হ সম্প্রদায়েব মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য আখড়াতে মিলিত হইয়া নৃত্যগীত-বাদ্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। সুফিদেব এই নৃত্যগীত-বাদ্য স্পষ্টত:ই অনৈস্লামিক। আসলে চিশতিয়া সম্প্রদায় বহু হিন্দু পর্ব ও প্রথা পালন করতো। S A A Rizzvi তাঁর Cultural History of India গ্রন্থে বলেন : "Various anecdotes indicate that Sufis approve of some ethical values of the yogis as well as of their corporate way of living" স্মর্তব্য যে নাথযোগীরা চিশতিয়া খানকায়ে সাদব অভার্থনাও লাভ করতেন।

হাছন রাজা সিলেটেব পূর্বোক্ত লোককবি ও সাধকদের মতো সুফি ও বৈষ্ণব ভাবনাকে আত্মস্থ কবেছিলেন। এই দুই সাধন ধাবাব সঙ্গে বাউল সাধনাও কোনো না কোনো ভাবে আসে। তাই হাছন রাজাব বাউল সত্তাকে একেবারে অস্বীকাব কবা যায না। তাঁব গানেব এই অংশটি স্মরণ করুন :

'ও যৌবন ঘুমেবই স্বপন।
সাধন বিনে নাবীব সনে হাবাইলাম মূলধন'।

এতদ্ব্যতীত 'ময়না পাখি', 'শুয়া পাখি' 'মাটিব পিঞ্জিবার মাঝে বন্দী হইয়ারে' প্রভৃতি গানে তিনি বাউল সাধকদেব সহমর্মী। তবে তিনি নিষ্ঠাবান বাউল ছিলেন এবং বাউলদেব আচাব অনুষ্ঠান রীতিকেতাকে মেনে চলেছেন তা বলা যাবে না। তিনি তাঁব বাউল হবাব বহস্য ভেদ কবেছেন এভাবে

"বাউলা' কে বানাইল বে
হাছন বাজাবে বাউলা কে বানাইল বে
বানাইল বানাইল বাউলা তাব নামটি হয় মৌলা
দেখিয়া রূপের চটক হাছন রাজা আউলা"

হাছন রাজাকে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্বের শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিচার করা হবে একেবারেই অর্বাচীন। তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল কবি ও মরমিয়া ভাবুক। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও গভীরতার জনাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। বাংলার ভাবসাধনায়, আমরা আগেই বলেছি, বহু মত পথ ও পন্থার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটেছে। সামাজিক শক্তি বিন্যাস, গণমানুষের আত্মিক ও আদর্শিক ক্ষোভ ও প্রবণতা দ্বারাই এর দ্বন্দ্বাত্মক বিকাশ (dialectics of evolution) প্রক্রিয়া সম্পন্ন



হয়েছে। এতে হিন্দুত্ব মুসলমানিত্ব বা শাস্ত্রীয় ধর্মের হুবহু অনুসরণ-ধারা খুঁজে লাভ নেই। বাঙালি জাতি যেমন শংকর জাতি, এতে রক্তের মিশ্রন যেমন বহুল ও বিচিত্র, ঠিক তেমনি এই জাতির হাজার বছরের দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে বহু ধর্ম, ঐতিহ্যিক বোধ ও প্রচলিত স্থানিক বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব পড়েছে। এর সবটা মিলেই বাঙালি সংস্কৃতি। বাঙালি বহু সাধনায় এই স্বকীয়, বিশিষ্ট ও মৌলিক সংস্কৃতি ধারাটি নির্মাণ করেছে। এর একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৌন্দর্য ও সুস্পষ্ট রূপ আছে। হাছন রাজা সেই বাঙালি সংস্কৃতির এক সৃষ্টিশীল রূপকার। বলা হয়ে থাকে, এমনকি পণ্ডিতেরাও তত্ত্বপ্রমাণ দিয়ে বলতে পারেন যে সিলেটিরা নিজেদের এক সময় বাঙালি বলে মনে করতো না। কিন্তু হাছন রাজা ভাল করে পড়ে তাঁর মতো এক প্রকৃত বাঙালি আমি খুব সামান্যই খুঁজে পাই। হাছন রাজার এই বাঙালিত্ব আছে তাঁর সাধারণ ও গ্রামীণ মানুষের মতো সরল জীবন যাত্রায়, জারি সারি যাত্রা গান শোনার ভেতর-প্রেরণায় এবং আমাদের নানা শাস্ত্রীয় ও লোকজ ধর্ম, দর্শন ও ঐতিহ্যিক চিন্তাকে আত্মস্থ করে নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলার মধ্যে। ভরসার কথা আজরফ সাহেব শেষ পর্যন্ত বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারায় হাছন রাজার অবদানকে চিনতে পেরে বলেছেন : 'তিনি হিন্দু সংস্কৃতি বা মুসলিম সংস্কৃতির উর্ধ্বে একটি অভিনব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন সে কথা অস্বীকার করতে পারিনে।'

হাছন রাজার সাধনা শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে সাজুস্য রক্ষা করেনি। তিনি বাঙালির দার্শনিক ও মরমীয়াবাদী ধারায় নিজস্ব ভাবভাবনাকে বিন্যস্ত করেছেন। ফলে ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত বাঙালি-চিন্তা ধারা তাঁর কবিতায় রূপ লাভ করেছে। এই সংস্কৃতিব অসাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদ বিরোধী মূলগত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তিনি মোল্লাদের ধরতাই বুলির তোয়াক্কা করেননি। যেমন :

হাছন রাজায় বলে আমি না রাখিব জুদা
মুল্লা মুনসীর কথা যত সকলই বেহুদা।

আবার বলছেন :

হাছন রাজার লাগিয়াছি শ্যাম পীরিতের টানা
হাছন রাজায় শুনে না ত কট মুল্লাব মানা।
বাজায় ঢোলক, বাজায় তবল আর গায় গান।।'

এইসব কাব্যাংশে হাছন রাজা সমন্বয়বাদী ভাবুক। গভীরতর মানবিক ও আধ্যাত্ম-ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মের অগভীর ও যান্ত্রিক অনুসারীদের উদ্দেশে তীব্র বাক্যবাণ ছুঁড়েছেন, যেমন :

চোখ থাকিতে দিনের কানার মত নাই লই।
সাক্ষাতে যে বন্ধু খাড়া মুল্লায় বলে কই।।
হাছন রাজার বন্ধুকে মুল্লায় নাহি দেখে।
আজলের আন্ধি লাগিয়াছে কট মুল্লার আঁখে।

হাছন রাজার এ ধারার সাধনা নিয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। তবে সেই সঙ্গে বলা প্রয়োজন মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবিদের মতোই হাছন রাজা, লালন ফকির প্রমুখের গানেও



এমন কিছু উক্তিও পাওয়া যাবে যাতে বলা সম্ভব যে সংশ্লিষ্ট কবি নিখুঁতভাবে শাস্ত্রীয় ধর্মেরও নিষ্ঠাবান অনুসাবী। একে কেউ কেউ পরস্পব বিরোধী (contradictory) বলেও মনে করতে পারেন। যেমন হাছন বাজার গানের এই দুটি অংশ :

ক.

নামাজ পড় নামাজ পড় ভাই মোমিন নামাজ পড়,
একমনে পড়িও নামাজ চিত্র কবিয়ে দড়।
কাতব হইযা নামাজ পড়িও একমনে.
মাবুদ আল্লা জানিও যে তোমাব সামনে।
.. এইমতে নামাজ যে পবিবেক ভাই
নিশ্চয়ই জানিও তার বেহেস্তে হইবে ঠাঁই।
নামাজ পড় বোজা বাখ ’্যব এবা,৩
মমিন মুসলমানেব ভাই মূল পথ।

সাধারণ ধার্মিক মুসলমানদেব জন্য তিনি যে অনুসবণীয় নীতিব কথা বলেছেন তাঁব নিজেব ক্ষেত্রের বিধান সেবকম নয। তাই পবস্পব-বিবোধিতাব প্রশ্ন আসেনা। কবি নিজেব সম্পর্কে লিখেছেন ·

খ.

হাছন বাজায কয
নামাজ বোজা ছাড়িযা দিছি বেস্তে যাইবাব ভয।
নামাজ বোজা কবলে ভেস্তে ইবেং নিশ্চয।।
পবেব মন্দ ছাড়িয়া দিছি দোজখেবই ডবে
বেস্ত দোজখ এবাফে বন্ধু নিওনাগো মোবে
বন্ধু ছাড়িযে থাকবো না গা এই মনে কয।
চবণ ধবিযে থাকি আমি এই মনে লয।।
তিলেকমাত্র না দেখিলে মনপ্রাণ দয।।
নাচে নাচে হাছন বাজা দেখিযে জগৎময
পুবাও আকাঙ্ক্ষা মোব অঙ্গে কবিযে লয।।

হাছন রাজা এই দুই কাব্যাংশে শরীয়ত পন্থী ও মারিফত পন্থীর দুটি পদ্ধতির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে তার চিন্তাধাবার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। শাস্ত্রীয় ধর্ম ও তার আচরণীয় বিধি বিধান সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবেই অবহিত। উপরে উদ্ধৃত প্রথম কবিতায় শাস্ত্রীয় ধর্মের ইমান আকিদার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি একটি নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, অন্যদিকে তাঁব সাধনার ধারার ভিন্ন পথ-পন্থা ও পদ্ধতির মর্মবাদী রূপ দিয়েছেন দ্বিতীয় কবিতায়। তিনি এতে যে মূলকথাটি বলেছেন তা হল:

"বেস্ত দুজখে বন্ধু নিওনা গো মোরে,
বন্ধু ছাড়িযে থাকব না গো এই মনে কয়।...
পুরাও আকাঙ্ক্ষা মোর অঙ্গে কবিয়ে লয়।।"



এই উক্তিকে তিনি আরো খোলাসা করেছেন নিম্নোক্ত পংক্তিতে :

'ওবা মুসলমান মিয়া বল দেখি চাই।
আমি নামাজ পড়মু কেমনে দিয়া।
যে দিকে ফিরাইন আঁখি সে দিকে যে প্রাণপ্রিয়া।।

অতএব তাঁর সাধন ভজন অন্যরকম। তিনি স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হতে চান। এ সাধন মার্গের উচ্চতা সাধারণ ধর্ম সাধকের সঙ্গে মিলেনা।

নয়

হাছন রাজার দর্শন বা মরমী সাধনার ধারা নিয়ে কোনো বিশদ আলোচনা হয়নি। তাঁর চিন্তন-প্রক্রিয়া ও সাধন-পন্থার একটি রূপরেখাও আমাদের হাতের কাছে নেই। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবু হাছন রাজার চিন্তা ও ভাব-সাধনার ধারা যাতে উপলব্ধি করা যায় সে জন্য বাংলার লোকজ দর্শন ও নানা সাধন-পন্থার একটি পটভূমিকা আমরা তুলে ধরেছি। আমাদের ধারণা এতে হাছনের গানের মর্মবাণী অনুধাবনে পাঠকদের সুবিধা হবে। তিনি শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে সুফি ধর্মীয় মতবাদকে তাঁর কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব হিসেবে এনেছেন; তাত্ত্বিকভাবে দেখলে ওখানেই তার ভাবনার কেন্দ্র (Centre); তবে এর সঙ্গে কিছু পার্শ্বচিন্তাও (Periphery) যুক্ত হয়েছে। এই সুফিবাদ ভারতবর্ষীয় এবং রূপান্তরের মধ্যদিয়ে বঙ্গীয় সাধনার ধারায় মিলিত হয়ে গৌড়ীয় ও সহজিয়া বৈষ্ণবসহ অন্যান্য সাধন-পন্থায় সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। ফলে হাছন রাজার গানে আমরা ইসলামী বিষয়, হিন্দুধর্মের বিশ্বাস সংস্কার পুরাণ, সুফিবাদ, বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুষঙ্গ, বাউলপন্থা প্রভৃতির মিশ্রণ দেখি। আসলে শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠিন বিধি-নিষেধ এড়িয়ে সাংস্কৃতিক মুক্তধারার একটি পথ করে দিয়েছিল সুফিবাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেম ধর্মের গণমুখী বিস্তারের মতো সুফি ভাবধারা বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মুক্তির এবং সাবেক ভিন্নধর্মী পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়তা করেছিল। সুফিবাদ সেই অর্থে মুসলমাদের মধ্যে গণমুখী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাধনার বিপুল সুযোগ সৃষ্টি এনে দেয়।

সুফিবাদের কেন্দ্রীয় ধারণায় মানুষ ও আল্লার মধ্যে যে সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে তা প্রেমের। বলা চলে সুফিরা প্রেম-উন্মাদ (Drunk with Love)। এই প্রেম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে মানুষের আমিত্বের বিলোপ ঘটে— সুফি সাধনায় এরই অভিধা 'ফানা'। এ পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে একাত্ম তথা লীন হয়ে যায়। হাছন রাজা উপরে উদ্ধৃত প্রথম গানে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন তিনি শাস্ত্রীয় ধার্মিকের মতো বেহেশত দোজখের ধারণা বাদ দিয়ে স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বাসনা পোষণ করেছেন। আসলে সুফিতত্ত্বের (জীবাত্মায় পরমাত্মায় লীন হওয়া বা আনাল হক) মতে বৈষ্ণব তত্ত্বের অদ্বৈতবাদে (সোহংতত্ত্ব অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম) মৌলিক ঐক্য থাকায় হিন্দু মুসলমানের এই সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভব হয়।



সুফিবাদের ধারণায়, 'Man the seeker of God, is the masculine part; God the one who is hidden, the one who is sought, is feminine. This is the reverse of the usual Pattern of Bengal esoterism where God is couched in the masculine and man in the feminine' (Ali Raja's Agama/gnana Sagara (David G Cashin, p. xxi) বাংলার মরমী ভাব সাধনায় ব্যাপারটি উল্টো অর্থাৎ জীবাত্মা 'নারী' (রাধা) পরমাত্মা 'পুরুষ' (কৃষ্ণ)। হাছন রাজার গানে আল্লাহ্ বা ভগবানকে আমরা প্রিয়াও 'প্রিয়' দু ভাবেই পাই। আবার নিচের কবিতায় জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্ব দেখেন কবি। বাংলার সাধন ধারায় এই ব্যতিক্রম সিলেটে আরো লক্ষ্য করি রাধারমণ ও ছহিফা বানুর পূর্ব উদ্ধৃত কবিতায়। 'আত্মবিচার' নামক হাছনের চিন্তা-প্রকাশক একটি অংশ :

১.

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি
সোনামামি সোনা মামিগো
আমারে করিলারে বদনামি।
আমি হইতে আল্লা রসুল আমি হইতে কুল।
পাগলা হাছন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমা হইতে আছমান জমিন আমি হইতেই সব
আমি হইতে ত্রিজগত আমি হইতে রব।।
আপন চিনিলে দেখ খদা চিনা যায়।
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায়।।

এই কবিতায় উচ্চাঙ্গের সাধন মার্গের কথা আছে। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমির Discourse-এর সঙ্গে এর মিল পাই। তাতে বলা হয়েছে : The human being is an astrolabe of God, but one needs an astronomer to know how to use the astrolabe.... When God makes a person to know himself through the astrolabe of that person's own being he can witness the manifestation of God and His unqualified beauty moment by moment and glimmer by glimmer. That beauty is never absent from this 'mirror'. (*Signs of the Unseen : The discourse of Jalal Uddin Romi*— Introduction and translation by W.M. Thackston

২.

আমি যাইমু রে যাইমু আল্লাহ্র সঙ্গে।
ও আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লাহ্র সঙ্গে।।
হাছন রাজায় আল্লা বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
আল্লার রূপ দেখিয়ে হাছন রাজা হইয়াছে ফানা।
নাচিয়ে নাচিয়ে হাছন রাজায় গাইতেছে গানা।।

আল্লার রূপ আল্লার রঙ্গ আল্লার ছবি।
নূরের বদন আল্লার কি কব তার খুবি।।
হাছন রাজা দিলের চোক্ষে আল্লারে দেখিয়া।
নাচে নাচে হাছন রাজা প্রেমে মাতোয়াল হইয়া।।
উন্মাদ হইয়া নাচে, দেখিয়া আল্লার ভঙ্গি.
হুসমুস কিছু নাই হইয়াছে আল্লার সঙ্গি।।
আদম সুরত আল্লার জানিবায় বেসক
খলকা আদমা আলা ছুরতেহি হক
রূপের ভঙ্গী দেখিয়ে হাছন রাজা হইয়াছে ফানা
শুনে নারে হাছন রাজায় মুল্লা মুন্সীর মানা।

অথবা রবীন্দ্রনাথ এ গানের যে অংশ ব্যবহার করে বলেছেন : "পূর্ব্ব বঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির [হাছন রাজার] গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন :

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম।।
আর করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।।"

"এই সাধক দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনইভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনি আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।"

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।

৩.

আমিই মূল নাগররে,
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে
ভবসাগরে রে।।
আমি রাধা আমি কানু
আমি শিবশঙ্করী।।
অধরচাঁদ হই আমি
আমি গৌর হরি।...
আমিই মূল আমিই কুল
আমি সব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে
আর কিছুই নাই।।



নাচ নাচ হাছন রাজা কারে কয় ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিও যাতে হইছ লয়।

৪.

আয়রে রঙ্গিলা শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ যে ধর নাম
হাছন রাজা রূপে তর হইল পাগলিনী রে।

৫.

আইস আইস ঠাকুর মনিব আইসবে ত্বরায়।
না আসিলে মরিয়া যাইব না দেখি উপায়।।
এই বলিয়ে হাছন রাজা দেখরে ফালায়।
উন্মাদ হইয়া ডাকে ঠাকুর মনিব আয়।

৬

হাছন রাজায় বলে গো আল্লা, এই আমার মনে
হতভাগা হাছন রাজা থাকতে তব চরণে
এই ভিক্ষা চায় তোমার আশিক হাছনে
করিম রহিম তোমায় দেখিবে কোরানে।

উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন পংক্তিসমূহে হাছন রাজা তাঁর চিন্তাকে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ বর্তমান ইরাক ও সিরিয়ায় অষ্টম শতকের সূচনায় সুফি চিন্তাধারার উদ্ভবের পর সময়ের বিবর্তনে এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তা নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছে। বাংলায় এখানকার লোকায়ত সাধনার সংশ্রবে কিছু স্থানিক রূপও পরিগ্রহ করেছে। সুফি চিন্তার মৌল দর্শনের মধ্যেই সে সুযোগ আছে। যেমন : "On the Philosophical level, the teachings of the early sufis amounted to a Pantheistic identification of God and the universe, hence on the social level they propagated equality of all people since potentially each carried in himself an equal measure of the divine. In addition they condemned wealth, rapacity, oppression and called for the performance of good deeds. The rites and dogmas of Islam were generally rejected, and an intuitive, ecstatic cognizance of God was declared the only way towards communion with Him, leading to a realization of oneself as part of Him, or to use the terminology of Sufism to dissolving and melting in divinity (Fana). <u>A Peculiar kind of symbolism gradually evolved, which has, however much in common with the symbolism of mystical movements within other religions."</u> (সুফিবাদ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ SIX CENTURIES OF GLORY : Michael I Zand Moscow 1967 থেকে উদ্ধৃত।)

উপর্যুক্ত নিম্ন রেখাঙ্কিত লাইনসমূহ সতর্কতার সঙ্গে পড়লেই বোঝা যায়, হাছন রাজা নানা ধর্মের প্রতীকের মিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্ধৃত যে কাব্যাংশ রচনা করেছেন তাতে কোনো অসঙ্গতি নেই এবং তাঁর এই



চিন্তা ধারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে প্রথম জীবনের ঘোরতর দুনিয়াদার ও ভোগবাদী হাছন রাজার মানস পরিবর্তনের উৎস ও সময়কাল আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি উপযোগী তথ্যের অভাবে। তাঁর বৈরাগ্যবাদিতা-প্রকাশক নিম্নোক্ত কবিতাংশের রচনার সময় জানা গেলেও এর একটা সুরাহা হতে পারে :

"কার লাগিয়া কান্দ তোমরা দুনিয়ার লোক।
হাছন রাজায় দেখতে চায় না দুনিয়াদারের মুখ।
তোমরা দেখ হাছন রাজায় দুনিয়ার কারবার করে।
দুনিয়ার মুখে ছেপ দিয়া বন্ধের লাগিয়া ঝুরে।"

হাছন রাজা এক অসামান্য সাধক হিসাবে দিন দিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন। তাঁকে ঘিরে আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তা এক নতুন শক্তি ও সম্ভাবনা অর্জন করছে। হাছন রাজা সমগ্র একে পূর্ণতা দেখে বলে আমাদের ধারণা।

শামসুজ্জামান খান



প্রা ক - ক থ ন

"আপনার নাম তাছাওয়ার রাজা, তাহলে কি আপনি হাছন রাজার বংশধর?" আমার বিনীত উত্তর, "জ্বী, আমি হাছন রাজার প্রপৌত্র।" আবার প্রশ্ন, "আপনাদের বাড়ি তো সুনামগঞ্জে, তাই না?" "জ্বী না, আমাদের অর্থাৎ হাছন রাজার পৈত্রিক বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশায়"। দ্বিধায় পড়ে আবারো প্রশ্ন, "তবে, আমরা তো জানি..."।

মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজাকে সত্যনিষ্ঠ ও সামগ্রিকভাবে সুধীজনের কাছে উপস্থাপন করার ইচ্ছা দীর্ঘদিন থেকে লালন করে আসছিলাম। মহান আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে আজ বোধহয় তা কিছুটা সম্ভব হতে চলেছে। সিলেট ক্যাডেট কলেজ সাময়িকী ১৯৮৬-তে 'হাছন রাজা' শিরোনামে আমি লেখা শুরু করেছিলাম। আজ আমার বহু শ্রম ও গবেষণার ফসল "হাছন রাজা সমগ্র" বইটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করে এবং জীবনী রচনা ও হাছন রাজার বিভিন্ন সৃষ্টিসমূহ সংগ্রহ ও উপস্থাপন করে কিছুটা পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা করছি। যদিও এধরনের লেখালেখির সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা অত্যন্ত সীমিত। এই গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত কিছু তথ্য, ভাষা, বানান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুল ক্রটি থেকেও যেতে পারে, যা সংশোধনযোগ্য। এ ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকদের যুক্তিসঙ্গত সহায়তা কামনা করছি, পরবর্তী সংস্করণে সঠিকতার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য। ভবিষ্যতে 'হাছন রাজা' বিষয়ক অনেক কিছু করার ইচ্ছা গোপন রাখলাম। সময় এবং পারিপার্শ্বিকতা সহায়ক হলে ধীরে ধীরে সেগুলো বাস্তবায়ন করবো, ইনশা আল্লাহ্।

১৯৮৯ সালে সামরিক বাহিনীতে দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষে সাঁজোয়া কোরে (Armoured Corps) অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করি. সে সূত্রে   সালে সিলেটের স্কুল অব ইনফেন্ট্রি এন্ড ট্যাকটিক্স এর রণকৌশল শাখার প্রশিক্ষক থাকাকালীন সিলেট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'হাছন রাজা উৎসব'-এ যোগ দিয়েছিলাম। সে সময় আমার আলোচনা শুনে বাংলা একাডেমীর গবেষণা-সংকলন-ফোকলোর বিভাগের পরিচালক (বর্তমানে জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক) শামসুজ্জামান খান, আমাকে হাছন রাজার ওপর কাজ করার জন্য তাগিদ দেন এবং বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পরবর্তীতে পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও 'হাছন রাজা' বিষয়ক প্রতিটি প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ এবং সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়ে মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার একটি অনুপুঙ্খ ও প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ দাঁড় করাবার চেষ্টা করি।   সালে



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে ইরাক-কুয়েতে কাজ করাকালীন প্রাপ্ত অবসর সময়ে 'হাছন রাজা' বিষয়ে প্রচুর পড়া-লেখা করি। আজকের এই হাছন রাজার জীবনীর ভিত্ সেই সময়ে রচিত।

সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালনকালে স্মতীর্থ মেজর বায়েজিদ (একজন গ্রন্থপ্রেমিক বলে খ্যাত) 'পাঠক সমাবেশ'-এর স্বত্বাধিকারী এবং লোকসাহিত্যের ব্যাপারে অতীব উৎসাহী জনাব সাহিদুল ইসলাম বিজু-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলা একাডেমীর ঐতিহ্যবাহী একুশে বইমেলা ২০০০-এ প্রাথমিক পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করে আমরা কাজ শুরু করি। সেই থেকে আমাব ইচ্ছা শক্তি আর জনাব বিজুর আগ্রহ এবং অতুলনীয় উদ্যমশীলতার সমন্বয়ে 'হাছন রাজা সমগ্র' সকল হাছন ভক্তদের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো।

'হাছন রাজা সমগ্র' বইটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী। এ ব্যাপারে বই-এর পঞ্চম পর্বের 'হাছন রাজা সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনাবলীর তালিকার' প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করতে চাই। উল্লিখিত তালিকার সম্মানিত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও আমার পিতা দেওয়ান তালেবুর রাজা, এম. এ, এল. এল. বি. (আলীগড়), ফুফু সাজেদা খাতুন (পরীবদন), ফুফু মাহে বদন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিচারণ থেকে প্রাপ্ত 'হাছন রাজা' সম্পর্কিত তথ্যাবলী বস্তুনিষ্ঠ জীবনী রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

'হাছন রাজা সমগ্র' বইটি প্রকাশের প্রয়োজনে সর্বজনাব শামসুজ্জামান খান, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ড. মোমেন চৌধুরী এবং ড. আবুল আহসান চৌধুরীর মতো গুণীজনের সহায়তা ও সান্নিধ্য পেয়ে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ভারতেব লোকসাহিত্য গবেষক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এবং সিলেটের অধিবাসী গবেষক সৈয়দ মোস্তফা কামালের ইতোমধ্যে প্রকাশিত রচনা এই বইয়ের তৃতীয় পর্বে 'হাছন রাজার গানের মর্ম ও দর্শন' অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ড. মোমেন চৌধুরীর লেখা 'একজন প্রেমিকের মন' এবং ড. আবুল আহসান চৌধুরীর 'হাছন রাজার মরমী সঙ্গীতভুবন' মুদ্রিত হলো। এই পাঁচ সম্মানিত গবেষক হাছন রাজার কর্ম, সঙ্গীত ও দর্শনকে তাঁদের নিজস্ব বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। পাঠকবৃন্দ এইসব রচনার মাধ্যমে হাছন রাজাব কর্ম ও দর্শন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন বলে আশা করি। তাঁদের ঋণ শোধ করা বোধ করি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় পর্বে উপস্থাপিত হাছন রাজার সৃষ্টিসমূহকে যথাযথ ও সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু বানান পবিবর্তন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই হাছন রাজার গানের ভাষা বা ভাবের উপর প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করি। এই পর্বে হাছন রাজার ইতোপূর্বে প্রকাশিত গান ছাড়াও তিনশ' তেতাল্লিশটি (বাংলা ও হিন্দি) মূল্যবান অপ্রকাশিত গান সংযোজিত হলো, যা তাঁর গানের পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত। সুপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে গানসমূহের পাঠোদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করাকালীন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তির জন্য আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। সুনামগঞ্জের বর্তমান পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং হাছন রাজার গর্বিত বংশধর জনাব মমিনুল মউজদীন এবং তাঁর করিৎকর্মা স্ত্রীর আতিথেয়তা আমাকে এবং প্রকাশক



জনাব সাহিদুল ইসলাম বিজুকে "হাছন রাজার গানের পাণ্ডুলিপি" এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সপরিবারে সুনামগঞ্জ সফরকালে বিমুগ্ধ করেছে। মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার গানের ঐতিহাসিক মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো দীর্ঘদিন সযত্নে সংরক্ষণ করা এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনে আমার কাছে হস্তান্তর করার জন্য লক্ষণশ্রীর হাছন পরিবারের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাণ্ডুলিপির বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য এর কিছু অংশ 'হাছন রাজা সমগ্র'-এ যুক্ত করে দেয়া হলো।

জমিদার ও কবি হাছন রাজার ব্যতিক্রমধর্মী রচনা 'সৌখিন বাহার' প্রায় হুবহু এই গ্রন্থে চতুর্থ পর্বে তুলে ধরা হলো। যা এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিশীলতার আরেকটি রূপ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উন্মোচন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সিলেটের প্রাচীন মুসলিম সাহিত্য সংসদের জনাব মনিরউদ্দীন আহমেদ (যিনি হাছন রাজার পুত্র কবি একলিমুর রাজা, কাব্যবিশারদ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণাকর্ম করেছেন) এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুনুজ্জামান চৌধুরী 'সৌখিন বাহার' নামক দুষ্প্রাপ্য বইটির ফটোকপি দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন।

এছাড়াও চতুর্থ পর্বে, খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রাজার ডায়েরি থেকে প্রাপ্ত হাছন রাজার পছন্দের ঘোড়া, হাতি এবং কোড়া পাখির নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা, কাব্যবিশারদ এবং তাঁর বংশধরদের উদ্দেশে হাছন রাজা প্রদানকৃত "হাছন রাজা ওয়াকফ্ স্টেট"-এর দলিলের চুম্বক অংশের মূল কপির আলোকচিত্র মুদ্রিত, যা 'হাছন রাজা সমগ্র' বইটির পরিপূর্ণতা বহুলাংশে নিশ্চিত করবে সঙ্গত কারণেই।

ষষ্ঠ পর্বে উপস্থাপিত হাছন রাজা সম্পর্কিত আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য সিলেটের পান্না ফটো স্টুডিও-কে আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ : প্রচ্ছদ অঙ্কন- জনাব সেলিম আহমেদ, কম্পিউটার কম্পোজ ও রূপসজ্জা- মোশারফ হোসেন মিল্টন-এর অক্লান্ত পরিশ্রম চিরদিন স্মরণ করবো।

"মাটির পিঞ্জিরার মাঝে
বন্দি হইয়ারে
কান্দে হাছন রাজার
মন মনিয়ারে।।"

আমার পুত্র দেওয়ান মোহাম্মদ মুসাওয়ার রাজা তিন বৎসরের শিশু অবস্থায় হাছন রাজার উল্লিখিত গানটি সুর দিয়ে গায় এবং আমি এই বই সংক্রান্ত কাজ করার সময় সকলকে সাবধান করে বলে "এই চুপ! আব্বু, হাছন রাজার লিখাপড়া করছে।" সেই সঙ্গে আমার সদ্য ভুমিষ্ট হওয়া পুত্র দেওয়ান মোহাম্মদ মুয়াস্সার রাজা ; উভয়ের প্রতি রইল আমার গভীর ভালবাসা ও শুভাশীষ। আমার স্নেহময়ী মা বেগম মিনা রাজা, স্ত্রী মোসলেহা মনিরা রাজা এবং দুই বোন নাহরীন জামান (যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসরত) এবং নাজরীন হাসান এই বই প্রকাশের জন্য অসামান্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।



শ্রদ্ধাভরে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং সহযোগিতা স্মরণ করছি: সৈয়দ মোস্তফা কামাল, মোঃ এন্তাজ উদ্দিন, সৈয়দ কুতুবুল হাসান, বেগম নাসরিন রহমান, সাদিয়া চৌধুরী পরাগ, গাজীউল হক সোহাগ, এডওয়ার্ড ইয়াজিযিয়ান, দেওয়ান শাহীন রাজা, হোসেইন ইকবাল রাজা (এলিন), দেওয়ান আফরোজ চৌধুরী, দেওয়ান শামসুল আবেদীন, ফারাহ্ রাজা, গাজী মোঃ আশফাক, তওফিক মাহবুব চৌধুরী, লেয়াকত শাহ ফরিদী, চৌধুরী হারুন আকবর, সাইফুল ইসলাম তুহীন, যুক্তরাজ্য প্রবাসী সবুজ প্রমূখ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত থেকে 'হাছন রাজা সমগ্র' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করায় (সেনাসদর, জি এস শাখা, শিক্ষা পরিদপ্তর, এল এম নং ১৬৪১/৫/৭৭/শিক্ষা-৩ তারিখ ০৬ ডিসেম্বর), সম্মানিত সেনাপ্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শেষভাগে, হাছন ভক্তদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা বিষয়ে আরো গবেষণা এবং আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যাপারে আমি সব সময়ই আগ্রহী। . সালে 'হাছন রাজা স্মৃতি সংসদ' গঠিত হয় ; যার সভাপতি দেওয়ান তৈমুর রাজা এবং 'মহাসচিব দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা ছিলেন'। বর্তমানে এর কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। সিলেটে 'হাছন রাজা একাডেমি' স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। যদিও সুনামগঞ্জে উক্ত একাডেমি স্থাপন করার কথা ছিল অনেক আগে, কিন্তু তা হয় নি। প্রয়োজনে সিলেটে হাছন রাজার বিশাল ভূসম্পত্তির কিছু অংশ আমরা এ সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করতে পারি। এখন শুধু দরকার 'উদ্যোগ'। এছাড়াও বর্তমান প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে হাছন রাজাকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি বিশ্বাস করি।

"Hasan Raja's Oeuvre"— Oeuvre-এর অর্থ একজন লেখকের সকল সৃষ্টিকর্ম (all the works of a writer). এই গ্রন্থে যথাসম্ভব উল্লিখিত নামের যথার্থতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষক, অনুরাগী পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হলে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি আন্তরিকভাবে মনে করছি।

অবশেষে, যে মহান ব্যক্তির জীবন, কর্ম, দর্শন এবং সৃষ্টি নিয়ে এই বই সেই 'দেওয়ান হাছন রাজা'-এর জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, 'আল্লাহ যেন হাছন রাজার আত্মাকে সর্ব সময়ে শান্তিতে রাখেন।' (আমিন)

মেজর দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা
"রাজ-নীড়", জল্লার পার রোড,
জিন্দাবাজার, সিলেট- ৩১০০
ফোন : (০৮২১) ৭১৪৩২৩
এবং
১৮ (তৃতীয় তলা), সড়ক-১৬ (নতুন),
ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯
ফোন : (০২) ৯১২৬৭৮২



১ম পর্ব

জীবনী

মরমী কবি ও জমিদার

দেওয়ান হাছন রাজা

দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা

হাছন রাজার জীবনী



বংশ পরিচয়

- হাছন রাজার পূর্ব পুরুষদের রামপাশা পর্যন্ত জমিদারি স্থাপনের ইতিহাস
- হাছন রাজার প্রপিতামহের ধর্মান্তর
- 'দেওয়ান' এবং 'চৌধুরী' উপাধির উৎস
- বংশ-তালিকা
- বংশগত উপাধি (Surname) 'রাজা'



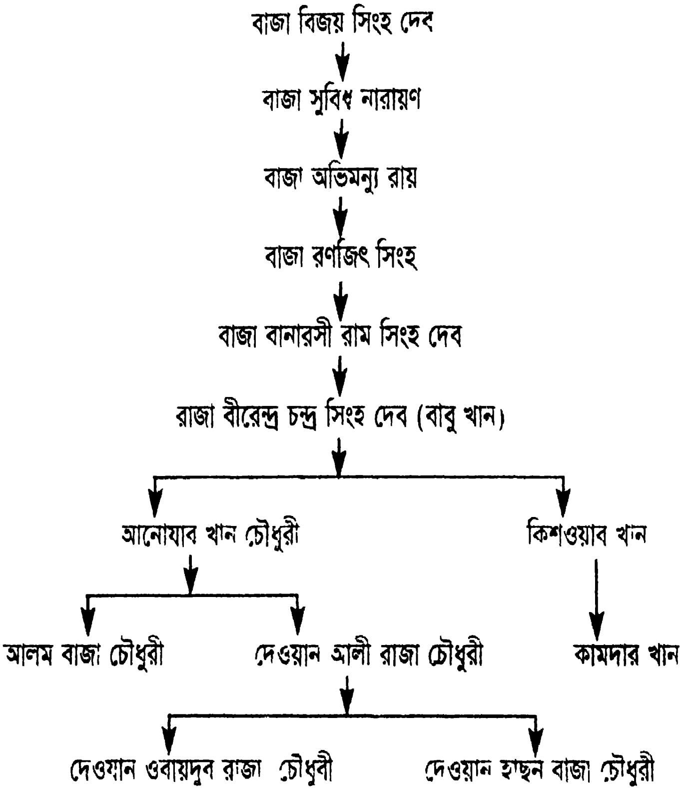
বংশ পরিচয়

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার পূর্বপুরুষরা অযোধ্যার অধিবাসী, আর্যগোষ্ঠীয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা এলাহাবাদ এবং তারপর বর্ধমানে এসে জীবনযাপন করেন। ভাগ্যের আরো উন্নয়নের জন্য তাঁরা বাংলাদেশের যশোর জেলার হাবেলি পরগণার কাগদি (কাকদীঘি)-তে একটি খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হাছন রাজার উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ রাজা বিজয় সিংহ দেব, তাঁর ছোট ভাই দুর্জয় সিংহের সঙ্গে বিরোধের ফলে স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য ছেড়ে সিলেটের বর্তমান কুনাউড়াতে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে রাজা বিজয় সিংহ দেবের পুত্র রাজা সুবিদ নারায়ণ এবং পৌত্র রাজা অভিমন্যু রায় পর্যন্ত জীবনযাপন করার পর, তাঁরই প্রপৌত্র রাজা রণজিৎ সিংহ বর্তমান সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশাতে জমিদারির পত্তন করেন। পরবর্তীতে তাঁদেরই উত্তরসূরি যথাক্রমে রাজা বানারসী রাম সিংহ দেব, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ দেব (ধর্মান্তরিত হয়ে বাবু খান), আনোয়ার খান চৌধুরী, দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী, দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী, দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী কাল পরিক্রমায় উক্ত জমিদারি পরিচালনা করেন। তারপর জমিদারি প্রথা বাতিল হলে উক্ত জমিজমা খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীর চারপুত্র দেওয়ান তৈমুর রাজা, দেওয়ান তালেবুর রাজা, দেওয়ান তওয়াবুর রাজা ও দেওয়ান ছয়ফুর রাজা, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে বর্তমানে ভোগদখলে আছেন। এখানে উল্লেখ্য, রাজা বানারসী রাম সিংহ দেবের নামের স্বাক্ষর হিসেবে উক্ত মৌজা রামপাশা নামে খ্যাত।

হাছন রাজার প্রপিতামহ রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ দেব আরবী এবং ফার্সী ভাষায় জ্ঞানার্জন করে ইসলাম ধর্মের মাহাত্মে আস্থা স্থাপন করেন। মুসলমান হয়ে তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন, বাবু খান। হাছন রাজার পিতামহ আনোয়ার খানকে নবাবী আমলে কৌড়িয়া পরগণার (সিলেট) 'রাজস্ব আদায়কারী' বা 'চৌধুরী' উপাধি দেয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রি:) আগে থেকেই তিনি নামের পেছনে 'চৌধুরী' লিখে আসছেন। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড (ভলুম নং দুই)-এ তার প্রমাণ আছে। পরবর্তীতে হাছন রাজার পিতা দেওয়ান আলি রাজা চৌধুরীকে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে সিলেটের তৎকালীন কালেক্টর 'দেওয়ান' উপাধি ব্যবহার করার জন্য লিখিত অনুরোধ করেন। তাঁর (আলী রাজার) আমল থেকেই এই পরিবারের সকলে নামের আগে দেওয়ান উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ১২৬২ বাংলা (১৮৫৫ খ্রি:) জমির জরিপে লক্ষণশ্রী (সুনামগঞ্জের) পরগণার বিভিন্ন গ্রামের দখলকার হিসেবেও 'হুরমত জাহান বেগম, পতি : দেওয়ান আলী রাজা' লেখা ছিল



নিচে হাছন রাজার পূর্বপুরুষদের বংশতালিকা দেয়া হলো -



উল্লিখিত বংশতালিকাটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, 'রাজা' তাদের বংশগত উপাধি (Surname)। শুধু নতুন মুসলমান হয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে বাবু খান তাঁর পুত্রের নাম রেখেছেন আনোয়ার খান। অথচ 'খান' তাঁদের কোনো উপাধি নয়। স্বাভাবিকভাবেই আনোয়ার খান, যদিও মুসলমান তবুও তাঁদের বংশের ঐতিহাসিক উপাধি 'রাজা', যা সিলেটের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের পরিচয় বাহক এবং হিন্দু পূর্বপুরুষের নামের আগে যুক্ত ছিল, তা নামের শেষে ব্যবহার করে, তাঁর পুত্রদের নাম রাখলেন আলম রাজা ও আলী রাজা। তাই আলী রাজাও নির্দ্বিধায় তাঁর পুত্রের নাম রেখেছেন হাছন রাজা। এখানে লক্ষণীয় যে, সম্পূর্ণ বংশের মধ্যে শুধু আনোয়ার খানের নামের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি নেই। কারণ তিনি হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রথম ফসল। উল্লেখ্য, হাছন রাজার স্বাক্ষরিত দলিল পত্রাদি (হাছন রাজা ওয়াকফ্ স্টেটের দলিলসহ) এবং প্রকাশিত বইয়ের প্রতিটি গানে তিনি নিজের নাম, হাছন রাজা লিখেছেন। এক্ষেত্রে, এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের বংশগত উপাধি (Surname) সব ক্ষেত্রে 'রাজা' লেখা হলেও, অনেকে ভুলক্রমে তা অন্যভাবে লিখেছেন বা লিখছেন যা ঠিক নয়।



জন্ম ও শিক্ষা

- হাছন রাজার পিতা মাতার পরিচয়
- জন্মস্থান ও জন্মতারিখ
- হাছন রাজা নামকরণ
- শিশুকাল ও জ্ঞানার্জন
- হাছন রাজার মূল বাড়ি (বা পাশা)



জন্ম ও শিক্ষা

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলাব রামপাশার বিশিষ্ট জমিদাব দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী আনুমানিক ১২৬০ বাংলায় বর্তমান সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবাবের হুরমত জাহান বেগমকে বিয়ে করেন। হুবমত জাহান বেগম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার খালিয়াজুরি থানার বল্লীগ্রামের জমিদাব মজলিস দিলাওরের বংশধর ছিলেন। সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর তীরে ছায়াঘেবা লক্ষণশ্রী গ্রামে ৭ পৌষ ১২৬১ বাংলা (১৮৫৪ খ্রি:) পিতা মাতার কোল আলো করে জন্ম নেন 'দেওয়ান হাছন রাজা'। তাঁর মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী 'হাছন রাজা' নাম রাখা হয়। উল্লেখ্য, কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্বের নামের বানান নিজের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা দিয়ে বানান করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। ১৯১৮ খ্রি: হাছন রাজা ওয়াকফ্ স্টেটের দলিলে তিনি নিজে যে স্বাক্ষর করেন তা হচ্ছে 'হাছন রাজা', তিনি জীবিত থাকাকালে ১৯১৪ খ্রি: 'হাছন উদাস' নামে একটি গানের বই প্রকাশ করেছিলেন, সেই হাছনও 'ছ' দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর বইটির হুবহু সংস্করণ বের হয়। তাতেও গীতিকারের নাম ছিল হাছন রাজা সম্প্রতি যে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছে তার প্রতিটি গানে 'হাছন রাজা' বানান লেখা আছে অতএব এই স্বনামধন্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামের বানান অবশ্যই আমাদের লেখা উচিত, 'হাছন রাজা'।

হাছন রাজা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তবে আরবি ভাষায় লিখিত কোরআন শরীফ পাঠ করাব শিক্ষা পেয়েছিলেন বাংলা ভাষার উপরও তিনি যৎসামান্য শিক্ষালাভ করেছিলেন জমিদারির বিভিন্ন দলিলপত্রে তাঁর নিজ হস্তে স্বাক্ষরই এর প্রমাণ বহন করে। প্রতিভাধর ছিলেন বলে তিনি হিন্দি, উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, যার নিদর্শন পাওয়া যায় কিছু কিছু রচনায়।

হাছন রাজার শৈশব সহ জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে লক্ষণশ্রীতে। যার প্রভাব তাঁর বিভিন্ন গানে লক্ষ করা যায়। পঞ্চাশোর্ধ পিতা এবং চল্লিশোর্ধ মাতার গর্ভজাত এই আদরের দুলাল জন্মলগ্ন থেকেই অতি যত্নে লালিত হয়েছেন। পূর্বপুরুষদের বিশাল জমিদারির ঐশ্বর্যে ভরা পরিবেশে এবং মায়ের আদরেব মাঝে রামপাশায় আবার কখনো সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীতে ধীরে ধীরে হাছন রাজা বড় হতে লাগলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, হাছন রাজার বংশ পরম্পরায় মূল বা পৈত্রিক বাড়ি হচ্ছে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা গ্রামে। তাঁর নিজের ভাষায় - 'হাছন রাজা মইরা যাইব, না পুরিতে আশা। লক্ষণছিরি জমিদারি বাড়ি রামপাশা।।'



জমিদার হাছন রাজা

- হাছন বাজাব শাবীবিক গঠন ও বেশভূষা
- জমিদাবি গ্রহণেব ইতিহাস
- জমিদাবিব সংস্কৃতি
- হাছন বাজাব বিলাসিতা
- জমিদাবি পবিচালনায় সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলী
- হাছন বাজা ওযাকফ স্টেট



জমিদার হাছন রাজা

হাছন রাজার দৈহিক ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে গিয়ে সুলেখক সৈয়দ মোস্তফা আলী তাঁর 'আত্মকথা' বইতে লিখেছেন, 'সুনামগঞ্জের তৎকালীন মুকুটহীন রাজা ছিলেন দেওয়ান হাছন রাজা, যেমন রাজা বংশ উপাধি ছিলো - তেমনি রাজার মতোই তাঁকে দেখাতো, তিনি দীর্ঘকায় পুরুষ সিংহ ছিলেন। তাঁর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ ছিলো -উন্নত নাসা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল, মানানসই গোঁফ - তাঁর অভিজাত্যের পরিচয় বহন করতো। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর কেশে ঘনকালো আভা। তিনি মখমলের পাজামা, *চোগা চাপকান ও জরীর পাগড়ী ছাড়া বের হতেন না। তিনি বেশ কতকদিন পর পর লোকজনসহ পদব্রজে নগর পরিভ্রমণে বের হতেন। এই অবস্থায়ই আমি তাঁকে দেখেছি।'*

পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা দোহারা গড়নের দেওয়ান হাছন রাজা ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ। তাঁর গায়ের রঙ ছিল লালচে ফর্সা। তিনি সাধারণত: মখমলের পাজামা, চুমকির কাজ করা চোগা, মাথায় পাগড়ী এবং পায়ে নাগরাই জুতো পরতেন। এছাড়া গ্রীষ্মে ধুতি চাদর ও পায়ে বগলা খড়ম এবং শীতকালে চুনীদার পাজামা, বোতামহীন ত্রিকোণাকার গলার পাঞ্জাবি এবং মাথায় ভাগলপুরী পাগড়ী পরতেন।

অন্যকোনো অভিজাত পরিবারের কিশোরের মতোই হাছন রাজা বড় হচ্ছিলেন। আকস্মিকভাবে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই দেওয়ান ওবায়দুর রাজা, যিনি স্থায়ীভাবে রামপাশায় থাকতেন তিন দিনের জ্বরে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বড় ভাইয়ের মৃত্যুশোক কেটে না উঠতেই, চল্লিশ দিনের মধ্যে তাঁর বাবা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী (১২০৭-১২৭৮ বাংলা) মৃত্যুবরণ করেন। তখন হাছন রাজার বয়স মাত্র সতের বছর। এত কম বয়সে বাধ্য হয়েই তাঁকে জমিদারির দায়িত্ব নিতে হয়। পিতা এবং ভাইয়ের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে প্রজারা তাঁকে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা অসুবিধায় ফেললেও পরবর্তীতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কঠিন হাতে তা সামলে উঠতে সক্ষম হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জমিদারির এলোমেলো অবস্থা গুছিয়ে আনেন।

হাছন রাজার জমিদারি সিলেট শহর এবং বিশ্বনাথ থানার রামপাশা ও তদসংলগ্ন কিছু এলাকা ছাড়াও সুনামগঞ্জের বেশ কিছু পরগণা, করিমগঞ্জ (ভারতের) এবং মৌলবীবাজারে বিস্তৃত ছিল। এখানে উল্লেখ্য, সিলেট জেলার সমস্ত সম্পত্তি তিনি পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত হন। আর সুনামগঞ্জ জেলার সম্পত্তির মালিক ছিলেন তাঁর মাতা হুরমত জাহান বিবি, যা তিনি পরবর্তীতে স্বাভাবিক নিয়মে লাভ করেন। এত বিশাল জমিদারি এবং সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় পেয়ে, যুবক হাছন রাজা বিলাসী জীবন যাপনে



কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। হাছন রাজার বিলাসিতার ব্যাপ্তি ছিল, কিছু প্রিয় পশু পাখি পালন এবং তাদের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা, যথেষ্ট আয়োজন করে নৌকা ভ্রমণে যাওয়া এবং উপমহাদেশের অন্যান্য নবাব বা জমিদারদের মতো নিজস্ব হেরেমখানা না থাকলেও নৌকা ভ্রমণের সময় স্ত্রী, দাস-দাসীদের নিয়ে স্বরচিত গানের সঙ্গে আনন্দ ফুর্তি করা, মধ্যেছিল সীমাবদ্ধ। তিনি নৌকা ভ্রমণের সময় সাধারণত ছয় সাতটি ভাওয়ালী নৌকা সঙ্গে নিতেন, একেকটি নৌকা তাঁর নিজের ও স্ত্রীর, প্রহরী, প্রজাবৃন্দ, গায়কদল, দাসদাসী, রান্না-বান্নার কাজ ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট করা থাকতো। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই বিলাসী জমিদার যৌবনের তেজোদীপ্ত সময়েও নিজস্ব আরাম আয়েশের জন্য কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করেননি। হাছন রাজার লক্ষণশ্রীর বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রী প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'গানের রাজা হাছন রাজা' বইতে লিখেছেন, 'সুনামগঞ্জ শহরের লাগোয়া পশ্চিমে লক্ষণছিরি বা লক্ষণশ্রী গ্রামে, সুরমা নদীর দক্ষিণ দিকের তীরে ছিল হাছন রাজা সাহেবের ভদ্রাসন। কিন্তু তাঁর বাড়ি দেখলে কে বলবে সেটা কোন জমিদারের বাড়ি? না দালান কোঠা না পাকা ঘরদোর? পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থবাড়ির মতো তাঁরও ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল, কোনটা বা ঢেউ টিনের। তফাতের মধ্যে এই যে, ঘরগুলো ছিল বড় আকারের আর সংখ্যায় অনেকগুলো। বৈঠকখানা ঘরের চেহারাও ছিল তথৈবচ, আসবাবপত্রের মধ্যে একখানা সাধারণ তক্তপোষ তার উপরে পাতা ছেঁড়া শীতলপাটি বা জীর্ণ শতরঞ্চি, খান কয়েক নড়বড়ে চেয়ার, বেঞ্চি, টুল, টেবিল ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যেন দীন দশার চেহারা, জমিদার বাড়ির কোনো জৌলুসের ছাপ ছিল না ঘরে বা ঘরের আসবাব পত্রে। কিন্তু পরিবেশটি ছিল মনোরম। বৈঠকখানার সামনেই পূর্বদিকে খোলা মাঠের মত বড় উঠোন আর উত্তরদিকে সুরমা নদীর অবাধ জলস্রোত।'

হাছন রাজার পৈত্রিক বাড়ি রামপাশা এবং মায়ের বাড়ি লক্ষণশ্রীতে তাঁর অনেক শত্রু ছিল। যারা অল্প বয়সী জমিদার এবং তাঁর বিশাল প্রতিপত্তিকে ঈর্ষার চোখে দেখতো। এছাড়াও জমিদারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সকল প্রজাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন বিধায় কিছু কিছু প্রজাও তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এরা সকলে হাছন রাজার অসংখ্য দাসদাসী এবং একের অধিক বিয়ে সম্পর্কে অতিরঞ্জিত এবং কল্পিত গল্প প্রচার করে, যার সঙ্গে বাস্তবে মিল পাওয়া সম্ভব নয়।

হাছন রাজা কখনো অন্যায়কে সহ্য করতেন না। বিদ্রোহী প্রজাদের কাছে তিনি যমের মতো ভয়ংকর ছিলেন। অন্যায়কারীকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। আবার কেউ ক্ষমা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে মাফ করে দিতেও কার্পণ্য করতেন না। তাঁর জমিদারি পরিচালনার সময় সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা পর্যায়ক্রমে দেয়া যেতে পারে।

সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীর পার্শ্ববর্তী মল্লিকপুরের জমিদার গোবিন্দ চন্দ্র শর্মা প্রায়ই বিভিন্ন তুচ্ছ কারণে হাছন রাজার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হতেন এবং তাঁকে নাজেহাল করার চেষ্টা করতেন। একবার গোবিন্দ বাবু, হাছন রাজার পারিবারিক কর্মচারী আয়াতকে হাত করে তাঁর (হাছন রাজা) বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করিয়ে হাছন রাজাকে অপমান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উচ্চ আদালতে আয়াতের

মাধ্যমে সাজানো গোবিন্দ বাবুর মামলার বিপক্ষে রায় দেয়া হয়। পরে এই আয়াত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামবাসীদের পরামর্শে হাছন রাজার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। তিনি তাকে ক্ষমা করে মাসোহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেন, যা আয়াত আমৃত্যু পেয়েছে। এছাড়াও তিনি গোবিন্দ বাবুর দুর্দিনে পুরাতন শত্রুতা ভুলে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি।

রামপাশা থেকে লক্ষণশ্রীর দূরত্ব প্রায় ত্রিশ মাইল। এই পথ তিনি সাধারণত নৌকায় অতিক্রম করতেন। এছাড়াও শুষ্ক মৌসুমে ঘোড়ায় চড়ে বা পালকিতেও আসা যাওয়া করতেন। একদিন পালকিতে লক্ষণশ্রী থেকে রামপাশা যাওয়ার পথে সকলের বিশ্রামের জন্য চন্দ্রের গাঁও নামক গ্রামে থামলেন, সেখানে জমিদার সোহাগ রায় চৌধুরী তাঁকে স্বাগত জানান। এলাকার লোকজনও খবর পেয়ে হাছন রাজাকে এক পলক দেখার জন্য ভিড় জমাতে লাগলো। হাছন রাজা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চাইলেন। কিন্তু ঐ এলাকায় পুকুরের পানি খাবার উপযুক্ত ছিল না এবং তা ফুটিয়ে দিলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ভেবে সোহাগ বাবু তাঁর লোককে চুপিসারে কলসীসহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম আতাপুরে পাঠান। সেখান থেকে পানি আনতে বেশ দেরি হওয়ায়, হাছন রাজা লজ্জিত সোহাগ বাবুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে চন্দ্রের গাঁও এলাকায় কোনো ভাল পুকুর নেই শুনে তিনি সেখানে কয়েকদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তখনি কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নিজ গ্রাম রামপাশা থেকে প্রয়োজনীয় লোক আনার ব্যবস্থা করেন। পরের দিন একটানা পুকুরের পানি নিষ্কাশন, পরিষ্কার করা এবং খনন করে পুকুর তৈরির কাজ শেষ করেন। পুকুরের টলটলে পানি দেখে সবাই হাছন রাজার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন থেকেই এই দিঘির নাম 'হাছন রাজার দিঘি', যদিও বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ঐ দিঘির আর আগের রূপ নেই বললেই চলে।

রামপাশাতে কিছু কিছু প্রজা হাছন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, তিনি তা দৃঢ় হস্তে দমন করেন। পরবর্তীতে পরাজিত প্রজাদের পরিকল্পনায় আজম নামে এক যুবক হাছন রাজাকে হত্যা করার জন্য, তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু হাছন রাজার অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং সুন্দর চেহারার দীপ্তিতে বিভোর হয়ে তাঁকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয় এবং নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পরবর্তীতে এই আজম বজ্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করলে, তার পক্ষে স্ত্রী ও শিশুরা হাছন রাজার কাছে ক্ষমা চায়। এক্ষেত্রেও তিনি তাদের ক্ষমা করে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে দেন।

বর্ষাকালে এক বৃদ্ধা, তার অসুস্থ পুত্র ও দুই নাতিকে নিয়ে হাছন রাজার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অত:পর হাছন রাজা তাদেরকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং শিশু দু'টির নাম রাখেন মুসলিম ও মোমিন। পরবর্তীতে এই দুই ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করে দেন। মোমিন অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করলেও মুসলিম পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে চাকরি পেয়েছিল।

হাছন রাজা প্রায়শই প্রজাদের জন্য বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং বড় বড় মেলার আয়োজন করতেন। একবার এলাকার মোক্তার মোশারফ আলী তাতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে কবি হাছন রাজার প্রজারাও সঙ্গে সঙ্গে কবিতার আকারে তা সমগ্র এলাকায় প্রচার করে এবং মোক্তারকে বাধা দানে বিরত থাকতে



বাধ্য করে। কবিতাটি হচ্ছে,

মেলা বসাইয়া বড়
সাহেবের হইলো নাম
মোশারফ আলী মোক্তার
লাগাইল গোলমাল।।

সিলেটের প্রখ্যাত কবি রাধারমণ দত্ত ছিলেন হাছন রাজার বন্ধুর মতো। কুশলাদি জানার জন্য হাছন রাজা লিখতেন,

রাধারমণ তুমি কেমন
আমি তোমায় দেখতে চাই।

এছাড়াও পল্লী কবি রাধারমণের আর্থিক অসুবিধার সময় হাছন রাজা তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতেন।

একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীতে আসেন ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জনকারী হাছন রাজার বাড়ি দেখতে। তাঁদের ধারণা ছিল, সিলেটের এই জমিদারের নিশ্চয়ই কোনো অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদ অথবা দালান থাকবে। কিন্তু আপাত বিলাসী হাছন রাজার যে কোন প্রাসাদসম আবাসস্থল নেই, তা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। হাছন রাজা, তাঁর বাড়ির দিকে ঐ ব্যক্তিদের আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তাঁদের আসার কারণ। তাঁরা হাছন রাজাকে চিনতে পারেনি তাই প্রতি উত্তরে, হাছন রাজার বাড়ি দেখতে এসেছে বলে জানায়। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁদেরকে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন এবং নিয়ে যান অনতিদূরে অবস্থিত করবস্থানে। যেখানে তাঁর মায়ের পাশে নিজের কবর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সবাইকে হতবাক করে ঐ স্থানটি দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেখুন আমার বাড়ি, আমার চিরদিনের আসল বাড়ি।'

জনশ্রুতি আছে— পরিণত বয়সে হাছন রাজা সিলেট শহর, রামপাশা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারি পরিচালনার জন্য, তাঁর পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজাকে দায়িত্ব দেন। মাঝে মাঝে তিনি পুত্রের জমিদারি পরিচালনার কাজ তদারকিও করতেন, অন্যদিকে তিনি নিজে সুনামগঞ্জের জমিদারির কাজ চালিয়ে যান। এক্ষেত্রে, দেওয়ান একলিমুর রাজা প্রজাদের কাছ থেকে জমিজমার খাজনা আদায় করতেন এবং রশিদ স্বরূপ ছোট কাগজে নিজের নামের আদ্যাক্ষর 'এরা' (একলিমুর রাজা) লিখে দিতেন। মাঝে মাঝে প্রজাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে খাজনা থেকে অব্যাহতি দিয়ে একইভাবে ছোট্ট কাগজে শুধু 'এরা' লিখতেন। এর ফলে হাছন রাজা খাজনা আদায়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এলে প্রজারা তাঁকে তার পুত্রের স্বাক্ষর সম্বলিত কাগজ দেখাতো। যা থেকে খাজনা কতটুকু আদায় হয়েছে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি হিসাব না পেয়ে বলতেন,

'এরা, লাগাইলো বেরা।।'



অর্থাৎ তাঁর পুত্র একলিমুর রাজা তাঁকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এরপরেও একলিমুর রাজাকে তিনি কোনো ভর্ৎসনা করেননি। কারণ মনে মনে তিনি এতে খুশিই হতেন যে, ছেলে তাঁরই মতো হয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বেশ কিছু মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থান, মন্দির, শ্মশান ঘাট এবং তদসংলগ্ন পুকুর, ভিটা ইত্যাদি এখনো তাঁর অথবা উত্তরপুরুষদের জমির উপর বিদ্যমান। ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য, যে কোনো জমি প্রদানে হাছন রাজা কখনো ইতস্তত করেননি, তিনি বিভিন্ন দুর্যোগে জনগণকে সহায়তার প্রয়োজনে সরকারকেও প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

জমিদার দেওয়ান হাছন রাজার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং অনুসরণযোগ্য অবদান হচ্ছে হাছন রাজা ওয়াকফ্ স্টেট। যা তিনি তাঁর বংশধর, অগণিত প্রজা, গরীব দুঃখী ও অন্যান্যদের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াস্তে রেখে গেছেন। ০৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রি: (২০ পৌষ ১৩২৪ বাংলা) তিনি ওয়াকফ্ স্টেট সংক্রান্ত অত্যন্ত সুলিখিত এবং বিস্তারিত দলিলে স্বাক্ষর করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনিই এর মোতায়াল্লী ছিলেন এবং দলিলের বর্ণনানুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর, শুধু পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজা এবং তারও পরে একলিমুর রাজার পুত্রদের মধ্য থেকে যোগ্য একজন হাছন রাজা ওয়াকফ্ স্টেটের মোতায়াল্লীর দায়িত্ব পালন করবেন। হাছন রাজা রামপাশা এবং লক্ষণশ্রীর জমিদারির বেশকিছু অংশ ওয়াকফ্ স্টেটে প্রদান করেন। এই জমিগুলো থেকে ১৯১৮ খ্রি: আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা। ওয়াকফ্ দলিলে হাছন রাজা বিশদভাবে উক্ত টাকা ব্যয় করার নীতি বর্ণনা করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অধস্তন বংশধরদের (একলিমুর রাজার) জীবনধারণ, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ ; কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়, প্রজা যাদের নাম দলিলে উল্লেখ করেছেন, তাদের সহায়তা প্রদান, দুঃখী, দুঃস্থ ও মুসাফিরদের সাময়িক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা, প্রতি বছর তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা, তাঁর রচিত গান পুনর্মুদ্রণ করা, কবরস্থানের সংরক্ষণ, উপাসনালয় মেরামত ও নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা।



হাছন রাজার শখ

- ভ্রমণ
- ঘোড়া পালন ও দৌড় প্রতিযোগিতা
- কোড়া পাখি শিকার ও পালন
- হাতি পালন
- দাবা খেলা
- গান রচনা



৫৬

হাছন রাজার শখ

হাছন রাজার অন্যতম শখ ছিল গান রচনা এবং তাতে সুর দেয়া। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য কিছু শখ ছিল যা তার সৌখিনতার পরিচয়বাহক। ভ্রমণের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে নৌকাতে বা পালকিতে অথবা ঘোড়ায় চড়ে রামপাশা এবং লক্ষণশ্রীর মধ্যে জমিদারির কাজে যাতায়াত করতে হতো। এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে আয়োজন করে নদী ভ্রমণে বের হতেন। নিজ ও স্ত্রীর জন্য, দাস-দাসী, প্রহরী, গায়ক ও বাদকদল, রান্না-বান্নার কাজে এবং প্রজাদের জন্য আলাদাভাবে আলোকোজ্জ্বল বিশাল ভাওয়ালী, পানশি ও অন্যান্য খোলা নৌকাসহ বিরাট জলীয় কাফেলা তৈরি করে বেশ কদিনের জন্য পর্যটনে বের হতেন। তাঁর জলবিহারের সীমানা ছিল পূর্ব ভারতের করিমগঞ্জ থেকে পশ্চিমে বর্তমান নেত্রকোণা জেলার শেষসীমা পর্যন্ত। মাছ শিকারেও তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। মাছ ধরার ছিপ বড়শী, সরঞ্জামাদী এবং প্রজাদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব হাওড়গুলোতে প্রায়শই মাছ ধরতে বের হয়ে যেতেন।

অশ্বারোহণে তিনি যেমন সুপটু ছিলেন ; ঘোড়া সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল তেমনি অগাধ। বিভিন্ন রঙের চমৎকার সব ঘোড়া ছিল তাঁর। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ ইত্যাদি জায়গায় প্রতি বছর ঘোড়া দৌড়ের মেলাতে তাঁর ঘোড়া অংশ নিতো এবং প্রায়ই জয়ী হতো। হাছন রাজা ঘোড়ার বিভিন্ন অঙ্গ দেখে বলতে পারতেন ঘোড়ার গুণাবলী কি কি। তাঁর রচিত 'সৌখিন বাহারে' এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। তাঁর ঘোড়াগুলোর নামও ছিল বেশ বাহারী যেমন : জং বাহাদুর, চান্দ মুশকি, খোদাদাদ মুলকী, বাংলা বাহাদুর ইত্যাদি। একবার ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি নিজে উপস্থিত হন, সঙ্গে তাঁর এদেশীয় ঘোড়া এবং ঘোড় সওয়ার, তাঁরই প্রিয় খানসামা মোশারফ আলী (উদাই জমাদার)। সেই ঘোড়া দৌড়ের আসরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন ঢাকার নবাব খাজা আহসান উল্লাহ-এর দরিযাবাজ নামক বিদেশী ওয়েলার ঘোড়া। সেই প্রতিযোগিতায় হাছন রাজার দেশীয় ঘোড়া জং বাহাদুর সব নামিদামি বিদেশী ঘোড়াকে পরাজিত করে বাজিতে জয়ী হয়।

দোয়েল পাখির (বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পাখি) ব্যাপারে হাছন রাজার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু বর্তমানে লুপ্তপ্রায় কোড়াপাখির প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং প্রবল। কোড়া পাখি পালন ও শিকারের ব্যাপারে তিনি অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন। কোড়া পাখির আবাসস্থল হচ্ছে জল প্লাবিত ধান ক্ষেত। কোথাও কোথাও একে জলমোরগও বলা হয়ে থাকে। সিলেট ছাড়াও ময়মনসিংহে কোড়া পাখিকে অতি মূল্যবান পাখি হিসেবে গণ্য করা হতো। ময়মনসিংহ গীতিকায় কোড়াপাখির উল্লেখ



প্রায়ই পাওয়া যায়। সে সময় কোড়া পাখি পালন আভিজাত্যের পরিচয় বাহক ছিল। হাছন রাজা কখনো পাখিকে বধ করতেন না। নিজস্ব পোষা কোড়া পাখি দিয়ে জংলী কোড়া পাখি শিকারেই ছিল তাঁর প্রবল নেশা। তাঁর পোষা কোড়ার সংখ্যা ছিল শতাধিক। প্রতিটি কোড়ার প্রাত্যহিক পরিচর্যার জন্য বেশ কয়েকজন দাসীকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। বর্ষাকালে দলবলসহ তিনি কোড়া পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। এজন্য ছিল একদল নিপুণ কোড়া শিকারী, যারা কোড়া পাখিকে তালিম দিয়ে প্রস্তুত রাখতো। জংলী কোড়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পোষা কোড়া ছেড়ে দেয়া হতো। তখন কোড়াদের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হতো এবং যখন উভয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়তো, তখন সুযোগমত শিকারী জংলী কোড়াকে ধরে ফেলতো। এভাবে তিনি দিনের পর দিন পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে বিশাল ভাওয়ালী নৌকায় থাকতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেউ যদি তাঁকে ভালো কোড়া পাখি উপহার দিত, তবে তা তিনি আহ্লাদের সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং উপহারদাতাকে একটি নতুন লুঙ্গি বা ধুতি এবং চাদর, সঙ্গে কিছু টাকা পারিতোষিক হিসেবে দিতেন।

হাছন রাজা নিজেকে সবসময় কোড়া বিশারদ ভাবতেন। তাই তিনি লিখেছেন,

কোড়ার গুণ যত আমি জানিয়াছি ভাই
আমার মত জানে লোক বেশি দেখি নাই।।
দু এক কোড়া পালি চিনিবার
দাবি করে
তারে কি লিখিব আমি
ডাকলে না ধরে।।

'সৌখিন বাহারে' হাছন রাজা আবার উল্লেখ করেছেন,

হাছন রাজায় বলে, আমার মত ড. . কে
মৌলানা বলিলে কম, কোড়ার মাদ্দাতে।
এই দোয়া কর মমিন, মুসলমান ভাই
বেহেস্তে যাইয়া যেন, কোড় শিকার পাই।

ঘোড়া এবং কোড়া পাখির প্রতি হাছন রাজার তীব্র আগ্রহ দেখে এক গ্রামীণ নারী কবি লিখেছেন,

যথায় তান কোড়া ঘোড়া
তথায় তান মন
যেইখানে নিলা মেলা
কবিলা গমন।

হাতির প্রতিও হাছন রাজার আকর্ষণ ছিল খুবই। বুনো হাতি শিকারের উত্তেজনায় আসাম সরকারের অনুমতি নিয়ে বেশ কয়েকবার লাউড়ের পাহাড়ে হাতি খেদা করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। মাঝে মাঝে খেদায় ধরা বন্য হাতিগুলোকে পোষ মানাবার উদ্দেশ্যে লক্ষণশ্রীর উল্টো দিকে সুরমা নদীর অপর পারে সুন্দর গড় নামক স্থানে রাখা হতো এবং পোষ মানাবার পর তা বিক্রি করে দেয়া হতো। হাতির দোষগুণের বর্ণনা দেয়ার এক পর্যায়ে হাছন রাজা লিখেছেন,



৫৮

শতাশতি হাতী, আমার পিতার ছিল
পিলখানায় পড়িয়া, হাতী সব মৈল
খুরসুরত হাতী ভিন্ন, খারাপ হাতীর উপর
কখনও না চড়িয়াছি আমি, শুন বেরাদর।।

হাছন রাজার অন্যান্য শখগুলোর মধ্যে দাবা খেলা, বড় বড় মেলার আয়োজন করা, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, শীতকালে গানের আসর বসানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তারপরেও গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যে নেশা ছিল তা তুলনাতীত।



হাছন রাজার সৃষ্টিসমূহ

- গান বচনাব সময
- 'হাছন উদাস' আলোচনা
- 'সৌখিন বাহার' আলোচনা
- হিন্দি ভাষায বচিত গান

হাছন রাজার সৃষ্টিসমূহ

মরমী কবি হাছন রাজা বাংলা গান ছাড়াও হিন্দি ভাষায় কয়েকটি গান এবং দোয়েল পাখি, কোড়া পাখি, ঘোড়া, হাতি ও মেয়েদের নানাবিধ দোষগুণের ওপর এবং সর্বোপরি চিকিৎসা (হাকিমী) শাস্ত্রের ওপর কিছু কিছু লেখালেখির কাজ করেছেন। তাঁর গান রচনার জন্য বিশেষ কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। তবে দিনের কোলাহল থেকে রাতের নিস্তব্ধতার পরিবেশকেই তিনি গান রচনার ক্ষেত্রে বেশি পছন্দ করতেন। উল্লেখ্য, দিনের বেলা যেমন তিনি জমিদারি এবং লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে আগ্রহ দেখাতেন ঠিক তেমনি রাতের খাবার খেয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে গান রচনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি সাধারণত মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং তাঁর কর্মচারীরা তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নিতো। গান রচনার পর তিনি তাতে সুর দিয়ে গায়ক গায়িকাদের দিয়ে গাওয়াতেন। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে তবলা, ঢোলক, মন্দিরা, খটতাল, লাউয়া (একতারার অনুরূপ) ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সনাতনপন্থী সৌখিন।। হাছন রাজাকে নিশ্চিতভাবে কেউ নাচতে দেখেনি বা এধরনের কোনো তথ্য প্রামাণ্যভাবে পাওয়া যায় না অথচ অনেকে কল্পনাপ্রসূত হাছন রাজার শুধু নাচ নয়, উন্মত্তভাবে নাচার বর্ণনা দিয়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শীব বর্ণনানুযায়ী, তিনি রামপাশা, লক্ষণশ্রী অথবা নৌকায় মধ্যখানে বসে গান রচনা করতেন আর গায়ক গায়িকারা বাদ্যযন্ত্রের তালে স্বাভাবিকভাবেই হেলে দুলে গাইতো।

হাছন রাজা তাঁর জীবিতকালে 'হাছন উদাস' নামে একটি গানের বই ছাপিয়েছিলেন। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা কার্তিক ১৩৪৫ বাংলা সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, 'সুনামগঞ্জের জমিদার সাধক কবি দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী মহাশয় খুব সংগীতপ্রিয় লোক, তিনি শুধু গান দ্বারা 'হাছন উদাস' নামক বৃহৎ পুঁথি রচনা করিয়া ছাপাইয়া ছিলেন (পৃষ্ঠা ২৯)।" এখন উহা দুষ্প্রাপ্য। 'হাছন উদাস' নামক গানের বইটি ১৯১৪ খ্রী: শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে, শ্রীমান আব্দুল গনি দ্বারা মুদ্রিত এবং স্বয়ং, হাছন রাজা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইখানি মধ্যযুগের মুসলমান কবিদেরকে অনুসরণ করে মুসলমানী পুঁথির আকারে ছাপা হয়েছিল এবং এর পৃষ্ঠার ক্রম শুরু হয়েছিল ডান দিক থেকে বাঁয়ে।

পরবর্তীতে প্রভাত কুমার শর্মার প্রবন্ধের মাধ্যমে সিলেটে এবং কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান আলোচনার পর সুধীসমাজে হাছন রাজার গান সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাছন উদাস পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হাছন রাজার ২০৬টি গানসহ বৈশাখ ১৩৩০ সালে (১৯২৬ খ্রি:) 'হাছন



উদাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ দূর্গাপ্রসাদ দাস কর্তৃক মুদ্রিত এবং ভুবন প্রেস, সুনামগঞ্জ থেকে দেওয়ান গনিউর রাজা প্রকাশ করেন। 'হাছন উদাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রভাত কুমার শর্মার ইতোমধ্যে প্রশংসিত প্রবন্ধটি ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত হয়।

এছাড়াও হাছন রাজার অসংখ্য অপ্রকাশিত গান পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল, যা এই গ্রন্থে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পাণ্ডুলিপিগুলোর কিছু কিছু অংশে বাংলা ১৩০০, ১৩১০, ১৩২৪, ১৩২৬ ইত্যাদি সাল লিপিবদ্ধ আছে। হাতের লেখা এবং বানানরীতির ভিন্নতা নিশ্চিত করে যে, পাণ্ডুলিপিগুলো কোন একক ব্যাক্তির মাধ্যমে লিখিত নয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা, হাছন রাজা বিভোর হয়ে গান রচনা করতেন আর কর্মচারীরা তা লিখে নিতো এটা সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। প্রাপ্ত দশটি বিভিন্ন আকারের পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রায়ই ক্ষেত্রে কোন শিরোনাম নাই। এরমধ্যে দুটিতে লেখা আছে, 'শ্রী হাছন রাজা চৌধুরী নিজ প্রস্তুথা- পির মুরশিদি গানের বই' এবং 'রঙ্গীন গানের বই'। যদিও এক্ষেত্রে ভিতরে বিভিন্ন ধরনের গানই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে 'হাছন উদাস' দ্বিতীয় সংস্করণের ১৫৯ নং গানের পরেরগুলো লিপিবদ্ধ আছে। গানগুলোর উপরে যে সমস্ত তাল লেখা আছে, সেগুলো হচ্ছে- তাল খেমটা, ঠেকা, ছপকা, দিশা, থুমড়ি, আড়া, টপকা, নাদরি, গাজীর দিশা, পিরমুরশিদি, বাউজের গান, রঙ্গীন গান, বাউলা গানা ইত্যাদি

মরমী কবি হাছন রাজার অন্যান্য রচনা মূলত তাঁর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ফসল। দোয়েল পাখি, কোড়া পাখি, ঘোড়া, হাতি এবং মেয়েদের নানাবিধ গুণ দোষের বর্ণনা করেছেন 'সৌখিন বাহার' নামে বইয়ে; 'সৌখিন বাহার' নামক ওই দুষ্প্রাপ্য অথচ ভিন্ন স্বাদের বইটি হুবহু এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও হাকিমী শাস্ত্রের উপর বিভিন্ন তথ্যাদি তিনি নিজস্ব জমিদারির কতিপয় স্থান থেকে সংগ্রহ করে পুঁথি আকারে সংরক্ষণ করতেন বলে জানা যায়

হিন্দি ভাষায় তাঁর যৎসামান্য রচনা উদ্ধার করা হয়। ১৯৯৪ খ্রি: ২১ ডিসেম্বর, সিলেট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী হাছন রাজা উৎসবের প্রধান অতিথির ভাষণের এক পর্যায়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, '১৯৬১ সালে দিল্লীতে ইন্দো-পাক কালচারাল কনফারেন্সের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে আমন্ত্রিত হয়ে আমি যোগদান করেছিলাম হিন্দি ভাষা বাংলাদেশে তখনও জনপ্রিয় আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ভাষার অধ্যাপক শ্রী নগেন্দ্র ও পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু। আমি হাছন রাজার রচিত হিন্দি গান আবৃত্তি করেছিলাম

ভালা বাজে বাঁশরিয়াকে
ময়তো উদাস হুয়া আব হুয়া দিবিয়ানে
হাছন রাজা তেরেলিয়ে মনপ্রাণ
সব ছোড়্‌দিয়ে
চলে ডাগরিয় ডাগরিয়াকে

এতে তারা উভয়েই তাঁর রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন



মরমী কবি হাছন রাজার গান তৎকালে তাঁর একান্নভুক্ত দাসদাসী দিলারাম, আরবজান, মিশ্রিজান, ইয়ামন, সোনাজান, কবুতরি, ছগিরা বিবি, আলিপজান বিবি এবং অন্যরা লোকসমক্ষে পরিচিত করে তোলেন। পরবর্তীতে গানগুলো সমাজের অংশ হিসেবে সকলের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাছন রাজার গানগুলোকে সুন্দরভাবে অবিকৃত সুরে তুলে ধরেন উজির মিঞা, শফিকুন নুর, বিদিত লাল দাস, হিমাংসু গোস্বামী, আরতি ধর, ইয়াকুন নেসা খানম, আকরামুল ইসলাম, জামাল উদ্দিন বান্না, আমির উদ্দিন, স্বপ্না দে, এমরান আলী, সোহেল, অভিজিত প্রমুখ। এছাড়াও তৎকালে ভারতে হাছন রাজার গান গেয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন সুগায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী। বর্তমানে বাংলাদেশের সেলিম চৌধুরী, পলাশ ও রিজিয়া, মৃদুল, অনুপ, সাদিয়া, আকলিমা এবং ভারতের তপন রায়ের গাওয়া আধুনিক আঙ্গিকে (পরিবর্তিত সুরে) হাছন রাজার গানের অডিও সিডি (কমপ্যাক্ট ডিস্ক) এবং ক্যাসেট বের হয়েছে।



হাছন রাজার উত্তরপুরুষগণ

- বিভিন্ন বিবাহ ও স্ত্রী সম্পর্কে আলোচনা
- উত্তবপুরুষদেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- উত্তবপুরুষদেব বংশ-তালিকা

হাছন রাজার উত্তরপুরুষ

দেওয়ান হাছন রাজা স্বভাবতই একজন সোজা কথার মানুষ ছিলেন, তিনি সত্য কথা বা ঘটনাবলীকে কখনো গোপন রাখার চেষ্টা করতেন না বা করেননি। তাঁর বিভিন্ন গান/রচনা পর্যালোচনা করলে সহজেই এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। লক্ষণীয়, তাঁর কিছু কিছু গানে জাগতিক উপলব্ধির বাইরে বিভিন্ন উপমা দ্বারা তিনি অতিন্দ্রীয় ভাবধারাকে উপস্থাপন করেছেন, এক্ষেত্রে উপমা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ত্রী লিঙ্গের নাম ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, হাছন রাজার সৌখিনতা এবং আপাত: বিলাসিতা ছিল সর্বজনবিদিত।

উপরিউক্ত বর্ণনার ভুল ব্যাখ্যা করে, এই সত্যবাদী ব্যক্তির বিবাহ সংশ্লিষ্ট অনেক চমকপ্রদ অথচ অবাস্তব বর্ণনা বা ঘটনা অযাচিতভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবতারণা করা হয়েছে যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা দুষ্কর এবং অসম্ভবও বটে। উল্লেখ্য, হাছন রাজা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর জীবন কাল নিকট অতীতের, ফলে তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা কঠিন কিছু নয়। যদিও, এই বর্ণেদি জমিদার এবং তাঁর বংশধরদের বিশাল ভূসম্পত্তির কারণে হয়তো কিছু কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি ভুল তথ্য দিতে পারে যা থেকে গবেষকদের সতর্কতা অবলম্বন করাটাই সমীচীন হবে। এক্ষেত্রে, কল্পনাপ্রসূত এবং অনুমান নির্ভর ঘটনাবলী উপস্থাপন না করে, সঠিক এবং বাস্তব তথ্যাবলী বিধৃত করাই হবে উত্তম কাজ।

জমিদার এবং মরমী কবি হাছন রাজা কয়েকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কুরশা পরগণার খাগাউরা মৌজার মোহাম্মদ আসিবের কন্যা মোসাম্মৎ আজিজা বানুকে বিয়ে করেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর সঙ্গে আগত তিনশত ষাট আউলিয়ার একজন শাহতাজ উদ্দীন কোরাইশীর বংশধর ছিলেন। এ পক্ষে হাছন রাজার দুইটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। কন্যাদ্বয়ের নাম রওশন হুসেইন বানু এবং রওশন হাসান বানু। এরপর তিনি বর্তমান সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করিমগঞ্জ (ভারত) মহকুমার কুশিয়ার কুল পরগণার কর্ণমধু গ্রামের পাঠান জায়গীরদার এবং ইয়ার খানের বংশধর গোলাম ইউসুফ চৌধুরীর তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ সাজিদা বানুকে বিয়ে করেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী প্রথা প্রবর্তনের সময় এ বংশের নামে তিনটি পরগণার তালুক বন্দোবস্ত দেয়া হয় (জফরগড় পরগণার বিশাল ভুসম্পত্তি সহ)। মোসাম্মৎ সাজিদা বানু অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন বিধায় তাঁকে স্থানীয় সকলে



'পিরানী বিবি' বা 'হাজি বিবি' হিসেবে সম্বোধন করতো। তিনি হাছন রাজার বৈমাত্রেয় ভাই দেওয়ান ওবায়দুর রাজার বিধবা পত্নী ছিলেন। এ পক্ষে তাঁর একমাত্র পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজা জন্ম লাভ করেন। খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী (কাব্য বিশারদ) ছিলেন সিলেটের প্রথম আধুনিক কবি। তিনিই স্বনামধন্য পিতার কাব্য প্রতিভার সত্যিকার উত্তরাধিকার।

পরবর্তীতে হাছন রাজা পীরপুর নিবাসী মোহাম্মদ হুসেন চৌধুরীর কন্যা এবং পণ্ডুয়ার জমিদার মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরীর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এ পক্ষে তাঁর কোন সন্তানাদি নাই। তিনি ভাটিপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ খোরশেদ চৌধুরীর তৃতীয় কন্যাকেও বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু পরস্পর সমঝোতার অভাবে তাকে তালাক দেন। হাছন রাজা আসাম সরকারের তৎকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য খান বাহাদুর আজিজুর রহমান চৌধুরীর বোন মোসাম্মৎ জোবেদা খাতুনকে বিয়ে করেন। এপক্ষে তাঁর একটি কন্যা সন্তান, আলী হুসেইন বানু জন্ম লাভ করে।

হাছন রাজা লক্ষণশ্রী পরগণাব আরপিননগর নিবাসী জান মোহাম্মদ নামক এক বণেদি পরিবারের কন্যা বোরজান বিবিকে বিয়ে করেন। তিনি সুন্দরী, রুচিশীল মহিলা ছিলেন। তারই গর্ভে তার তিন সন্তান দেওয়ান গণিউর রাজা, দেওয়ান হাসিনুর রাজা এবং রওশন আখতার বানু জন্ম লাভ করেন।

হাছন রাজার জীবনের অন্তিম বছরগুলো যে স্নেহশীল মহিলার সান্নিধ্যে কাটান— তিনি তার সর্বশেষ বিবাহিতা স্ত্রী লবজান বিবি। লক্ষণশ্রীর পুরনো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। প্রথমে অন্যত্র তার বিয়ে হয়। অসাধারণ সুন্দরী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই মহিলার বিয়ের পরপরেই হাছন রাজা তাকে দেখার সুযোগ পান। তিনি তার রুচিশীল ও মার্জিত রূপদর্শনে বিমোহিত হন। তার রূপ ও ব্যক্তিত্বের ঝলক হাছন রাজার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়: প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, হাছন রাজা মানুষ ও পশুপাখী দর্শনে তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী নিরূপণ করতে পারতেন। তিনি লবজান বিবিকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। অবশেষে তাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সুখী হন। জীবনের শেষ দিনগুলিতে উক্ত লবজান বিবিই তার শেষ অবলম্বন হয়ে ওঠেন। তারই গর্ভে হাছন রাজার চতুর্থ পুত্র দেওয়ান আফতাবুর রাজার জন্ম হয়। তারই নামে সুনামগঞ্জ শহরে লবজান চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

নিচে হাছন রাজার উত্তর পুরুষদের সম্পর্কে কিছু তথ্য দেয়া হলো :

রওশন হুসেইন বানু : তাঁর বিয়ে হয় দুহালিয়া পরগণার পানাইল মৌজা নিবাসী দেওয়ান মোহাম্মদ আসফের সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রওশন হুসেইন বানু [illegible] ইসলামী চিন্তাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ আহনফ, দেওয়ান মোহাম্মদ আনসফ ও দেওয়ান মোহাম্মদ আখলফের মাতা

রওশন হাসান বানু : হাছন রাজার বৈমাত্রেয় ভাই দেওয়ান ওবায়দুর রাজার পুত্র দেওয়ান আজিজুর রাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

আলী হুসেইন বানু : তার বিয়ে হয় সেলবরস পরগনার গৌজেবীর নিবাসী জমিদার খান বাহাদুর আব্দুল মান্নান চৌধুরীর একমাত্র পুত্র আব্দুল হান্নান চৌধুরীর সঙ্গে।



খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রাজা: তিনি সুনামগঞ্জে থেকে হাছন রাজার সাহচর্যে বড় হয়েছেন, তাঁর কাব্য প্রতিভা অতি উন্নতমানের ছিল। তাঁর রোজনামচা থেকে তৎকালীন সমাজ জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা যায়। তিনি হাছন রাজার মৃত্যুর পর 'হাছন উদাস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন। ঘোড় দৌড়ে সুপটু এই ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন সুনামগঞ্জের কোর্টে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

দেওয়ান হাসিনুর রাজা: তিনি শান্ত চিত্তের অধিকারী ছিলেন এবং সবর্দা নিভৃতে থাকতেই বেশী পছন্দ করতেন। ধর্ম কর্মের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। ফারসী ভাষায় তিনি গজল রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

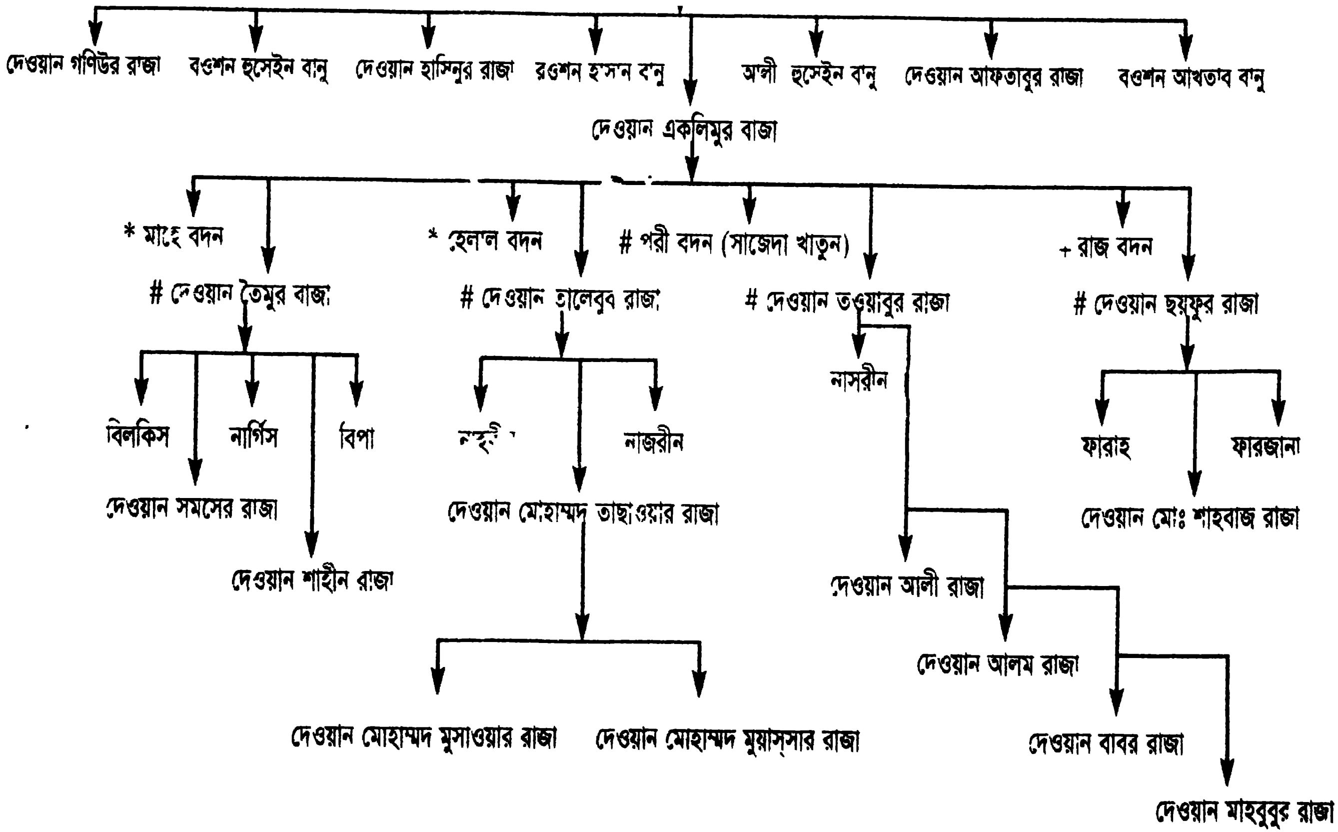
খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রাজা কাব্য বিশারদ (জন্ম: ২১ কার্তিক ১২৯৬ বাংলা মৃত্যু: ১৪ আগস্ট ১৯৬৪ খ্রি:, ৩০ শ্রাবণ ১৩৭১ বাংলা) তিনি পিতার মত কাব্য প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ নবদ্বীপের সারস্বত সমাজ তাকে 'কাব্য বিশারদ' উপাধি দেয়। এছাড়া ইংরেজ সরকার ১৯২৯ খ্রি: তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৯৩৭-৪৬ খ্রি: পর্যন্ত আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন তিনি সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি অনেক গান, কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বই হচ্ছে 'প্রাণেব কথা গানে' এবং 'গীতি মেখলা' ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর লেখা প্রবাসী, ভারতী, নওরোজ, অভিযান, আল ইসলাহ ইত্যাদি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে সিলেটের আধুনিক বাংলা কবিতার রূপকাব বলে গণ্য করা হয়। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্ম তুলে ধরার প্রয়োজনে নিকট ভবিষ্যতে 'একলিমুর রাজা, কাব্য বিশারদ রচনা সমগ্র' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যা থেকে তাঁর মানসভুবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে বিষদ ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দেওয়ান তৈমুর রাজা (১৯১৩-১৯৯৭) বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। দেওয়ান তালেবুর রাজা (১৯২০-১৯৮২) আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ, এল এল বি পাশ করে এই বংশের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দেওয়ান তওয়াবুর রাজা (১৯২৪) পিতার সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন জমিদারি পরিচালনা করেন এবং বর্তমানে সিলেটে বসবাস করছেন। দেওয়ান ছয়ফুর রাজা (১৯৩২) যুক্তরাজ্যে বেশ কিছুদিন পড়ালেখা ও অন্যান্য কাজে অবস্থান করে, এখন ঢাকার উত্তরায় বসবাস কবছেন।

রওশন আখতার বানু: তাঁর বিয়ে হয় সিলেটের খাসিয়া রাজা ধনু সিংহের অধস্তন বংশধর বাঁশ তলার মুসলমান ধর্মাবলম্বী জমিদার দেলওয়ার রাজার সঙ্গে।

দেওয়ান আফতাবুর রাজা: তিনি হাছন রাজার সাহচর্যে সুনামগঞ্জেই বড় হয়েছেন। তাঁর মধ্যেও সাহিত্যিক গুণাবলী লক্ষণীয় ছিল, তিনি হিন্দি ভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর বংশধর-রা বর্তমানে লক্ষণশ্রীর হাছন রাজাব বাড়িতে বসবাস করছেন। এই বংশের অনেকে সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্য, পৌরসভা চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আছেন।

উত্তরপুরুষদের বংশতালিকা

দেওয়ান হাছন রাজা



মাতা = * মনিকুন্নেসা চৌধুরী, # মেহেরজান বানু, + নূরুননাহার।

দ্রষ্টব্য : হাছন রাজার অন্যান্য বংশধরদের পরিচিতি ৮২ নং পৃষ্ঠায় দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন রাজার লেখাতে পাওয়া যাবে।



শেষ জীবন এবং অন্তিম লগ্ন

দেওয়ান হাছন রাজা একজন স্বনামধন্য জমিদার এবং খ্যাতিসম্পন্ন মরমী কবি হলেও তিনি জানতেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে তাঁর আয়ু সীমিত। তাই জীবনের অর্ধশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি লক্ষণশ্রীতে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। হাছন রাজা জীবনের শেষ লগ্নে সম্পূর্ণ রূপে মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এক সময়ে বিরাট জমিদারির অধিকারী এবং বিলাসী জমিদার হাছন রাজার এক নতুন রূপ সকলের সামনে উন্মোচিত হয়।

মরমী কবি হাছন রাজা জীবনের শেষ দিনগুলোতে আল্লাহর ধ্যানে এতই মগ্ন হয়ে পড়েন যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পারিবারিক কবরস্থানে গিয়ে সময় কাটাতেন। এসময় তিনি পাখিদেরকে আহার বিতরণ করে প্রচণ্ড তৃপ্তি অনুভব করতেন। তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই কালোত্তীর্ণ পুরুষ তাঁর অন্তিম মুহূর্তের খবর বোধহয় জেনে গেছেন সে সময় তিনি এতই উদাস হয়ে পড়েছিলেন যে, পুত্র, কন্যা বা নিকটাত্মীয়দেরকেও যেন চিনতে পারছিলেন না।

সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রীতে ১৩২৯ বাংলার ২২ অগ্রহায়ণ রাতে (১৯২২ খ্রি:) হাজার হাজার ভক্ত, অনুরক্ত, বন্ধু, স্বজন, পোষ্য, প্রজা এবং প্রকৃতিকে ছেড়ে দেওয়ান হাছন রাজা, তাঁর একান্ত কাঙ্ক্ষিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই খবর চতুর্দিকে প্রচাবিত হলে দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য মানুষ তাঁকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য ছুটে আসে। তাঁর তিরোধানে আত্মীয় স্বজন সহ সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

অনন্য প্রকৃতির মানুষ দেওয়ান হাছন রাজার শেষ ইচ্ছানুযায়ী লক্ষণশ্রীতেই তাঁর মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আম গাছের ছায়ায় দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট এবং প্রস্থে ১৮ ফুট এলাকা নিয়ে সামান্য উঁচু সাদা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মরমী কবির মাজার। কবরের দেয়ালে শ্বেতপাথরে বাঁধানো আছে তাঁরই বিখ্যাত গানের অংশ বিশেষ :

'লোকে বলে বলে রে, ঘর বাড়ী ভালা নয় আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরি মাঝার।
এই ভাবিয়া হাছন রাজা ঘব দুয়ার না বান্ধে,
কোথায় নিয়া রাখবো আল্লা এর লাগিয়া কান্দে।।'



সুধীজনের দৃষ্টিতে হাছন রাজা



সুধীজনের দৃষ্টিতে হাছন রাজা

প্রভাতকুমার শর্মা

মরমী কবি হাছন রাজা, তাঁর গানের মর্মবাণীর মাধ্যমে প্রধানত: সিলেট অঞ্চলের মানুষের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁর গানে কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করায় তা সাধারণ লোকজন স্বাভাবিকভাবেই অতি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ ও প্রচার করেছেন। হাছন রাজার গানের সাহিত্যমূল্য বিচারে যিনি প্রথম এগিয়ে আসেন, তিনি হচ্ছেন সিলেটের প্রসিদ্ধ মুরারী চাঁদ (এম সি) কলেজের ছাত্র প্রভাত কুমার শর্মা। তিনি হাছন রাজার কয়েকটি গান সংগ্রহ করে একটি প্রবন্ধ লিখেন 'মরমী কবি হাছন রাজা' শিরোনামে। এই প্রবন্ধটি এম সি কলেজের পত্রিকায় ১৯২৪ খ্রি: (ভল্যুম ৮, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর সেই প্রবন্ধটি ভারতী পত্রিকার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ বাংলায় সংখ্যায় আবার সরলা দেবী চৌধুরানী পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন। প্রভাত কুমার শর্মার প্রবন্ধটি স্থানীয় শিক্ষিত মহলে এবং সিলেট ক্রনিকল পত্রিকায় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। ফলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে হাছন রাজাব গানের আরো যথার্থ মূল্যায়নের জন্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। আনুমানিক ১৯২৫ খ্রি: মাঝামাঝি সময়ে হাছন রাজার আটটি গান নিয়ে তিনি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তুলে দেন। কবিগুরু গানগুলো পড়ে মন্তব্য করেন, "ওহে পড়েছি গানগুলো। মনে হচ্ছে একটা কিছু যেন বলতে চায় লোকটি, ঠিক ধরতে পারছি না, এত কম কবিতায় ধরা যায় না।" পরবর্তীতে প্রভাত কুমার হাছন রাজার আরো পঁচাত্তরটি গান ডাকযোগে বিশ্বকবির কাছে পাঠিয়ে দেন। হাছন রাজার কাব্য পরিচিতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখে উন্মোচন করার এই ঘটনাটির অংশবিশেষ দেশ পত্রিকাতে (২রা ফাল্গুন ১৩৭৬ বাংলায়) প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবসময় সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সৃষ্টিসমূহকে নির্দ্বিধায় যথার্থ মূল্যায়ন এবং প্রশংসা করতেন। এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) এই মরমী কবিকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও, তাঁর রচিত গান কবিগুরুকে অভিভূত করে। বর্তমান ভারতের কলকাতা রাজ্যের সিনেট হলে ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রি: (৪ পৌষ ১৩৩২) ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজিতে বলেছিলেন :



It is a village poet of East Bengal who in his songs preaches the philosophical doctrine that the universe has its reality in its relation to the person. He sings!

> *"The sky and the earth are born of my own eyes*
> *The hardness and softness, the cold and the heat are the products of mine own body;*
> *The sweet smell and the bad are of my own nostrils"*

This poet sings of the eternal person within him, coming out and appearing before his eyes just as the Vedic Rishi speaks of the person, who in him, dwelling also in the heart of the sun.

> *"I have seen the vision*
> *The vision of mine own revealing itself,*
> *coming out from within me"*

এই অভিভাষণটি 'বিশ্বভারতী' (ত্রৈমাসিক) এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও মাঘ ১৩৩২ সংখ্যার প্রবাসী এবং বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকাতে, যে অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তর প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে:

"পূর্ব বঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই- সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্বসত্য। তিনি গাহিলেন:

> *মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন*
> *কর্ণ হইতে পয়দা হইলো মোহাম্মদী দীন।*
> *শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম*
> *আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।*
> *নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।*

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনইভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাহার মধ্যে তিনিই আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

> *রূপ দেখিলাম রে নয়নে*
> *আপনার রূপ দেখিলাম রে।*
> *আমার মাঝত বাহির হইয়া*
> *দেখা দিল আমারে।।"*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে হাছন রাজার গান এবং তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি সম্মান জানাননি, তিনি ১৯৩০ খ্রি: ম্যানচেস্টার কলেজ, অক্সফোর্ড-এ অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ হির্বাট লেকচারেও হাছন রাজার গান দুইটি উল্লেখ করে, এই মরমী কবিকে বিশ্ব সারস্বত অঙ্গনে উপস্থাপন করেন।



উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম বাঙালি, যিনি লন্ডনের অক্সফোর্ডে হির্বার্ট লেকচার দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। "The Religion of Man" নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের হির্বার্ট লেকচার অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়, যার অনেকগুলো সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই হাছন রাজার গান এবং তার মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ফলে দেশ এবং বিদেশেব সাহিত্যাঙ্গনে নির্দ্বিধায় সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, সাহিত্যগুণ মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্যায়েই মরমী কবি হাছন রাজা পেলেন বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিমূল্যবান স্বীকৃতি।

কাজী আবদুল ওদুদ

মননশীল লেখক ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম আদর্শিক নেতা কাজী আবদুল ওদুদ হাছন রাজাকে একজন "প্রথম শ্রেণীর বাউল" বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ১৯৩২ খ্রি: ডিসেম্বর মাসে কলকাতাতে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির" যে অধিবেশন হয়েছিল, সে সম্মেলনের সাহিত্য সভার সভাপতি হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদ তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে লালন শাহ, মদন, শেখ ভানু ও হাছন রাজা প্রমুখকে প্রথম শ্রেণীর বাউল বলে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মরমী কবি হাছন রাজার জীবনী এবং সাহিত্য কর্ম নিয়ে বিস্তারিত এবং তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা কবেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর তিনিই প্রথম হাছন রাজার উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকায় "Hasan Raja : the mystic" শিরোনামে, তারপর পর্যায়ক্রমে বাংলা একাডেমী পত্রিকায় 'দার্শনিক কবি হাছন রাজা', মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 'মরমী কবি হাছন রাজা' এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ খ্রি: বাংলা একাডেমীর জীবনী গ্রন্থমালা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত "হাছন রাজা" শীর্ষক বই-এর মাধ্যমে। এছাড়াও, অধ্যক্ষ আজরফ ১৩৮৬ বাংলা (১৯৭৮ খ্রি:) মঞ্জিল প্রকাশনী থেকে 'মরমী কবি হাছন রাজা' নামক বই প্রকাশ করেন। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন যেমন, 'দেওয়ান হাছন রাজা,' পূর্বাচল, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮১; 'খেয়ালী হাছন রাজা,' সবুজ পাতা, ১২শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা, জুন ১৯৭৭, ইত্যাদি।

সহিফা বানু

সিলেটের প্রথম মহিলা কবি সহিফা বানু (হাজী বিবি) হাছন রাজার বৈমাত্রেয় বোন ছিলেন। তাঁদের মাঝে জমিদারি সংক্রান্ত বিরোধ থাকলেও হাছন রাজা সম্পর্কে হাজী বিবি প্রথমে লিখেছেন:

শাহে ছলেসা কাহা, শাহে সিকান্দার কাহা
খালি হাত সব কই গায়া দুনিয়ামে কই না রাহা



ইয়ে দুনিয়া ফানি হয়ে, এক রোজ যানে হোগা রোজে হাশরে সে সব ইনসাফ হোয়ে না
কাদির করিমকো কিয়া মোহঁ দেখানাওয়েগা
ছহিফা বেকুফনে এয়সে বেওকুফী কিয়া
হাছন কো খাতির কারকো বেসকো ডুবা দিয়া।।

পরবর্তীতে আবার লিখেছেন :

সুনামগঞ্জের হাছন রাজা
আলী রাজার নন্দন।
টাকা কড়ি অন্ন বস্ত্র
সদাই করে বিতরণ।
আইস ভাইধন বইস তুমি
মসনদের উপর।

উল্লেখ্য, হাছন রাজাও বোনকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং প্রজাদের উপদেশ দিতেন যেন সকলে মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্যাপাবে উদ্যোগ নেয়। এ ব্যাপারে তিনি সহিফা সঙ্গীত-এব রচয়িতা, তাঁর শিক্ষিত বোন সহিফা বানুকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতেন।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

ভারতে বসবাসকারী প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত কিশোর বয়সে বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী হাছন রাজাকে চাক্ষুষ দেখেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ খ্রি· মুক্তধারা কর্তৃক "গানের রাজা হাছন রাজা" শীর্ষক বই প্রকাশ করেন। উক্ত বইটির মাধ্যমে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, তাঁর ভাষায় হাছন রাজা সাহিত্য জগতে প্রথম কীভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তাব ইতিবৃত্ত, তাঁর গানের পরিচয়, তাঁর মানস জগতের গতি প্রকৃতি নির্ণয় এবং তাঁব ব্যক্তিত্ব, কার্যধারা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ভিতর দিয়ে গোটা মানুষটিকে পাঠকদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আবু সাঈদ জুবেরী

আবু সাঈদ জুবেরী মে ১৯৭৮ সালে "হাছন রাজা" শীর্ষক লিখিত কিশোরদের জন্য একটি বই মুক্তধারার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। উক্ত জীবনীটি তথ্য নির্ভর হলেও, লেখকের ভাষায়, "তথ্যের সঙ্গে রস (অবশ্য অতিরঞ্জিত নয়) যোগ করার বেলায় এবং দৃশ্য বর্ণনায় এক আধটু স্বাধীনতা আমি নিয়েছি, তা উপস্থাপনা ও উপভোগ্যতার কারণেই।"

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

"হাছন রাজা, তাঁর গানের তরী" শিরোনামে মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত বইটি বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ১৯৯২ খ্রি: (পৌষ ১৩৯৮) প্রকাশ করে। উক্ত বইটির ভূমিকায় বিশ্বভারতীর



রবীন্দ্র অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, "শ্রী মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী যে বইটি লিখলেন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি হাছন রাজার গানের সুরের বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যার গানকে উচ্চস্থান দিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে মৃদুল কান্তিই এখানে কাজ করলেন।" হাছন রাজা, তাঁর গানের তরী বইটিতে হাছন রাজার নয়টি গানের ইংরেজি অনুবাদও সংযোজিত হয়েছে।

<u>সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়</u>

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি এবং কথা সাহিত্যিক ভারতের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'হাছন রাজার বাড়ি' শীর্ষক কবিতা রচনা করেন, যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহে, 'বিশ্ববাণী প্রকাশনী', কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ :

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ট্যাঁড়কাড়া মানুষ না পিপীলিকা, যাবে ছুটে যা
যারে যা দ্যাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর ভাড়ের কেরদানী
এখানে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাছন রাজা।
আলো ভোলা হাওয়া ঘোরে, তিল ফুলে বসেছে ভোমর উদলা।
নদীটি আজ বড়ই ছেনালী
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ওযে দুলায়ে কোমর
যা বেটী হারামজাদী,ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি।
কওতো হাছন রাজা, কি বৃত্তান্ত বানাইলে মেনোহর বাড়ি?
শিওরে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্প তরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা।
জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাছন চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আসমান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছিরে ভাই,
ছয়টি ঘরেতে ঐ যে ছয় দাস দাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পংখের নকশায় পইড়লো কিনা শেষ টান।।

<u>ড. হুমায়ুন আহমেদ</u>

বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক এবং নাট্যকার ড. হুমায়ুন আহমেদ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ খ্রি. কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত "সকল কাঁটা ধন্য করে" বইটিতে 'বাউলা কে বানাইল রে' নামক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হাছন রাজার বিভিন্ন গানের মধ্যে একটি গানের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। গানটি হলো :



নিশা লাগিল রে
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে।
হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে।।

অতি সম্প্রত্তি উল্লিখিত গানটি তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমনি'তে ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন নাটকে তিনি হাছন রাজার গান ব্যবহার করেন।

ড. হুমায়ুন আহমেদের ভাষায়:

"কবরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কবরের গায়ে লেখা-

লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি ভালা না আমার,
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার।

আমি মনে মনে বললাম, হাছন রাজা, আমার গভীর ভালবাসা তোমাকে জানানোর জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর। তোমাকে যিনি বাউলা বানিয়েছেন, আমাকেও তিনি বাউলা বানিয়েছেন। তুমি তোমার প্রাণ পুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলে, আমি পাইনি। আমি এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

শ্রী জয়নাথ নন্দী মজুমদার

সিলেটের বেজুড়া গ্রামের একটি অখ্যাত কবির দলের প্রধান শ্রী জয়নাথ নন্দী মজুমদার শ্রীহট্ট গৌরব নামে পুঁথি আকারে যে বই প্রকাশ করেন, তাতে সিলেটের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের (সেই সময়কার) গুণাবলী কবিতাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত বইটিতে কোন তারিখ লেখা নেই। যাহোক, শ্রীহট্ট গৌরব বইটিতে লিখা হাছন রাজা এবং তাঁর যোগাপুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজা সম্পর্কিত কবিতাগুলো হচ্ছে:

দেওয়ান হাছন রাজা শক্তিশালী মহাতেজা
শৌর্য্যে বীর্য্যে অবতার বড় জমিদার
শেষেতে বৈরাগ্য লাভ ঘুচিল আঁধার।।
বৈরাগ্য উদ্রেক গান রচিলা বহু ধীমান
তার সুললিত গান দেশে দেশে শুনি।
লীলাময় লীলা দেখে বিস্ময় যে মানি।
কবি একলিমুর রাজা জনক হাছন রাজা
সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষে চম্পকের ফুল,
উভয়ের সৌরভেতে শ্রীভূমি আকুল।।

East Pakistan District Gazetteers : Sylhet

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭০ খ্রি: প্রকাশিত East Pakistan District Gazetteers: Sylhet-এর একাদশ অধ্যায়ে (৩১৪ পৃষ্ঠা) লিখিত হয়েছে :

Dewan Hasan Raja (b. 1855 d. 1922) of Rampasha (Sunamganj), a composer of Baul Songs, was of such eminence that his peotry was quoted by Dr. Tagore in his 'Religion of Man'. He wrote 'Hasan Udas' and 'Saukhin Bahar'. Most of his Baul songs are preserved in Bengali Academy".

মোঃ এন্তাজউদ্দিন

হাছন রাজার গান গুলোতে মরমীবাদ এবং দর্শনের যে তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও গবেষক মোঃ এন্তাজউদ্দিন (বাউল দিব্য শাহ্) অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি হাছন সঙ্গীতের উপর "তোর মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়াও তিনি "মরমী কবি হাছন রাজা (১৮৫৪-১৯২২)" নামে একটি বই রচনা করেন। বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বইটির ব্যাপারে লেখক লিখেছেন, মরমী কবি হাছন বাজা আধ্যাত্মিক দিক দর্শন সম্পর্কে গানের ধারায় ভরপুর করে রেখে গেছেন সাধকদের জন্য। তাঁর জীবন ইতিহাস, জমিদারি, বংশ পরিচয় ও মরমী গানগুলোই কবিকে স্মরণীয় বরণীয় করে রেখেছে প্রজন্মের নিকট। আমি কবির আধ্যাত্মিক দর্শনকে উপলক্ষ করেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেব মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যাদি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।"

শহীদ কাদরী

হাছন রাজার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও কবি প্রতিভা আজকের আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের কাব্যের মধ্যেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শক্তিমান কবি শহীদ কাদরীর 'কোথায় প্রবেশাধিকার' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত কবিতাটিতে কবি হাছন রাজার মতো পার্থিব ও যান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতা থেকে পালাতে চেয়েছেন। কবিতার কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে :

"বন্ধুরা প্রায়শ: বলে বেশ আছ তুমি ঝক্কি ঝামেলা নেই, হাছন রাজার মত এখন বেরিয়ে পড়লেই পারো। বেরিয়ে তো পড়তেই পারি, বলতে পারো, বাইরে বাইরে আছি (প্রবেশাধিকার আর পেলাম কোথায়?) এখনও প্রায়শ : শুনি, টেলিফোন করে আসবেন। প্রবেশাধিকার আর পেলাম কোথায় বাইরে বাইরে থাকি (তবু বেরুতে পারছি কই হাছন রাজার মত) তবে যদি কোনো দিন এই করতলে বাউলের একতারার মতন বেজে ওঠে একাকী ঐ চাঁদ আমি ছেড়ে যাবো, সব ছেড়ে যাবো কেটে পড়বো, সটকে পড়বো, ছিচকে চোরের মত উর্দ্ধশ্বাসে উধাও পালাবো।..."



ফাতেমা সিদ্দিকী

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ম্যাসাচ্যুসাটস নিবাসী ফাতেমা সিদ্দিকী নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রবাসীতে "বাংলা লোক সাহিত্যের ধারায় হাছন রাজার গান" শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা লেখেন। লেখিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হাছন রাজার উপর গবেষণার ভিত্তিতে উক্ত লেখাটি প্রস্তুত কবেন। হাছন রাজার জীবন, হাছন মানস, লোক সাহিত্যের ধারা ও হাছন রাজার গান ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁব রচনাটি অক্টোবর- নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রি: প্রকাশিত হয়. লোক সঙ্গীতে দর্শন এবং হাছন রাজার দার্শনিকতা বিষয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন. বচনাটির একটি অংশে ফাতেমা সিদ্দিকী লিখেছেন।

"আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান যে পুরুষ তাব পক্ষেই সম্ভব অসম্ভবকে সম্ভব করা, পার্থিব বস্তুকে হাতের মুঠোয় আনা। হাছন রাজার গানে অহংবোধ এত প্রবল ছিল যে তিনি তাঁর এক গানে বলেছেন :

আমি কবিবে মানা
অপ্রেমিকে গান আমাব শুনবে না।

হাছন রাজা আদপেই বাজা ; তাঁব সেই অহংবোধটুকু তাই প্রায়শই দীপ্র। এই কবি ও সাধক এক মহান মানুষও ছিলেন, মানবিক বোধেব শ্রেষ্ঠত্বেব সম্পর্কে সদা সচেতন কবি তাই ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে জাতিগত পরিচয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেজন্যেই তিনি নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান নয় "বাঙালি" বলে পবিচয় দিয়েছেন -

হাছন বাজা বাঙাল -য়ে কাঙাল
প্রেমানলে জ্বালিয়ে যায় প্রাণ "

সৈয়দ মোস্তফা কামাল

সিলেটেব লোক এবং মবমী সাহিতোব গবেষক সৈযদ মোস্তফা কামাল, 'হাছন রাজার গান' (গানের গূঢ়তত্ত্ব: ভাব ও ভাষা বিশ্লেষণ) নামে একটি বই লিখেছেন : এর প্রকাশক সিলেটের মদন মোহন বিশ্ববিদালয় কলেজের অধ্যাপক আবদুল লতিফ-এর ভাষায়,

"মরমী কবি হাছন রাজা ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর হাতিশালে হাতি, আস্তাবলে ঘোড়া, অগাধ বিত্তবেশাত এবং বিশাল জমিদারির অধিকারী হয়েও তিনি কীভাবে সংসার বিবাগীর মত হৃদয় উদাস করা গান রচনা করে দেশ-বিদেশেব ভাবুক হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন জনাব সৈযদ মোস্তফা কামাল-এর বিশ্লেষণধর্মী লেখায় এর কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাবে.

ইদানীং রেডিও, টেলিভিশন ও ক্যাসেটে হাছন রাজার গান ব্যাপকভাবে গাওয়া হচ্ছে, কিন্তু "ছিলটী" আঞ্চলিক ভাষার সাথে সিলেটের বাইরের শ্রোতা ও পাঠকদেব বিশেষ পরিচয় না থাকাতে অনেকের কাছে তা দুবোর্ধ্য ঠেকে। লেখক হাছন রাজার গানের ভাব ও ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা - ব্যাখ্যা দেয়ার ফলে হাছন রাজার গানগুলি সবার পক্ষে বোঝার সহায়ক হবে আশা করি।"



ড. আবুল আহসান চৌধুরী

ড. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক জানুয়ারী ১৯৯৮ খ্রি: প্রকাশিত "প্রসঙ্গ হাছন রাজা" বইটিতে সম্পাদক এ যাবৎ প্রকাশিত হাছন রাজা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রায় সমুদয় প্রবন্ধ সংকলন করেছেন। এ বইয়ের মাধ্যমে মরমী কবি হাছন রাজা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

মোহাম্মদ সাদিক

সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট সাহিত্যিক মোহাম্মদ সাদিক 'হাছন রাজার দিলারা' শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেন তা নিম্নরূপ :

জগত ভরমিয়া তার পঙ্খি হইতো মন
রূপের হাওড়ে ডুবে হাছন রাজা কন
কও দেখি কুলবতী কতো রঙে আর
বুকের ভূ-ভাগে বলো কেমন বিহার
হলে পর ঝড় বৃষ্টি খরা
এ জীবন তনুমন স্বপ্ন পরম্পরা
বাসনার ব্রত
ফালি ফালি হবে না আর তরমুজের মতো
এই নিশি রাইতের নিঃশ্বাস
বুঝলে দিলারা এই রাইতে দমে দমে এই যে বাতাস
কোন কথা কয়, কার নামে ডাকে
শরীরের বাঁকে বাঁকে
কোন সে মরমী নদী জনম জনম ভর
বান্ধিয়াছে বাসা এই দেহের ভেতর
রাইত যতো বাড়ে, এই নৌকা নদী কাঁপে
তোমাব শরীর যেন বাঁকা তলোয়ার ভরা ছিলো খাপে
মাঝ রাইতে লক্ষণশ্রী নীরব নিথর
এই দূর হাওড়ে বজরার ভেতর
তুমি আমি
এ কোন মন্তরে মুগ্ধ জানে অন্তর্যামী
উলঙ্গ পরীরা নাচে মধ্যে দিলারা
আসনে হাছন রাজা, দুই চোখে আসু তাঁর হৃদয়ে সাহারা
ছটফট কান্দে রাইত বেহুশ হাছন
কতো নদী হাওড়ের পঙ্খি হইলো মন
হাছন উড়িয়া যায় শুয়া পাখি নিঃসঙ্গ দিলারা
জন্ম জন্ম হাছনের দেহখানি দিয়াছে পাহারা।



আবদুল হাই

ব্যক্তি হাছন রাজার একনিষ্ঠ ভক্ত সুনামগঞ্জের আব্দুল হাই (হাছন পছন্দ) লিখেছেন, "অর্থের সঞ্চয় তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিলো। হাতেব বাড়তি টাকা পয়সা সব সময়ে তিনি দান-খয়রাতে ব্যয় করিতেন। দানশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্য। টাকা-পয়সা, অন্ন-বস্ত্র ছাড়াও তিনি সময় সময় হাতী-ঘোড়া পর্যন্ত দান করিতেন, অভাবগ্রস্ত ও নিঃসম্বল ভদ্রজনকে তিনি অনেক জমি জমা দান করিয়া গিয়াছেন। খাজনা আদায়েব জন্য প্রজা কিংবা অধীনস্থ তালুকদারদিগকে তিনি মোটেই উত্যক্ত করিতেন না, বিধবা এতিম-দুস্থদেব নিকট হইতে তিনি খাজনা গ্রহণ করিতেন না।"

এছাড়া, হাছন পছন্দ ১৯৭৮ সালে হাছন বাজার প্রৌপুত্র দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন বাজাকে হাছন রাজার রচনা ও পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত একটি পত্র লেখেন : অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করে হুবহু পত্রটি তুলে দেয়া হলো।

প্রিয জাকেবীন বাজা

তসলিম।

আপনাকে পাইলাম ন।। মউজদীন মিযাব সঙ্গে সব আলাপ কবিযা গেলা। তিনি সবই আপনাকে বলিবেন।

১। আমি বিশেষ কাবণে বতমানে হাছন বাজা সাহেবেব গান- জীবনী ইত্যাদি সংগীতেব, গদ্য প্রবন্ধেব, গবেষণাব কাজ হইতে বেশ কিছুদিন বিবত থাকিব এই আমাব অবেক কাজেব মধ্যে আমি পড়িযা গেলাম। ঐ কাজ মঙ্গলময আল্লাতালা আমাকে দিযা যেই দিন শেষ কববেন বা আমি আমাব গুরুজনেব হুকুম পাইব সেই দিন আমাব সাবেক কাজ হাছন বাজা সাহেবেব পূর্ণ সেবায আত্মনিযোগ কবব। কতদিন লাগিবে তাহা আমি নিজে অনুমান কবিতে পাবিতেছি না

তাই আমাব একান্ত অনুবোধ হাছন বাজা সাহেবেব সংগীত ও জীবনী প্রকাশ গবেষণা ইত্যাদি কাজ যাহা আমি কবিতেছিলাম তাহা অত্যন্ত দুঃখেব সহিত আমি সাময়িকভাবে ঐ কাজ হইতে দূবে থাকিতেছি। আমাব মনেব ভাব কি হইতেছে ও হইবে আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি, মউজদীন ও বযঃক্রম হইলে কম বুঝেন না বুঝিবেন।

এই জন্য বলিতেছি আমি দীর্ঘদিন যাবত চেষ্ট কবিযা আসেতোছ, প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে আমিও বলিয়াছি- লুপ্ত প্রায় অস্পষ্ট প্রায গানগুলি যেন আবাব নূতন কবিযা লিখিযা বাখা হয এই কাজেব জন্য আমি নিম্নলিখিত অনুবোধ বাখিলাম।

১। আপনি যে খাতায খাতায নম্বব দিযা বাখিযাছেন এবং যে ভাবে যত্ন কবিতেছেন তাব জন্য ধন্যবাদ আমি ও সকলেব নিকট তাহাই বলি। মি মন্মথ গুহ শিক্ষিত ব্যক্তি, গাযক, ভাবুক লোক। সকালে বিকালে নম্বব নম্বব খাতা তাহাকে দিবেন। ফুলস্কেপ কাগজে এক পৃষ্ঠায এক গানেব বেশী লেখাবেন না। কার্বন সহকাবে দুই কপিব বেশী ও কবিবেন না। গানগুলি গাঁথিবেন না একগান নানা সমযে নানাভাবে পদ-শব্দ ইত্যাদিতে বেশকম আছে। তারিখ যথাসম্ভব গানেব নীচেব দিকে লিখাইযা বাখিবেন। টাকা পযসা আপনাবা দিতে কার্পণ্য কবিলে বা আপনাদেব সকল ভাই অংশীদাবগণ একমত না হইলে, বা কোন বিষযে কাজ বন্ধ থাকিবার উপক্রম হইলে আমি সকল দাযিত্ব নিলাম। হাছন বাজা সাহেব বিক্রীত হইবার প্রতিভা লইযা জগতে আসেন নাই। তাহার কাজের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ আমি নিজে দিতে পারি আমাব টাকা না নিলেও অনেক ধনী গরীব অনুবাগী আছে তাহারা সাহায্য কববেন। আপনাবাও বুঝিতে পাবিবেন। দেখা হইলে আপনাকে আমি সব বুঝাইয়া বলিব।



২। আর কোন অবস্থায় সব কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাহাকে কিছুই বুঝিতে দিবেন না এবং একটি গানও কাহাকে দিবেন না। গানের মধ্যে তাঁহার ভাবনার নানা স্তরের প্রকাশ আছে। গবেষকদের মাধ্যম ছাড়া ঐগুলি ছাড়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

৩। আর যাহারা এখন ভুলেশুদ্ধে গাহিতেছে গাহিতে থাকুক। আমার কাছে মূল হাছন যিনি আছে। আমি লুকাইয়া রাখি যাহাদের পূর্ণ ভাবভক্তি আছে যেমন এমরান, উজ্রির, লতিফ ইহাদিগকে দিতেছি ও দিব। ইহা ছাড়া আর যে কেহকে দেইনা কেন আমি কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দিব। ঐ পাথর হাছন রাজা সাহেবের দোয়ায় আমার কাছে আছে।

৪। আমার বিশেষ, বিশেষ সবিশেষ, অনুরোধ কথাগুলি আপনারা ভাইয়েরা আপনাদের চাচারা বিচার করিয়া কাজ করিবেন। আমি এইটুকু বলিয়া মুক্তি লইয়া গেলাম। তাও সাময়িক, সামান্য দিনের জন্য। আবার তাঁবার খেদমতে আমি আসিব। আমি কোন মতেই তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইতে পারিব না — চাই ও না, আমার কথা

— "যে তোমায় (হাছন রাজা সাহেবকে) ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বনা।"

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে আপনার একান্ত
হাছন পছন্দ
৭/৩/৭৮

[পুন: এই কথাগুলি ভবিষ্যতে যেনো আমার মনে থাকে এই দোয়া করবেন এবং এই কাগজ খানি কোন ভাল কাজে ব্যবহার করিতে চাইলে ভবিষ্যতে অন্তত: আমাকে একখানা অনুলিপি দিবেন। এই কামনা করি।]

হাছন পছন্দ
৭/৩/৭৮

[এই চিঠি দিয়ে হাছন পছন্দ আজমির শরীফ গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কয়েকদিন পরে উনি ইহলোক ত্যাগ করেন। - *সম্পাদক*]

উপরোক্ত পত্র ৮২৮ নং পৃষ্ঠায় মূল পত্রের হস্তাক্ষর দেওয়া হলো।

<u>এডওয়ার্ড ইয়াজিযিয়ান</u> (Edward Yazijian)

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী লোকসাহিত্য গবেষক এডওয়ার্ড ইয়াজিযিয়ান (Edward Yazijian) প্রথমে হাছন রাজার জীবনী এবং নির্বাচিত একশ'টি গান ইংরেজিতে অনুবাদ করে "100 Songs of Hasa Raja" শীর্ষক তাঁর বইটি *'পাঠক সমাবেশ' থেকে ১৯৯৯ খ্রি:* প্রকাশ করে। এই অনন্য বইটির প্রকাশ-শৈলী বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় 'হাছন রাজা' বিশ্ব সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশিষ্ট গবেষক হাছন রাজার যে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সংহত পরিচয় তুলে ধরেছেন তা এরকম : "Today most Bangladeshis have heard of Hasan Raja and many can sing or cite at least a line from one of his songs. Even so, there is very little written material available about him in Bengali, and I found virtually nothing in English except for a few isolated quotations. When I researched the life of Hasan Raja by reading available material and interviewing various people, a profile of an *extremely complex person emerged* Hasan Raja seems to be a man of contradic



tions, even to the point at which he seems like two completely different people. Although the stories told by various people about Hasan Raja also present conflicting portraits, the most striking contrast is between his day to day life as we know it and the spiritual revelations in his songs. When I first read the songs of Hasan Raja, I was struck by their directness and passion. I had the distinct feeling that I was reading of direct experience rather than something learned from a book or heard from another source. The songs are mostly written in the regional *Syleti* dialect, and although they are considered by many to be unpolished from a literary point of view, they burn with an intensity that I have rarely seen elswhere. Like many other mystics of South Asia, especially in greater Bengal, Hasan Raja is not easily pigeonholed into any one religious heritage but belongs to a more syncretic tradition that takes inspiration from many different sources. His songs are influenced by Vaishnava *paduvali kirtana,* Sufi poetry and even Buddhism, and he draws on various images and sources to express his deep longing for spiritual union."

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী

ভারতের কলকাতাস্থ Communication And Media People (CAMP)-এর প্রকাশন বিভাগ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রি: প্রথম বারের মতো "হাছন রাজার সঙ্গীতমালা" নামে একটি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে। এর আগে তারা সঙ্গীত বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেনি। উক্ত গ্রন্থের সংকলক অমিয়শঙ্কর চৌধুরী ভূমিকাতে দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করেছেন, "হাছন রাজার রচনাবলী লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। লোকসাহিত্য সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই সে হাছন রাজা সম্পর্কে কোনো কিছু লেখার অধিকারী নয়। লোকসাহিত্য সম্পর্কে বর্তমান সংকলক একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" পরবর্তীতে আবার তিনি লিখেছেন, তবু কেন এই সংকলন কর্মে হস্তক্ষেপ? তার প্রথম কারণ, যে উপাদানগুলো বর্তমান সংকলকের হাতে এসেছে সেগুলোর স্থায়িত্ব বিধান করা। দ্বিতীয়ত হাছন রাজার সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থের অভাব আছে। তৃতীয়ত, এই পল্লী কবির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, কারণ এই মরমী পল্লী কবির ইচ্ছানুভূতি ক্রমশ কালোত্তীর্ণ হয়ে সর্ব কালের হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, এই মরমী পল্লী কবির সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আজকের দিনে যথার্থ অনুশীলন যোগ্য। উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য অমিয়শঙ্কর চৌধুরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যবহুল গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।

দেওয়ান সমসের রাজা

দেওয়ান সমসের রাজা কর্তৃক সম্পাদিত "হাছন রাজার তিন পুরুষ" নামক গ্রন্থটি ১৯৭৮ খ্রি: প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে হাছন রাজা, একলিমুর রাজা ও তৈমুর রাজার রচিত বেশ কিছু গান সংকলিত হয়।



ড. আশরাফ সিদ্দিকী

'হাছন রাজার তিন পুরুষ' গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, 'মন আরেফা নফসাহু ফাক্বাদ আরেফা রব্বাহু, অর্থাৎ যে আত্মার সন্ধান পেয়েছে- সে তাঁর সৃষ্টি কর্তারও সন্ধান পেয়েছে- এ তত্ত্ব তাঁর (হাছন রাজার) জানা ছিল। সেই জন্যই হাছন রাজা মিথ্যা ভড়ংকে পছন্দ করেন নাই- 'মমিন আরে ভাই! ঈমান রাখিও দড়। ঈমান না থাকিলে মমিন কিসের নামাজ পড়।।'

সাদিয়া চৌধুরী পরাগ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সুলেখিকা কন্যা সাদিয়া চৌধুরী পরাগ, ১৯৯৫ খ্রি: প্রকাশিত "প্রেম বাজারে হাছন রাজা" বইতে বর্ণনা করেছেন, "মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজার নারী সঙ্গপ্রিয়তা দোষণীয় ছিল-এ যুক্তি মেনে নেয়া যায় না। কেন না একজন পুরুষ বা নারীর ধর্মই বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি দুর্বল থাকা বা আকর্ষণ বোধ করা। ইসলাম ধর্ম মূলত: এ কারণে পুরুষের জন্য চারজন রমণী বৈধ করে দিয়েছে। আর নারীদের ক্ষেত্রে সে সুযোগ দিয়েছে একটু ঘুরিয়ে, স্বামী তালাকের মাধ্যমে।

সে জন্য এ সকল নারী বা পুরুষকে রাসপুটিনের আওতায় চিহ্নিত করা হবে, তা কেমন কথা! একজনের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ায় অতৃপ্ত মন- অপরের কাছে তৃপ্তির সন্ধানে ছুটে যাবে বৈকি! এবং এভাবে নানা ঘাটে ঘাটে ফিরে ফিরে যখন মানুষ প্রকৃত প্রেমের অবস্থান অনুধাবন করতে পাবে তখনই সে হয়ে ওঠে ইনসানে কামেল বা প্রকৃত মানুষ। পাঠক বর! মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা শেষোক্ত প্রকারের একজন খাঁটি মানুষ ; এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই।"

আমান উদ্দিন

সিলেটের জনাব আমান উদ্দিন, "হাছন রাজার উচ্চানুভূতি প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা" শীর্ষক একটি বই ডিসেম্বর ১৯৯৮ খ্রি: প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়, "হাছন রাজা অসাম্প্রদায়িক বটে। তবে আমাদের যদ্দূর ধারণা তাতে প্রতীয়মান হয় তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের প্রতিও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন বলে মনে হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর গানে মুসলমানিত্বের প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও তিনি কোনো অবস্থাতেই কোনো গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। অসাম্প্রদায়িকতার সরল অনুভূতি তাঁকে মানবিক করেছে বৈকি।"

দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন রাজা (কাল পরিক্রমায় হাছন রাজার উত্তরপুরুষদের অবস্থান)

হাছন রাজার জন্মের পর আরও দেড়শ' বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালে তার বংশ বৃদ্ধি পেয়ে এক বিশাল পরিবারে পরিণত হয়েছে। এই বিশাল হাছন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নাম উল্লেখপূর্বক বংশতালিকা প্রস্তুত করা এক কঠিন কাজ। যখন মরমী কবি হাছন রাজার সৃষ্টিশীল



কাজকে আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি। তাদের সন্তুষ্টির জন্য এবং এর প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য তখন এই সংকলনে বিশাল এক বংশতালিকা প্রস্তুত করে তা উহা উপস্থাপনের কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

হাছন রাজা এমন এক সময়কালে জন্মেছিলেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, যখন একজন প্রতাপশালী জমিদার ও ভূস্বামী হিসেবে সিলেট অঞ্চলের সমাজ জীবনে তার এক বিশেষ অবস্থান ছিলো। তিনি একজন মরমী কবি হিসেবে সংস্কৃতি সেবীদের মনকে আন্দোলিত করেন এবং তার বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের কারণে সমসাময়িককালে সমাজের প্রতিটি স্তরে তার উজ্জ্বল অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু কালের পরিক্রমায়- সমাজ জীবনে তার উত্তরপুরুষদের অবস্থান কোথায়- তা জানার আগ্রহ ও কৌতূহল পাঠকদের মনে উঁকি দিতে পারে। তার মৃত্যুর পরও প্রায় শতাব্দীর কাছাকাছি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে এতদঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। হাছন রাজার সাধের জমিদারি আর এখন নেই। যে জমিদারি থেকে ভোগ বিলাস আর প্রাচুর্যের জন্য অর্থের যোগান আসতো, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বলে বিবেচিত হতো- তা এখন অতীত দিনের স্মৃতি হয়ে আছে। অর্ধ শতাব্দী আগেই জমিদারির বিলুপ্তি ঘটেছে। তাহলে এখন হাছন রাজার উত্তর-পুরুষরা কেমন আছেন?

হ্যাঁ, তারা আছেন। উত্তর-পুরুষদের অনেকেই বেঁচে আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের ধারায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন ও যাচ্ছেন। সমাজ জীবনে এখনও তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার মতো অবস্থানে আছেন। তবে সবাই নয়, কেউ কেউ এবং হাছন রাজার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তো অবশ্যই নয়।

দেওয়ান তাছাওয়ার রাজার লেখায় হাছন রাজার চার পুত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তার তৃতীয় পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তিনি নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। সিলেট শহর কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার সরব পদচারণা ছিলো। কিন্তু হাছন রাজার অন্য তিন পুত্র সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর শহর সুনামগঞ্জে বসবাস করতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গণিউর রাজা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তার পদচারণার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার লেখা রোজনামচা ইতিহাসবিদদের জন্য অনেক উপাদান যোগাচ্ছে। সুনামগঞ্জের ও হাছন পরিবারের ইতিহাসও তিনি লিখে গেছেন। তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। একজন চমৎকার ঘোড়সওয়ারের সাথে সাথে খান বাহাদুর সাহেব একজন গান রচয়িতাও ছিলেন। দেওয়ান গণিউর রাজা (যিনি দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের শ্বশুর) সমাজেও তার উজ্জ্বল অবস্থানের পরিচয় রেখে গেছেন। হাছন রাজার দ্বিতীয় পুত্র দেওয়ান হাসিনুর রাজা নিভৃতচারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও কবিতা ও গানের চর্চা করেছেন। তার বংশধরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব।



হাছন রাজার চতুর্থ পুত্র দেওয়ান আফতাবুর রাজা হাছন রাজার সাহচর্যে বড় হয়েছেন। তার মধ্যেও সাহিত্যিক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। এতদঞ্চলের সমাজ উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ তারই দানকৃত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মায়ের নামে লবজান চৌধুরী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। অসংখ্য দিঘি-পুকুর, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করে তিনি জনহিতকর কাজের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অনাগতকাল ব্যাপী গরিব-দুঃখী মানুষের সাহায্যার্থে ও জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে তিনি আফতাবুর রাজা ওয়াকফ্ স্টেট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। উক্ত ওয়াকফ্ স্টেটের বিশাল জায়গা সম্পত্তি তার পুত্র-পৌত্রগণ দেখাশোনা করেন। সুনামগঞ্জস্থিত লক্ষণশ্রীর "হাছন রাজার বাড়ি"-তে দেওয়ান আফতাবুর রাজাই কেবল বসবাস করতেন। বর্তমানে বাড়িতে তার পুত্র পৌত্রগণ বসবাস করছেন।

দেওয়ান আফতাবুর রাজার ছয় পুত্র : ১। দেওয়ান আনোয়ার রাজা ২। দেওয়ান জগলুল রাজা ৩। দেওয়ান কামাল রাজা ৪। দেওয়ান আমান রাজা ৫। দেওয়ান জোয়াহের রাজা ৬। দেওয়ান ইস্কান্দর রাজা। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান আনোয়ার রাজা সমাজ জীবনে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। ছেলেবেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ করে ফুটবলে তিনি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজনীতিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তার রাজনৈতিক জ্ঞান সবাইকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া এই যে, সমাজের সকলের চোখে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। সকলের ভালবাসা তিনি পেয়েছেন, সকলের প্রিয় ছিলেন তিনি। বিনয়ী, মার্জিত, ভদ্র ও জ্ঞানী হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। তার তৃতীয় পুত্র দেওয়ান কামাল রাজা মুক্তিযুদ্ধের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন।

দেওয়ান হাছন রাজার সর্বজনশ্রদ্ধেয় পৌত্র দেওয়ান আনোয়ার রাজার চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। দেশে যারা আছেন, তারা পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণে সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। দেওয়ান আনোয়ার রাজার জ্যৈষ্ঠ পুত্র দেওয়ান সামসুল আবেদীন একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। দেওয়ান আনোয়ার রাজার দ্বিতীয় পুত্র দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন রাজা। তিনিও একজন রাজনৈতিক। একবার সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও দুইবার উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনজীবনের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার প্রয়াস পেয়েছেন। দেওয়ান মমিনুল মউজদীন পুত্রদের মধ্যে দেওয়ান আনোয়ার রাজার ষষ্ঠ সন্তান। তিনি সুনামগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার কবি প্রতিভা সকলের নিকট সমাদৃত। রাজনীতির বাইরেও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তার উল্লেখযোগ্য অবদান সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ও একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজ কারও কাছে অজানা নয়। দেশে অবস্থানরত দেওয়ান আনোয়ার রাজার অপর দু পুত্রের মধ্যে দেওয়ান সদরুছ ছাদেকীন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।



দেওয়ান ওবায়দুর রাজা মরমী কবি হাছন রাজার দ্বিতীয় পুত্র দেওয়ান হাসিনুর রাজার একজন সুযোগ্য সন্তান। জীবিতকালে সামজিক নেতৃত্বদানে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে শহর উন্নয়নে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি এম. এল. এ নির্বাচিত হন। মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে তার বিশাল অবদান সকলের স্মৃতিপটে অমলিন রয়েছে। তার দুই সন্তান দেওয়ান মোসাদ্দেক রাজা ও দেওয়ান ইমদাদ রাজা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষ। হাছন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রাজার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার অধঃস্তন বংশধরদের সম্পর্কে লেখার ইতি টানতে হয়। তবে তার এক কন্যার স্বামী অধ্যক্ষ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের নাম উল্লেখ করা যায় তিনি হাছন রাজার মেয়ের ঘরেব নাতি।

দেওয়ান তাছাওয়ার রাজার লেখা "হাছন রাজার উত্তর-পুরুষ" অংশে বিস্তারিতভাবে দেওয়ান একলিমুর রাজার অধঃস্তন বংশধরদের তালিকা ও কথা বিবৃত হয়েছে। তাই এ সম্পর্কে লিখে আর কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।



২য় পর্ব

হাছন রাজার গান



হাছন রাজার গানেরসূচি

প্রকাশিত গানসমূহ [বাংলা]





গান	পৃষ্ঠা
কলে হাসে কলে মাতে, কলে কবে কাবখানা	১৬৮
কাঙ্গালেব বন্ধু, কাঙ্গালেব বন্ধু ও, ডাকে হাছন ব'জা কাঙ্গালে	১৬৯
কানাই তুমি খেইড খেলাও কেনে	১৭০
কামাই কৈলে জামাই পাইবায ভাল গো সুন্দবী নাতিন	১৭১
কাবে তুমি বুঝাওবে বন্ধু তোমাব পাগলা হাছন নাহি বোঝে	১৭২
কাবে বঙ্কে কবিব পাব মোল্লাব ঝি কাবে বঙ্কে কবিব পাব	১৭৩
কালা! আযবে আয কুঞ্জে আয	১৭৪
কিসেব বাড়ি কিসেব ঘব বে কিসেব জমিদাবি	১৭৫
কিসেব ভাবনা ভাব হাছন বাজা দিন তা গেল তোব গইয়ে	১৭৬
কি হইব মোব হাসবেব দিন বে ভাই মমিন	১৭৭
কি হইল মম প্রেমজ্বালা, জ্বলে, জ্বলে জ্বলে	১৭৮
কেন আইলায না বে, ব'ধাব কালাচান্দ	১৭৯
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে	১৮০
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে বে মন	১৮১
গুড্ডি উডাইল মোবে, মৌলাব হাতে ডুবি	১৮২
গোবিন্দেব লাগিযা বাধাব ঝুবে দুই নযন গো এগো বন্দে	১৮৩
ঘবেব গিবি ঘবেব গিবি বে একবাব আইস ঘব থাকি	১৮৪
চিবকালেব দাস হইযে মনিবেব কাজ কবি না বে	১৮৫
ছাডিলাম হাছনেব নাও বে	১৮৬
জ্বালাইল কে পিবীতেব আগুন মম মনে বে	১৮৭
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি কবে গাব বদনে	১৮৮
ঠাকুব অ ও আওবে আও	১৮৯
ঠাকুবে বাখ হিযাব মাঝে গো দিলাবাম	১৯০
ঠাকুব মোবে পাব কববায নি	১৯১
ঠাকুব মুনিব ডাকিবে তোমায কোলে লও আমায	১৯২
তোবা দেখছো নিগো, ঘবেব গিবিবে	১৯৩
তাবে কেউ ধবিতে না পাবে ধবিতে না পাবে	১৯৪
তুই ঠাকুবেব কাঙ্গালী আমি	১৯৫
তুই মোবে কলঙ্কিনী কইলে গো, ভবজানেব মা	১৯৬
তুমি কে আব আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি না বে	১৯৭
তোব সনে মোব কিসেব মাযা দযা	১৯৮
দয়া ধব বে দিলেব নাথ দযা ধব	১৯৯
দয়া নি কবিবায মোবে বে ও বন্ধু দযাল শ্যাম	২০০
দয়াল কানাই! দযাল কানাই বে	২০১
দয়াল বন্ধু ও দযাধব মুই অধমেবে	২০২
দয়াল বন্ধু দযাল বন্ধু ও দযা ধবিযে লও মোবে কোলে	২০৩
দিন গেল পিযা কি চাইযা বইবে	২০৪



৯২



গান	পৃষ্ঠা
বাউলা কে বানাইল রে হাছন রাজা রে	২৪২
বাগানে দেখিয়ে বনমালী	২৪৩
বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম	২৪৪
বাড়ৈ, কই লুকাইলায় রে	২৪৫
বিকাইলে নি বন্ধে কিনে নি গো সজনী সই	২৪৬
বিচার করিব চাইয়া দেখি সকলেই আমি	২৪৭
বুঝবে, বুঝবে রে তোরা মইলে	২৪৮
বুদ্ধি নাইরে, বুদ্ধি নিছে হরিয়া	২৪৯
(ভঙ্গী) আইস আইস গো কোলে বনমালী	২৫০
(ভালা) নাচিয়ে নাচিয়ে পিয়ারী যায় রে	২৫১
মন চিনলায় না আপন, কোন দিন কোন সময় [illegible]	২৫২
মন চোরা রে, ধরমু কোন ছলে রে মন মন চোরা রে	২৫৩
মন তুমি কার ভাবে রে হইয়াছ পাগল	২৫৪
মন বাউল ও বাউল তোর মতি তোর মতি	২৫৫
মন মনিয়া রে ও মোর মন মনিয়া	২৫৬
মন যাইবায় রে ছাড়িয়া	২৫৭
মমিন আরে ভাই। ঈমান রাখিও দড়	২৫৮
মমিন বান্দা হ নমাজ রোজা দৃঢ় মনে পড়	২৫৯
মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা, তোর	২৬০
মরণ কালেরে, কে যাইবে তোর সনে	২৬১
মোরে দূর রাখিও না গো প্রাণ হরি	২৬২
মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে	২৬৩
মায়াজালে পাগল কৈল হাছন রাজারে	২৬৪
মুনির হইয়া কর তুমি চুরি, ডাকুরা, চোরা	২৬৫
যাব যে বন্ধের বাড়ি কি লইয়ে যাব যে সঙ্গে	২৬৬
যার লাগি কান্দরে মন তারে জান না	২৬৭
যে বলে খোদা দেখে না, সে তো চিরকালের কানা	২৬৮
রঙ্গিলা বাড়ৈ এই ঘর বানাইয়াছে কলে	২৬৯
রঙ্গিয়ার রঙ্গে আমি মজিয়াছি রে	২৭০
রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে	২৭১
লাগল রে পিরীতের নিশা, হাছন রাজা হইল বেদিশা	২৭২
লোকে বলে লোকে বলে রে, ঘর বাড়ি ভালা নয় আমার	২৭৩
লোকে বলে, লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে	২৭৪
সোনা বন্ধের লাগিয়া, মন কেন, এমত করে	২৭৫
সোনা রাধে, সোনা রাধে গো, আমার মন কেন তোর কাঙ্গালিনী	২৭৬
সাধের হু হু হু হু হু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা	২৭৭
সোনা দিদি ঠাকুর দিদি গো, বন্ধের লাগিয়া কি মোর করে	২৭৮





প্রকাশিত গানসমূহ [হিন্দি]

অপ্রকাশিত গানসমূহ [বাংলা]



৯৬



৯৭





গান	পৃষ্ঠা









অপ্রকাশিত গানসমূহ [হিন্দি]

প্রকাশিত গানসমূহ [বাংলা]



আইল রে, আইল রে বন্ধু আইল রে

১.

আইল রে, আইল রে বন্ধু আইল রে
চান্দমুখ দেখিয়া হাছন রাজা পাগল হইল রে।।
কিবা শোভা ঝলমল করে বাঁকা তাব নয়নে রে।
কালা না হয় ধলা না হয নূরেরি চটক রে।।
দেখামাত্র প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া বে।
প্রেমানলে জ্বলিয়া মইলাম কি যাদু করিল রে।।
ভৈসালের বৎসর বন্ধে দরশন দিল রে:
দয়া করিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইল রে।।
তুমি আমার, আমি তোমাব বন্ধে যে বলিল রে।
আমাব দুঃখেব কথা শুনিয়া বন্ধের দয়া হইল রে।।
দিলাশা ভরসা দিয়া তুষ্ট মোরে কইল রে।
আদম ছুবতে বন্ধু সাক্ষাতে দাড়াইল বে।।
নূরের বদন হাছন রাজা দিলের চক্ষে দেখল রে।
আমার দুঃখের কথা শুনিয়া বন্ধের দয়া হইল রে।।
আমাবে করিয়া ফানা অন্তরে ছাপাইল বে
আদম ছুরতে বন্ধু সাক্ষাতে দাঁড়াইল রে।।
নূরের বদন হাছন রাজা দিলের চক্ষে দেখল রে।
পরদা লাগাইয়া বন্ধু হৃদয়ে বসিল রে।
না দেখিয়া হাছন রাজা করে হায় হায় রে।।
ঐ দেখিলাম ঐ নাই, কি করি উপায় রে।
প্রেমের মাতোয়ারা হইয়া, হাছন রাজা গান গায় রে।।



২.

আইল রে, আইল রে বন্ধু, কোলে আইল রে
আরে চান্দমুখ দেখিয়া হাছন রাজা পাগল হইল রে ।।
তারা জিনি দুইটি আঁখি, সূর্য জিনি অঙ্গ ।
হাছন রাজা দেখিয়ে বলে ছাড়ব না তোর সঙ্গ রে ।।
নুরেরি পুতলা বন্ধু, দিনে পূর্ণ শশী ।
দেখা মাত্র হাছন রাজা, হইল উদাসী রে ।।
কি কব রূপের শোভা ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে ।
চাইতে, চাইতে রূপে কত রং ধরে রে ।।
দেখিয়া রূপের বাহার, আঞ্জা করিয়া ধরে ।
হাছন রাজা বলে আর কি ছাড়িয়া দিব তোরে ।।
হাছন রাজা কোলে লইয়া; বুচা দেয় গালে ।
প্রেম তরঙ্গে হাছন রাজা, নাচে ফালে ফালে রে ।।
ফালায় ফালায় হাছন রাজা আর দেয় লম্ফ ।
দেশের লোকের সকলেরই, দেখিয়া উঠিল কম্প রে ।
হাছন রাজার ফাল দেখিয়া লোকের হইল ভয় ।
পাগল হাছন রাজা বলিয়া সর্বলোকে কয় ।।
হাছন রাজা প্রাণ বন্ধুরে কোলে লইয়াছে ।
নাচিব আজীবন ভরিয়া, যতদিন বাঁচি রে ।।
হাছন রাজা বন্ধু ছাড়া থাকবই নারে আর ।
মনের জিঞ্জির দিয়া বান্ধছে, চরণে তাহার রে ।।

আইস পর্দা খুলিযা গো মা, আইস পর্দা খুলিয়া গো

৩.

আইস পর্দা খুলিয়া গো মা, আইস পর্দা খুলিয়া গো
হাছন রাজার প্রাণ যায়, তোমার লাগি জ্বলিয়া গো।।
তোমার আমার বাড়ীর মধ্যে আছে একখান টাটি।
কাটিয়া কুটিয়া টাটিখান, করিয়াছি খাটী গো।।
টাটির আঁড়ে থাকিয়া তুমি, বসিয়া রঙ্গ কর:
আড় নয়নে চাও কেন, বসিয়া একই ঘর গো।।
হাছন রাজাব দেখিয়ে তোরে, মুস্করিয়া হাসে।
অন্তরের সহিতে তোরে. বড় ভালবাসে গো।।



আইস হাছন রাজা এই তোর ঘর বাড়ি রে

৪.

আইস হাছন রাজা এই তোর ঘর বাড়ী রে।
হাছন জানে ডাক্‌তে আছে তাড়াতাড়ি রে।।
তোমার ঘর তোমার বাড়ি, তোমাব বাগিচা।
যে দেখিল সত্য দেখছে যে না দেখছে মিছা
বাগিচায় বানাইছ, ফুল টঙ্গি ঘব।
সে ঘরে বসিয়া আমি ডাকি নিরন্তর।
খিড়কী দিয়া দেখি আমি বাগিচার মাঝে।
দেখিয়া রঙ্গেব ঝলক, মন মোব মজে।
হাছন জানে বলে দেখিয়া রূপেব ছটক
চিবকালের জন্য মন মোব, হইল আটক।

৫.

আকুল কইল, আকুল কইল রে, প্রাণের বন্ধে রে
হাছন রাজা বন্দি হইল প্রেমের ফান্দে রে।।
কিবা ক্ষণে হইল দেখা, প্রাণ বন্ধেব সনে।
ভুলিতে না পাবি রূপ উঠে মনে মনে রে।।
চন্দ্র জিনিয়া মুখখানি, ঝলমল ঝলমল করে।
সে রূপ দেখিয়া আমি কেমনে থাকি ঘরে।।
চান্দমুখ দেখাইযা মোর, আকুল কৈল হিয়া।
অন্তরে ছাপিয়া গেল, পরদা লাগাইযা রে।।
ছট ফট করে হিয়া তাহার কারণ।
অন্তবে হইল মম, প্রেমের হুতাশন রে।।
হাছন বাজা... গলে লাগিল এই যে প্রেমেব ফাঁস।
জন্মে জন্মে হইয়াছি, প্রাণ বন্ধেব দাস বে।।
আকুল কইল।



আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে

৬.

আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।
আঁখি মঞ্জিয়া দেখ রূপ রে।
আরে দিলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ রে।
কাজল কুঠা ঘরের মাঝে, বসিয়াছে কালিয়া।
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া।।
কিবা শোভা ধরে (ওরে) রূপে দেখতে চমৎকার।
(আরে) বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার।।
ঝলমল ঝলমল করে (ওরে) রূপে বিজলীর আকার
মনুষ্যের কি শক্তি আছে, চক্ষে ধরিবার।।
হাছন রাজায় রূপ দেখিলা হইয়া ফানা ফিল্লা।
হু হু হু হু ইয়াহু ইয়াহু, বল আল্লা আল্লা।।

আগুন লাগাইযা দিল কেনে, হাছন রাজাব মনে

৭.

আগুন লাগাইযা দিল কুণে, হাছন বাজাব মনে
নিবে না দাকণ আগুন জ্বলে দিলে জানে।।
ধাক ধাক কবিযে উঠিল আগুন খৈল আমাব প্রাণে।
সুবমা নদীব জল দিলে নিবে না সে কেনে।।
লাগাইল, লাগাইল আগুন আমাব মন মোহনে।
বাঁচি না গো বাঁচি না গো, প্রাণ বন্ধু বিহনে।
জ্বলিযা জ্বলিযা যায বে আগুন. কিসে নাই মানে
বুঝিযা দেখবে হাছন বাজা, ধবাইল না তোব ধনে



আপন সাধন আমার হইল না

৮.

আপন সাধন আমার হইল না।
আমার পাগলা মনে কি বুঝিল, আপন সাধন কইল না।।
আমার মাঝে কোন জন, তাঁরে খুঁজলা না।
ঠাকুর চান্দ যে ঘরের মাঝে (তাঁরে) চেয়ে দেখল না।
ঘরে থাকতে ধর তাঁরে, গেলে পাবে না।
গেলে পরে সে যে আর, ফিরিয়া আসবে না।।
কি বুঝিয়া বসিয়া রইলে, কেন ধর না।
ঘর থাকিয়া বাহির হইলে খুঁজিয়া পাবে না।।
বুড়া হইলায় হাছন রাজা, তেও কী বুঝ না।
ঘরে থাকতে ঠাকুর ধর ছাড়িয়া দিও না।।

আমার মনের মাঝে আছে ধন, বুঝতে পারবে যে ভাইরে সুজন

৯.

আমাব মনের মাঝে আছে ধন, বুঝতে পাববে যে ভাইবে সুজন।
মনের মাঝের ধন - তারে জান না রে মন,
গুরুব পদে কর বে সাধন।
(ওবে) গুরুর বাক্য ঠিক রাখিলে
পাবিবে তুই নিরঞ্জন।
শুনবে মন কানা,
ও তুই দেখিযা দেখলে না,
মাযা জালে বন্দি হইয়ে
আপনা চিনলে না।
(আবে) ভক্তি করলে মুক্তি পাবে,
বলে বে হীন [illegible]।।



আমার মনে লয় থাকিতাম বন্ধের হুজুর

১০.

আমার মনে লয় থাকিতাম বন্ধের হুজুব।
করিতাম প্রাণনাথের সেবা হইয়া তার মজুর।।
(আর) মনে লয় সদা থাকিতাম চাইয়া।
এই কথা অন্তরেতে উঠে রইয়া রইয়া।।
মনে আমার উঠে পড়ে সদায় চাইয়া থাকি।
পলক না মারিও বলি, ওরে আমার আঁখি।।
মনবাসনা পূর্ণ কর. দয়ার ঠাকুর।
চবণ ছাড়া আমারে যে. না রাখিও দূর।।
চবণ ভিক্ষা চাই আমি তোমাব ও ঠাঁই।
চরণ ছাড়া কোন স্থানে আমি যে না যাই।।
বেহেস্ত, দুজখ. এবাফের, আমার এর কার্য নাই
তোমার সাক্ষাতে থাকিয়া চরণ যে ধুয়াই।।
তোমাব কাঙ্গাল হাছন বাজা. বলে হুতাশ হইয়া
দূরে রাখলে মরবে কাঙ্গাল গলে ছুরি দিয়া।।



আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি

১১.

আমাব হৃদয়েতে শ্রীহরি,
আমি কি তোর যমকে ভয় করি।
শত যমকে তেড়ে দিব, সহায় শিব শঙ্কবী।।
আমি যখন উঠি বেগে, দে:খ যমদূত ভাগে।
আসে না মোব মায়ের আগে, দেখ যেয়ে লক্ষণছিবি।।
হাছন বাজার সন্ধান আছে, যম কি আসবে তাব কাছে।
প্রাণ দিযেছি হবিব কাছে, যম কারে নিবে ধবি।।



আমি আমার পরিচয় করিয়েছি

১২.

আমি আমার পরিচয় করিয়েছি।
সবই তুই: আমিত্ব ছাড়িয়ে দিয়েছি।।
আমি তো কিছুই নই, কিছু নহে তুমি বই।
তুমি বিনে কিছু নহে, আমি বুঝিয়েছি।।
(আমি) আমি একটি নাম দিয়া, খেলা খেল ভবে আসিয়া
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর, দেখি তোমার নাচানাচি।।
তুমি ঘরে, তুমি বাইরে, তুমিই সবার অন্তরে।
কে বুঝিতে পারে প্রভু, তোমার ও যে পেছাপেছি।।
হাছন রাজার এই উক্তি, সকলই তুই মা শক্তি।
তুমি আমি ভিন্ন নহি, একই হইয়াছি।।



আমিই মূল নাগর রে

১৩.

আমিই মূল নাগর রে।
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে. ভব সাগরে রে।।
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব শঙ্করী।
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি ।
খেলা খেলিবারে আইলাম এ ভবেব বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে।।
আমিই মূল, আমিই কোল, আমি সর্ব ঠাই।
আমি বিনে এ সংসারে আব কিছু নাই।
নাচ নাচ হাছন বাজা কাবে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া যাতে হইছ লয়।।



আমি করি রে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না

১৪.

আমি করি রে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই কছম দেই আমার বই হাতে নিবে না।।
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যেই জনা, এ সংসারে হবে না।।
অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানাব হাতে সোনা দিলে লাল ধলা চিনবে না।।
হাছন রাজায় কছম দেয় আর দেয় মানা।
আমার গান শুনবে না যার প্রেম নেই জানা।।

আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে গো প্রাণসই

১৫.

আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে গো প্রাণসই।
সই এগো ছাড়বা না ঠাকুব চান্দকে মইলে।
কি হইব তোদের কইলে গো প্রাণ সই।
আমি ছাড়ব না ঠাকুর চান্দকে মইলে।
ছাড়াইতে চাহিলে পুড়ি, মরিমু অনলে।
ছাড়ব না, ছাড়ব না আমি, তুলি লইছি কোলে,
গো প্রাণ সই।।
(আব) হৃদযে বাখিয়াছি তাবে আহ্লাদ কবিযা।
বাঁচনা না, বাঁচন না আমি, তাহাবে ছাড়িয়া গো প্রাণসই।
তোবা যে বল গো সই ছাড়িতাম তারে।
ছাড়িতে পারব না তোবা আগে মাব মোবে গো।।
হাছন বাজায় বলে ধবছি জীবনে মরণে।
ছাড়ব না ছাডব না তাবে, মারিলে পবাণে
গো প্রাণ সই।।



আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা

১৬.

আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা,
আমি তোমার কাঙ্গালী গো।
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে,
হাছন রাজা কাঙ্গালী গো।।
তোমার প্রেমে হাছন রাজার, মনে হুতাশন।
একবার আসি হৃদ কমলে, করয়ে আসন।।
আইস আইস প্রাণ প্রিয়সী ধরি তোমার পায়।
তোমায় না দেখিলে আমার, জ্বলিয়ে প্রাণ যায়।
ছট ফট করে হাছন, তোমার কারণ
ত্বরা কবি না আসিলে হইব মরণ।।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা পড়ে আছাড় খাইয়া।
শীঘ্র করি প্রাণ প্রিয়সী, কোলে লও উঠাইয়া।
কোলে লইলে ঠাণ্ডা হইব, হাছন রাজার হিয়া
সব দুঃখ পাসরিব, চান্দ মুখ দেখিয়া
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুল্লা মুন্সিয়ে দেয় বাধা
হাছন রাজা বলে আমি, না রাখিব জুদা
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা



আমি তোর কাঙ্গালিনী এগো মনমোহিনী

১৭.

আমি তোর কাঙ্গালিনী এগো মনমোহিনী।
তুমি বিনে যত দেখি সকলই ফানী।।
তুমি আমার আমি তোমার অন্য না জানি।
এক বিনে দ্বিতীয় আমি কিচ্ছু না মানি।।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
সাধ কইরে হৃদয়ে রাখি ভুবন মণি।।
তব মায়ায় পতিত হইয়ে, আছি তব রূপ চাইয়ে।
আনন্দে মোহিত হইয়ে, যায় রজনী।।
হাছন রাজা বাঙ্গালি, হইয়ে তোমার কাঙ্গালী
প্রেমানলে জ্বলিয়ে যায় প্রাণী।।

আমি দুঃখিনী কাঙ্গালী হইয়ে, পড়িয়াছি তোর চরণতলে

১৮.

আমি দুঃখিনী কাঙ্গালী হইয়ে, পড়িয়াছি তোর চরণতলে
দয়া ধরিয়ে প্রাণপ্রিয়সী, তুলিয়া লও আমায় কোলে।।
চিরকাল তব আশে, মরি আমি প্রেম হুতাশে।
তবু নাহি আইস পাশে, মন প্রাণ জ্বালাইলে।।
এত জ্বালা দিয়ে মোরে, না জানি কি কইলাম তোরে।
দিনে রাইতে জ্বলে জ্বলে, তুলিয়া কোলে নাহি লইলে।
জ্বলিয়া মরি মরি, আহা আহা কিবা করি।
ঠাণ্ডা কর, ঠাণ্ডা কর, হাছন রাজা দাসে বলে।।

আমি ধরিতে না পারি গো তারে, চিনিতে না পারি গো তারে

১৯.

আমি ধবিতে না পাবি গো তাবে, চিনিতে না পাবি গো তাবে
কে বে সামাইল আমাব ঘবে।
ধবতে গেলে পাও না তাবে লডে আব চডে
আন্ধাইব গুন্দাইব ঘবেব মাঝে হুডহুড গুডগুড কবে।
কত বঙ্গে ঢঙ্গে সে যে বঙ্গেব খেলা কবে
বাজিকবেব বাজিব মত খেলে তবে তবে।।
জাতিযা জুতিযা ধইলাম আমি দেখিতাম তাবে।
দেখতে দেখতে দেখি ধবছি হাছন বাজাবে।।
হাছন জানে বলে আমি থাকিতাম হুজুবে।
যেইখানে যাও তুমি সঙ্গে নেও আমাবে।।

আমি না লইলাম আল্লাজীর নাম

২০.

(মমিনারে ভাই)

আমি না লইলাম আল্লাজীর নাম
না কইলাম তার কাম।
বৃথা কাজে হাছন রাজায় দিন গুয়াইলাম।।
ভবের কাজে মত্ত হইয়া দিন গেল গইয়া।
আপন কার্য না করিলাম, রহিলাম ভুলিয়া।।
নাম লইব নাম লইব করিয়া আয়ু হইল শেষ।
এখনও না করিলাম প্রাণ বন্ধের উদ্দেশ।।
আশয় বিষয় পাইয়া হাছন (তুমি) কর জমিদারি।
চিরকাল থাকিবে না হাছন রাজা লক্ষণছিরি।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা, কী হবে উপায়
হাসরের দিন যখন পুছিবে খোদায়।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এই ভবের আশ
(কেবল) এক মনে চিন্তা কর, হইতাম বন্ধের দাস



আমি বান্দার কি লেখলায় নছিবে রে, হায়রে নাথ

২১.

আমি বান্দার কি লেখলায় নছিবে রে, হায়রে নাথ
আমি বান্দার কি লেখলায় নছিবে রে
দূরে পড়িয়া থাকান মোর নছিবের ঘুচিবে রে।।
আছিলাম তোমার দাবি, নছিবে মোর রুইল পবী।
তোমার লাগি দিনে বাইতে ঝুরি রে।।
দিবা নিশি ঝুরিয়া মরি, ছাড়িয়া কি আর থাকতে পারি।
আবার মনে দাসত্ব যে করি রে।
ভুলিতে না পাবি তোরে, মন আমার কি যে করে।
আকাঙ্ক্ষা মোর থাকি তোর হুজুরে রে।
যে জনে দেখিয়াছে তোরে, সে কি ভুলিয়ে থাকতে পারে
চান্দ মুখ দেখি কি পাসরে রে।।
পুরাও মোর মনের আশা, চরণতলে দিয়ে বাসা
কাঙ্গালেরে রাখ চরণ তলে রে।।
হাছন রাজা আশিক বলে চরণ ছায়ায় না রাখিলে।
(আরে) পড়িয়া মরমু তোমার দোয়ারে রে।।



২২.

আমি মরিয়া পাই যদি, শ্যামের রাঙ্গা চরণ।
(আরে) তবে সে রঙ্গিনী রাধার সাফল্য জীবন।।
মরিয়া মরিয়া যদি, শ্যামের লাগাল পাই।
রাঙ্গা চরণে ধরি জনম গোওয়াই।
ছাড়াইলে না ছাড়িমু, ধরিমু চরণ।
যাহা করে জগন্নাথ, জগৎ মোহন।।
হাছন রাজায় বলে জান, যাইবে যখন।
সে সময়ে দেখতে চাই যুগল চরণ।।



আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে

২৩.

আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে।
ও আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লাব সঙ্গে।
হাছন রাজায় আল্লা বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।।
আল্লাব রূপ দেখিয়ে হাছন বাজা, হইয়াছে ফানা
নাচিয়ে নাচিয়ে হাছন বাজায় গাইতেছে গানা।।
আল্লাব রূপ, আল্লার রঙ্গ, আল্লারও ছবি।
নূবের বদন আল্লাব, কি কব তা খুবি।।
হাছন রাজা দিলের চক্ষে আল্লাকে দেখিয়া।
নাচে নাচে হাছন বাজা প্রেমে মাতয়াল হইয়া।।
উন্মাদ হইয়া নাচে, দেখিযা আল্লাব ভঙ্গি।
হুশ মুশ কিছু নাই হইছে আল্লাব সঙ্গী।।
আদম ছুরত আল্লার জানিবায় বেশক।
খলকা আদমা আলা ছুরতেহি হক।।
রূপের ভঙ্গি দেখিয়ে হাছন হইছে ফানা।
শুনে নারে হাছন রাজায়, মুল্লা মুন্সির মানা।



আর কতদিন ভাঙ্গা বজরা ঠেলিব

২৪.

আর কতদিন ভাঙ্গা বজরা ঠেলিব।
বজরা যে পুরান হইছে,
রুককাঠ পচে গেছে,
হুতারগিরি নাহি জানি
কেমনে গড়িব।।
বজরা যে পুরানা মোব,
কেমনে থাকি তাব আন্দর
বজরা দেখি লোকে হাসে, ছাড়িয়া যাইব।।
হাছন বাজাব মনে কইছে, বজবা ফেলিব।
সুন্দর দেখে নতুন জাহাজ খরিদ করিব।।



আর জুদা রাখব না, বন্ধুরে

২৫.

আর জুদা রাখব না, বন্ধুরে।
আর জুদা রাখব না।
জুদাইমে কত ছদমা তায়ত কেহঃ জানে না।।
বন্ধে যদি ছুড়তে চাহে, আমি তা এ দিব না।
আজ্ঞা করিয়ে ধরিয়ে রাখব, যাইতে তো পারব না।
সইতে না পারব আমি, প্রেমেরও যাতনা।।
হাছন রাজা ক্যা হতা. হেয় হকে ফানা
নিজে নেস্থ হকে, আয়নুল হক কাহনা।।



২৬.

আরে ও মন নায়ের মাঝি, কি হইয়াছে তুমার আজি,
- অরে মন নায়ের মাঝি।
ঠিক করিয়া হাইল ধরনা, দাড়ি মাল্লা কেও নয় রাজি।
নায়ের মাঝি হইয়া তুমি, কর বাজীগরের বাজী।।
এর লাগিয়া তেক্ত হইয়া, রইছে তুমার বাবাজী।
ছাড় ছাড় চক্কর মক্কর, মনরে দুরাচার পাজী।
মন ভুলাকি পড়িয়া আছে বিচার যে করিবে কাজী।।
হাছন রাজা বলে ও মন ছাড়িও তুমি ঘুড়া তাজি।
ধবে কাটীও কুটী মারিও, পিচিয় তেরে তুমি শিত্রি গাজী।
হাছন রাজায় বলেরে মন ধরছে তুমায় আসিয়া মুজি।।
আরে কাটিয় কুটিয় মাবিয় পিঠির হাওরে তুমি শিত্রি এ গাজী।।



(আরে) তোরে লইয়া করেন খেলা আমার ঠাকুর কানাইয়ে

২৭.

(আরে) তোরে লইয়া করেন খেলা আমার ঠাকুর কানাইয়ে
কেমনে খেলা কর গো রাধে, ভাগিনাকে লইয়ে ।
শুন গো রাধে বলি তোমারে, তোমার এ্কি রীতি।
ভদ্রের মাইয়া তুমি গো হইয়া, কেন গো অসতী।।
লাজ কি নাই তোর, নির্লজ্জা রাধে যাও কদম্ব তলে।
নন্দের সুতে গাঁথিয়া হাব, দেয় তোমায় গলে।।
অখ্যাতি জগতে গো রাধে হইল প্রচার।
স্বদেশে বিদেশে কলঙ্ক রহিল, রাধে গো তোমার।
(এখন), হাছন রাজায় তোমায় বুঝায়, তুমি নাহি বুঝ।
যাযা দয়া নাইগো তাঁর, তুমি কেন খোজ।।



২৮.

আরে দেখিলাম রে বন্ধু! জিগরের চান্দ দেখিলাম রে
সাক্ষাতে আসিয়া বন্ধু দাঁড়াইল রে।
বন্ধু! সাক্ষাতে দাঁড়াইল বন্ধু নূরেরি বদন।
দেখিয়া তাঁহার রূপ, মন করে কেমন।।
ক্ষণে মনে ধড়ফড় করে, ক্ষণে ছটফট্ করে।
দেখিয়া তাঁহার রূপ মন বঞ্চে না ঘরে।।
প্রেমে মত্ত হইয়া কেবল, নাচা কুদা করি।
কি কব রূপেরি বাহার, বলিতে না পারি।।
হাছন রাজার মন প্রাণ তো, লইয়া গেল হরি।
দেখিয়া রূপের ভঙ্গি, হইলাম প্রেম ভিখারী।।

আল্লা ছাড়িয়ে থাকিও না, আল্লা বিনে হাছন রাজায় মনে রাখিও না

২৯.

আল্লা ছাড়িয়ে থাকিও না, আল্লা বিনে হাছন রাজায় মনে রাখিও না
আল্লা ছাড়িয়ে থাকিও না।।
আল্লা বিনে দিলের চক্ষে কিছু দেখিও না
আল্লা বিনে আর কিছু মনে রাখিও না।।
আল্লার লাগি দিলে জানে হইও ফানা।
আল্লার রঙ্গে মিশিয়া যাইও শুনিও না রে মানা।।
আল্লা বিনে হাছন রাজা মনে রাখিও না।
আল্লা বিনে দিলে জানে অন্য চাহিও না।।
আল্লার প্রেমে মজিয়া গাও রঙ্গ রসের গানা।
গান গাও আল্লায় মিশিয়া, শুনিও না কেওর মানা।
আল্লা বিনে হাছন রাজা মনে রাখিও না।
আল্লা ছাড়িয়ে থাকিও না।

৩০.

আল্লা ভব সমুদ্রে আল্লা ভব সমুদ্রে তরাইয়া লও মোরে।
তরান বরান চাই না আমি কেবল চাই তোরে।।
তরাও মার যাই কর এর লাগি কে ঝুরে।
হাছন রাজার মনের সাধ দেখিত তোমারে।।
চিত্তে কেন তোমার লাগি সদায় ধড়ফড় করে।
হাছন রাজার মনে কেবল থাকত তোর হুজুরে।।
না চাই ধন, না চাই জন, না চাই জমিদারি।
হাছন রাজার মনোবাঞ্ছা থাকত চরণ ধরি।।
পূর্ণ কর আকাঙ্ক্ষা প্রভু, ভক্তি করি তোরে।
পদতলে রাখ আশিক হাছন রাজারে।।

আল্লা ভব সমুদুরে, তরাইয়া লও মোরে

৩১.

আল্লা ভব সম্‌দুরে, তরাইয়া লও মোরে।
পড়িয়া দরিয়ার পাকে ডাকি হে তোমারে।।
এমন অকূল দরিয়া কূল নাই তার।
আমি অভাগিয়া আর জানি না সাঁতার।।
কৃপা কর দয়াল বন্ধু অনাথ জানিয়া।
রক্ষা কর তব দাসে নিজ তরী দিয়া।।
হাছন রাজা বলে প্রভু দয়াল নাম তর।
মরণ কাল সাক্ষাৎ আইল লও রে খবর।।
এই বলিয়া হাছন রাজায় ডাকে উচ্চ স্বরে।
হাছন রাজা ভয় করিস না, তরাইব তোরে।।
প্রভুর বাক্য শুনিয়া হাছন নাচে তলে তরে।
দরিয়ার মাঝে হাছন রাজা ঝুমুর ঝুমুর করে।

আহারে সোনালী বন্ধু। শুনিয়ে যা মোর কথা

৩২.

আহারে সোনালী বন্ধু। শুনিয়ে যা মোর কথা।
হাছন রাজার হৃদকমলে, তোমার চান্দমুখ গাঁথা।।
হেরি যবে তব মুখ, এ জনমের যায় দুঃখ।
উপজিয়ে মনের সুখ, জনমের যায় ব্যথা।।
হাছন রাজা হুতাশ হইয়া, আছে তব পানে চাইয়া।
মন প্রাণ সব নিয়া ছাড়িলে মমতা।।
হাছন রাজা প্রেমিক বলে, আইস প্রেম নাগরী কোলে
তোমার লাগি প্রাণ জ্বলে, প্রেমেরও বিধাতা।।

উঠিয়াছে পিরীতের ঢেউ হাছন রাজার মনে

৩৩.

উঠিয়াছে পিরীতের ঢেউ হাছন রাজার মনে।
বন্ধু বিনে হাছন রাজা, কিছুই না জানে।।
হাছন রাজা চাইয়া রইছে বন্ধুয়ার পানে।
বন্ধু আমার পরম ধন (বন্ধু) ধিয়ানে জ্ঞানে।।
বাহিরে ভিতরে বন্ধু আমারও কাছে।
বন্ধু কোলে লইয়া এখন হাছন রাজা নাচে।।

এগো মইলা, তোমার লাগিয়ে হাছন রাজা বাউলা

৩৪.

এগো মইলা, তোমার লাগিয়ে হাছন রাজা বাউলা
ভাবতে ভাবতে হাছন রাজা হইল এখন আউলা।।
দিনে রাইতে উঠে মনে, প্রেমানলের শওলা।
আর কত সহিব প্রাণে, তুই বন্ধের জ্বালা।।
সোনার রং অঙ্গ আমার, হইয়াছে রে কালা।
অন্তরে বাহিরে আমার জ্বলিয়ে হইল কয়লা।।
লোকে বলে হাছন রাজা হইল রে আজুলা।
হাতে তালি দিয়া গিল্লা, কররেরে কট মুল্লা।।
আজুলা হইয়া হাছন রাজায় বলে আল্লা।
বারে বারে বলে, লাইলাহা ইল্লাল্লা।
নাচে নাচে হাছন রাজা হইয়া ফানা ফিল্লা।



একদিন তোর হইবে মরণ রে হাছন রাজা

৩৫.

একদিন তোর হইবে মরণ রে হাছন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ।
মায়াজালে বেড়িয়া মরণ, না হইল স্মরণ রে, হাছন রাজা।
একদিন তোর হইবে মরণ।।
যমের দূতে আসিয়া তোমায়, হাতে দিবে দড়ি।
টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে, যমেরও পুরী রে।।
সে সময় কোথায় রইব (তোমার) সুন্দর সুন্দর স্ত্রী।
কোথায় রইব রামপাশা, কোথায় লক্ষণছিরি রে।।
করবায় নিরে হাছন রাজা রামপাশায় জমিদারি।
করবায় নিরে কাপনা নদীর পারে ঘুরাঘুরি রে।।
আর যাইবায় নিরে হাছন রাজা, রাজাগঞ্জ দিয়া।
করবায় নিরে হাছন রাজা দেখে দেখে বিয়া রে।।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এ সবের আশা
প্রাণ বন্ধের চরণতলে, কর গিয়া বাসা রে।।
গুরুর উপদেশ শুনিয়া, হাছন রাজায় কয়।
সব তেয়াগিলাম আমি দেও পদাশ্রয় রে।।
হাছন রাজা একদিন তোর হইবে মরণ।।

এ গো মা। তব সমরূপ রঙ্গ কার

৩৬.

এ গো মা। তব সমরূপ রঙ্গ কার।
ঝিলিমিলি করে রূপে, দেখি যে তোমার।।
দিবাকর নাহি ধরে রূপ যে তোমার।
বলা নাহি যায় তব রূপেরই বাহার।।
সেই রূপে ঘর বানাইল, কলিজায় আমার
সব ছাড়িয়ে তব রূপ করিয়াছি সার।।
রূপেতে মিশিব তব, কিছু চাই না আর।
এই মনে সাধ হইয়াছে হাছন রাজার।

এগো রহিম জান গো তো লাগিয়া হাছন রাজা পাগল গো

৩৭.

এগো রহিম জান গো তো লাগিয়া হাছন রাজা পাগল গো।
রহম করিয়া আইস একবার কোলে লই গো।
সুন্দর সুন্দর তুমি সংসার জিনিয়া, সংসার জিনিয়া।
হাছন রাজা পাগল হইছে, তোমার চান্দ মুখ দেখিয়া।।
চান্দের লাখান মুখখান তোমার ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে।
(আরে) যে দেখিল একবার সে কি আর পাসরে।।
আচানক রূপ তোমার, দেখতে চমৎকার।
(আরে) বর্ণনা যে করে রূপের শক্তি আছে কার।।
তোমার রূপের কথা কহন না যায়।
তুলনা যে দিব কিসে মুখে না জোওয়ায়।।
হাছন রাজায় দেখছে তোমার দু নয়ন ভরিয়া।
সেই কথা মনে হইয়া নাচে হাতে তালি দিয়া।
হাছন রাজায় দেখিয়া বলে, তোমার নূরি রঙ্গ।
কোরবান হইয়াছি আজি তোমার রাঙ্গ ঢেঙ্গ।।



এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো

৩৮.

এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো।
প্রাণ বন্ধু মোর কোথা আছে, বলিয়া মোরে দে গো।।
না হেরিয়া বন্ধু মম, হইয়া আছি মৃত সম।
এখানে কি করি করি, করি গো।।
করিয়া মোর মন চুরি, কোথা গেল প্রাণ হরি।
ধরতে তারে না যায় ধরা, কেমনে তারে ধরি গো।।
হাছন রাজা বলে দিদি, মনকে আমি কত সাধি।
মন হইয়াছে বিবাগী, সে বিনে মানে না গো।।



এগো মা লাল গো রঙ্গি, কর মোরে গো সঙ্গী

৩৯.

এগো মা লাল গো রঙ্গি, কর মোরে গো সঙ্গী।
দয়া করি লও মা কোলে এই আমি মাঙ্গি।।
যে দিকে চাই গো ওমা, দেখি তোমার রঙ্গি।
আজব কারখানা তোমার, আজব তুমি ঢঙ্গি।
এক অঙ্গ হইয়া সদা, তব বাস সঙ্গী।।



এগো লাইন্তি সুন্দরী আমি মরি তোমায় হেরি

৪০.

এগো লাইন্তি সুন্দরী আমি মরি তোমায় হেরি।
দেখা দিয়া যাও গিয়া কেন ঝলমল ঝলমল করি।।
দেখতে বড় তেরছা বাঁকা আমার পিয়ারী।
কিবা শোভা দুইটি আঁখি আর শোভে ভুরি।।
হাছন রাজায় রাখছে নাম তার চমৎকার মঞ্জুরী।
হাছন রাজার এই বাসনা হইত তোমার অঙ্গি
নছরায় বলে মেরি, হিন্দু (বলে হরি) কয় ঈশ্বরী।।

৪১.

এগো সই সজনী, আমি আছনী নিছনী লইয়া মরি বন্ধের গো।
বর্ণনা কি করি জ্যোতের ব্রহ্ম চান্দের গো।
কিবা শোভা ধরে, (ওরে) আমার হৃদয়ের চান্দে দেখি।
আরে ঝকমক করে বন্ধের বাঁকা দুইটি আঁখি গো।।
দেখিয়া রূপের (ওরে) চটক, হইলাম পাগল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই (বন্ধে) করিয়াছে উজ্জ্বল গো।।
ভ্রমরা ভূজঙ্গ (ওরে) জিনি চক্ষের দুইটি ভুরি।
ভুরি নয় কাল ধনু (আহা) ভুহার বাণে মরি গো।।
বুকেতে লাগিয়া (আরে) বাণ পৃষ্ঠে হইল পার।
(আরে) লাগিয়াছে কলিজায় বাণ (ও) হাছন রাজায় গো।।

এগো সুন্দরী গো, তোর লাগিয়া হাছন রাজা দেওয়ানা

৪২.

এগো সুন্দরী গো, তোর লাগিয়া হাছন রাজা দেওয়ানা।
তুমি বিনে হাছন রাজা, কেউরে মানে না।
সুন্দরী গো তোর লাগিয়া হাছন রাজা দেওয়ানা।
শরম ভরম ছাড়িয়া হাছন রাজা হইছে ফানা।
তোমার বাড়ির উপর দিয়া, করে আনা যানা।
তোমায় দেখলে হাছন রাজা গায় রঙ্গের গানা।
তুমি দেখলে তারে কেন কর টানা মানা।।
এই কথা আরশি পড়শীর হইয়াছে জানা।
তোমার বাড়ি হাছন রাজার হইয়াছে থানা।।
দিলারামে গায় রে গান করিয়ে তানা না না।
হাছন জানের লাগি হাছন রাজা যে ফানা।।
এগো সুন্দরী, তোর লাগি হাছন রাজা দেওয়ানা।।



এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো

৪৩.

এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো!
প্রাণ বন্ধু মোর কোথা আছে, বলিয়া মোরে দে গো।।
না হেরিয়া বন্ধু মম, হইয়াছি মৃত সম।
এখানে কি করি করি গো।।
করিয়া মোর মন চুরি, কোথা গেল প্রাণ হরি।
ধরলে তারে না যায় ধরা, কেমনে তারে ধরি গো।।
হাছন রাজা বলে দিদি, মনকে আমি কত সাধি।
মন হইয়াছে বিবাগী, মানে না সে বিনে গো।।

এদেশে মানুষ নাই রে, প্রায়ই অহুশ

৪৪.

এদেশে মানুষ নাই রে, প্রায়ই অহুশ।
ভবের মায়ায় ভুলিয়ে আছে, হইয়ে বেহুশ।।
মায়াজালে ভুলিয়া না চিনিলায় আপন।
চিনিবায়, চিনিবায় যখন, পরিবায় কাফন।।
কেবা আসে কেবা যায়, এ দেহের মাঝার।
গেলে না পাইবায় দেখা এ জনমে আর।।
বুঝাইলে না বোঝে লোকে, সমঝাইলে না সমঝে।
বন্ধের দিশা বাতাইয়া দিলে তবুও না খোঁজে।।
দুনিয়া দুনিয়া করিয়া হইছে, শয়তানের চেলা।
কেমনে কারে ঠগিয়া খাইব, এই তাদের খেলা।।
হাছন রাজায় কান্দন করে, লোকের লাগিয়া।
সকলকে ত্বরাও গো প্রভু সুমতি দিয়া।।
কত মতে বুঝাইলাম নাহি হয় হুশ।
কারে কি বলিব আমার কপালেই দোষ।।
হাছন রাজা কান্দন করে, ধরিয়া প্রভুর পাও।
লোকের বদলা মারিয়া মোরে, সকলকে ত্বরাও।



ও জান বাইর হইল

৪৫.

ও জান বাইর হইল
যাইব বন্ধের বাড়ির জান বাহির হইলে রে।।
হাছন রাজার জান যাইবে আল্লা কাছে উড়ি।
নমাজীরা বেহেস্তে পড়ি যাইবা গড়াগড়ি।।
দুনিয়াদারের জানিবায় দুজখে বসতি।
দিনে রাইতে দুনিয়ার লাগি যার আছে মতি।।
নমাজ রোজা নাহি করে, দুনিয়ার মায়া নাই।
নিশ্চয় জানিও তাব এরাফেতে ঠাঁই।।
আশিক লোকের জান থাকবে আল্লার আরশের তলে
নাচিয়া নাচিয়া, আশিক হাছন রাজায় গান বলে।।



ও প্রাণ বন্ধুরে! বৃথা জন্ম গেল আমার

৪৬.

ও প্রাণ বন্ধুরে! বৃথা জন্ম গেল আমার।
আসিয়া ভূতলে নাম না লইলাম তোমার।।
কি বুঝিয়ে বসিয়া আমি কি করিতে কি করিতে আছি
বৃথা ভবের কাজে নাচি করি কারবার।
হাছন রাজা জন্ম লইয়া বৃথা গেল দিন গইয়া।
লইলায় না আল্লাজির নাম বাঁচবে কয়দিন আর।।
হাছন রাজা বলি তোরে কেন বসিয়ে রইলে ঘরে।
দিন গেল শীঘ্র চল, প্রেমেরি বাজারে।।



ও বন্ধু সুন্দর রে, থাক থাক আমার আন্দরে বন্ধু সুন্দর রে

৪৭.

ও বন্ধু সুন্দর রে, থাক থাক আমার আন্দরে বন্ধু সুন্দর রে।
দেখিয়া তোমার রূপ লাগিল ধন্ধ রে।।
এমন রূপ না দেখিয়াছি, শহরে বন্দরে।।
কি কব তোর রূপের বাহার কি কব তোর খুবী।
সুন্দর বদন দেখিয়া হইয়াছি লোভী।।
চাঁদ জিনিয়া মুখখানি, মনে চায় রে চাইয়া থাকি।
দিনে রাইতে সর্বদাই, তোমার চান্দ মুখ দেখি।।
তোমারে লাগাইয়া রাখি বুকের মাঝার।
মনে এই বাঞ্ছা মোর (তোমায়) ছাড়ব না রে আর।।
আজীবনের মত তোরে আর নিরে ছাড়িব।
(আরে) কোমরে ঘুঙুর দিয়া মুইট করিয়া ধরিব।।
হাছন রাজায় ছাড়ব নারে যতদিন বাঁচি।
প্রেম যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে তোমারে পাইয়াছি।।



ও বন্ধু অন্তরিয়া রে, আমি তোরে ডাকিরে বন্ধু

৪৮.

ও বন্ধু অন্তরিয়া রে, আমি তোরে ডাকিরে বন্ধু
দেখা দিয়া প্রাণ বাঁচাও রে।
না দেখিলে চান্দ মুখ আমার প্রাণ যায় রে।।
সারা রাইত থাকি জাগিয়া, তোমার লাগিয়া।
তুমি তো থাকয়ে ভাগিয়া, ধরি কি মত করিয়া।।
রাত্রি তো পোয়াইয়া যায়, বোলে কাক কোকিলায়।
করি আমি হায় হায়, বন্ধু নাহি আয় রে।।
কোন দোষে দোষী আমি জানিয়াছে অন্তর্যামী।
আর জানিয়ে বদনামী তুমি আইস না রে বন্ধু।।
আমি যে তোমারে সাধি, থাকি যদি অপরাধী।
তাহারেও ক্ষমা দি, মিল আসিয়া রে।।
কাকুতি মিনতি করি, তোমার চরণে ধরি।
আর তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও দেখা দিয়া রে।।
হাছন রাজায় বলে সখা, তুমি যদি না দেও দেখা
আমার আর নেই রক্ষা, মরমু তোর লাগিয়া রে।।

ওবা ঠাকুর আল্লাজি। আমারে রাখিলায় কেবল এই ভবের খেলে

৪৯.

ওবা ঠাকুর আল্লাজি। আমারে রাখিলায় কেবল এই ভবের খেলে।
না করিলাম তোমার কাম দিন গেল অবহেলে।।
বৃথা কাজে দিন গেল রিপু সঙ্গে লইয়া।
রিপুর কার্য করি সদা, তোমার কার্য থইয়া।।
ভাল পথ থইয়া আমি হইলাম রে বেপথি।
পরকালে কি হইবে আমার গতি।।
এই চিন্তায় হাছন রাজা কান্দে জারেজার।
দয়া করিয়া দয়াল বন্ধে কর হে উদ্ধার।।



ওবা মাবুদ আল্লাজি

৫০.

ওবা মাবুদ আল্লাজি,
আমারে ভাসাইলায় আল্লায় ভব-সিন্ধুর নীর ।।
ভব সিন্ধুর চাকে পড়ি ঘুরি' ফিরি-
উঠিবার সাধ্য নাই, কেমনেতে উঠি ।।
কান্দিয়া মিনতি করে -
হাছন রাজা দাসা
পার করিয়ে চরণ তলে
মোরে দেও বাসা ।।

ওবা মুর্শিদ আল্লাজি ওবা হাদি আল্লাজি

৫১.

ওবা মুর্শিদ আল্লাজি ওবা হাদি আল্লাজি,
আমারে ভাসাইলায় বা আল্লা ভব সিন্ধু নীরে
পঞ্ছিতে না পারি আমি তিলেক মাত্র তীরে।।
ভব সিন্দুর চাকে আমি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি।
উঠিবার শক্তি নাই কেমনে কি যে করি।।
এমন শঙ্কট চাক, উঠা নাহি যায়।
হাদি আল্লা করিয়া দেও তাহার উপায়।
হাছন রাজা বলে মুর্শিদ কর তার উপায়।
হাছন রাজা বলে মুর্শিদ কর তার উপায়।
ভব সিন্ধু উদ্ধারিয়া, রাখ রাঙ্গা পায়।।

ওবা! মুসলমান মিঞা, বল দেখি চাই

৫২.

ওবা! মুসলমান মিঞা, বল দেখি চাই
আমি নমাজ পড়মু কেম্‌নে দিয়া।
যে দিকে ফিরিয়া চাই সেদিকে যে প্রাণপ্রিয়া।।
ইব্রাহিম খলিলের ঘর মক্কার দিগে দিয়া।
সেই দিগেতে নমাজ আমি পড়মু কি দেখিয়া।।
আল্লাজির বানায়া ঘর, আপনা রতন।
এ রতন ছাড়িয়া নমাজ পড়মু কি কারণ।



ও মন রইলে বে ফিকির

৫৩.

ও মন রইলে বে ফিকির ;
দম থাকিতে করলে না ইল্লাল্লার জিকির ।।
লাইলাহা ইল্লাল্লা, বির্দ না করিলে ;
কি উপায় হইবে তোমার ছক্‌রাতের কালে ।।
ইল্লাল্লার জিকির কর, পাইবে নাজাত।
পাইবে অবোধ মন, দিদার সফাত ।।
হাছন রাজা বলে মন, ইল্লাল্লা কর সার ;
ইল্লাল্লার জিকির করিলে, হবে রে মন পার ।।



ওমা কালী! কালী গো! এতনি ভঙ্গিমা জান

৫৪.

ওমা কালী! কালী গো! এতনি ভঙ্গিমা জান।
কত রঙ্গ ঢঙ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন।।
মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোদ্ধ হইলে রণ।
কৃষ্ণরূপে প্রেমভাবে, মামীর বসন টান।।
আদ্যা শক্তি হইয়া মাগো! পুত্রে রইলায় বর।
শতবার মারিয়া মাগো; কর পুত্রের ঘর।।
কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো তারিণী।
জ্ঞান চক্ষে চাইয়া দেখি, মা মোর পরাণী।।
কালীরূপ ধরিয়া মাগো! অসুর কইলায় নশ।
রামরূপে রাক্ষসগণ করিলায় বিনাশ।।
তুমি বাড়ি, তুমি ঘর মা! তুমিই সংসার।
তুমি বিনে অন্য জনা কেহই নাই আর।।
নানা সময় নানারূপে, অবতার হইয়া।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর দুষ্টকে মারিয়া।।
হাছন রাজা কালীভক্ত, কালী পদ সার;
কে বুঝিতে পারে মায়ের, অনন্ত ব্যাপার।।

৫৫.

ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন।
সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম মূলধন।
আর দৈ বলিয়া চুন গুলিয়া খাইল কতকজন
হক না জেনে মুখ পুড়িল লালছের কারণ।।
আউলিয়া ছাড়া নদীর কূলে যে করে আসন।
জ্ঞান শূন্য রে কুম্ভীরে খায় ভাঙ্গিয়া গর্দন।।
ফকির হাছন রাজায় বলে
ঠেকছি খাইয়া নদীর জল।
নিশার চোটে লাগলো ঠোটে
উল্টা বড়ির কল।।



ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি

৫৬.

ওরে আমার পাগ্‌লা মাঝি
পাগলা নে তোর বৈঠা নে।
ঈশান কোণে সাজ কইরাছে
মেঘ ডাইকাছে বায়ু কোণে রে
আমি ঠেকয়লম পাগলা মাঝি লইয়া
নাও ভিড়াইতে উল্টা টানে।।
হাছন রাজার ভাঙা তরী
নাই যে কড়ি, নাই কাণ্ডারী
আমি মধ্যিখানে ডুইবা রইলাম
কার কাছে কই, কেবা শুনে।।

ওরে হাছন রাজা মিয়া, প্রেমের বান্ধন বান্ধ রে

৫৭.

ওরে হাছন রাজা মিয়া, প্রেমের বান্ধন বান্ধ রে
দিলের জিঞ্জির দিয়া।
(আরে) ছুটিতে না পারে যেন প্রাণ বন্ধু প্রিয়া।।
এমন বান্ধন বান্ধবে তারে দিল দড়াইয়া।
এক মনে তার প্রেমেতে, যাইও রে মজিয়া।।
দৃঢ় মনে প্রেম করিও বুঝিয়া সুজিয়া।
দিন রাইতে তার পানেতে রইও রে চাহিয়া।।
তিলে পলে কোন কালে না থাকিও ভুলিয়া।
থাকিও থাকিও হাছন রাজা, দিল লাগাইয়া।।
প্রাণবন্ধে লইয়া তোরে, কোলে উঠাইয়া।
দিলের হযরত তোর, যাইবে রে মিটিয়া।।
হাছন জানে বলে তোরে তোর মাঝে থাকিয়া।
আমার কথামতে চললে পাইবায় রে রঙ্গিয়া।।
হাছন রাজা শুনিয়া বলে, না দিব ছাড়িয়া।
অবশ্য হাছন জানরে করব আমি বিয়া।।

কতদিন আর খেলবে হাছন, ভবেরই খেলা

৫৮.

কতদিন আর খেলবে হাছন, ভবেরই খেলা।
খেলতে খেলতে হাছন রাজার না লাগে ভালা।।
এই যে দেখ ভবের বাজার, কেবল এক জ্বালা।
স্ত্রী পুত্র কেহ নয় তোর, যাইতে একলা।।
হাছন জানে, হাছন রাজায় মাইল এক ঠেলা।
চল চল শীঘ্র করিয়ে, চল শালার শালা।।

কত দিন থাকিবায় লক্ষণছিরি রে হাছন রাজা।

৫৯.

কত দিন থাকিবায় লক্ষণছিরি রে হাছন রাজা।
ও রাজা কতদিন থাকিবে লক্ষণছিরি।
আখেরাতে যাইতে হইবে একদিন মরিবে।।
হাছন রাজা কতদিন থাকিবে লক্ষণছিরি।।
এই যে দেখ আশয়-বিষয়, করিতেছ বাহাদুরী।
সব ছাড়ি যাইবায় হাছন রাজা একাশ্বরী রে।।
আবালকাল গেল খেলে, যৌবন গেল মেলে।
বৃদ্ধ কাল সাক্ষাৎ এবে রহিলে বেভুলে।।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এই ভবের আশ।
এক মনে চিন্তা করিয়ে হও তাঁর দাস।।
পূর্ণ ব্রহ্ম আজ্ঞা এ গান শুনিয়া।
হু হু হু হু বজুজ ইয়াহু, মনেতে টানিয়া।।
আল্লা আল্লা, আল্লা আল্লা, আল্লা আল্লা সার।
আল্লা বিনে কিছু নাই দেখ মন আমার।।
রে হাছন রাজা কত দিন থাকবে লক্ষণছিরি।



কত যন্ত্রণা জ্বালা দিলে ওরে প্রাণ

৬০.

কত যন্ত্রণা জ্বালা দিলে ওরে প্রাণ।
তোমার সনে প্রেম করিয়ে হইলেম পেরেশান।।
আমি যে তোমার লাগি, সারা রাইত বসিয়ে জাগি।
আপ্ত আত্মীয় সব ত্যাগী, হারাইলাম মান।
আইস বন্ধু কোলে আইস, কোলে আসিয়ে একবার বইস
হাছন রাজার যাউক, তাইস ঠাণ্ডা হউক প্রাণ।।

কপাল পুড়া মনে মরে মাইল গো

৬১.

কপাল পুড়া মনে মরে মাইল গো।
কিসে কি যে মনে করে, স্বাধীন হয় গো।।
মন যার ভাল হয় সবে ভাল কয় গো।
মন যার দুষ্ট হয় সবে মন্দ কয় গো।।
মনেতে আউলিয়া হয় মনেতে দরবেশ গো।
মনে চুর চুট্টা হয় আর হয় ডাকাইত গো।।
হাছন রাজায় বলে মন, হইয়াছে মূল গো।
মনেতে ঈশ্বরে মিশে, মনেতে শয়তান গো।
ভাল মন্দ মাবুদ আল্লায়, মনের মাঝে দিছে।
মনেতে পার হইয়া যাবে, মনে ডুবিবে গো।



কলে হাসে কলে মাতে, কলে করে কারখানা

৬২.

কলে হাসে কলে মাতে, কলে করে কারখানা।
মন রে তুই হইলে ফানা।
কলের মালিক দেখিয়া হইল, হাছন রাজা মস্তানা।।
রঙ্গে রঙ্গে কল বসাইয়া, করতেছে কলে খেলা।
সুজন যারা বুঝবে তারা, জ্ঞানীদের আছে জানা।।
চক্ষে দেখে, কানে শুনে নাকে বাস পায়।
মুখে দেখ রঙ্গ বিরঙ্গে গাইতেছে কলে গানা।।
উন্দা কল, আনন্দ কল, হৃদয় কলে মারিয়ে তালা।
দম্ কলেতে সোওয়ার হইয়ে করতেছে কলে গানা।
কল কারিগর আইস হাছন, রাজার তো জানা চিনা।
আইস বন্ধু বইস কাছে কেন কর টানামানা।।
কারিগরের রূপ দেখিয়ে, হাছন রাজা দেওয়ানা।
প্রেমের নাচন নাচে হাছন, শুনে না কারো মানা।
মন রে তুমি হইলায় ফানা।।



কাঙ্গালের বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু ও, ডাকে হাছন রাজা কাঙ্গালে

৬৩.

কাঙ্গালের বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু ও, ডাকে হাছন রাজা কাঙ্গালে;
কি পিরীত করিয়া আমার মন প্রাণ জ্বালাইলে।
আইস আইস প্রাণ বন্ধু, আসিয়া লও কোলে।
ঠাণ্ডা হইব প্রেমের আগুন কোলে তুলিয়া লইলে।
কোলে লও কোলে লও, ধরি তোমার পায়।
কোলে লইয়া রাখ প্রাণ, নতুবা প্রাণ যায়।।
কোলে লইলে দেখিয়া যে তোমার চাঁন্দ মুখ।
শান্ত হবে চিত্ত মোর জুড়াইবে বুক।।
এই বলিয়া হাছন রাজা, কান্দন কইল সার।
কান্দন দেখিয়া দয়া কি, লাগে না তোমার।।
দয়াময় নাম তোমার সর্ব লোকে কয়।
আমার প্রতি দয়া কেন তোমার নাহি হয়।।
আমার হৃদে এত মায়া, তোমার লাগিয়া
কি বুকে থাকিবে বন্ধু, আমায় তেয়াগিয়া।।
হাছন রাজার কান্দন শুনিয়া, বন্ধের দয়া হইয়া।
সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়ায় চাঁন্দকে জিনিয়া।।
হাছন রাজায় বন্ধের মুখ, যখন দেখিল
আনন্দিত হইয়া তখন, নাচিতে লাগিল।।
নাচে নাচে হাছন রাজা, আর দেয় রে ফাল।
কোলে আইস কোলে আইস, বলিয়া গুলে লাল।।
এই কথা বলিয়া বন্ধুরে আজ্ঞা করিয়া থইল।
যত্ন করিয়া হাছন রাজায়, হৃদকমলে থইল।।
আনন্দিত হইয়া বন্ধু, হৃদ মন্দিরে রইল।
হাছন রাজা চৌধুরীয়ে বন্ধুরে কোলে তুলিয়া লইল।।



কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে

৬৪.

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে
রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই।
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।।
এই কথাটা হাছন রাজার উঠে মনে মনে।
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া কানাই আইলায় এ ভুবনে।।
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে আইলায় কি কারণে।।
কানাইয়ে যে কর রঙ্গ রাধিকা হইছে ঢঙ্গ।
উড়িয়া যাইব জুংরার পতঙ্গ খেলা হইব ভঙ্গ।।
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে কানাই কোন জন।
ভাবনা চিন্তা করে দেখি কানাই যে হাছন।।



কামাই কৈলে জামাই পাইবায় ভাল গো সুন্দরী নাতিন

৬৫.

কামাই কৈলে জামাই পাইবায় ভাল গো সুন্দরী নাতিন।
কামাই কৈলে জামাই পাইবায় ভাল।
সোনা জামাই বুছা দিব. তোমার রাঙ্গা গালে গো।।
ভাল করিয়া কর কামাই, দিন আর রাইত।
রাত্রির মাঝে বিছানায় না হইও কাইত।।
নিজ নাম ধরিয়া জামাইর, ডাক দিলে জানে।
অবশ্য আসিব জামাই শুনিলে করণে।
হাছন রাজায় বলে জামাই, আছে গো অন্তরে।
একমনে না ডাকিলে, আইসে না মন্তরে।
ডাক ডাক হাছনে জান গো, একমন হইয়া।
তখনি তোর প্রাণের জামাই কোলে লইব আইয়া।।



কারে তুমি বুঝাওরে বন্ধু, তোমার পাগলা হাছন নাহি বোঝে

৬৫.

কারে তুমি বুঝাওরে বন্ধু, তোমার পাগলা হাছন নাহি বোঝে।
পাগলা তোর হাছন জান তো, যেমন তুমি বিনে কিছু
বোঝে না সোজে রে বন্ধু।।
তোমার যে মক্কর, আমার যে চক্কর,
হাছন রাজায় তারে জানে।
যেখানে যা কর হাছন রাজা থাকে খোঁজে রে।।
তুমি যে যেমন, আমি কি তেমন, তোমার কি এসব সাজে।
দেখিয়ে তোমার কীর্তি নীর্তি, হাছন রাজা মরে ল্যাজে রে।।
তোমার যে হাছন, করে যে নাচন, তোমার মন মোর মজে
হাছন রাজার মনে তোমায়, রাখি হৃদের মাঝে রে।।
বন্ধু ! তোমার পাগলা হাছন নাহি বোঝে।।

কারে বন্ধে করিব পার মোল্লার ঝি কারে বন্ধে করিব পার

৬৭.

কারে বন্ধে করিব পার মোল্লার ঝি কারে বন্ধে করিব পার।
তোর বাপে করে নমাজ রোজা আমি গোনাগার।।
তোর বাপে দিনে রাইতে নমাজ রোজা করে।
লোক সমাজে বসিয়ে কেন, নিন্দা করে মোরে।।
তোর বাপে সর্বদাই, করে এবাদত।
মুই গুনাগারে লইনা কট মোল্লার মত।।
নমাজ নমাজ কও মোল্লাজী জায়নামাজ নি চিন।
পিছ্ করটে আল্লা থৈয়া ঢুস দেও যে ময়দান।।
খোদা খোদা কও মোল্লাজী খোদারে নি চিন।
গাইর বান্ধা মুং থৈয়া লেইনজ ধরি টান।।
হাছন রাজার আল্লার মুল্লায় নাহি দেখে।
আজলেব আন্ধি লাগছে কট মোল্লাজীর চোখে।।
চোখ থাকিতে দিনেব কানার মত নাহি সই।
সাক্ষাতে যে বন্ধু খাড়া মোল্লায় বলে কই।।



কালা! আয়রে আয় কুঞ্জে আয়

৬৮.

কালা! আয়রে আয় কুঞ্জে আয়
প্রাণী কান্দে তোমার দায়।
সুখের রজনী গইয়া যায়।।
সাজাইয়া ফুলেরি শয্যা, কুঞ্জবাসী হইল রে।
আইল না মোর প্রাণ বন্ধু, দিলাম না ফুল রাঙ্গা পায়।।
প্রাণ নাথের প্রেমে মন উদাস হইল রে।
দীনহীন হাছনে বলে, লাগল না প্রেম আমার গায়।
সুখের রজনী গইয়া যায়।।



কিসের বাড়ি কিসের ঘর রে কিসের জমিদারি

৬৯.

কিসের বাড়ি কিসের ঘর রে কিসের জমিদারি।
সঙ্গে সঙ্গীরা কেহই নাই তোর কেবল একাশ্বরী।।
ঐ যে তোমার ধনজন সুন্দর সুন্দর স্ত্রী।
কেহ নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি।।
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের লক্ষণছিরি।
(আরে) কিছুই কিছুই নয় রে, সকলি গৌর হরি।।
শুনরে হাছন আমার বচন, তুমি যে আমারি।
ভবের মায়া ছাড়িয়ে সদায় থাক চরণ ধরি।।
হাছন রাজায় প্রভুয়ে বুঝায় হস্তের মধ্যে ধরি।
তোমার আমার এমনি বন্ধন ছাড়াইতে না পারি।।

৭০.

কিসের ভাবনা ভাব হাছন রাজা দিন তা গেল তোর গইয়ে
কি ভাবিয়ে বসিয়াছ কার পানে আছ চাইয়ে।।
দিন তো গেল দিনের পথে, রাত্রি আইল সাক্ষাতে।
আন্ধাইর হইলে পারবে নারে, পড়বে রে আছাড় খাইয়ে।।
রাত্রি তো আসবে যখন, হাছন কি করবে তখন।
বাড়িত যাইতে পারবে না রে, শীঘ্র হাছন চল ধাইয়ে।।



কি হইব মোর হাসরের দিন রে ভাই মমিন

৭১.

কি হইব মোর হাসরের দিন রে ভাই মমিন।
মমিন হায়রে কি হইবে মোর সাহরের দিন।।
এই ভাবনায় মরে হাছন বন্ধে নি বাসে ভিন।
আল্লাতালা কাজী হইয়া বসিবা ছঙ্গাসনে।
নেকি বদি তৌলাইব একথা উঠে মনে রে ভাই মমিন।।
বিচার করিবা (গো) আল্লায় নেকি বিদ তৌলিইয়া।
কি হুকুম হইবে আমার মরি তাই ভাবিয়া।
রে ভাই মমিন।।
এই কথা মনে হইয়া, হাছন রাজা আউলা ঝাউলা।।
লক্ষণছিরির লোকে বলে হাছন রাজা বাউলা।
রে ভাই মমিন।।
হাছন রাজা কান্দন করে কি হইবে উপায়।
(কেবল) দয়া করিয়া বন্ধে যদি রাখে রাঙ্গা পায়।
রে ভাই মমিন।।



কি হইল মম প্রেমজ্বালা, জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে

৭২.

কি হইল মম প্রেমজ্বালা, জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে।
অন্তরে বাহিরে জ্বলে, কলে, কলে, কলে।।
না জানি কি করিয়ে মন ভুলাইল ছলে।
পাইলে তারে বেন্ধে রাখব গলে, গলে, গলে।।
জানি না পিরীতের জ্বালা, কি করিয়ে জ্বালাইলে।
হায় হুতাশন প্রেমের জ্বালা, মাইলে, মাইলে মাইলে।।
প্রেমের ছটকা লাগাইয়া প্রাণ কেড়ে নিলে।
প্রেম উদাসী হাছন রাজা বলে, বলে, বলে।।

কেন আইলায় না রে, রাধার কালাচান্দ

৭৩.

কেন আইলায় না রে, রাধার কালাচান্দ।
বাঁশীটি বাজাইয়া আমার, লইয়া যাও পরাণ।।
তমালেরি ডালে বসি, সদায় বাজাও বাঁশী ২।
শুনিয়া বাঁশীর রব, হইলাম উদাসী।।
বাঁশীর সুর শুনিয়া আমি বঞ্চিতে না পারি ২।
ঘরের কোণে পিছের ধাইরে, করি ঘুরাঘুরি।।
কলঙ্কিত হইয়া আছি, হইছে জানাজানি ২।
ঘরে বাইরে, আরিপরিয়ে, করে কানাকানি।।
মায়ে বাপে গুষ্টিকুটুমে, মুখ আমার পুড়ে ২।
দেশে দেশে সবে দোষে, তবু বাসে ভাল।।



খোদা মিলে প্রেমিক হইলে

৭৪.

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে -
পাবে না পাবে না খোদা নমাজ রোজা কইলে।।
খোদা যদি ধরতে চাও, তাঁর সঙ্গে পিরীত বাড়াও।
মিলিবে মিলিবে খোদা, প্রেমে তাঁর মজিলে।।
মিলিবে না রে প্রাণের খোদা তছবি টন্‌কাইলে।
মিলবে না, মিলবে না খোদা নাম তাঁর লইলে।।
আল্লা আল্লা কইলে কিবা, কলমাও পড়িলে।
পাইবে না রে প্রাণের খোদা, মাথা কুটিয়া মইলে।।
অন্য পন্থে না যাইয়া, প্রেম পন্থে গেলে।
পাইবায় পাইবায় খোদা হাছন রাজায় বলে।।

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে, রে মন

৭৫.

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে, রে মন,
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে।।
আর যদি খোদা ধরতে চাও-
তার সনে পিরীতি বাড়াও।
হায়রে, মিলিব মিলিব খোদা
প্রেমে তার মজিলে।।
আর মিলিবে না রে প্রাণের খোদা
তছবি জপিলে।
হায়রে. মিল্‌বে না. মিল্‌বে না খোদা-
মাথা কুটি মইলে।
আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা,
নমাজ রোজা কইলে।
হায়রে, মিলবে না মিল্‌বে না খোদা
হাছন রাজায় বইলে।



গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতে ডুরি

৭৬.

গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতে ডুরি।
হাছন রাজারে যেমনে ফিরায়, তেমনে দিয়া ফিরি।।
মৌলার হাতে আছে ডুরি, আমি তাতে বান্ধা।
যেমনে ফিরায়, তেমনে ফিরি, এমনি ডুরির ফান্ধা।
গুড্ডি যে বানাইয়া মোরে বাতাসে উড়াইয়া উড়াইয়া
খেইড় খেলায় মোরে দিয়া, কান্না মুণ্ডা দিয়া।।
রঙ্গে রঙ্গে মোরে দিয়া, খেইড় খেলাইয়া।
হাউস মিটাইয়া, মুই গুড্ডিরে, ফেলিব ফাড়িয়া।।
গুড্ডি হাছন রাজায় কান্দে, না লাগব তার দয়া।
মাটিতে মিশাইব আমার, সোনার বরণ কায়া।।
হাছন রাজায় মিন্তি করে, মৌলার চরণ ধরি।
চরণ ছায়ায় রাখ মৌলা দাসকে তোমারি।।



গোবিন্দের লাগিয়া রাধার ঝুরে দুই নয়ন গো এগো বৃন্দে

৭৭.

গোবিন্দের লাগিয়া রাধার ঝুরে দুই নয়ন গো এগো বৃন্দে।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া রাধা হায় হায় করিয়া কান্দে গো।
মধুপুরে গেল কানাইরে, কানাইয়ারে হইছে বহুদিন।।
এই চিন্তায় রাধে প্যারীর, তনু হইল ক্ষীণ গো।।
(আর) চিন্তায় চিন্তায় রাধে গো রাধে গো হইছে মূর্চ্ছাগত।
উদ্দেশ করিতে নারে চলিতে নারে পন্থ গো।।
(আর) প্রেমের প্রেমিক যেই জনা জানবে তার বেদনা।
অপ্রেমিকে জানবে কিসে চৌখ থাকিতে কানা গো।।
হাছন রাজায় কান্দন করে দেখিয়ে রাধার দুখ।
রাধার দুখে হাছন রাজার ফাটিয়া যায় বুক গো এ গো বৃন্দে

ঘরের গিরি ঘরের গিরি রে একবার আইস ঘর থাকি

৭৮.

ঘরের গিরি ঘরের গিরি রে একবার আইস ঘর থাকি
হাছন রাজা তুষ্ট হউক তোর চান্দ মুখ দেখি।।
না জানি কপালে মোর, কি দিয়াছে লিখি।
না লইলাম তোমার সঙ্গ ভবের কামে ঠেকি।।
ঘরে থাকিয়া রঙ্গ কর বাইরে থাকি দেখি।
সুন্দর বদন দেখিয়া, বাইরে উকি বাকি।।
আচানক রূপ তোর আজব দুইটি আঁখি।
দেখা মাত্র প্রাণ যায় বাঁচি না গো সখী।।
আইস আইস প্রাণ বন্ধু দিও না আর লুকি।
হাছন রাজায় বুঝিয়াছে তোমার ফাঁকি ফুঁকি।।



চিরকালের দাস হইয়ে মনিবের কাজ করি না রে

৭৯.

চিরকালের দাস হইয়ে মনিবের কাজ করি না রে।
কেমনে মোরে ভালবাসিবে. আমি কি তায় বুঝি না রে
হইয়ে চিরকালের দাস, করি আমি অন্যের আশ।
থাকি না ঠাকুরের পাশ, ঠাকুরের কথা শুনি না রে।
আমারও দুষ্ট মতি, কি হইবে আমার গতি।
ছাড়িয়া আমি নিজ পতি, উপপতি ছাড়ি না রে।।
হইছি আমি বুদ্ধিহারা, লাগিয়াছে সংসারি বেরা।
দিনে দিনে হইছি সারা, দেখিয়ে তো দেখি না রে।।
ওরে ওরে হাছন রাজা, কেন হইলে অবুঝা।
অন্যের সাথে কর মজা, ঠাকুরের পূজা করিস্ না রে।

ছাড়িলাম হাছনের নাও রে

৮০.

ছাড়িলাম হাছনের নাও রে।
হাছন রাজার নাও রে।।
চলো চলো পবন ঘোড়া।
আরে বৈঠা ফালাইতে নারে।।
হৈ হেঁইয়া - হেঁ - হেঁ - হেঁ -
সুখের মায়ায় করছিল পিরীত নদীর কূলে বইয়া।
এখন কেন ছাইড়া গেল
সায়রে ভাসাইয়া রে।।
হৈ হেঁইয়া - হেঁ - হেঁ - হেঁ -
পিরীত রতন পিরীত যতন
পিরীত হইল জ্বালা।
পিরীত করা প্রাণে মরা
মন না জানিয়ারে।।
হৈ হেঁইয়া - হেঁ - হেঁ - হেঁ -
নায়ের থাইকা হাছন রাজা
বলে যে ডাকিয়া।
পিরীত না করিও রে ভাই
মন না দেখিয়া রে।।

৮১.

জ্বালাইল কে পিরীতের আগুন মম মনে রে।
মানে না মানে না মনে প্রাণ বন্ধু বিহনে রে।।
যে জ্বালাইল প্রেমানল, সে যদি করে শীতল।
তবে রব এ ভূতল, নতুবা প্রাণ যাবে রে।।
দাবানল যে দিয়াছে, সে বিনে প্রাণ না বাঁচে.
দেখা দেয় না আয় না কাছে মন চুরি করিয়ে রে।।
হাছন রাজার মন চোরা, ধরতে গেলে না যায় ধরা
লাগাইছে পিরীতের বেড়া আড়ালে থাকিয়া রে।।



ঝিলিমিলি, ঝিলিমিলি করে তার বদনে

৮২.

ঝিলিমিলি, ঝিলিমিলি করে তার বদনে।
কেমনে মিলি, কেমনে মিলি, খাইল দুই নয়নে।।
দেখিয়া গো তার চান্দ বদন, মন করে মোর কেমন কেমন।
অন্য কিছু চায় না মনে, কেবল চায় সে ধনে।।
হেরিয়ে গো তার রূপের ছটক হাছন রাজার মন হইল আটক
মাইল, মাইল, মাইল, মাইল, মাইল, গো মদনে।।

ঠাকুর আও, আওরে আও

৮৩.

ঠাকুর আও, আওরে আও,
আমার কোলে আও,
আমার কোলে।
কাকুতি করিয়া ডাকে তোমার
হাছন রাজা কাঙ্গালে।।
ধনের কাঙ্গাল নই রে ঠাকুর,
দুনিয়ার কাঙ্গাল নই।
অন্যের কাঙ্গাল নই রোকুর, তোমার কাঙ্গাল হই
না চাই ধন, না চাই জন, না চাই সংসার।
মনে চাহে সদাই দেখি, তোমার দিদার।।
আইস, আইস ওরে ঠাকুর দেখি তোর দিদার।
দেখাইয়া শান্ত কর চান্দ মুখ তোমার
এখন যদি না আও ঠাকুর, আমি এই করিব।
গলে ছুরি দিয়া তোমার হাছন রাজা মরিব।



ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে গো দিলারাম

৮৪.

ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে গো দিলারাম।
ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।
(আরে) প্রেম ডোরে বেন্ধে রাখ, ছাড়িয়া দিও না গো।।
দিলারাম, ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।
হাছন রাজা ঠাকুর তোমার, সকলের প্রধান।
তার হাতে সঁপিয়া দেও, কুল আর মান গো।
দিলারাম, ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।।
এমন ঠাকুর নাই এই ত্রিভুবনে।
যার সঙ্গ লইলে হয়, সমন দমন গো।।
দিলারাম ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।।
হাছন রাজা ঠাকুর আমার সকলেরই কর্তা।
তারে ছাড়িয়া অন্যের সঙ্গ, লওয়া কেবল বৃথা।।
সোনা জানে বলে, রাখিয়াছি হিয়ার মাঝ।
ছাড়িয়া দিছি তার লাগি, শরম ভরম লাজ গো।
দিলারাম ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।।
কান্দিয়া মরে সোনা জানে হাছন রাজার লাগিয়া :
শুইলে তারে স্বপনে দেখি, না দেখি জাগিয়া গো।।
দিলারাম, ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে।।



ঠাকুর মোরে পার করবায় নি

৮৫.

ঠাকুর মোরে পার করবায় নি।
পয়সা কড়ি নাই গফুর রহিম খেওয়ানী।।
যত ধন ছিল মোর সব হইল চুরি।
কেমনে হইমু পার এই তাইসে মরি।।
দাঁড়াইয়াছি নদী তীরে হইয়া অস্থির।
ভরসা মোর আছে চিত্তে আল্লা নবিজীব।।
খেওয়ানীর মুখ দেখিয়া মনে হইছে আশা।
পার করিয়া দিব মোরে হইয়াছে ভরসা।।
কান্দিয়া মিনতি করে হাছন রাজা দাসা।
পার করিয়া চরণতলে কর মোর বাসা।।
এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর তোমার ঠাঁই।
চরণ ছাড়া করিও না রে তোমার দোহাই।
কান্দিয়া মিনতি করি হাছন রাজায় কয়।
কিবা মোরে পদে রাখ কিবা কর লয়।।



ঠাকুর মুনিব ডাকিরে তোমায়, কোলে লও আমায়

৮৬.

ঠাকুর মুনিব ডাকিরে তোমায়, কোলে লও আমায়।
কোলে যদি লও না ঠাকুর, আমার কোলে আয়।।
বড় সাধ হাছন রাজার দেখিতে তোমায়।
দিনে রাইতে হাছন রাজায় করে হায় হায়।।
পরের বাড়ির উপরে দিয়া, ঠাকুর মনিব যায়।
আমি যে কাঙ্গালে ডাকি, ফিরিয়া না চায়।।
আমি তো চাহিয়া থাকি, মন-প্রাণ ধায়।
আরিপরি জোর করিয়া, ধরিয়া থামায়।।
হাছন রাজা তোমার, পাগল হইয়া গান গায়।
কেমনে ধরিয়া কোলে লইব দিশা নাহি পায়।।
আইস আইস ঠাকুর মনিব, আইসরে ত্বরায়।
না আসিলে মরিয়া যাইব, না দেখি উপায়।।
এই বলিয়া হাছন রাজা, দেখ রে ফালায়।
উন্মাদ হইয়ে ডাকে ঠাকুর মনিব আয়।।

তোরা দেখছো নিগো, ঘরের গিরিরে

৮৭.

তোরা দেখছো নিগো, ঘরের গিরিরে।
হাছন রাজা জিজ্ঞাসে, আরি পরি রে।।
লাল ধলা নয়রে সে তো, আজব রঙ্গের মানুষ রে।
দেহার মাঝে চাইয়া দেখ, কত রঙ্গ করে রে।।
নাচে কুদে, ফালায় ফুলায়, এই কাম করে রে।
সুন্দর নারী দেখলে পরে, টান দিয়া কাপড় ধরে রে।
হাছন রাজা দেখিয়া, তার লাগিয়া মনটা যায় রে।
দিলে চায় সর্বদা থাকতাম তাঁর হুজুরে রে।।



তারে কেউ ধরিতে না পারে ধরিতে না পারে

৮৮.

তারে কেউ ধরিতে না পারে ধরিতে না পারে।
সকল রঙ্গের মানুষ একটি থাকে মোর ঘরে।।
ঘরে থাকে, বাইরে থাকে, থাকে সে অন্তরে।
তার লাগিয়া পাগল হইয়া হাছন রাজা ফিরে।।
রঙ্গ করে ঢঙ্গা করে আর করে খেলা।
সেই মানুষে লাগাইয়াছে ভবার্ণবের মেলা।।
হাছন রাজা হইছে পাগল, দেখিয়ে তার লাগি।
তারে যদি ধরতে চাও রাত্রি থাকিও জাগি।।



তুই ঠাকুরের কাঙ্গালী আমি

৮৯.

তুই ঠাকুরের কাঙ্গালী আমি।
মাও চাইনা বাপও চাইনা কেবল চাই তুমি।।
আমার ঘরে থাকিয়া ঠাকুর, করিলে বদনামী।
লোকে বলে হাঐয়া ঠাকুর জিবাই বেটীর স্বামী।।
তুই ঠাকুরের প্রেম করিয়া কলঙ্ক রহিল।
এই বলিয়া হাছন জানে, আঞ্জা করিয়া ধইল।।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া বলে, ছাড়বনা রে আর।
আর কি ছাড়িয়া দিব তোরে, তুমি যে আমার।
এক নাম হাঐয়া ঠাকুর, আর এক নাম হাছন।
তুমি গেলে হাছন জানেব, নাই যে বাঁচন।।
এই বলিয়া হাছন জানে ধইল গিয়া গলে।
হাছন রাজা হাছন জানরে ধরিয়া লইল কোলে।
দুই জনা মিলন হইল ভৈশালেরি শালে।
হাছন জানে হার পরাইল, হাছন রাজার গলে।।



তুই মোরে কলঙ্কিনী কইলে গো, ভবজানের মা

৯০.

তুই মোরে কলঙ্কিনী কইলে গো, ভবজানের মা
তুই মোরে কলঙ্কিনী কইলে।।
তোর মাইয়া ভবজানকে কেন বিয়া দিলে গো।
ভবজানের মা! তুই মোরে কলঙ্কিনী কইলে।
ভবজানকে দেখিয়া তার রূপেতে মজিয়া।
সব ছাড়িয়া রইলাম আমি, তার দিকে চাইয়া।।
তোর পুরি বিয়া করিয়া, বঞ্চিত হইলাম প্রিয়া।
হাছন রাজার দিন গেল বৃথা কাজে গইয়া।।
হাছন রাজায় ভক্তি করে ভবজানের মার পাও।
শীঘ্র করি শাশুড়ী মাই, ভবজানরে ছাড়াও।।



তুমি কে আর আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি না রে

৯১.

তুমি কে আর আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি না রে
এক বিনে দ্বিতীয় আমি, অন্য কিছু দেখি না রে।।
তুমি হে জগতের কর্তা, আমি শব্দটিই মিথ্যা।
একা তুমি বিধাতা, তব শরিক অন্য নাই রে।।
আমি আমি বলে যারা, বুঝে না বুঝে না তারা।
লাগিয়াছে সংসারি বেরা, মূর্খতা ছুটিছে না রে।।
মিছামিছি বলি আমি সর্বব্যাপী হওরে তুমি।
সকলই তুই অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন কিছু নয় রে।।
হাছন রাজা নামটি দিয়ে, রহিয়াছ ছাপাইয়ে।
সবই কর পরদা দিয়ে, বহিয়াছ ছাপাইয়ে।
সবই কর পরদা দিয়ে, দোষের ভাগী হওনা রে।।
বুঝিয়ে দেখি তুই বৈ, হাছন রাজা কিছু নই।
হাছন রাজা যারে কই, সেও দেখি তুমি ঐ রে।।
তুমি কে আর আমি বা কে, তাইতো আমি বুঝি না রে।

তোর সনে মোর কিসের মায়া দয়া

৯২.

তোর সনে মোর কিসের মায়া দয়া
এগো ভবজান গো।
আমি তো চলিয়া যাইমু, পড়িয়া রইব কায়া।
তোমার যত রীতি নীতি জানিয়াছি আমি।
দিন কতক পরে ধর নতুন নতুন স্বামী।।
কত কত রাজা বাদশা লইলায় তুমি বর।
তাদের ছাড়িয়া তুমি কর অন্যের ঘর।।
হাছন রাজায় বলে পিরীত করব না গো তোর।
এমন পিরীত করব, যে হয়, জন্মে জন্মে মোর

দয়া ধর রে দিলের নাথ দয়া ধর

৯৩.

দয়া ধর রে দিলের নাথ দয়া ধর।
(আরে) প্রেমের ছলে, হাছন রাজায় কেন তুমি মার।
আঘাত করিলে মোরে প্রেমের শেল দিয়া।
বসিল প্রেমের শেল, কলিজা ছেদিয়া।।
গড়াগড়ি যায় রে হাছন মাটিতে পড়িয়া।
ছট্ ফট্ করে হাছন আঘাত পাইয়া।।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল বন্ধুয়ার দায়।
মরণকালে হাছন রাজায় চতুর্দিকে চায়।।
আসবে বুঝি প্রাণ বন্ধু, মরণ সময়ের কালে।
এই ভাবিয়ে হাছন রাজা মাথাও তোলে।।
আমি যে মরিয়া যাই, এর নাই মোর দুঃখ।
এই সাধ মনে কেবল দেখতাম চান্দমুখ।।
হাছন রাজার কান্দন শুনিয়া, আইল যে ঠাকুর।
হাছন রাজায় ভক্তি করে, আর করে শুকুর।।
বাসনা মোর পূর্ণ হইল, নিরঞ্জন গোঁসাই।
তুমি বিনে অন্য কেউরে, আমি নাহি চাই।।
ফালদি উঠে হাছন রাজা, প্রাণ বন্ধুরে দেখি।
আজীবনের লাগিয়া আমি, হইলাম সুখী।
নাচে নাচে হাছন রাজা, প্রাণ বন্ধুরে পাইয়া।
রাখিল আহ্লাদের চান্দ হৃদয়ে গাঁথিয়া।।



দয়া নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্যাম

৯৪.

দয়া নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্যাম
দয়া নি করিবায় মোরে।।
হাছন রাজায় বিনয় করি ডাকে হে তোমারে।।
আমি তো বসিয়া আছি বন্ধে করব দয়া।
অবশ্য মোর প্রাণের বন্ধে করিবেক মায়া রে।।
মায়া দয়ার আশিক হইয়া আছি আমি চাইয়া।
মনের সাধ থাকি সদা দুই চরণ বেড়িয়া রে।।
হাছন রাজায় বলে আমি চরণ ভিক্ষা চাই।
দুই চরণ ছাড়িয়া যেন কোথা না যাই রে।।
চরণ ছায়ায় থাকি সদা দেখি যে তোমারে।
হাছন রাজায় বলে এই ভিক্ষা দেও মোরে রে।।
হাছন রাজার মনের মাঝে কেবল এই আশ।
চিরকালের জন্যে আমি হইতাম তোমার দাস রে।।

দয়াল কানাই! দয়াল কানাই রে

৯৫.

দয়াল কানাই! দয়াল কানাই রে!
পার করিয়া দেও কাঙ্গালীরে।
ভবসিন্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই।
দয়া করি পার করিয়া দেও বাড়ি চলি যাই।।
অকূল সমুদ্রের পাড়ি, পার করে দেও তাড়াতাড়ি।
সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, মনে ভয় পাই।।
দয়াল বলিয়ে নাম তোর, জানে সংসারে।
মুই অধমেরে পার করিয়া দেও, চলি যাই ঘরে।।
হাছন রাজায় ব্যগ্র দেখে দয়া লাগে কানাইর বুকে
আইস ত্বরিয়ে কানাই ডাকে, তোমায় নিয়া যাই।।

দয়াল বন্ধু ও দয়াধর মুই অধমেরে

৯৬.

দয়াল বন্ধু ও দয়াধর মুই অধমেরে।
কৃপা করিয়ে কর দয়া, ডাকি হে তোমারে।।
দয়াল নাম তোমার সর্বলোকে কয়।
নিশ্চয় দয়াল তুমি মোর মনে লয়।।
দয়া করিয়ে ইব্রাহিমে বাঁচাইলে আগ থাকিয়া।
বাঁচাইলে বাঁচাইলে আগুন গোলজার করিয়া।।
ইউনুছ নবী বাঁচাইলে মাছের পেট থাকিয়া।
কুয়া হইতে ইউছুফ নবী লইলে উঠাইয়া।।
সদয় যাহার প্রতি হইলায় তুমি।
এত দয়া কর তারে কি বলিমু আমি।।
দয়াল তোমার নাম সংসারে কে না জানে।
একবার দয়া ধরিয়া চাও আমার পানে।।
দিনে রাইতে আছি তোমার দয়ার কাঙ্গাল হইয়া।
এই দয়া কর মোরে বাঁচাও দেখা দিয়া।।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চাহে দেখা দেও মোরে।
এই ভিক্ষা চাহি সদা দেখিতাম তোমারে।।

দয়াল বন্ধু দয়াল বন্ধু ও দয়া ধরিয়ে লও মোরে কোলে

৯৭.

দয়াল বন্ধু দয়াল বন্ধু ও দয়া ধরিয়ে লও মোরে কোলে।
কাকুতি মিনতি করিয়ে (ও) তোমার হাছন রাজায় বলে।।
তোমার লাগি দিনে রাইতে মন প্রাণ জ্বলে।
পরদা দিয়া ঘরের মাঝে কেন বইসে রইলে।।
পরদা খুলিয়ে আইস একবার দেখি চান্দ মুখ।
দেখিলে যাইবে আমার আজীবনের দুখ।।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা প্রেমের হুতাস হইয়া।
প্রেমের হুতাস ঠাণ্ডা কর মোরে কোলে লইয়া।।
হাছন রাজার মনের আশা থাকতো চরণ তলে।
ছাড়ব না ছাড়ব না তোমায় কোলে তুলিয়া লইলে।।

দিন গেল গিয়া কি চাইয়া রইলে

৯৮.

দিন গেল গিয়া কি চাইয়া রইলে।
কেন যে আসিলে ভবে, আসিয়া কি কইলে।
হুস্ কর রে হাছন রাজা, বেভুলে রইলে।
আপনে আপন্যার লাগি, সকলি তুই থুইলে।।
রিপুর বাসী হইয়া তুমি আল্লার নাম না লইলে।।
কি জোওয়াব দিবে গিয়া, দুইদিন পরে মইলে।
শুনরে হাছন রাজা তুই, কিসেতে কি কইলে।
ভব জঞ্জালে লিপ্ত হইয়া বৃথা দিন গুয়াইলে।।
হাছন রাজা প্রভুর বাক্য শুনিয়ে কাম্পে ডরে।
নিজ গুণে ত্বরাইয়া লও আল্লা গো আমারে।।



দেহার মাঝে ঠাকুর চান্দ তারে না ধইলে।।

৯৯.

দিন গেল গিয়া, কি চাইয়ে রইলে।
দেহার মাঝে ঠাকুর চান্দ তারে না ধইলে।।
গেল গেল পাগলা মন তোর, দিন গেল ভুলে।
হুস করিয়া ঠাকুর চান্দরে ধরিয়া লও কোলে।।
কোলে লইয়া হার পরাও, নানা জাতি ফুলে।
তামাসা দেখ তামাসা দেখ হার পরাইয়া গলে।।
চাইয়া থাক নিরবধি, গাঁথিয়া তারে দিলে।
এমন গাঁথা গাঁথো, ছাড়বে না রে কোনো কালে।
এমন গাঁথা গাঁথো দিলে, হাছন রাজা বলে।
হাছন রাজার আল্লার দোহাই ছাড়ব না মরিলে।।



দিন ত গেল দিনের পন্থে চাইয়ে রইলে কি

১০০.

দিন ত গেল দিনের পন্থে চাইয়ে রইলে কি।
দিন গেলে কোথায় থাকব বল গো সখী।।
দিন গেল দিনের পন্থে, কি করবে রে তুই অন্তে।
পড়িয়া আছ ভ্রান্তে দেখ না নাকি।
বেভুলে পড়িয়া রইলে, বৃথা কাজে দিন গুয়াইলে।
আল্লার নাম নাহি লইলে, হইল রে তোর কি।।
হাছন রাজায় আউলা হইয়ে ডাকি তোমায় মউলা বলিয়ে
কোলে মোরে লও গো তুলিয়ে, এগো চান্দ মুখী।।
হাছন রাজা বেভুল হইয়ে, দিন ত তোমার গেল গিয়ে।
কার দিকে আছ চাইয়ে বুঝ না নাকি।।



দিলবরের মা কেনে আইলে বাজারে

১০১.

দিলবরের মা কেনে আইলে বাজারে।
কি জিনিস কিনিলে তুই, বল্লে না আমারে।।
হাছন রাজা জিজ্ঞাস করে দিলবরের মা তোরে
কি জিনিস কিনিয়া আনলায়, আপনার ঘরে।।
নুন নিমু, মরিচ নিমু আর নিমু আদা।
ছালন রান্ধিয়া খাইমু, শুন ঠাকুর দাদা।।
হাছন রাজা তুমি কেন, পেটের ঠাণ্ডা কর।।
পেটের ঠাণ্ডা দূর করিয়া বন্ধের চরণ ধর।।



দুনিয়ার লাগি কান্দিয়া ফির, দুনিয়া নি যাইব সঙ্গে

১০২.

দুনিয়ার লাগি কান্দিয়া ফির, দুনিয়া নি যাইব সঙ্গে।
কি বুঝিয়া বসিয়া আছ স্ত্রী পুত্রের রঙ্গে।।
কার লাগিয়া কান্দ তোরা, দুনিয়ার লোক ২।
হাছন রাজায় দেখতে চায় না দুনিয়াদারের মুখ।।
কান্দে কান্দে যেই জনা দুনিয়ার লাগিয়া।
হাছন রাজায় যায় তাদের মুখেতে হাগিয়া।।
তোরা দেখ হাছন রাজায়, দুনিয়ার কারবার করে।
দুনিয়ার মুখে ছেফ দিয়া, বন্ধের লাগিয়া ঝুরে।।
যাইবনিরে এ দুনিয়া, কেউরির সঙ্গে।
কি বুঝিয়া মজিয়ে আছ, এ দুনিয়ার রঙ্গে।।
যখন আসিবে যমরাজ হাতে লইয়া দড়ি।
বান্ধিয়ে নিয়ে যাবে তোরে, যেমন মেড়ামেড়ি।।
হাছন রাজায় হাসিয়ে বলে, তখন কি উপায়।।
ছাড়াইয়ানি রাখতে পারব, স্ত্রী পুত্র মায়।।
দুনিয়ার লাগি ঝুর কেন, দুরন্তর সাক্ষাৎ
কি আক্কলে দুনিয়ার লাগি কর উৎপাত।।
এক কড়ার আক্কল নাই, পরের লাগিরা ঝুর।
আপনা বন্ধু বসিয়া রইছে, আপনার ঘর।।
আপন বন্ধু আপনার উরে, তার পানে না চাও।
না কিছু আক্কেল তোদের, বৃথা দিন গোয়াও।।
দূর, দূর, দূর, দূর, দূর, দূর, দুনিয়ার মায়াদার।
খবর না রাখে তারা, আপন প্রিয়ার।।
হাছন রাজায় বলে, যার প্রিয়ার মায়া নাই।
মুতিয়া দে তার বাপের মুখে, তার মুখে দে ছাই।



দেখলাম দেখলাম তোর নূরি, আমি বলি নূরি নূরি হিন্দুয়ে বলে হরি

১০৩.

দেখলাম দেখলাম তোর নূরি, আমি বলি নূরি নূরি হিন্দুয়ে বলে হরি
ধিয়ানে দেখিয়া তোরে দিনে রাইতে ঝুরি।।
বলিয়া দে রে প্রাণের নূরি কেমনে তারে ধরি।
দেখিয়া তোমার রূপ স্থির হইতে না পারি।।
মত্ত হইয়া হাছনে বলে, কেমনে কি যে করি.
কেহ বলে লাগিল ছাটা ধৈল বুঝি পরী।।
হাছন রাজায় বলে ধরছে পিরীতের নাগরী।।



দেখা দেও দেখা দেও বন্ধুরে ভুবন মোহান

১০৪.

দেখা দেও দেখা দেও বন্ধুরে ভুবন মোহান।
দেখা দিলে থাকে হাছন রাজার জীবন রে।।
দেখা দেও দেখা দেও বন্ধুরে।।
দেখা দেও দেখা দেও বন্ধু, হৃদয়ের চান।
দেখা দিলে বাঁচে তোমার হাছনের প্রাণ রে।।
প্রেমানলে জ্বলিয়া আমার তনু ঝর ঝর।
এব নাকি প্রাণের বন্ধে বাসে মোরে পর রে।।
কাকুতি করিয়ে ডাকি আইস বন্ধু কোলে।
গাঁথিয়া রেখেছি হার পরাইব তোর গলে রে।।
ঘরখানি সাজাইয়ে আছি কত রঙ্গ দিয়া।
পবিত্র করিয়াছি ঘর গোলাব ছিটাইয়া রে।।
হাছন রাজার মনের আশা পুরাও দেখা দিয়া।
তোমার লাগি হাছন রাজার প্রাণ যায় জ্বলিয়া রে।।



দেখিয়ে নূরি অঙ্গ, আর দেখিয়ে ঝলমলা রঙ্গ

১০৫.

দেখিয়ে নূরি অঙ্গ, আর দেখিয়ে ঝলমলা রঙ্গ।
হাছন রাজা পাগল হইয়ে, লইলরে তোমার সঙ্গ।।
তোমার মত রূপের বাহার, সংসারেতে আছে কাহার।
রূপটি তোমার কি চমৎকার, আচানক তোর রঙ্গ ঢঙ্গ।।
কি কব তোমার খুবী, জিনিয়ে দেখী ইন্দ্র দেবী;
আরো জিনে শশী রবি, দেখিয়ে ঠেকলাম প্রেম ফঙ্গ।।
হাছন রাজা দেখিয়ে তোরে, হায় হায়, হায় হায় করে।
প্রাণ যায় প্রাণ যায়. আমিতো হইলাম সাঙ্গ।।



ধর দিলারাম, ধর দিলারাম, ধর দিলারাম ধর

১০৬.

ধর দিলারাম, ধর দিলারাম, ধর দিলারাম ধর।
হাছন রাজারে বান্ধিয়া রাখ দিলারাম তোর ঘর।
হাছন রাজা হাওয়ার মানুষ উঠিয়া দিল লড়।
গেলে না পাইবে আর তাহার খবর।।
ধর দিলারাম, ধর দিলারাম আঞ্জা করিয়া।
সোনাজানে আদর করিয়া পাও দেও বেড়িয়া।।
হাছন রাজা হাওয়ার মানুষ যাইবে রে উড়িয়া।
হাছন রাজারে বান্ধিয়া রাখে মনের জিঞ্জির দিয়া



নমাজ পড় নমাজ পড় ভাই মমিন নমাজ পড়

১০৭.

নমাজ পড় নমাজ পড় ভাই মমিন নমাজ পড়
এক মনে পড়িও নমাজ চিত্ত করিয়ে দড় ।।
কাতর হইয়া নমাজ পড়িও এক মনে।
মাবুদ আল্লা জানিও যে তোমার সামনে ।।
সাক্ষাতে আল্লা তালা দড়াইও দিলে।
কবুল হইবে নমাজ, ছিজদা কবিলে ।।
কাকুতি মিনতি করিয়া নমাজ পড়িও।
আল্লা বিনে কিছু নাহি মনেতে রাখিও।
এই মতে নমাজ যে পড়িবেক ভাই।
নিশ্চয় জানিও তার বেহেস্ত হবে ঠাঁই ।।
নমাজ পড়, রোজা রাখ, কর এবাদত।
মমিন মুসলমানের ভাই মূল এই পথ ।।
হাছন রাজায় সেলাম দেয় নমাজি সব ভাই।
নমাজ রোজা ছাড়িও না আল্লার দোহাই ।।
মুই গুনাগারের প্রতি দোয়া করিও ভাই।
আশিক হাছন রাজা যেন আল্লার দিদার পায়।



না জানি কি করব বন্ধে মোরে গো সই সজনী

১০৮.

না জানি কি করব বন্ধে মোরে গো সই সজনী,
না জানি কি করব বন্ধে মোরে।
সেই কথা মনে হইয়া চিত্ত কাঁপে ডরে গো - সই সজনী।।
রাখবে কি না রাখবে কোলে, কি ফেলিয়া দিবে দূরে।
এই কথা মনে হইয়া মন প্রাণ ঝুরে গো সই সজনী।।
এই চিন্তা মনে হইয়া কিসেতে কি করি।
হাছন রাজা বাউল হইয়া, যথা তথা ঘুরি গো - সই সজনী।
স্থির হইতে না পারে মন মোর, হুতাস বইয়া ফিরে।
মনে আবার সাধ রাখি যাইতাম বন্ধের দ্বারে গো।।
ভিক্ষা দেও প্রাণ বন্ধু দেখিতাম তোমারে।
থাকিতাম থাকিতাম বন্ধু তোর হুজুরে গো সই সজনী।।
দেও দেও প্রাণ বন্ধু ভিক্ষা দেও তোমারে।
কিবা তুমি ভিক্ষা নেও, দান কৈলাম আমারে গো।।
কিবা দান লও মোর, কিবা দান দেও মোরে।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চায়, কেবল তোমারে গো।।



নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে

১০৯.

নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে
নিশা লাগিল রে।
হাছন রাজা প্যারীর প্রেমে মজিল রে।।
ছটফট করে হাছন, দেখিয়া চান্দ মুখ।
হাছন জানের মুখ দেখি, জন্মের গেল দুখ।।
হাছন জানের রূপটা দেখি, ফালদি ফাল্দি উঠে।
চিড়াবারা হাছন রাজার বুকের মাঝে কুটে।।

১১০.

পন্থ ছোড় যমুনাতে যাই রে, সুন্দর কানাই রে,
কানাই রে ওরে কানাই।
পন্থে পাইয়া পরের স্ত্রী. কর তুমি বলাজুরি।
আমি রাধার কলঙ্ক রহিবে রে।।
শাশুড়ী ননদী বৈরী, সে জ্বালায় আমি মরি।
আবার কাটা ঘায়ে নুন লাগাও তুমি রে।।
আমি তো অবলা নারী, হস্তে মোর রাখছ ধরি।
রাজপন্থে কর ঘুরাঘুরি রে।।
তুমি কর হুড়াহুড়ি, আমি শরমেতে মরি।
লোকে দেখিয়া খলখলাইয়া হাসে রে।।
কাষ্ঠের কলসী ভাঙ্গিয়া যাবে, দেশেতে কলঙ্ক রবে।
রাধার কলঙ্ক রবে, চিরকাল রে।।
রাধা কানু টাট্টি দিয়া, হাছন রাজা-গান যায় গাইয়া
ভাবিয়া দেখ রাধা কানাই, কে রে হাছন রাজা রে।

পড়িয়ে ভব দরিয়ায় (হায়) হাছন রাজায় কান্দে হায়

১১১.

পড়িয়ে ভব দরিয়ায় (হায়) হাছন রাজায় কান্দে হায়।
আমি যে পরাণে মরি মায়া কি না লাগে হরি।।
মইলাম মইলাম তছদ্দুক তোর, একবার আমার কোলে আয়।।
আমি যে ডুবিয়ে মরি, বন্ধের আছে শতেক তরী।
তল হইলাম তল হইলাম, তবু নাহি উঠায় নায়।।
হাছন রাজা মরিয়ে যায় তবু বন্ধের পানে চায়।
বন্ধের প্রেমে মত্ত হইয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে গান গায়।।

পাগল রে ত্বরাইও নিজে নিজে

১১২.

পাগল রে ত্বরাইও নিজে নিজে
তোমার পাগল হাছন রাজায় না বুঝে।
পাগল রে ত্বরাইও নিজে নিজে।।
ঘরে বাইরে বাড়িয়ে বাড়িয়ে, তোমারে খোঁজে
তার কাছে ছাপিয়া থাকা, তোমার নাহি সাজে।।
অন্য খানে খুঁজি কেন, তুমি আমার মাঝে।
বুকেতে রাখিমু তোরে, কি ধরাইব লাজে।।
হাছন রাজা ভক্তি করে নিজে, নিজেরে পূজে।
আমি তো কিছুই নই, সকলই তুই যে।।



পার করে দে ভব নদী এগো দিদি

১১৩.

পার করে দে ভব নদী এগো দিদি।।
পয়সা কড়ি নাই মোর, কেমনে হইমু পার।
দয়া করে পার করে দে, তোমারে সাধি।।
পার হইবার উপায় নাই, হাছন রাজা কান্দে তাই
ভব সিন্ধুয়ে ডুবে মরি, ছয় জনা বিবাদী।।

পিরীত করিয়ে, পিরীত করিয়ে মোর মন উদাসী

১১৪.

পিরীত করিয়ে, পিরীত করিয়ে মোর মন উদাসী।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল, বন্ধুরে ভালবাসি।।
কথা কয় প্রাণ বন্ধে, যখন হাসি হাসি।
দেখিয়ে তাঁর রূপের বাহার, আইসে মোর বেহুশী।
পিরীত আজব চিজ্ জগতের প্রধান।।
পিরীত কর প্রেমিকেরা, ছাড়িয়ে কুল মান।
পিরীতি রত্ন কর যত্ন, পিরীতি জানিয়া সার।
পিরীত ভাবে পাইবায়, বন্ধুয়ার দিদার।।
হাছন রাজায় পিরীত করিয়া, বন্ধুয়ারে পাইয়া।
এই কথা হাছন রাজা, ফিরে গাইয়া গাইয়া।



পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা

১১৫.

পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা।।
আরপরি সকলেরই হইয়াছে জানা।
হাছন রাজার লাগিয়াছে শ্যাম পিরীতের টানা
হাছন রাজায় শুনে না তোর কট মুল্লার মানা।
বাজায় ঢোলক বাজায় তবল আর গায় গানা।

পিরীতের আগুন, পিরীতের আগুন রে

১১৬.

পিরীতের আগুন, পিরীতের আগুন রে
উঠে উঠে চমকিয়া চমকিয়া।
ঐ দেখি ঐ নাই যায় গিয়া দেখা দিয়া।।
বিজুলী চটকের মত আইসে আর যায়।
হাছন রাজায় ধরতে নারে করে হায় হায়।।
রূপের চটক দেখিয়া হাছন রাজায় দেয় রে ফাল
ঝারাইয়া ঝারাইয়া নাচায় বাবরিছাটা বাল।।



পিরীতের উদাসী হাছন রাজা রে

১১৭.

পিরীতের উদাসী হাছন রাজা রে।
প্রিয়া বিনে থাকতে নারে এক লহ্ জারে।।
না চায় ধন, না চায় জন না চায় সিংহাসন রে।
হাছন রাজায় চায় কেবল, বন্ধের দরশন রে।।
প্রিয়া প্রিয়া করিয়া, করে নিশি অবসান রে।
আমায় ছাড়িয়া কোথায় রহিলে. প্রাণের প্রাণ রে।।
দেখা দিয়ে প্রাণ নিয়ে কোথায় লুকাইলে রে।।
হাছন রাজা বলে বন্ধু, মম নিবেদন রে।
তুমি বিনে অন্য কেওরে. না লাগে মোর মনে রে।।
কেমনে বাঁচিব আমি, তুমি ছাড়া হইয়া রে।
দিনে রাইতে প্রেমের আগুন. জ্বলে গইয়া গইয়া রে।।
লাগিয়াছে পিরীতের আগুন, সহ্য নাহি যায় রে।
হাছন রাজায় জ্বলিয়ে জ্বলিয়ে কেবল চিল্লায় রে।।



পিরীতের কি এত যন্ত্রণা, আগে জানি না

১১৮.

পিরীতের কি এত যন্ত্রণা, আগে জানি না।
জানিলে তাহার পিরীতে, আমি মজতাম না।।
পিরীত করিয়ে হাছন রাজা, হইল দেওয়ানা।
নাচে কুদে ফালায় ফুলায়, হইয়া ফানা।।
নাচি নাচি চল্‌ছে হাছন রাজা মস্তানা।
খেমটা তালে গাইয়া যাইছে, পিরীতের গানা।

পিরীতের কি এত রে জ্বালা, রাঙ্গা বদন হইল মোর কালা

১১৯.

পিরীতের কি এত রে জ্বালা, রাঙ্গা বদন হইল মোর কালা।
প্রেম জ্বালায়ে জ্বলি আমার কিছু না লাগে ভালা।।
সুন্দর বদন মোর ছিল, পিরীত করে সবই গেল।
লোকে দেখে ছি ছি করে, কত লোকে মারে ঠেলা।।
হাছন রাজা পিরীত করে, ফিরতে আছে ঘুরে ঘুরে।
আনিয়া দে মোর প্রাণ প্রিয়ারে. নিভে যাউক প্রেমানল শওলা

১২০.

পিরীতের ধারা, সে তো জানে না রে।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে, হইছে কারাবারা।।
যখন আমি প্রেম প্রিয়সী, দেখায় তারাবারা।
দেখামাত্র হাছন রাজা, হইয়ে যায় সারা।
আঁখি দুইটি ঝলমল করে, আসমানে তারা।
দেখিয়ে হাছন রাজায় নাচে, হইয়ে প্রেমে মারা।।
হাছন রাজা পিরীত করে জিতে হইছে মরা।
কত মতে ধরতে চায়, পারে না অধরা।।

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা ঝাউলা হয়রে তারা

১২১.

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা ঝাউলা হয়রে তারা।
হাছন রাজায় পিরীত করিয়া হইয়াছে বুদ্ধিহারা।
পিরীতের এমনি ধারা, মন প্রাণ করে সারা।
আরও করে কারাবারা, লাগল যার পিরীতের বেরা।।
হাছন রাজা আউলা হইয়ে, ডাকতে আছে মৌলা বলিয়ে :
নাচতে আছে ফালাইয়ে, হইয়ে প্রেম প্রিয়সীর মারা।।

প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না

১২২.

প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তোমারেও হাছন রাজা দুই জানে না।।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তুমি আমি দুই নয় এক বিনে জানি না।
এক বিনে দুই থাকা আমি মানি না।।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
হাছন রাজা জানে মিশতে হইয়াছে ফানা।
হাছন রাজায় এক বিনে দুই জানে না।।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
হাছন রাজা মিশতে জানে গাইতে আছে গানা।।
আল্লা বিনে কিছু নাই হাছন রাজার জানা।।
প্রাণ বন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।
তোমারেও হাছন রাজায় দুই জানে না।
প্রাণবন্ধু মোরে আলগ রাখিও না।।



প্রেম জ্বরে, আমি প্রাণে এখন মরি গো, প্রেম জ্বরে

১২৩.

প্রেম জ্বরে, আমি প্রাণে এখন মরি গো, প্রেম জ্বরে।
এগো, প্রেম জ্বরে প্রাণ যায়, এখন কি যে করি গো প্রেম জ্বরে
ধরছে মোরে প্রেম জ্বরে, কাম্পি আমি থরে থরে।
এগো এমন সময় প্রাণ প্রিয়সীয়ে আঞ্জা দিয়া না ধরে।।
প্রেম জ্বরে জ্বলিয়ে মরি, ঠাণ্ডা কর আসিয়ে পিয়ারী।
(এগো) ঠাণ্ডা করিয়ে চরণ তলে রাখ গো আমারে।।
কাকুতি মিনতি করি, শীঘ্র আইস প্রেমেশ্বরী।
(এগো) প্রেমজ্বর ছাড়াইয়া মোরে রাখ গো হুজুরে।।
হাছন রাজা প্রেম জ্বরে, (এগো) ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে।।
(এগো) প্রিয়সীয়ে লও গো কোলে দুঃখ যাউক মোর দূরে।।



প্রেমানলে হাছন রাজা জ্বলিল

১২৪.

প্রেমানলে হাছন রাজা জ্বলিল।
জ্বলিয়া যাইতে হাছন রাজা এই বলিল।।
আমি যে জ্বলিয়া মরি এর নাই মোর দুঃখ।
জ্বলিয়া পুড়িয়ানি দেখিমু বন্ধের মুখ।।
হাছন রাজা জ্বলিয়া মরতে নাচা কুদা করে।
প্রেমের আগুন ধরিয়াছে সকল শরীরে।।
নিভাইলে না নিভে আগুন ধাক্ ধাকিয়া উঠে
লুটন কবুতরের মত, হাছন রাজা লুটে।।
ছটফট করে হাছন, চতুর্দিকে চায়।
মম দুঃখ দেখিয়ানি মোর, প্রাণ বন্ধু আয়।।



প্রেমের আগুন, প্রেমের আগুনরে বড়ই কঠিন

১২৫.

প্রেমের আগুন, প্রেমের আগুনরে বড়ই কঠিন।
ধড়পড়াইয়া মরে লোক, জানিবায় একিন।।
যার অন্তরে লাগিয়াছে প্রেমেরি অনল।
নিভে না দারুণ আগুন দিলে সুর্মার জল।।
সেই আগুন ধরিয়াছে হাছন রাজার গায়।
ফাল দিয়া ফাল দিয়া উঠে, হাছন করে হায় হায়।

প্রেমের আগুন লাগল রে, হাছন রাজার অঙ্গে

১২৬.

প্রেমের আগুন লাগল রে, হাছন রাজার অঙ্গে।
নিভে না আগুন, ডুবলে সুরমা গাঙ্গে।।
ধা ধা করি জ্বলছে আগুন. কিসে কি করেঙ্গে।
আনিয়া দে গো প্রাণের বন্ধুরে গলেতে ধরেঙ্গে।
হাছন রাজা বন্ধু বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
বন্ধুর আশায় নাচে হাছন, প্রেমেরই তরঙ্গে।।
হাছন রাজায় বলে আমি, যাইমু বন্ধের সঙ্গে।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া মিশব তার রঙ্গে।।

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক ও সোনা রে

১২৭.

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক ও সোনা রে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তিন দুনা রে।।
প্রেমিকেরা প্রেম বাজারে, করে আনা জানা।
অপ্রেমিক তো যায় না কেহই, চৌখ থাকিতে কানা রে।।
প্রেম বাজারে গিয়ে যারা বানাইয়াছে থানা।
মরণ তাদের দূর হইয়াছে সর্বদাই জিনা রে।।
হাছন রাজা প্রেম বাজারে গিয়ে হইল ফানা।
নাচন পিছন করিয়ে গায় প্রেমেরও গানা রে।।



প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনা রে

১২৮.

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনা রে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় দুনা রে।।
সুবুদ্ধি ও সাধু যারা, প্রেম বাজারে যায় তারা।
নির্বুদ্ধিরা ভব বাজারে, বেগার খাটিয়া মরে রে।
প্রেম বাজারে বিকে রত্ন ভব বাজারে নাই;
সাধু যারা শীঘ্র তারা খরিদ করা চাই রে।।
সাধু যাঁরা কিনে তারা আনন্দিত হইয়া।
কুবুদ্ধিরা বইয়া রইছে ভবের বাজার চাইয়া রে।
মানিক রত্ন না কিনিলাম, প্রেমবাজারে যাইয়া;
ভব বাজারে বোকার মত রইয়েছি বসিয়া রে।।
হাছন রাজা বলে আমার কি লিখছে ললাটে;
যা লিখিয়াছে নিরঞ্জন সে কি আর মিটে রে।।



প্রেমের মানুষ নয় যারা, হাছন রাজার গান শুনিস্ না তোরা

১২৯.

প্রেমের মানুষ নয় যারা, হাছন রাজার গান শুনিস্ না তোরা
অপ্রেমিক তো মানুষ নয় রে, জীবিত থাক্‌তে সে মরা।।
প্রেম নাই যারা আইস না ধার, ঘরত থেকে শীঘ্র বাহির হ।
কাষ্টের মূর্তি ভূতের মত করি না কারাকারা।।
হাছন রাজা প্রেমে নাচে, প্রেমিক পাইলে বসায় কাছে।
আজ্ঞা করিয়া দেয় বুছে হাছন রাজার এই ধারা।।



১৩০.

বন্ধে কী করিব মোরে, বন্ধে কী করিব মোরে আমি জিজ্ঞাসি তারে
বন্ধে কী করিব মোরে।
আমি জিজ্ঞাসিব তারে, বন্ধে কী করিব মোরে।।
কত দিন রাখিব মোরে, পরেরও ঘরে।
পদে ধরিয়ে ব্যগ্র করিয়ে, জিজ্ঞাসিব তারে।।
কি গুনা করিয়াছি আমি, তোমার হুজুরে।
কেন যে ঢেণ্ডুরা দেও, ভবের বাজারে।।
চাই না আমি ধন জন, আজাদ কর মোরে।
এই মিনতি করি আমি ঠাকুর গো তোমারে।।
হাছন রাজা ব্যগ্র করিয়ে, বন্ধের চরণ ধরে।
ভবের মায়া ছাড়াইয়া কোলে লও আমারে।।
দিনে রাইতে তোমার লাগিয়া, মন প্রাণ ঝুরে।
মন বাসনা পূর্ণ কর, রাখিয়ে হুজুরে।।
দয়া ধর দয়া ধর, দয়াল বন্ধু ওরে।
শান্ত কর, শান্ত কর, বসিয়ে মোর অন্তরে।।

বন্ধে কেন আমার ভালবাসে না

১৩১.

বন্ধে কেন আমার ভালবাসে না।
ছয় মাসে নয় মাসে একদিন আসে না।।
আমি বলি আইস তারে, সে তো যায় গিয়া পরের ঘরে
কাকুতি মিনতি করি আমার ঘরে বসে না।।
কপালে মোর কী যে লেখা, লেখিয়াছে প্রাণ সখা।
দিয়ে দেখা আয় না কাছে প্রাণ মোর বাঁচে না।।
কী যে আমি কী করিব, কেমন করিয়ে মন ফিরাব।
কত যত্ন করি তারে সেতো আমার হয় না।।
হাছন রাজা কান্দিয়ে বলে আবার আসলে ধরব গলে।
তুলিয়ে লইব প্রিয় কোলে, ছাড়িয়া দিব না।।



বন্ধু জিনিয়ে পূর্ণিমার শশী রে

১৩২.

বন্ধু জিনিয়ে পূর্ণিমার শশী রে।
চান্দ বদন দেখাইয়া বন্ধে, করিল উদাসী রে।।
এমন অপরূপ রূপ না দেখি ভুবনে।
লাগিয়াছে দুই নয়নে, ভুলিব কেমনে রে।।
বন্ধের রূপ দেখিয়া, পলাইল দিবাকর।
শরম পাইয়া দেয়, মুখেতে আবর রে।।
চন্দ্র সূর্য নহে বন্ধের রূপের সমতুল;
তাদের সঙ্গে তুলনা যে হাছন রাজার ভুল রে।।

বন্ধুরে রাখিমু হিয়ার মাঝে গো, সই সজনী

১৩৩.

বন্ধুরে রাখিমু হিয়ার মাঝে গো, সই সজনী।
বন্ধুরে রাখিমু হিয়ার মাঝে।।
দেখলে তারে প্রাণ বাঁচে না কি. ধরাইব লাজে গো,
সই সজনী।।
(আরে) মনে লয় দেখলে তারে সদায় চাইয়ে থাকি
(আরে) অন্তরে অন্তর দিয়ে হৃদয়েতে রাখি গো,
সই সজনী।।
চান্দ মুখ দেখিয়ে মন ইছে উচাটন।
ভাল নাহি লাগে আমার, এই ত্রিভুবন গো.
সই সজনী।।
কিসের দেশ কিসের খেশ, কিসের সংসার।
স্ত্রী পুত্র না চাই দাস হইয়াছি তাহার গো,
সই সজনী।।
গোলাম হইয়া হাছন রাজা, বন্ধু করেছে সার।
অন্য কিছু চাই না কেবল বন্ধু চাই আমার গো.
সই সজনী।।



বন্ধে নাচে রে নাচে, হাছন রাজারে পাগল করিয়াছে

১৩৪.

বন্ধে নাচে রে নাচে, হাছন রাজারে পাগল করিয়াছে
হাছন রাজায় বন্ধু ছাড়া কেওরে না গছে।।
হাছন রাজায় বন্ধু দেখিয়ে পায়ে দেয় বুচে।
বুচা দিতে বেড়া লাগে হাছন রাজার মুছে।।
হাছন রাজা দিলে জানে প্রাণ বন্ধুয়ায় হইছে।
আল্লা, আল্লা, আল্লা, হাছন রাজার মনে লইছে।।
মাবুদ আল্লা কোলে লইয়া হাছন রাজা বইছে।
আল্লাতে মিশিয়া গান হাছন রাজা কইছে।।

বন্ধের রূপ দেখরে, নিরখিয়া

১৩৫.

বন্ধের রূপ দেখরে, নিরখিয়া,
দিলালপুরের বসিয়াছে প্রাণ বন্ধু প্রিয়া।।
দিলালপুরে দিল্লীর শহর, তাতে বাদশার তক্ত।
এরে না দেখিল যেই, নিতান্ত কমবক্ত।।
প্রেমের বাতি জ্বালাইয়া দেখ বন্ধের মুখ।
চান্দমুখ দেখিলে যাবে আজীবনের দুঃখ।।
চান্দমুখ দেখিল যেই, গেল দুঃখ গম।
সাফল্য হইল তারি, এই যে জনম।।
হাছন রাজায় বন্ধের রূপ, স্বপনে দেখিয়া।
নাচে নাচে হাছন রাজা, আনন্দিত হইয়া।।
আলাপ করিল বন্ধে, সাক্ষাৎ আমার।
আমার সঙ্গে কইল বন্ধে, ভাল ব্যবহার।।
আমি তোমার, তুমি আমার, বন্ধে যে বলিয়া
অন্তরে সামাইয়া বইসে আনন্দিত হইয়া।।
নাচে কাঁদে হাছন রাজা, বন্ধু কোলে লইয়া।।
রাখিয়াছি জীগরে বন্ধুরে, না দিব নামাইয়া।।

বাউলা কে বানাইল রে হাছন রাজা রে

১৩৬.

বাউলা কে বানাইল রে হাছন রাজা রে
বাউলা কে বানাইল রে।
বানাইল বানাইল বাউলা তার নাম হয় মৌলা।
দেখিয়া তার রূপের ছটক হাছন রাজা হইল আউলা
হাছন রাজা হইছে পাগল প্রাণবন্ধের কারণে।
বন্ধু বিনে হাছন রাজায় অন্য নাহি মানে।।
হাছন রাজা গাইছে গান হাতে তালি দিয়া।
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া শোনে হাছন রাজার প্রিয়া।



বাগানে দেখিয়ে বনমালী

১৩৭.

বাগানে দেখিয়ে বনমালী।
হাছন রাজা চৌধুরী নাচে হাতে দিয়া তালি ;
কত রঙ্গের ফুল ফুটেছে, কত আছে কলি।
বাহারে বাহারে বোলে, ভ্রমরা বুলবুলি।।
চমৎকার বাগানে মালী, চলছে হেলি দুলি।
হাছন রাজার প্রেমানল, দেখিয়ে উঠল জ্বলি।।
প্রেমানলে জ্বলিয়ে হাছন, ফিরে গলি গলি।
হাছন রাজর মন বাসনা, করত কোলাকুলি।।



বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম

১৩৮.

বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম।
কেহই বলে রাধার কানুন, হাছন রাজায় বলে দিলারাম।
আন্ধাইর গুন্ধাইর হুড়হুড় করে কেওরে নাহি সে যে ছাড়ে
প্রেমের উতালা হয়ে, লাগাইছে, ধুমধাম।
প্রেমের বাতি জ্বালাইয়া দেখ তারে নিরখিয়া।
হৃদ মন্দিরে বিরাজ করে, হাছন রাজা ধরে নাম।।

বাড়ে, কই লুকাইলায় রে

১৩৯.

বাড়ৈ, কই লুকাইলায় রে।
ঘরখানি বানাইয়া রে বাড়ৈ, কই লুকাইলায় রে।।
(আর) ঘরে বাইরে হাছন রাজায় তারে ঢুকাইল রে
বরুয়া বাঁশের ঘরখানি বাখাল বাঁশের আড়া।
ঢলুয়া বাঁশ দিয়া দিছে চতুর্দিকের বেড়া রে।।
উলুছন দিয়া দিছে ঘরের, এই না ছানি।
মেঘ আসিলে চুয়াই চুয়াই পড়ে ঘরে পানি।।
সকল ঘর বিছারিয়া দেখি টুলিয়ে দুয়ার।
সেইখানে বসিয়া আছে বন্ধুয়া আমার।।
(আরথ) বন্ধুযারে দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল।
হাছন রাজায় গান গায় বাজাইয়া ঢোল।।



বিকাইলে নি বন্ধে কিনে নি গো সজনী সই

১৪০.

বিকাইলে নি বন্ধে কিনে নি গো সজনী সই
সই গো বিকাইলে নি বন্ধে কিনে গো।
ছাড়িয়া থাকতে পারব না গো, কি হইল
মোর মনে গো। সজনী সই।।
তার লাগিয়া মনে আমার ধৈর্য নাহি মানে।
না জানি কি কৈল মোরে মন মোহনে গো।।
তাঁর সম কেহই নাই গো এই ত্রিভুবনে।
তাঁর মত নাহি দেখি ধিয়ানে জ্ঞানে গো।।
পাগল করিল গো বন্ধে, না জানি কেমনে।
বাঁচব না গো হাছন রাজা প্রাণ বন্ধু বিহনে গো।।
হাছন রাজার মনের মাঝে, জিয়নে মরণে।
সর্বদা থাকিতাম আমি বন্ধের চরণে গো সজনী সই।

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি

১৪১.

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি।
সোনা মামি! সোনা মামি গো! আমারে
করিলায় বদনামি।।
আমি হইতে আল্লা রছুল, আমি হইতে কুল।
পাগলা হাছন রাজা বলে, তাতে নাই ভুল।।
আমা হইতে আসমান জমিন আমি হইতেই সব।
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে সব।।
আমি হইতে সাউয়াল, আমি আখের জাহের বাতিন
না বুঝিয়া দেশের লোকে, বাসে মোরে ভিন্।।
আমা হইতে পয়দা হইছে, এই ত্রিজগৎ।
গউর করি চাইয়া দেখ হে, আমারও মত।।
আক্কল হইতে পয়দ হইল মাবুদ আল্লার।
বিশ্বাসে করিল পয়দা, রছুল উল্লার।।
মম আঁখি হইতে পয়দা, আসমান জমিন।
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে, মুসলমানী দিন।।
আর পয়দা করিল যে, শুনিবারে যত।
সবদ, সাবদ, আওয়াজ ইত্যাদি যে কত।
শরীরে করিল পয়দা, শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে, ঠাণ্ডা আর গরম।।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় আর বদবয়।
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাছন রাজা কয়।।
মরণ জীয়ন নাইরে আমার ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি এই দেখিতে পাই।।
পাগল হইয়া হাছন রাজা কিসেতে কি কয়।
মরব মরব দেশের লোক মোর কথা যদি লয়।।
জিহ্বায় বানাইয়া আছে মিঠা আর তিতা।
জীবের মরণ নাই রে দেখ সর্বদাই জীতা।।
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায়।।



বুঝবে, বুঝবে রে তোরা, মইলে

১৪২.

বুঝবে, বুঝবে রে তোরা, মইলে।
কি করিতে আসলে তোরা, আসিয়া কি করিলে।।
যত ইতি করিতেছ, আপনার লাগিয়া থুইলে।
ভবের কার্য্যে মত্ত হইয়া, আল্লার নাম না লইলে।।
স্বামীর সোহাগী তোরা, কেন না হইলে।
বৃথা কেন সংসারি কাজে, মজিয়া রহিলে।
হাছন রাজা, কেনরে তুই বুদ্ধি হারা হইলে।
দু জাহানে তুই কুলটা হইলে।।

বুদ্ধি নাইরে, বুদ্ধি নিছে হরিয়া

১৪৩.

বুদ্ধি নাইরে, বুদ্ধি নিছে হরিয়া।
জীবিত থাকতে হাছন রাজা চৌধুরী গেছে মরিয়া
ভাই! বুদ্ধি নাই রে।।
বুদ্ধি সুদ্ধি নিছে মোর আল্লায় হরিয়া
আল্লা দেখি হাছন রাজায় ফিরে রে নাচিয়া।।
আমার বুদ্ধি নাই রে।।
বুদ্ধি নাইরে বুদ্ধি নিছে হরিয়া।
জীবিত থাকতে মরি আমি বন্ধুয়ারে পাইয়া
হৃদয়ের মাঝে মাবুদের খেলা তাই রে দেখিয়া
ভাই বুদ্ধি নাই রে।।
মাবুদ আল্লা দেখিয়ে হাছন, ফিরে রে নাচিয়া
মাবুদ আল্লায় হাছন রাজা লইয়া ছইন গছিয়া
আমার বুদ্ধি নাই রে।।
বুদ্ধি নাইরে, বুদ্ধি গেছে ছাড়িয়া।
জীবিত থাকতে হাছন রাজা, চৌধুরী গেছে মরিয়া
ভাই! বুদ্ধি নাইরে।।



(ভালা) আইস আইস গো কোলে রহমালী

১৪৪.

(ভালা) আইস আইস গো কোলে রহমালী।
তোরে লইয়া বাপে পুতে, করি টানাটানি।।
এই কথা ঘরে ঘরে, হইল জানা জানি।
আরিপরি সকলে দেখ, করে কানাকানি।।
বিদ্যা বুদ্ধি নাইরে আমার, আমি যে অজ্ঞানী
তুমি ছাড়া বাপে পুতে, কেউরে না জানি।।
তুমি বিনে যত দেখি, সকলই ফানি।
এক বিনে হাছন রাজায়, অন্য না মানি!

(ভালা) নাচিয়ে নাচিয়ে পিয়ারী যায় রে

১৪৫.

(ভালা) নাচিয়ে নাচিয়ে পিয়ারী যায় রে।
হাছন রাজার পানে চায় রে।।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায়,
ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরি চায়।
খেম্‌টা তালে গান গায় রে।।
পায়ের ঘুঙ্গুর বাজে, প্রাণ নিল গায়ের সাজে।
দেখিয়া মম মন মজে, কি ধরাইব লাজে রে।।
দেখিয়া পিয়ারীর তারাবারা। হাছন রাজা হইল মারা,
সুন্দর দেখিয়া ভুলিয়া যায় হাছন রাজার ধারারে।।
হাছন রাজার ধারা রে।।

মন চিনলায় না আপন, কোন্ দিন কোন্ সময় পরিবায় কাফন

১৪৬.

মন চিনলায় না আপন, কোন্ দিন কোন্ সময় পরিবায় কাফন
করলায় না, করলায় না তুমি আল্লার নাম জপন।।
তনের মাঝে ছিল তোমার মূল মহাজন।
বেভুলে মজিয়া রইলে না করিলে দর্শন।।
হইতে না পারিলেরে মন জমির ও রওশন।
দেখিতে না পাইলায় তুমি তনে কোন জন।।
শুনরে বলি আমি তোরে নির্বুদ্ধি হাছন।
চিনিয়া না ধরলে বন্ধুরে থাকিতে জীবন।।
ধরতে নাহি পারবে তারে করিলে গমন।
শীঘ্র হাছন রাজা তার কর অন্বেষণ।।
গুষ্টি কুটুম লইয়া তোমায় করিবা কান্দন।
সবে মিলিয়া গোর খুদিয়া করিবা দাফন।।
তোমার মাঝে থাকিয়া আমি বলিরে বচন।।

মন চোরা রে, ধমমু কোন ছলে রে মন, মন চোরা রে

১৪৭.

মন চোরা রে, ধমমু কোন ছলে রে মন, মন চোরা রে।
দেহার মাঝে (হায় গো) দেহার মাঝে দিনে
রাইতে লিলা খেলা করে।।
মন চুরি করে আমার সান্দাইল ঘরে (ও গুরুজি)।
হাছন রাজা সন্ধান করিয়ে ধরিতে না পারে।
দেখিয়ে তার রূপের বাহার ঝিলমিল, ঝিলমিল করে।
ঝলমল, ঝলমল, ঝলমল, ঝলমল কত রঙ্গ ধরে।।
আজব রঙ্গে প্রিয়া আমার, আচানক তাঁর আঁখি।
ত্রিজগত ঢুড়িয়া আইলাম এমত নাহি দেখি।।
হাছন রাজা হইছে পাগল দেখিয়ে চান্দমুখ।
ধরতে গেলে না দেয় ধরা এই যে বড় দুঃখ।।
কান্দিয়ে হাছন রাজায় বলে, ধরি কোন ছলে
প্রেমানলে (হায় গো) প্রেমনলে দিনে রাইতে
জ্বলে জ্বলে জ্বলে।।



মন তুমি কার ভাবে রে হইয়াছ পাগল

১৪৮.

মন তুমি কার ভাবে রে হইয়াছ পাগল।
যুক্তি করি পাগেলা মন, আমার কাছে বলরে মন।
তুমি কার ভাবে রে।।
কোথায় ছিলায় কোথায় আইলায় কোথায় তোমার ঘর
কোনখানে থাক তুমি জান নি খবর রে।।
নিতি হাস নিতি খেল নিতি আছ রঙ্গে।
মরণ কালে পাগেলা মন কে যাইব তোর সঙ্গে রে।।
না যাইব মাও সঙ্গে না যাইব তিরি
যখন আসি পাগেলা মন যমে নিব ধরি।।
হীন হাছন রাজায় কইন, বুঝিতে না পারি গো আল্লা
বুঝিতে না পারি।
আমি কি বুঝিব গো আল্লা, তোমার কারিকুরি।।

মন বাউল ও বাউল তোর মতি তোর মতি

১৪৯.

মন বাউল ও বাউল তোর মতি তোর মতি।
লাঙ্গের সঙ্গে মন মজাইয়া হারাইলায় নিজ পতি।।
দেশে গেলে লোকে বলে তুমি যে অসতী।
হাসরের বিচারের কালে কি হইবে তোর গতি।।
পতিসেবা না করিলায় একি তোর রীতি;
কুলটা জগতে হইলায় ধরিয়া উপপতি।।
লাঙ্গের সঙ্গ লইলে তোমার হইবে দুর্গতি।
বুদ্ধি হারাইযা তুমি হইয়াছ বেপথি।।
হাছন রাজায় কান্দিয়া বলে. (করি) রামপাশার উন্নতি
চিরকাল করিবায় নি রামপাশায় [illegible]তি।।



মন মনিয়া রে ও মোর মন মনিয়া

১৫০.

মন মনিয়া রে ও মোর মন মনিয়া ২।
কোন দিন যাইবায় মনিয়া তুমি উড়িয়া রে।।
তুমি তো হাওই মনিয়া শূন্যে যাইবায় উড়িয়া।
আমি তো মাটির মনিয়া মাটিতে রইমু পড়িয়া।।
আমারে থইয়া মনিয়া, যাইবায় কোন শহর।
আর না পাইবায় মনিয়া, আমার খবর।।
মায়া দয়া নাইরে মনিয়া তোমার অন্তরে।
কি বুকে ছাড়িয়া যাইবায়, আমি অভাগীরে।।
তুমি যে ছাড়িয়া যাইবায়, এই ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া।।
হাছন রাজা ফিরতে আছে, কান্দিয়া কান্দিয়া।।
মন মনিয়া রে ও মোর মন মনিয়া রে।।



মন যাইবায় রে ছাড়িয়া

১৫১.

মন যাইবায় রে ছাড়িয়া।
কেহ না পাইব তোমায় সংসার ধুঁড়িয়া।।
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের সংসার।
মইলে পরে ভাবিয়া দেখ কিছু নয় তোমার।।
কিসের আশয় কিসের বিষয়, কিসের জমিদারি।
কিসের হয় রামপাশা, কিসের লক্ষণছিরি।।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা এই ভবের আশা।
এই চিন্তা কর পাইতায় (বন্ধের) চরণ তলে বাসা



মমিন আরে ভাই। ঈমান রাখিও দড়

১৫২.

মমিন আরে ভাই। ঈমান রাখিও দড়।
ঈমান না থাকিলে মমিন কিসের নমাজ পড়।।
ও ঈমান রাখিও দড়।।
এক আল্লা বিনে রে শরিক নাহি তাঁর।
লা শরিক জানিলে মমিন হইবায় উদ্ধার।।
ও ঈমান রাখিও দড়।।
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু জানিবায় সার।
মোহাম্মদ মুস্তফা নবী রছুল আল্লার।।
নবীকে ভেজিলা আল্লা হেদায়েত কারণ।
কোরান নাজিল কৈলা অমূল্য রতন।।
আল্লার কালাম আইল নবিজীর ঠাঁই।
জিবরিল ফিরিস্তায় কালাম আনিয়া দিলা ভাই।।
আল্লার কালামের কথা জানিবার হক্।
নবীজীর হাদিছের কথা জানিবায় বেশক।।
ঈমান রাখি, ভাব রাখিও আর রাখিও ভক্তি।
ঈমানে মরিলে মমিন পাইবায় মুক্তি।।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চায় ও আল্লা ঈমান তোমার ঠাঁই
জান বাহির হইতে যেন তোমায় দেখিয়া যাই।।
ও ঈমান রাখিও দড়।।



মমিন বান্দা হ নমাজ রোজা দৃঢ় মনে পড়

১৫৩.

মমিন বান্দা হ নমাজ রোজা দৃঢ় মনে পড়।
আল্লাজির নাম মমিন চিত্তে করিয় দড় ।।
নমাজ পড় রোজা রাখ হুকুমও মানিও।
পাঁচ চিজ কনজ্জরা আমল করিও ।।
নমাজ পড়িতে দিলকে রুজুও করিও।
আল্লা তোমার সাক্ষাতেতে মনে দড়াইও ।।
তুমি নাহি দেখ আল্লা, আল্লায় তোমায় দেখে
এক মনে রাখিও ভাব আল্লা যে সম্মুখে ।।
ঈমান দড়াইয়া মনে ছিজদাও দিও।
ছিজদাতে থাকিয়া খুব আজিজ করিও ।।
কাকুতি মিনতি করিও, না করিও ভুল।
ঈমান রাখিও দড় সকলেরই মূল ।।
এই মতে নমাজ যদি পড়িবারে পার।
নবীজীর সফাতে যাইবায় বেস্তখানা ঘর ।।
সুখে সম্মানে যাইয়া থাকিবায় ভাই।
খুশিতে রহিবে সদায় আর দুঃখ নাই ।।
হাছন রাজায় বলে আমার সুখের কার্য নাই
বন্ধুরে যে সদায় দেখি এই আমি চাই ।।



মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা, তোর

১৫৪.

মরণ কথা স্মরণ হইল না হাছন রাজা, তোর,
মরণ কথা স্মরণ হইল না।।
যখনে মরিয়া যাইবায়, মাটিতে হইব বাসা।
তখনে কোথায় রইব রঙ্গের রামপাশা।।
হাড় খাইব হাড়ুয়া পোকে, মাড়ইল খাইব ঘুনে।
পুণ্য পন্থা না চিনিলায় যৌবনের গুমানে।।
না রহিব ঘর বাড়ি না রহিব সংসার।
না রহিব লক্ষণছিরি নাম পরগণার।।
কান্দিয়া হাছন রাজায় বলে, আল্লা কর সার।
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাঝার।



মরণ কালেরে, কে যাইবে তোর সঙ্গে

১৫৫.

মরণ কালেরে, কে যাইবে তোর সঙ্গে।
তুমি তো ভুলিয়া আছ, স্ত্রী পুত্রের রঙ্গে।।
কিসে কি কররে মন আঙ্গে আর ডাঙ্গে।
স্বামীর সেবা না করিলে, ধরাইব নি লাঙ্গে।।
স্বামীর সেবা না করিলায়, দিন গেল গইয়া।
বেভুলে মজিয়া রইলায়, কার দিকে চাইয়া।।
আমারে ভাসাইলায় গো আল্লা সুর্মা নদী গাঙ্গে।
ভাসিয়া ভাসিয়া হাছন রাজা তোমার চরণ মাঙ্গে



মোরে দূর রাখিও না গো, প্রাণ হরি

১৫৬.

মোরে দূর রাখিও না গো, প্রাণ হরি।
সাক্ষাতে না রাখলে মরি, জ্বালায়ে প্রেমেরি গো প্রাণ হরি।।
কাকুতি মিনতি করি, আমি যে তোমারি।
আকাঙ্ক্ষা মোর পূর্ণ কর, থাকতাম চরণ ধরি গো।।
দিনে রাইতে তোমার লাগিয়া মনে প্রাণে ঝুরি।
আমি তো হইয়াছি তোমার প্রেমের ভিখারী গো।।
সাথে মোর দেও প্রভু চরণ তোমারি।
জন্ম নাহি হউক মোর, সদায় তোমায় হেরি গো।।
হাছন রাজার মনে কেবল, এ বাসনা করি।
সর্বদা দাসত্ব যে করি, হইয়ে তোমার দ্বারি গো।।



মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে

১৫৭.

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে।
কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়া রে।।
মায়ে বাপে বন্দী কইলা, খুশির মাঝারে।
লালে ধলায় বন্দী হইলাম, পিঞ্জিরার মাঝারে।।
উড়িয়া যায় রে ময়না পাখি, পিঞ্জিরায় হইল বন্দি।
মায়ে বাপে লাগাইলা, মায়া জালের আন্দি।।
পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট করে।
মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায়, ভাঙ্গিতে না পারে।।
উড়িয়া যাইব শুয়া পক্ষী, পড়িয়া রইব কায়া।
কিসের দেশ কিসের খেশ, কিসের মায়া দয়া।।
ময়নাকে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া।
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া।।
হাছন রাজায় ডাকব তখন ময়না আয়রে আয়।
এমন নিষ্ঠুর ময়নায়, আর কি ফিরিয়া চায়।।

মায়াজালে পাগল কৈল হাছন রাজারে

১৫৮.

মায়াজালে পাগল কৈল হাছন রাজারে।
মায়াজালে পাগল কৈলরে।।
আমারে করিল পাগল আর কৈল ভাইয়ারে।
ইষ্টি কুটুম পাগল আর কৈল দেখ চাইয়ারে।।
সুন্দর সুন্দর মায়াজাল গো জানে বড় ছন্দি।
কিনা মন্ত্র পড়িয়া হাছন রাজা কৈল বন্দী।

মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি, ঠাকুরা, চোরা

১৫৯.

মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি, ঠাকুরা, চোরা,
ঠাকুরা চোরারে মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি।
মন মোর কইলে চুরি, প্রাণ নিলে হরি।
সহিতে না পারি মুনিব, তোমার চাতুরি।
মনে লয় ফাল দিয়া গিয়া, আঞ্জা করিয়া ধরি।
তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরি।।
যে অবধি দেখিয়াছি, তোমার রঙ্গ রুনি।
আমার ঘরে আসতে কেন কর জোরাজুরি।।
হাছন জানরে দান করিয়াছি কত চরণ ধরি।
তোমার রূপ রঙ্গ দেখিয়া, বঞ্চিতে না পারি।।
দিনে রাতে তোমার লাগিয়া অভাগীয়া ঝুরি।
আমি তোমার দাস হইয়া দাসত্ব যে করি।
এ বাসনা পূর্ণ কর ওরে দয়াল হরি।
যোগে যোগে কালে কালে হও তুমি আমারি।।
এই ভিক্ষা দেও হাছন রাজারে তোমারি।
প্রেমের ঔষধ হইয়া রক্ষা কর মোর বেমারি।।
আইস আইস ঠাকুর মনিব করিয়ে ত্বরাত্বরি।
প্রেমের ঔষধ হইয়া আইস নতুবা প্রাণে মরি।
হাছন রাজার প্রাণ যায় লাগিয়ে ঠাকুরেরি।
ঠাকুরা চোরা ঠাকুরা চোরারে মনিব হইয়া কর তুমি চুরি।।



যাব যে বন্ধের বাড়ি কি লইয়ে যাব যে সঙ্গে

১৬০.

যাব যে বন্ধের বাড়ি কি লইয়ে যাব যে সঙ্গে।
কাকুতি মিনতি নিব আর যাব প্রেম তরঙ্গে।।
করিয়ে এখন তাড়াতাড়ি যাব আমি বন্ধের বাড়ি।
নাচিয়ে নাচিয়ে যাব আমি মিশিব যাইয়ে তারি রঙ্গে।।
এর্মান মিশা মিশব হাছন রাজা না রহিব।
এখন আমি নাশ হইয়ে মিশব যাইয়ে তারি অঙ্গে।।



যার লাগি কান্দরে মন তারে জান না

১৬১

যার লাগি কান্দরে মন তারে জান না।
যার লাগি ভাবরে মন মানুষ চেন না।
দিন তো গেল হেলে হেলে
রাইত তো গেল আন্দে
ভবের লাগি কি কাজ করলায়
মন মুর্শিদ চিন্‌লায় না।
লাভ করিতে আইলায় ভবে
মহাজনের ধন লইয়া
লাভে মূলে সব খোয়াইলায় (মন)
হিসাব রাখ্‌লায় না।
দীন হাছন রাজায় বলে হাছন রে বানিয়া
দুয়াং পাতাইগো রাখছইন উলুরে গাঁথিয়া



যে বলে খোদা দেখে না, সে তো চিরকালের কানা

১৬২.

যে বলে খোদা দেখে না, সে তো চিরকালের কানা
হাছন রাজা হইয়ে ফানা গাইতে আছে এই গানা।।
আমিত্বকে নাশ করিলে আল্লা বিনে কিছু না।।
রুহানির সেই কানা আছে মোর জানা।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
আউয়ালে আখেরে আল্লা জাহির বাতিন।
আর যত ইতি দেখ কিছু কিছু না।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
কেবল এক খোদা দেখি, আর যত দেখি ফাঁকি।
ভাল করিয়া খেরে আঁখি আল্লা বিনে কিছু না।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
যে দিকেতে আমি থাকি, সে দিকেতে আল্লা দেখি।
আল্লা বিনে আর কিছু আমি দেখি না।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
গাছে পাতে আল্লা দেখি, এ বিনে আর আছে নাকি
এক বিনে দ্বিতীয় আমার চোখে পড়ে না।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
হাছন রাজা হইছে ফানা গাইতে আছে এই গানা।
আমিত্ব ছাড়িয়া দেখ আল্লা বিনে কিছু না।।
যে বলে খোদা দেখে না।।
সে তো চিরকালের কানা।
রুহানীর সেই কানা আছে মোর জানা।
যে বলে খোদা দেখে না।।

রঙিলা বাড়ৈ এই ঘর বানাইয়াছে কলে

১৬৩.

রঙিলা বাড়ৈ এই ঘর বানাইয়াছে কলে।
রঙ্গে রঙ্গে ঘর বানাইয়া, বসি ঘরে খেলে।।
মাটি দিয়া ঘর বানাইয়া, চামড়াব দিছে ছানি।
পত্তন করিয়াছে ঘর মূলধন তার পানি।।
(আর) মনির চেরাগ দিছে টুলির নিচে দিয়া।
সর্বকার্য করে সে যে, সেই রওস্‌নী দেখিয়া।।
কত কোঠা বানাইয়াছে, দেখতে মনোহর।
সারিসারি কোঠা সব দেখিতে সুন্দর।।
কোঠার মাঝে প্যাদা পাইক আছে সারি সারি।
কোঠায় কোঠায় বসাইয়াছে কত যে প্রহরী।।
মলকুতে, মেকাইল দিছে, ঘুসে আজরাইল।
না ছুতে ইছরাফিল খাঁড়া, মুখে জিব্রাঈল।।
ঘরখানি বানাইয়া ঘরে বসিয়া রঙ্গ চায়।
ছয়টি রিপু দিছে ঘরে কেমনে খেইড় খেলায়।।
হাছন রাজায় বলে আমার, বাড়ৈর হাতে তালা
ঘরের মাঝে বসিয়া কত রঙ্গে করে খেলা।



রঙ্গিয়ার রঙ্গে আমি মজিয়াছি রে

১৬৪.

রঙ্গিয়ার রঙ্গে আমি মজিয়াছি রে।
মজিয়াছি রে, আমি ডুবিয়াছি রে।।
আরশি পড়শী যাই চল, যাইমু বন্ধের সনে রে।
কিবা ক্ষণে গিয়াছিলাম সুর্মা নদীর গাঙ্গে।।
বন্ধে মোরে ভুলাইল, রঙ্গে আর ঢঙ্গে রে।।
হাটিয়া যাইতে খসিয়া যায় বন্ধে অঙ্গে, অঙ্গে।
ধনকড়ি তোর কিছু চায় না, যৌবন কেবল মাঙ্গে রে।।
হাছন রাজায় নাচন করে প্রেমেরি তরঙ্গে।
পাইলে কখন ছাড়িবে না, এই মনে পাঙ্গে রে।।

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে

১৬৫.

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া, দেখা দিল মোরে।।
দেখা দিয়া প্রাণ লইয়া, সামাইল ভিতরে।
আদম ছুরত দেখা দিল, ধরিয়া আমারে।।
আয়নার মধ্যে যেমন, মুখ দেখা যায়।
সেই মতে আমার রূপে, দেখা দিল আমায়।।
নূরের বদনখানি, জিনে কাঞ্চা সোনা।
আপনার রূপ দেখিয়া, আপনে হইলাম ফানা।।
আপনার রূপ দেখিয়া, আপনে হইলাম পাগল।
ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপে, করে ঝলমল।।
চন্দ্র সূর্য নাহি হয় রে, ঐ রূপের সমান।
সেই রূপ দেখিয়া আমার বাঁচে না পরাণ।।
দিলের চক্ষে দেখলাম রূপ নয়ন ভরিয়া।
কুলুবে বসিল আমার, দিলে সাও দিয়া।।
তুমি আমার আমি তোমার প্রাণ বন্ধে বলিয়া।
হৃদয় কমলে বন্ধু বসিল, ও গিয়া।।
ভাবনা চিন্তা দূর হইল, বন্ধুর কোলে লইয়া।
নাচে নাচে হাছন রাজায়, বন্ধুয়ারে পাইয়া।।

লাগল রে পিরীতের নিশা, হাছন রাজা হইল বেদিশা

১৬৬.

লাগল রে পিরীতের নিশা, হাছন রাজা হইল বেদিশা।
ছাড়িয়া দিব লক্ষণছিরি, আর রামপাশা।।
ছাড়িয়া যাব আরিপরি, আর ছাড়িব লক্ষণছিরি।
বন্ধু কেবল মনে করি জঙ্গল করব বাসা।।
হাছন রাজার এই মনে, থাকি সদা শ্রীচরণে।
অন্য কিছু চায় না প্রাণে, বলে হাছন রাজা দাসা।।

লোকে বলে লোকে বলে রে, ঘর বাড়ি ভালা নয় আমার

১৬৭.

লোকে বলে লোকে বলে রে, ঘর বাড়ি ভালা নয় আমার।
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার।।
ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর।
আয়না দিয়া ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকা চুল আমার।।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে।
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।।
হাছন রাজায় বুঝতো যদি বাঁচব কত দিন।
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙিন।।



লোকে বলে, লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে

১৬৮.

লোকে বলে, লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে?
আমি যে মাবুদের খেলা বানাইয়াছে সে।।
লোকে বলে. লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে?
আমারে বানাইয়া মাবুদ অন্তরেতে থাকে।
অন্তরে থাকিয়া আল্লা সয়েয়াল সংসার দেখে।।
লোকে বলে, লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে?
আমি যে মাবুদের খেলা বানাইয়াছে সে।।
আল্লা বিনে দুই নাই আছে সবে মিশে।
লোকে বলে বলেরে. হাছন রাজা তুমি কে?
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজা হাসে।
আল্লা আমি দুই নই পাগল লোকে দোষে
আল্লা আমি দুই নই পাগল লোকে দোষে।।
লোকে বলে, লোকে বলে রে হাছন রাজা তুমি কে?

সোনা বন্ধের লাগিয়া, মন কেন, এমত করে

১৬৯.

সোনা বন্ধের লাগিয়া, মন কেন, এমত করে।
হুতাস হুতাস করে মনে, আর যে ছট্‌ফট্ করে।।
বুঝিতে নাহি পারি আমি, কিসে কি হইল মোরে।
তিলেক মাত্র পারি না গো, ছাড়িয়া থাকতে ঘরে।
কি যে মনে কি হইয়াছে,
মনে কেমন যাই তার কাছে।
ফিরি যাইরে পাছে পাছে,
কি যাদু কইরাছে মোরে।।
হাছন রাজারে করছে টুটকা
মন প্রাণ হইয়াছে লটকা।
লাগাইয়া পিরীতের ঝটকা,
মন করিয়াছে আট্‌কা রে।।
লাগাইল পিরীতের ফান্দি,
হাছনজান তো হইল বন্দী
না জানিয়ে পিরীতের চন্দি
বায় আন্ধি দুন্ধি রে।।



সোনা রাধে, সোনা রাধে গো, আমার মন কেন তোর কাঙ্গালিনী

১৭০

সোনা রাধে, সোনা রাধে গো, আমার মন কেন তোর কাঙ্গালিনী।
আড় নয়নে চাইয়া কেন, লইয়া যাও মোর প্রাণ।।
চান্দমুখ দেখিয়া তোমার বাঁচিতে না পারি।
আমি তো হইয়াছি তোমার প্রেমের ভিখারী।।
আমি যে পাগল তোমার, হইছে জানাজানি।
ঘরে ঘরে আরিপরিয়ে করে কানাকানি।।
শুন, শুন এগো রাধা, তুমি জগৎ রাণী।
রাধা বলিয়ে হিন্দুরে ডাকে আমি নাহি মানি।।
আল্লা বিনে কিছু নাই, আর সব ফানী।
হাছন রাজা ডাকে তোমায় রহিম ও রব্বানী।।
রহিম ও রব্বানী ডাকে আর ডাকে ছুবহানী।
আল্লা আল্লা বলিয়ে ডাকে, এ বিনে না জানি।

সাধের হু হু হু হু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা

১৭১.

সাধের হু হু হু হু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা
আল্লার নাম বিনে কিছু নাহি লাগে ভালা।।
ছয় লতিকায় মার জের্ব একদিল ভাবিয়া।
ছাপ হইলে দেখিবায় শ্যাম বিনোদিয়া।
নাম ধরি টান দিয়া দম ভিতরে নিও।
আহ্লাদে বন্ধুয়াব নাম হৃদয়েতে লইও।
দম ছুড়িতে জরব করিও হু হু করিয়া।
দিলের উপর মারিও জর্ব মমতা ভরিয়া।।
আঁখি মুজিয়া রে ভাই, আঁখি করিও ঘোর।
প্রেমের ডোরে টান দিলে, সাহেব আল্লার হুজুর।।
আশিক হাছন রাজায় কইন, এস্কের হইলে জোর।
নাচিয়া কুদিয়া বন্ধু আসিবা জরুর।।



সোনা দিদি, ঠাকুর দিদি গো, বন্ধের লাগিয়া কি মোর করে

১৭২.

সোনা দিদি. ঠাকুর দিদি গো, বন্ধের লাগিয়া কি মোর করে
বাবরি ছাটা চুল দেখিয়া. মন তো জাতিয়া ধরে।।
গোয়াইল ঘরের পিছে দিয়া সদায় আসে যায়।
আমায় দেখলে কেন গো সে. ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া চায়, মুস্কি হাসা হাসে।
অন্তরের সহিতে মোরে বড় ভালবাসে।।
রঙ্গ ঢঙ্গ দেখিয়া তাঁর, প্রাণ না যায় ধরা।
হাছন জান তো হইয়াছে, হাছন রাজার মারা।।

১৭৩.

সোনা বউ, সোনা বউ গো, তোর লাগিয়া হাছন রাজা ব্যাকুল
হাছন রাজা জানিয়াছে, তুমিই হৃদের ফুল।।
ঘরের মাঝে পরদা দিয়া, বউ আমার থাকে।
আন্দরে থাকিয়া বউয়ে, সকলের মন রাখে।।
বউ আমার রঙ্গিচঙ্গি, প্রেমের জানে ছন্দি।
বউয়ের লাগি হাছন রাজা ফিরে কান্দি কান্দি।।
ধন কড়ি তোর কিছু চায় না হাছন রাজায়।
সোনার বরণ বউ আমার তাইরে নিতে চায়।।
সর্বলোকে জানে হাছন রাজা লম্পটিয়া।
নিশ্চয় জানিও বউ মোর নিব যে কাড়িয়া।।
হৃদয় জানে ভাবতে আছে, বউ আমার সুন্দরী।
হাছন রাজায় তাইসে বউ, রাখতে কিনা পারি।।
হাছন রাজায় ভাবনা করে কি করি উপায়।
হৃদয়ের বউ অধর ধরা ধরন না যায়।।



১৭৪.

সোনা বন্ধু আমার জিগরের টুকরা রে।
আইস রে আহ্লাদের বন্ধু।।
সোনা বন্ধু আমার পরাণের পরাণ রে।
আইস রে আহলাদের বন্ধু।।
আইস রে আহ্লাদের বন্ধু, আইস হিয়ার মাঝ।
তোমার ঘরে তুমি আসতে কেন কর লাজ রে।।
আইস রে আহ্লাদের বন্ধু, ডাকি বারে বারে।
আইস রে দিল মন চোরা তুমি যে আমার রে।।
আদরের কদরের মধ্যে রে বন্ধু প্রেম পুষ্প ফুটে।
আশিক ভ্রমর আসিয়ে, সেই পুষ্প লুটে রে।।
ফুটিয়াছে পুষ্প সব, ভ্রমর না আইল।
বসন্ত সময়ের কালে মধু নাহি খাইল রে।।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা রে, প্রেমানলে জ্বলিয়ে।
কার কুঞ্জে লুকাইলে বন্ধু, আমার কুঞ্জ ফেলিয়ে রে।
হাছন রাজার কান্দরে শুনিয়া, ভ্রমরের দয়া হইয়া।
আসিয়া দিল দেখা মধুরও লাগিয়া রে।।



সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল

১৭৫.

সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল।
দেওয়ানা বানাইল মোরে, পাগল করিল।।
আরে না জানি কি মন্ত্র পড়িয়ে যাদু করিল।
কবি ক্ষণে হইল আমার. তার সঙ্গে দেখা।
অংশীদার নাইরে তার সে তো হয় একা।।
রূপের ঝলক দেখিয়ে তার, আমি হইলাম ফানা।
সে অবধি লাগল আমার, শ্যাম পিরীতের টানা।।
হাছন রাজা হইল পাগল, লোকের হইল জানা।
নাচে নাচে. ফালায় ফালায়. আর গায় গানা।
মুখ চাইয়া হাসে আমার যত আরিপরি।
দেখিয়াছি বন্ধের রূপ ভুলিতে না পারি।।
মন্দ সন্দ যাই বল, তার লাগিয়া না ডরি।
লাজ লজ্জা ছাড়িয়া বন্ধের থাকব চরণ ধরি।।
দেওয়ানা হইয়া হাছন. কিসেতে কি বলে
মার কাট যাই কর থাকব চরণ তলে।।

সোনা বন্ধের লাগিয়া মনে লয় সব তেয়াগিয়া

১৭৬.

সোনা বন্ধের লাগিয়া মনে লয় সব তেয়াগিয়া
তাঁর কাছেতে থাকি গিয়া।
হাছন রাজা অভাগিয়া।।
আর মনে এই মোর, ছাড়িয়া বাড়িঘর।
দাস হইতাম তাঁহার ও থাকতাম পদে লাগিয়া।।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, আমি তো নইরে পর।
নয়ন তুলিয়ে একবার হের।
প্রাণ বাঁচাও দেখা দিয়া।।
হাছন রাজার এই আশা চরণ তলে পাইতাম বাসা।
ছাড়িয়ে আমি রামপাশা,
থাকতাম চরণ ধরিয়া।।

সোনা বন্ধের লাগিয়া, হাছন রাজার প্রাণ গেল রে

১৭৭.

সোনা বন্ধের লাগিয়া, হাছন রাজার প্রাণ গেল রে
বন্ধু নাহি আইল রে।
সোনা বন্ধের লাগি হাছন রাজার প্রাণ গেল রে।।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল হইল একি দায়
দিনে রাইতে হাছন রাজায় করে হায় হায়।।
প্রেমানলে জ্বলিয়া মরি, বন্ধু নাহি আয়।
আমি যে জ্বলিয়া মরি ফিরিযা না চায়।।
কাকুতি করি রে বন্ধু দেখা দেও আমায়।
তোমার লাগিয়া এখনই আমার প্রাণ যায়।।
হাছন রাজায় বলে বন্ধু কর তার উপায়।
প্রেম জ্বালা ঘুচ ইয়া রাখ রাঙ্গা পায়।।



সোনালিয়া দিদি! সুকনামে ডুবি গেল নাও

১৭৮.

সোনালিয়া দিদি! সুকনামে ডুবি গেল নাও।
হাছন রাজা বুঝে না তার ভাও।।
হাছন রাজা রঙ্গি চঙ্গি, মজাইল হুঙ্গির হুঙ্গি।
তাই ত বড়ই ঢঙ্গি পাইয়াছে দাও।।
হাছন রাজা বুদ্ধিহারা, হইয়াছে ভব জানের মারা।
দেখায় তাই যে, তারা বারা, তাইরে বুঝছে মাও।।
হাছন রাজা কুমতি ছাড়া, এখন তুমি হুস কর।
পরকে ছাড়িয়া আপন ধর, তাঁর গুণাগুণ গাও।।

সুন্দরী রাধে গো, তোর কানাইয়া যাইব ছাড়ি

১৭৯.

সুন্দরী রাধে গো, তোর কানাইয়া যাইব ছাড়ি।
তাই ভাবিয়া হাছন রাজা, ফিরে বাড়ি বাড়ি।।
কানাইয়া ছাড়িয়া গেলে, লোকে বলবে এঁড়ি।
কানাইয়ারে বান্ধিয়া রাখ, পায়ে দিয়া দড়ি।
মধুপুরে যাইব কানাই, আমার আছে জানা।
গেলে পরে না আসিব, হইবায় তুমি ফানা।।
শীঘ্র করি বান্ধ রাধে, পায়ে দেও তার বেড়ি।
বান্ধবার লাগি হাছন রাজায় করে লড়ালড়ি।।
গেলে না আসিব আর, ফিরিয়া লক্ষণছিরি।
হাছন রাজায় কান্দন করে, যাইও নারে হরি।



১৮০.

সোনা বন্ধের লাগিয়া হাছন রাজা হইল ফানা।
রঙ্গে রঙ্গে গাইতে আছে কতই যে গানা।।
প্রেমে মত্ত হাছন রাজা হইল রে দেওয়ানা।
হাছন রাজায় মানে না তোর কট মুল্লার মানা।।
নাচে নাচে হাছন রাজা, হাতে দেয় রে তালি।
বন্ধের বাড়ীর মানুষ আইলে করে কোলাকুলি।।



সোনা নাতিন গো, মালিয়া বুড়িয়ে মোরে ধইল

১৮১.

সোনা নাতিন গো, মালিয়া বুড়িয়ে মোরে ধইল।
কি জানি কি যাদু মোরে কইল।।
আমারে যে ধইল্ ধইল আমার পুতের সঙ্গ লইল
এখন বুঝি দাঁত পড়িয়ে নাতি মজাইল।।
বুড়ি বড় হারামজাদা, ডাকে মোরে দাদা দাদা।
মন্ত্র দিয়া বানাইছে গাধা বোঝা তুলিয়া দিল।।
বুড়ির মুখে থুক দিয়া হাছন রাজা যাইব গিয়া।
সুন্দর চাইয়া করব বিয়া, মনে ঠিক করিল।।



সোনা মুনিব গো বুড়া অক্তে গোলাম কি আর সহে না

১৮২.

সোনা মুনিব গো বুড়া অক্তে গোলাম কি আর সহে না।
আজাদ করিয়ে দেও গো মোরে কাজ করতে পারি না।
গোলামিতে যে যাতনা, কত দিন খাইতে হয় না।
কাজের উপর কাজ করতে হয়, কতদিন করি দুনা।।
গোলামিতে যে যন্ত্রণা দিনে রাইতে তাড়না।
জুতা খড়ম মাথা থাকিয়া একদিনও তো সরে না।।
বলে হাছন রাজায় মুনিব, তোমার তো অন্তর জানা।
হাছন রাজা সব ছাড়িয়ে তোর প্রেমে হইছে ফানা।।
তুমি বিনে মনে আমার অন্য কিছু চাহে না।
তোমার পানে চাইয়া রইছি অন্য কার্য পারব না।।

হরির নামে কীর্তন কর সবে গো প্রাণ সই

১৮৩.

হরির নামে কীর্তন কর সবে গো প্রাণ সই
হরির নামে কীর্তন কর সবে।
হরির নামে কীর্তন করলে. হরিয়ে কোল লবে গো সজনী সই।।
বাজা ঢোল, বাজা তবল, বাজারে করতাল.
হরির নামে উঠিয়া নাচ দিয়া তোরা ফাল গো সজনী সই।।
হাছন রাজায় কীর্তন করে হাত তালি দিয়া।
এরে দেখিয়া হাসতে আছে হাছন রাজার প্রিয়া গো সজনী সই।।
খেমটা তালে নাচে হাছন, আর নাচে কাওয়ালী।
দেখ দেখ হাছন রাজা লইছে ফালা ফালি গো সজনী সই।।
সবে মিলিয়া কীর্তন কর, হাছন রাজার উক্তি।
হরির নামে কীর্তন করলে. পাইবায় মুক্তি গো সজনী সই।
হরির নামে কীর্তন কর সবে।



হাছন রাজায় বলে একবার আসি প্রাণ প্রিয়সী লও মোরে কোলে

১৮৪.

হাছন রাজায় বলে একবার আসি প্রাণ প্রিয়সী লও মোরে কোলে
দিনে রাইতে তোমার লাগি, মন প্রাণ জ্বলে।।
কোলে লইলে ঠাণ্ডা হইব আমার বুক।
সব দুঃখ দূরে যাবে, দেখলে চান্দ মুখ।।
হাছন রাজায় দেখলে নাচবে, আনন্দিত হইয়া।
নাহি যাব কোন স্থানে, তোমাকে ছাড়িয়া।।
সর্বদা থাকিব হাছন রাজা, রঙ্গে রঙ্গে।
যেখানে যাইবায় তুমি, ফিরব সঙ্গে সঙ্গে।।
এই বলিয়া হাছন রাজায়, নাচন করে সার।
নাচন বিনে নাহি জানে, অন্য ব্যাপারে।।
নাচন দেখিয়া প্রাণ প্রিয়সী, ধইয়া আইল।
হাছন রাজার তরে আসিয়া, কোলে তুলিয়া লইল।।
কোলে উঠিয়া হাছন রাজায়, দেয়রে বাহার।
পিয়ে রিয়ে তিয়ে দেখা, পাইলাম তোমার।।



হাছন রাজা তো মইরব না

১৮৫.

হাছন রাজা তো মইরব না।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানাব, ভাবিয়া ভাব না।।
এথা হনে তথা যাব, তথা যাইয়া খেইড় খেলিব।
তব চরণ ধরিয়া রব, ওমা করুণা।।
হাছন রাজার মনের আশা, চরণতলে পাব বাসা।
হব আমি চির দাসা, ছাড়িয়া যাব না।।



হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা আল্লা করি

১৮৬.

হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা আল্লা করি।
পবনের গাড়ী চলছে ধুধু-ধাধা করি।।
কেমন কামলায় গাড়ী করিয়াছে তৈয়ারি।
পবনের গাড়ী চলছে ধুধু ধাধা করি।।
কলে কলে কল বসাইয়া হাওয়ায় করিয়ে ভর।
চালায় দেখ হাওয়ার গাড়ি কলকাতা শহর।।
ঝকমক ঝকমক করিয়া চালাইতেছে গাড়ী।
তহার উপর চাইয়া দেখ সাহেব সোওয়ারী।।
পারে গাড়ী চলছে ধুধু ধাধা করি।
আচানক গাড়ী সব আচানক তার লীলা।
তার মাঝে সাহেব বাহাদুর করতে আছে খেলা।
বানাইয়াছে গাড়ির মাঝে কতই যে কোঠা।
কতই যে ছোট কোঠা, কতই যে মোটা।।
পবনের গাড়ির চলছে ধু ধু ধা ধা করি।।
বসিয়াছে গাড়ির মাঝে হইয়ে আগে পিছে।
একা বসিয়াছে সাহেব কেউ না যায় তার কাছে।
পবনের গাড়ি চলছে ধুধু-ধাধা করি।।
দৌড়ায় রে পবনের গাড়ি শহর জুড়িয়া।
পবনের গাড়ি চলছে ধুধু-ধাধা করি।।
কিছু নাহি যাইতে পারে তার আগে দৌড়িয়া।।
গাড়ির মাঝে বইছে সাহেব আনন্দিত হইয়া।
সাহেব দেখিয়া হাছন রাজা সালাম দিল গিয়া।।
পবনের গাড়ি চলছে ধুধু-ধাধা করি।।
আদর করিয়ে সাহেব যে লইল সালাম।
আদর পাইয়ে হাছন রাজা হইল গোলাম।
পবনের গাড়ি চলছে ধুধু-ধাধা করি।।
হাছন রাজা নাচতে আছে আল্লা আল্লা করি।
পবনের গাড়ির চলছে ধুধু ধাধা করি।
হাছন রাজা প্রেমানলে জ্বলে।



হাছন রাজা প্রেমানলে জ্বলে

১৮৭.

প্রাণ প্রিয়সী মোরে তুলিয়া লও কোলে।।
বাসনা করিয়া হার, গাঁথিয়াছি ফুলে।
কোলে লইলে হার পরাইব, তুই প্রিয়সীর গলে।।
মনে করিয়ে হাছন রাজায় তাল বাজায়।
নাচিয়া নাচিয়া হাছন রাজায় প্রেমের গান গায়।।
মনের সাধ পূর্ণ কর, কোলে লইয়া মোরে।
এই বলিয়া প্রিয়সীরে, আঞ্জা করিয়া ধরে।।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া, বুকে বুক মিলাইয়া।
হাছন রাজা নামটি তার, দিল মিটাইয়া।
হাছন রাজা মিটিয়া বলে আল্লাই আল্লা।
কিছু নাই কেবলই ইল্লাল্লা ইল্লাল্লা।



হাছন রাজা প্রেমের মানুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে

১৮৮.

হাছন রাজা প্রেমের মানুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে।
হরিবল মন, হরিবল মন বিকিয়ে হরির প্রেম বাজারে।।
হাছন রাজা বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে।
হরির নামে কীর্তন করিয়ে, সব বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।।
হাছন রাজা নিমন্ত্রণ করে, আইস রে ভাই প্রেম বাজারে
তুমি আমি সব মিলিয়ে, প্রেম বিলাব ঘরে ঘরে।।
হাছন রাজা যুক্তি করে, প্রেমিক চল যাই নগরে।
অপ্রেমিক পাইলে পরে, ধরিয়ে আনব প্রেম বাজারে।।
হাছন রাজায় নাচন করে, ধরিয়ে হরির শ্রীচরণে।
হরিবল মন হরিবল মন, হরির চরণ ছাড়ব না রে।।

হাছন রাজা বলে মোরে, দূরে রাখিও না

১৮৯.

হাছন রাজা বলে মোরে, দূরে রাখিও না,
বন্ধু রাখ চরণতলে।
ছাড়িয়া থাকব না গো আমি, প্রাণ মোর গেলে।।
পলক মাত্র ছাড়া হইলে মনপ্রাণ জ্বলে।
ঠাণ্ডা হবে প্রাণ মোর, কোলে তুলিয়া লইলে।।
প্রেমের আগুন আমার বুকে লাগাইলে।
চান্দ মুখ দেখাইয়া কেন পাগল মোরে কইলে।।
এতই যন্ত্রণা মোরে তুই বন্ধুয়ে দিলে।
অন্তরে বাহিরে আমার, সকলই জ্বালাইলে।।
হায় হায় প্রাণের বন্ধু, এ কিরে করিলে।
এখনও প্রাণের বন্ধু আলগ হইয়া রই।।
মিশি যে তোমার সঙ্গে না জানি কি কইলে।
মিশিব তোমার জাতে কিসে কি করিলে।।
মিশব নিরে প্রাণের বন্ধু অস্মিত্ব ছাড়িলে।
হাছন রাজা কান্দিয়া বলে কেনে আলগ রাখলে।
উচ্চৈস্বরে কান্দে বলে হাছন রাজা কাঙ্গালে।
প্রেমজ্বালা ঘুচাইয়া দেও লইয়া মোরে কোলে।।



হাছন রাজা বাউলা মনে সদায় রাখিও আল্লা

১৯০.

হাছন রাজা বাউলা মনে সদায় রাখিও আল্লা।
আর কিছু মনে আসলে পড়িও নাওজুবিল্লাহ।।
হাছন রাজা বাউলা, মনে সদায় রাখিও আল্লা।।
দিলের মাঝে সর্বদাই রাখিও ইল্লাল্লাহ।
হাছন রাজা বাউলা, মনে সদায় রাখিও আল্লা।।
আর কিছু মনে আসলে, পড়িও নাওজবিল্লা।।
এই মত দিলে রাখলে, কোলে লইবা মউলা।
আল্লার জাতে মিশিবায়, হাছন রাজা আউলা।।
হাছন রাজা বাউলা, মনে সদায় রাখিও আল্লা।।

হাছন রাজা ভাবিয়া দেখ মনে

১৯১.

হাছন রাজা ভাবিয়া দেখ মনে।
এ ভবে আসিলায় ওরে তুমি কেনে?
(আরে) সব কথা পাসরিলায়, আসিয়া এ ভুবনে।।
কী করিতে কী কয়ে, আসিয়া এই স্থানে।
পূর্বকথা ভুলিয়াছ, মজিয়ে ভবের ধনে।।
কী কার্যেতে আসিয়া ছিলায়, কিবা কাজ কর।
লইতায় আছিল আল্লার নাম, বেভুল হইয়ে ফির।
হাছন রাজা ভুলিয়াছ জমিদারি পাইয়া।
কোন দিন আসিয়া যমে তোরে নিবেরে ধরিয়া।।

১৯২.

হাছন রাজার মনে, খেলব এবার বন্ধের সনে।
পাশা, চৌপর, শতরঞ্জ খেলা
আমার বন্ধে জানে।।
হাছন রাজা বড়রে রঙ্গী খেলব খেলা
ছাড়ব না হইয়াছে জঙ্গি।
যে বিক্রি হব, কুলে আর মানে।
খেলব এবার বন্ধের সনে।।
এক চিত্তে হইয়া রাজী, হাছন রাজায় ধরে বাজি।
সে হারে কী আমি হারি, বুঝিয়া লইব দানে।।

হাছন রাজা রে কয়দিন, কয়দিন তোর আর বাকী

১৯৩.

হাছন রাজা রে কয়দিন, কয়দিন তোর আর বাকী
এখনও নাচ তুমি লইয়ে সব সখী ।।
পুতের দাড়ি পাকিয়ে গেল নাতির উঠিল রেকি ।
এখনও সংসারী কামে রহিলায় ঠেকি ।।
দিন গেল দিন গেল কেবল দেখি দেখি ।
চিরকালই এইমতে কাল কাটাইবায় নাকি ।।
আনন্দ করিতে আছ করিয়াছি সুখী ।
পাছে দিয়া নাহি চাও কি রাখিয়াছি লেখি ।।
পরমাত্মা, জীবাত্মা সঙ্গে, করে ডাকাডাকি ।
পিছে দিয়া ফিরিয়া চাও না হইবায় দুঃখী ।।
হাছন রাজায় শুনিয়া বাক্য, ফিরাইল আঁখি
বন্ধের সঙ্গে মিলত গিয়া, করে উঁকি ঝাঁকি ।



হাছন রাজা রে মইলে বসতি হবে কই

১৯৪.

হাছন রাজা রে মইলে বসতি হবে কই।
কোথা থাকিয়া আসিয়াছি কোথায় আসিয়া রই।।
হাছন রাজা রে মইলে বসতি হবে কই।
তখন ছাড়িয়া মন কোথায় শূন্যে যাবে উড়ি।
এই যে তোমার সোনার তন মাটিতে রইব পড়ি।।
মন যাইব শূন্যে উড়িয়া তন রইব এথা।
কার সঙ্গে করিবায় তুমি হাসিরাসির কথা।।
কার সঙ্গে করিবায় তুমি রঙ্গ আর ঢঙ্গ।।
আর নি ঘুমাইবায় তুমি উঠিয়া পালঙ্গ।
এই দেশের আশা ছাড়ি করিবায় গমন।।
ইষ্টি কুটুম কেউর সঙ্গে না হইবি দরশন।
একেলা যাইবায় তুমি না জানি কোন ঠাঁই।।
সেই সময় আল্লা বিনে গতি কেউ নাই।।
ভবের মায়া ছাড়া হাছন আল্লা কর সার।
আল্লা বিনে তোমার সঙ্গী কেউ নাই আর।।
হাছন রাজা রে মইলে বসতি হবে কই।

হাছন রাজায় আল্লা আল্লা চায় চায়

১৯৫.

হাছন রাজায় আল্লা আল্লা চায় চায়।
আল্লা বিনে কিছু চায় না হাছন রাজায়।।
হাছন রাজা ডুবিয়াছে আল্লার মায়ায়,
আল্লাতে দিল লাগাইয়া হাছন রাজা গায়।।
জাহিরে বাতিনে আল্লা আমি কিছু নায়,
আল্লার জাতে মিশিয়া হাছন রাজা গান গায়

হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয়রে, আমি কিছু নয়

১৯৬.

হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয়রে, আমি কিছু নয়।
অন্তরে বাহিরে দেখি, (কেবল) দয়াময়।।
প্রেমেরি বাজারে হাছন রাজা, হইয়াছে লয়।
তুমি বিনে হাছন রাজায়, কিছু না দেখয়।।
প্রেম জ্বালায় জ্বলি মইলাম, আর নাহি সয়।
যে দিকে ফিরিয়ে চাই, বন্ধু দেখি ময়।।
তুমি আমি, আমি তুমি ছাড়িয়াছি ভয়।
উন্মাদ হইয়া হাছন, নাচন করয়।।



হাছন রাজায় কয়, নমাজ রোজা ছাইড়া দিছি

১৯৭.

হাছন রাজায় কয়, নমাজ রোজা ছাইড়া দিছি
বেস্তে যাইবার ভয়।
নমাজ রোজা করলে বেস্তে যাইবে রে নিশ্চয়।
পরের মন্দ ছাড়িয়াছি দুজখেরি ডরে।
বেস্ত-দুজখ এরাফে প্রভু নিওনা গো মোরে।।
বন্ধু ছাড়িয়ে থাকব না গো এই মনে কয়।
চরণ ধরিয়ে থাকি আমি, এই মনে লয়।।
বন্ধু ছাড়িয়ে থাকতে নারি, প্রাণে নাহি সয়।
তিলেক মাত্র না দেখিলে মন প্রাণ দয়।।
নাচে নাচে হাছন রাজা দেখিয়ে জগতময়।
পুরাও আকাঙ্ক্ষা তব অঙ্গে করিয়ে লয়।



০৪

হাছন রাজায় কান্দে, কান্দে রে, আল্লাজির লাগিয়া

১৯৮.

হাছন রাজায় কান্দে, কান্দে রে, আল্লাজির লাগিয়া।
স্বপনে দেখিলাম তাঁরে, না দেখি জাগিয়া।
চন্দ্র জিনি মুখখানি, ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে।
দেখাইয়া নূরের বদন মন চুরি করে রে।।
নিশি ভাগে দেখিয়া গো রূপ, হইলাম উদাসী।
ভালবাসি গেল গো প্রাণ, দেখিয়ে ভালবাসি রে।।
হেরিয়া সে চন্দ্র বদন, মন হইল চঞ্চল।
সদায় নয়নে দেখি, ইহার কিবা কল রে।।
স্বপনেতে প্রাণনাথ এই কথা বলিল।
তোমার আমি, আমার তুমি এ বাক্য কলিল।
মমতা করিয়া বন্ধে ভালও বাসিল।
হৃদয় কমলে ভ্রমর উড়িয়া বসিল।।
হাছন রাজায় কান্দে ভ্রমর, দেখা দেও আমারে।
ভ্রমর বলে পুষ্পে মোরে, লেপটিয়া ধরে।।
হাছন রাজায় নাচে এখন, নয়রে ভ্রমর ভিন।
পুষ্পে ভ্রমর মিশিয়া, না রইয়াছে চিন।।



হাছন রাজায় কান্দে, হাছন রাজায় কান্দে রে

১৯৯.

হাছন রাজায় কান্দে, হাছন রাজায় কান্দে রে।
এই তন ছাড়িয়া গেলে, কৈ নিব ঠাকুর চান্দে।
ভবেরা লাগিয়া মইলাম আমি এই ভবের ফান্দে।
(আর) তখন ছাড়িয়া মন যখন করিবে গমন।
ভবের লোকের শক্তি নাহি করিতে দমন।।
এই ভবের মাঝে লোক, আছে লাখে লাখে।
কেহর নাহি সাধ্য আছে প্রাণরে বান্ধিয়া রাখে।।
এই ভাবিয়া হাছন রাজা করেরে কান্দন।
না জানি কপালে কি মোর লিখছে নিরঞ্জন।।
হাছন রাজায় বলে গো আল্লা, এই আমার মনে।
হতভাগা হাছন রাজা থাকত তোর স্মরণে।
এই ভিক্ষা চাহে তোমার আশিক হাছনে।
করিম রহিম না তোমার দেখি যে কোরানে।।



হাছন রাজায় বলে ও আল্লা ঠেকাইলায় ভবের জঞ্জালে

২০০.

হাছন রাজায় বলে ও আল্লা ঠেকাইলায় ভবের জঞ্জালে।
বেভুলে মজাইলায় মোরে এই ভবের খেলে।।
বন্ধের সনে প্রেম করিবার বড় ছিল আশা।
ভবের জঞ্জালে ফেলে করিলে দুর্দশা।।
স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ি পুত্র হইল খিল।
কেমনে করিবায় হাছন বন্ধের সনে মিল।।
স্ত্রী পুত্রের মায়াল রইলায় ভবেতে মজিয়া।
মরণ পরে স্ত্রী পুত্র না পাইবায় খুঁজিয়া।।
(আর) বাপ মইলা, ভাই মইলা আর মইলা মাও।
এব কিনা বুঝলায় হাছন এ সংসারের ভাও।
(আর) দিন গেল হেলে হেলে রাত্রি গেল নিন্দে।
ফজরে উঠিয়া হাছন হায় হায় করি কান্দে।।
(আর) কান্দিয়া হাছন রজায় কয় আরপীন নগর বইয়া।
দিবা নিশি আছি কেবল বন্ধের চরণ চাইয়া।।



হাছন রাজায় বলে, পরিচয় দে রে

২০১.

হাছন রাজায় বলে, পরিচয় দে রে,
মাটির তলে খেইড় খেলাছ তুই কে রে।
শীঘ্র করি উত্তর দে মূলবার্তা তোর কই রে।।
নাই আমার ঘরবাড়ী, নাইরে আমার ঠাঁই।
যেখানে প্রেমিক থাকে, তাঁর কাছে দাঁড়াই রে।।
যেখানেতে প্রেমিকেরা প্রেমের আলাপ করে।
আমি যে বসতি করি তাদের অন্তরে রে।।
প্রেমিকের অন্তরেতে আমার নিবাস।
আমি তার সে আমার, থাকি তার পাশ রে।।
মূল কথা বলিয়া দিলাম তোমার ও ঠাঁই।
প্রেমিক ছাড়িয়ে আমি, কোনখানে না যাই রে।।
হাছন রাজা বলে, আমি তোমার প্রেমিক হইয়া
হৃদয়েতে ঠাঁই দিয়াছি, না যাইও ছাড়িয়া রে।



হাছন রাজায় বলে, বুঝতে নারি মাবুদে কারে লইব কোলে

২০২.

হাছন রাজায় বলে, বুঝতে নারি মাবুদে কারে লইব কোলে।।
দিনে রাইতে যার প্রাণ খোদার লাগি জ্বলে।
হাছন রাজা বলে সেই আল্লার জাতে মিলে।।
হাছন রাজায় বুঝতে নারি মাবুদে কারে লইব কোলে।।
সব দুঃখ দূরে যাবে, খোদার জাতে গেলে।
সর্বকার্য পূর্ণ হবে আল্লাতে মিশিলে।।
হাছন রাজায় বলে, বুঝতে নারি মাবুদে কারে লইব কোলে।।

হাছন রাজায় সদায় দেখে আল্লা

২০৩.

হাছন রাজায় সদায় দেখে আল্লা
কি বুঝবে রে মোল্লা।
হাছন রাজায় সদায় দেখে আল্লা।।
এক বিনে দুই নাই কেবল এক আল্লা।
যত দেখি সংসারেতে কেবলই এই হিল্লা।।
আল্লা বিনে কিছু নাই ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ।
হাছন রাজায় গান গায় হইয়া ফানাফিল্লা।।
দিলে জানে বলে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
কি বুঝবে রে মোল্লা।

২০৪. হাছন রাজা হইয়াছে বাউলা

২০৪.

হাছন রাজা হইয়াছে বাউলা।
মাবুদ আল্লার লাগি হাছন রাজা যে আউলা।।
হাছন রাজা হইয়াছে আউলা।।
হাছন রাজা পাগল হইয়া ডাকে মউলা মউলা।
ডাক শুনিয়া আসব মৌলা হাছন রাজা চাইয়ে রইলা।
মৌলা আসিয়া হাছন রাজারে কোলে তুলিয়া লইলা।।
কোলে থাকি লামাইমুনা এই কথা বলিলা।।
এই কথা বলিতে হাছন রাজা চাইয়ে রইলা।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে লাগিলা।।
মাবুদ আল্লার লাগি হাছন, রাজা যে আউলা।
হাছন রাজা হইয়াছে আল্লার লাগি বাউলা।।

হায় রে বন্ধু কালাচান্দ, তোমার লাগিয়া গেল প্রাণ রে

২০৫.

হায় রে বন্ধু কালাচান্দ. তোমার লাগিয়া গেল প্রাণ রে।
হায় রে। তোমার লাগিয়া গেল মোর জান রে।।
তোমার মায়ায় মজিয়া, তোমার চরণ ভজিয়া :
গেল গেল কুল মান রে।।
হইলাম তোমার কলঙ্কিনী, লোকের হইল জানাজানি !
(আরে) ঘরে ঘরে করে কানাকানি রে।।
দেশে দেশে মুখ চাইয়া হাসে, কেহ নাহি ভালবাসে।
লজ্জায় না যাই তাদের পাশে রে।।
চাই না আমি ভাই বন্ধু, চাই না মুসলমান হিন্দু .
কেবল চাই তোমার চরণ রে।।
হাছন রাজার মনের আশ, থাকতাম আমি তোমার পাশ
চিরকালের হইতাম দাস রে।।



হে মা করুণাময়ী কৃপা কর, মুই অধমেরে

২০৬.

হে মা করুণাময়ী কৃপা কর, মুই অধমেরে।
কাকুতি মিনতি করি ডাকি মা তোমারে।।
ঘিরিয়াছে মায় জালে, এখনই মারিবে কালে।
তুলিয়া লও গো ওমা কোলে তব সন্তানেরে।।
পড়িয়ে মা বিষম বিপাকে, হাছন রাজায় তোমায় ডাকে।
ত্বরা করি কর রক্ষে, মা ওগো আমারে।।

হেরিয়ে হরি মুরারী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে

২০৭.

হেরিয়ে হরি মুরারী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে।
ভুলি ভুলি করি মনে, ভুলিতে না পারি রে।।
ময় যো গেয়া, কদমতলা, দেখা বাঁকা চিকণ কালা।
গলেতে ফুলের মালা, মুখে মধুর হাসি রে।।
কপালে চন্দন মাখা, আর শ্যামের নয়ন বাঁকা।
হেরিয়ে প্রাণ না যায় রাখা প্রাণ নিল হরি রে।।
হাতে বংশী, মাথে পাখা, জুলফওছে কান আছে ঢাকা
মম প্রাণ নিয়ে সখা, কৈল উদাসিনী রে।
আরে রে রঙ্গিলা শ্যাম, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর নাম।
হাছন রাজা রূপে তোর, হইল পাগলিনী রে।

প্রকাশিত গানসমূহ [হিন্দি]



আসিক হাছন রাজা ইয়ে কাহ্ তা হেয় জকুছ হেয় ছো

১.

আসিক হাছন রাজা ইয়ে কাহ্ তা হেয় জকুছ হেয় ছো,
তুই মৌলা জ, কুছ্ হেয় ছো, তুই হেয়।
তেরে ছওয়া ইছ্ জাঁহান মে, আওর কুছ নেহি হেয়,
জ কুছ্ হেয় ছো, তুই মৌলা জ, কুছ হেয়ছো তুই হেয়।।
যে দর দেখতা এ দেরহি তু, নজর আতি হেয় দেখ্ কর
হাছন রাজা ফানা হকে গাতে হেয়।
জ্ কুছ হেয় ছো, তুই মৌলা, জ, কুছ হেয় ছো, তুই হেয়।
ফানা হকে আসিক হাছন রাজা ইয়ে কেহ্ তা হয়ে।
যে দের দেখতা তুজে দেখতা, আওব কুছহি নেহি হেয়,
জ, কুছ হেয় ছো, তুই মৌলা জকুছ হেয় ছো তুই হেয়,
আসিক হাছন রাজায় ইয়ে কাহ্ তা হেয়।



ও পিয়ারো রে বালা, বাজে বাছরিয়া রে

২.

ও পিয়ারো রে বালা, বাজে বাছরিয়া রে।
ম্যায় তো উদাস হোয়া, আর হোয়া নাগরিয়া রে।।
বাছরী কি তানছে, জিয়ারা না মেরে বাঁচে।
ম্যায়কো লেগিয়া পাকড়িয়া রে।।
হাছন রাজা তেরে লিয়ে সান মান ছোড় দিয়ে।
ঢুণ্ডে ফিরে ঢাগরি ঢাগরিয়া রে।।



তেরে ছুনেলি রঙ্গ পর্, হাছন রাজা দেওয়ানা

৩.

তেরে ছুনেলি রঙ্গ পর্, হাছন রাজা দেওয়ানা
এক হেয় ছুনেলি রঙ্গ. আওর নও জোওয়ানা।
তেরে ছুনেলি রঙ্গ পর্, হাছন রাজা দেওয়ানা।
তেরে যো চেহেরে কি বাহার
আব্‌রু জো তেরে খাম্‌দাব।
রহেনে নেহি ছকত্া হোযা দিসওয়ার।
তেরে ছুনেলি রঙ্গ পর্, হাছন রাজা দেওয়ানা।
দেখ্ কর চান্দ ছা মুঃ নাচ্ রাহা হামারা রূহ
হাছন রাজা হগিয়া ফানা।
তেরে ছুনেলি রঙ্গ পর. হাছন রাজা দেওয়ানা।



তেরে লাল রঙ্গ পর হাছন রাজা দেওয়ানা

৪.

তেরে লাল রঙ্গ পর হাছন রাজা দেওয়ানা
গোলাবি মুখেড়া দেখ কর হাছন রাজা ফানা।।
তেরে লাল রঙ্গ পর হাছন রাজা দেওয়ানা।
গোল রূহ দেখকে হাছন ছুড়ে আমিরানা।
যেয়ছে আগ্ দেখকে জল মরে পরওয়ানা।
কিয়াকহ আখ্কি বাহার পয়রি হের গহেনা।।
বুড্ডা দেখকে নাছ রাহে, বুড্ডি হয়ে জোয়ানা।।
তেরে লাল রঙ্গ পর হাছন রাজা দেওয়ানা।



হাছন রাজা কা নেহি, মাকান কা ইয়াদ হ্যায়

৫.

হাছন রাজা কা নেহি, মাকান কা ইয়াদ হ্যায়।
দুদিন কা মুছাফির হ্যায়, চল উথান কা জানা হ্যায়।
হাছন রাজা কা নেহি, মাকান কা ইয়াদ হ্যায়।।
চল, বাজার কর, ছওদা মাকান ছে খবর আতি হ্যায়।
পয়সা কওড়ি সবই ছোড়, উথান কা আসবাব খরিদ কর।।
খরিদ ফরোক্ত জল্‌দি কর, সাম হতে আতি হ্যায়।
হাছন রাজাক নেহি, মাকান কা ইয়াদ হ্যায়।।

অপ্রকাশিত গান সমূহ [বাংলা]

হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে অপ্রকাশিত গানগুলো চয়ন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং কিছু কিছু গানে কিছু শব্দ পাঠোদ্ধার করতে না পারায় চিহ্ন রেখে দেয়া হয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার জন্য গানের প্রথম লাইন উল্লেখপূর্বক সূচিপত্র সংযোজিত হয়েছে পৃষ্ঠা ৮৯-এ।



হাছন রাজা কয়

১.

হাছন রাজা কয়
এক বিনে দুই নাই আল্লাহ্ জগৎময়।
কোনো জায়গা ছাড়া নাই
মাবুদ আল্লাহ্ বয়।।
আল্লাহ্ বিনে কিচ্ছু নয়
সবই আল্লাহ্ হয়।
ত্রিজগৎ জুড়িয়া দেখি
ঠাকুর আল্লাহ্ ময়।।

হাছন রাজা এক আল্লাহ কাগজেতে লেখ

২.

হাছন রাজা এক আল্লাহ্ কাগজেতে লেখ
এক বিনে দুই নাই মোগল পাঠান শেখ
হাছন রাজা জানিবায় এক
এক বিনে দুই নাই বুকে মার সিক[*]।
আমি বিনে কিচ্ছু নয় ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ
আমি ছাড়া না হইয়াছে একই রেখ
আমি আল্লাহ্ আল্লাহ্ কাগজেতে লেখ।।

[*] ৩০৮ সংখ্যক পদে পাঠান্তর— মেখ



হাছন রাজায় বলে সিধা সাদা

৩.

হাছন রাজায় বলে সিধা সাদা।
নিজেই নিজের খোদা।।
না বুজরারে ধরি মার ভালো মত গদা
নিজেই নিজের খোদা।।
আমি আল্লাহ্ বল কারো না শুনিও বাধা
খোদা নয়রে জুদা।।



হাছন রাজার দিন গেল না দুখে

৪.

হাছন রাজার দিন গেল না দুখে।
সর্বদাই দিন গেল কেবল সুখে সুখে।।
সর্বদাই হাছন রাজায় দিলে বন্ধু রাখে।
এক বিনে দুই নাই সর্বদাই দেখে।।
এক আল্লাহ্ আল্লাহ্ হাছন রাজায় লেখে।
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজার বুকে।।



হাছন রাজার নাচিয়ে নাচিয়ে দিন গেল

৫.

হাছন রাজার নাচিয়ে নাচিয়ে দিন গেল।
নিজে ঠাকুর হইয়ে হাছন নাচিতে লাগিল।।
যে জনে বুঝিয়ে আছে ঠাকুরের লীলা খেলা
বুঝলো যেই সেই জন ঠাকুর হইলা।
হাছন রাজা মিশিয়ে যাতে ঠাকুর হইলা।
আমি আলাহ্ আমি আল্লাহ্ বলিতে লাগিলা।



আল্লাহ্ গছর মছর

৬.

আল্লাহ্[১] গছর মছর।
হাছন রাজায় বলে বুদ্ধির অগোচর।।
বুদ্ধি ছাড়িয়া গেলে আল্লাহ্ হয় ময়ছর।
বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ঈমান দিয়া ধর।।
ধরলে পরে হাছন রাজা না থাকিবায় পর।
আল্লাহ্ হইয়া থাকিবায় তুমি বরাবর।।

[১] ৩১২ সংখ্যক গানে পাঠান্তর 'আল্লাহ্‌র'



হাছন রাজায় বলে

৭.

হাছন রাজায় বলে
বুঝতে নারি মাবুদে কারে লইব কুলে[1] ।।
দিনে রাইতে যার প্রাণ
খোদার লাগি জ্বলে ।।
হাছন রাজায় বলে
সেই খোদার জাতে মিলে ।।
সব দুঃখ দূরে যাবে
খোদার জাতে গেলে ।।
সর্ব কার্য পূর্ণ হবে
আল্লাহ্‌তে মিশিলে ।।

[1] কুলে < কোলে



আমি হি মূল মূলাধার

৮.

আমি হি মূল মূলাধার।
যত দেখি সবই দেখি হাছনও রাজার।
আমি হি মূল মূলাধার।
আমি ভিন্ন এ সংসারে কিচ্ছু নাই আর
আগে হাছন পাছে হাছন।
হাছন রাজাই সার।।
হাছন রাজা ভিন্ন সংসারে
কিচ্ছু নাই আর।।



হাছন রাজা গদা

৯.

হাছন রাজা গদা
নাচে নাচেরে দেখিয়া নিজে খোদা ;
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্
বলে সিধা সাদা।।
আল্লাহ্ ছাড়া বলা কিচ্ছু
সবই বেহুদা।।

' ৩১৪ সংখ্যক পদটি অভিন্ন। শেশে অতিরিক্ত দুটি পংক্তি আছে।



হাছন রাজায় কয় আল্লাহ্ বিনে কিছু নয়

১০.

হাছন রাজায় কয় আল্লাহ্ বিনে কিছু নয়।
যত ইতি চক্ষে দেখ আল্লাহ্র খেলা হয়।
আল্লাহ্ আমার মুখে বুকে সকলখানে রয়।
এক বিনে দুই নাই জানিও নিশ্চয়।
আল্লাহ্ আর হাছন রাজা দুই কুনে কয়।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ হাছন রাজা অন্য নয়।
এক হইয়া হাছন রাজা নাচিয়ে নাচিয়ে কয়।।
আমি তো কিচ্ছু নই সবই আল্লাহ্ হয়।



বন্ধের রূপ দেখিয়ারে

১১.

বন্ধের রূপ দেখিয়ারে
হাছন রাজা বাউলা
লোকে বলে হাছন রাজা
হইছে আউলা জাউলা
আচানক রূপ তাব
তার নাম মাওলা
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে
পাগল হইলা।।



আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমি দেখি

১২.

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমি দেখি।
আল্লাহ্ দেখিয়া হাছন রাজা সুখী।।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আমি দেখি।
আচানক' সুন্দর আল্লাহ্ কেমনে আমি লেখি
লেখিতে না পারিয়া দিলের মাঝে রাখি।।
চাইয়া থাকি নিরবধি ফিরাই নারে আঁখি।
হাছন রাজা চৌধুরী গেছে আল্লাহ্র প্রেমে ঠেকি।
আমার আল্লাহ্ আমারে যে দেয় নারে লুকি
বিচার করিয়া দেখি দুই নয়নে একি।।
দুই নয়রে দুই নয়রে জ্ঞান চক্ষে দেখি।
বিচার করিয়া দেখি আল্লাহ্ আমি একি।।

অর্থ: আচানক - অতুলনীয়, অসম্ভব।



পিরীতের আগুন পিরীতের আগুনরে উঠে জ্বলি জ্বলি

১৩.

পিরীতের আগুন পিরীতের আগুনরে উঠে জ্বলি জ্বলি।
আমি যত জাফ* দিয়া ধরি উঠিয়া যায় গিয়া ঠেলি।।
প্রেমের হুতাশ হইয়া আমি ফিরি গলি গলি,
কত মতে মনরে বুঝাই তবু তারে নাই ভুলি।।
হাছন রাজা প্রেমের মাতাল করে ফালাফালি।
ডাকিয়া বলে প্রেয়সীরে লও গো কুলে তুলি।।

* জাপটিয়ে ধরা



যাব যে বন্ধের বাড়ি কি নিয়া যাব যে সঙ্গে

১৪.

যাব যে বন্ধের বাড়ি কি নিয়া যাব যে সঙ্গে।
কাকুতি মিন্নতি নিব আর যাব প্রেম তরঙ্গে।।
করিয়ে এমন তাড়াতাড়ি যাব আমি বন্ধের বাড়ি,
নাচিয়ে নাচিয়ে যাব আমি, মিশব যাইয়া তার অঙ্গে
এমনি মিশা মিশব হাছন রাজা না রইব।
আমিত্বকে নাশ করিয়া মিশাব তার সুন্দর রঙ্গে।।
রঙ্গেতে মিশিয়া সুখ বল যে আয়নুল হক।
কেও না হইব এক মিশছি, অন্ত নাই গাঙ্গে।

মইলে বসতি হইবে কই, তোরা জান নিগ সই

১৫.

মইলে বসতি হইবে কই, তোরা জান নিগ সই।
কোথা থাকি আসিয়াছি কোথা আসি ঘরই।।
তন ছাড়িয়া মন তথায় শূন্যে যাব উঁড়ি:
এই যে তোমার সোনার তন মাটিতে রইবে পড়ি।
মন যাইব শূন্যে উড়িয়া, তন রইব এথা.
কার সঙ্গে কইবায় তুমি হাসি রাশির কথা।।
কার সঙ্গে করিবায় তুমি রঙ্গ আর ঢঙ্গ।
আর নি ঘুমাইবায় তুমি উঠিয়া পালঙ্গ।।
এই দেশের আশ ছুড়ি করিবায় গমন।
ইষ্টিকুটুম কেউর সঙ্গে না হইব দর্শন।।
একেলা যাইবায় তুমি না জানি কোন ঠাঁই।
সেই সময় আল্লাহ্ বিনে গতি কেও নাই।।
ভবের মায়া ছাড় হাছন আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর সার।
আল্লাহ্ বিনে তোমার সঙ্গী কেও নাই আর।।
হাছন রাজার কান্দন করে কি হইবে তখন।
না কৈলাম আল্লাহ্‌র কাম আসিয়ে ত্রিভুবন।।

* আশা ত্যাগ করে



হাছন রাজা আল্লাহ্‌র সোহাগী

১৬.

হাছন রাজা আল্লাহ্‌র সোহাগী
প্রাণ বাঁচে না আল্লাহ্‌র লাগি,
হাছন রাজা আল্লাহ্‌র সোহাগী
রাইত হইলে ঘুম না আসে আল্লাহ্‌র লাগি জাগি
আল্লাহ্‌র লাগি ধন জন কুল মান ত্যাগী,
আল্লাহ্‌র লাগি কত জ্বালা যন্ত্রণা ভুগি।
আল্লাহ্‌র লাগি প্রেম যন্ত্রণায় হাছন রাজা যোগী।।



পিরীতে মোরে থাকতে দিল না ঘরে

১৭.

পিরীতে মোরে থাকতে দিল না ঘরে।
দিনে রাইতে মনের মাঝে ছটফট করে।।
আক্তা আক্তা অন্তরেতে কি মত মোর করে।।
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি ক্ষণে যাই বাইরে।
একদিন ঘুমিতেছিলাম সুরমা নদীর পারে।।
দেখা দিয়া প্রাণ বন্ধে মোর প্রাণ হরে।
সে অবধি হাছন রাজা ভাবতেছে তারে।।
বাউল মতি হইয়া দেখ চৌদিকে ঘুরে।
নাইচে নাইচে হাছন রাজা কেমনে কি যে করে।।
আবার পাইলে ছাড়ব না গো প্রাণ বন্ধুরে।
ছাড়ব না পাইলে মন মোহনেরে।
ধরিয়া তারে বান্ধি থইব, হৃদয়ে মন্দিরে।।

যে বলে খোদা দেখে না। সে ত চির কালের কানা

১৮.

যে বলে খোদা দেখে না। সে ত চিরকালের কানা।
কুয়ানীর সেই কানা আছে মোর জানা।
আউয়ালে আখেরে আল্লাহ্ জাহির বাতিন।
আর যত ইতি দেখ কিচ্ছুই যে না।
কেবল এই খোদা দেখি আর যত দেখি ফাঁকি।
ভালা করিয়ে দেখরে আখি আল্লাহ্ বিনে কিছু না।
যে দিকেতে আমি থাকি। সে দিকেতে আল্লাহ্ দেখি
আল্লাহ্ বিনে আর কিচ্ছু আমি দেখি না
গাছে পাতে আল্লাহ্ দেখি
এক বিনে আর আছে না কি।
এক বিনে দ্বিতীয়রে আমার চক্ষে পড়ে না।
হাছন রাজা হইয়ে ফানা
গাইতে আছে এই গানা।
আমিত্ব ছাড়িয়া দেখ আল্লাহ্ বিনে কিচ্ছু না।



ধইলো পিরীতের গুণ্ডায় জাতিয়া

১৯.

ধইল পিরীতের গুণ্ডায় জাতিয়া।
আমি আমার বুকটা দিলাম পাতিয়া।
হুড়াহুড়ি করিয়া মোরে তলে ফালাইয়া,
বুকের উপর উঠিয়া বসে আঞ্জা করিয়া।
বলে জোরে ধরিয়া মোরে সাথে লাগে ধাক্কা।
ধাক্কার চোটে মনে লয় যাইতাম গিয়া মক্কা।
মজার মজার ধাক্কা মারে মনটা আমার কি যে করে,
তার বশই করল মোরে জাতাইয়া জাতাইয়া।
এমন জাতা জাতে মোরে, রঙ্গ করে রঙ্গে রঙ্গে।
আঞ্জা করিয়া গলে ধরে নাকে নাক দিয়া।
নাকের মাঝে নাক দিয়া মুখের মাঝে মুখ।
যত জাতায় প্রেম উঠলে ঠাণ্ডা হয় না বুক।
জাতা খাইয়ে হাছনজানের দ্বিগুণ হইল মস্তি
মস্তির চোটে হাছন রাজার সঙ্গে লাগিল কুস্তি
কখন উঠে হাছনজান কখন তলে পড়ে
হাছনজান হাছন রাজায় রাইতে দিনে লড়ে।
হাছনজানে বলে মোরে লড়িয়া কইলে বশি
হাছনজান তো হইয়া গেলাম হাছন রাজার দাসী।
হাছন রাজার গানের ভেদ বুঝতে পারবে কে।
মানুষ যারা বুঝবে তারা গরু এ বুঝবে বে।
লুচ্যায় বুঝবে লুচ্যার কথা ফকিরে বুঝবে সার,
কামেল যারা বুঝবে তারা তনের সমাচার।।



মাবুদ আল্লাহ্‌র রঙ্গে মম প্রাণ নিল সঙ্গে

২০.

মাবুদ আল্লাহ্‌র রঙ্গে মম প্রাণ নিল সঙ্গে।
আল্লাহ্ বিনে মম প্রাণে অন্য নাহি মাঙ্গে।।
তার লাগি প্রাণ যায় কেম্‌নে কি করেঙ্গে।
পাইলে তারে ধরব গলে মরলে না ছুড়েঙ্গে।।
পাইলে ছাড়িয়ে যাইব নারে আঙ্গে আর ডাঙ্গে।
হাছন রাজার বাসনা থাকত ধইরে সুন্দর ঠেঙ্গে।।



সকলি ঠাকুরের লীলা

২১.

সকলি ঠাকুরের লীলা,
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজা দেখিলা।
সকলি ঠাকুরের লীলা।
আগে এক বাদে এক মধ্যে দুই-এর খেলা।
দুই ছাড়িয়া দিলে ঠাকুরই একেলা।
ঠাকুর দেখে হাছন রাজায় ভাবিয়া গেলা,
এক ঠাকুরে লাগাইয়াছে ভবানীর মেলা,
ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়েতে হাছন রাজা দেখি না।।



যার মায়া সব ছাড়িয়া আল্লাহ্‌রেদি হয়

২২.

যার মায়া সব ছাড়িয়া আল্লাহ্‌রেদি হয়।
মাবুদ আল্লাহ্ তারে ছাড়িয়া নাহি রয়।
হাছন রাজা মিশিয়া যাতে আয়নুল হক কয়।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্
আল্লাহ্ বিনে কিচ্ছু নয়।।
নিজে আল্লাহ্‌র মিশিয়ে যাও, না রাখিও ভয়।।
আমিত্বকে নাশ করিয়া।
হাছন রাজা কয়।।



আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্

২৩.

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্।
আল্লাহ্ বিনে যত দেখি সকলেই বল্লা।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
হাছন রাজায় কি যে বলে হইয়া ফানা ফিল্লা।



দেখিয়ে বাউজের না তুঙ্গা তুঙ্গা

২৪.

(খেমটা)

দেখিয়ে বাউজের না তুঙ্গা তুঙ্গা।
হাছন রাজায় দেয়রে হুঙ্গা।
হাছন রাজায় ধরিয়ে বাউজরে ফেরায় মুতি মুঙ্গা।
গড়াগড়ি করিয়ে দেখ বাউজত হইল লেঙ্গা
লেঙ্গা হইতে বাউজের দেখি সর্বঅঙ্গ রাঙ্গা
রঙ্গ দেখিয়া হাছন রাজার মন হইল ঠাঙ্গা
হাছন রাজার মনে মনে বাউজরে করত হাঙ্গা
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় করে আঙ্গা ডাঙ্গা
বাউজ আমার প্রেমেশ্বরী যৌবন নয়রে মাঙ্গা
লক্ষ টাকা মহর দিয়া হেঙ্গা যে করেঙ্গা।।



সাধের পিরীতি কৈলেম মন প্রাণ মজিয়ে রে

২৫.

(খেমটা)

সাধের পিরীতি কৈলেম মন প্রাণ মজিয়ে রে।
কত যত্ন করি তারে এখন পাইনা খুঁজিয়েরে।
কেন যে পিরীতি করিয়ে
এখনে মরি জুরিয়ে
সে তো চায়নারে ফিরিয়ে
বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচেনারে।
প্রেমের পিরীতের যন্ত্রণা আগে আমি জানি না
জানলে পিরীত করতাম না কখনো রে।।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে
ফিরতে আছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
প্রাণ বান্ধা প্রেম ডুরিয়ে
মন ফিরাইতে পারি না রে।।



হাছন রাজায় নাচেরে রঙ্গে রঙ্গে

২৬.

(খেমটা)

হাছন রাজায় নাচেরে রঙ্গে রঙ্গে।
মিশিয়ে বন্ধুয়ার সঙ্গে।
হাছন রাজায় অন্য চায় না বন্ধুয়ারে মাঙ্গে।
কেমনে মিশিয়ে থাকি সদাই মনে মনে পাঙ্গে।
গাঙ্গে যাইতে পারি না গো কাঁখের কলসি ভাঙ্গে
আরতো যাব না আমি সুরমা নদী গাঙ্গে।
মিশা মিশিয়েছে দেখ সোনা আর রাঙ্গে।
হাছন রাজায় মিশিয়ে নাচে রঙ্গে আর ঢঙ্গে।
হাছন রাজা বন্দি হইছে প্রেম পিরীতের ফঙ্গে।
যেমন মিশা মিশিয়েছিল রাধায় আর ত্রিভঙ্গে।
হাছন রাজায় গান গায়রে থাঙ্গে আর ডাঙ্গে।
হাছনজানের মিল হাছন রাজা লাঙ্গে।।



সুনা দাদার বউ চান্দ দাদার বউ গো

২৭.

(খেমটা)

সুনা দাদার বউ চান্দ দাদার বউ গো
তুই মোরে পাগল করিলে।
ঠানা মানা দেখাইয়া মন মজাইলে।
আইস আইস রঙ্গিন বাউজ গো
আইস আমার কোলে।
তোমার লাগি হাছন রাজার মন প্রাণ জ্বলে।
রঙ্গ ঢঙ্গ করে বাউজে, বাউজ আমার সুন্দরী।
চান্দ মুখ দেখিয়া আমি বঞ্চিতে না পারি।
বাউজের লাখান সুন্দরী যে ত্রিজগতে নাই।
হাছন রাজা বলে বাউজরে জনমে জনমে চাই।



লাল বুবাইরে দেখিয়ে দেখ রাঙ্গা

২৮.

(খেমটা)

লাল বুবাইরে দেখিয়ে দেখ রাঙ্গা।
হাছন রাজায় করলো হাঙ্গা।
লাল বুবাইরে দেখি সবে করে আঙ্গা মাঙ্গা।
হাছন রাজায় দিনে রাইতে করতে আছে ডাঙ্গা।
কেউ লয় হাতে লাঠি কেউ লইছে ঠেঙ্গা।
হাছন রাজার হাতে বাড়ি মাথা গেল ভাঙ্গা।
কত লোক মাইর খাইয়ে হইয়া গেল গুঙ্গা।
লাল বুবাইরে ছাড়ে নারে করে না তুঙ্গ তুঙ্গা।
না তুঙ্গ তুঙ্গা করে বুবাই পরিয়া মতি মঙ্গা।
তাই রে দেখিয়ে ভুবাণবেরু সবার মনই টাঙ্গা।



হাছন রাজার কি হইবে রে ভাই

২৯.

হাছন রাজার কি হইবে রে ভাই।
বুড়া কালে হাছন রাজার কুমতি ছাড়ে নাই।
না করিলাম পুণ্যি কাজ ভবে লিপ্ত হইয়া।
অকারণে দিন গুয়াইলো সংসারে মজিয়া।
না করলো আল্লাহ্জীর কাম দুনিয়ার লাগিয়া
দুনিয়া নি যাইবো হাছন রাজার সঙ্গী হইয়া।



ওরে প্রাণরে ছাড়িয়া দিব না আর তোরে

৩০

(খেমটা)

ওরে প্রাণরে ছাড়িয়া দিব না আর তোরে।
তুমি যদি ছাড়িয়া যাও যাইমু করে করে,
তুমি যদি যাইতে চাও!
ধরমু আমি তোমার পাও।
ডাকে যদি মোরে মাও তবু ছাড়বো নারে।
বাবা বাবা ডাকবো তরে ছাড়িয়া না যাও মোরে
থাক থাক আমার ঘরে ছাড়িয়া যাইও নারে।
হাছন জানে বলে সখী
মায় ডাকিলে হই সুখী।
আমার বা হইলো একি।
হাছন রাজা বাবা রে।।



কি হইলো গো প্রাণ সজনী দেখলে তাইরে প্রাণ বাঁচে না

৩১.

(খেমটা)

কি হইলো গো প্রাণ সজনী দেখলে তাইরে প্রাণ বাঁচে না।
আমি তাইরে ঘসিয়া যাই তাইতো মোরে ঘসে না।
আমি তো মজিয়ে আছি তাই কেন গো মজে না।
কত করিয়ে মনকে ফিরাই মানিয়া মনে তো বুঝে না।
হাছন রাজার মন মজিয়েছে তাই বিনে কিছু বুঝে না।
একা তাইরে সার করিয়াছে. এক বিনে কিচ্ছু পূজে না।।



বন্ধু তোর পায়ে ধরি পায়ে পড়ি

৩২.

(খেমটা)

বন্ধু তোর পায়ে ধরি পায়ে পড়ি।
আমার ছাড়িয়ে যাইও না রে।
তুমি গেলে মরবো আমি প্রেমের জ্বালায় রে।
ছাড়িয়ে গেলে বঞ্চিতে না পারবো আমি ঘরে।
তিলেক মাত্র আলগ্ হইলে বাঁচবো নারে।
ছাড়িয়ে থাক্‌তে নাই পারি তুমারে যে এক ঘড়ি
তুমার লাগি মনে আমার সদাই করে হুড়াহুড়ি।
হাছন রাজায় বলে বন্ধু ছাড়বো নারে তোরে।
ছাড়বো না ছাড়বো না তোরে
হাছন রাজা যদি মরে রে।।



আমার নাকের মাঝে হুঙ্গা দিল হাছন রাজায়

৩৩.

(খেমটা)

আমার নাকের মাঝে হুঙ্গা দিল হাছন রাজায়।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া মোরে মজায় মজায়।
চুমা দিল বুছা দিল তলে দিয়া খুঁচায়।
মনের সাধ যত ছিল সকলি ঘুচায়।
স্বপনে দেখিলাম আমি রাত্রির নিশায়।
জাগিয়া মুরশিদ না পাইয়া করি হায় হায়।
পাগলিনী হাছনজানে নাচিয়ে গান গায়।
হাছন রাজা মুরশিদ আল্লাহ্
তুমি রহিলায় কোথায়।।



হাছন রাজায় আমারে এগো পাগল করিল

৩৪.

হাছন রাজায় আমারে এগো পাগল করিল।
আজ্ঞা করিয়ে ধরি মোরে কোলে লইল।
প্রেমের মন্ত্র পড়ি আমার কানে শুনাইল।
সে অবধি তার প্রেমে মন মজিল।
না জানি আমারে কি যাদু করিল।
প্রেমচ্ছলে আমারে যে গাঁথিয়ে প্রাণ নিল।
অন্য কেউ না চাহে মনে একি একি হইল
তার পানে মন মোর মজিয়ে রইল।
মরণ কালে সেজদায় এই বলিল
হাছন রাজারে বুকে লইয়া সেজদা করিল



পিরীতের কি এত যন্ত্রণা আগে জানি না

৩৫.

(তাল তুমড়ি)

পিরীতের কি এত যন্ত্রণা আগে জানি না।
জানিলে তাহার পিরীতে আমি মজিতাম না।
পিরীত করিয়ে হাছন রাজা হইল দেওয়ানা।
নাচে কুঁদে ফালায় ফুলায় হইয়া ফানা
নাচি নাচি চলছে হাছন রাজা মাস্তানা।
খেমটা তালে গাইয়ে যাই যে পিরীতের গানা।।



আমি আমার বন্ধের অধীন

৩৬.

(তাল নাদরি)

আমি আমার বন্ধের অধীন।
আমার বন্ধে নাই বাসে বিন।
পিয়ে রিয়ে তিয়ে বন্দের হইয়াছি আকুল।
বিকিয়া জন করিয়াছি মান আর কুল।
কলঙ্ক করিয়াছি সার হইয়াছি দাস।
তার খাটিয়ে খাব চিরকাল বাঁচি যত দিন।
হাছন রাজার এ বাসনা পূরণ কর গো করুণা।
মন বাঞ্ছা পুরাও প্রিয়ে বলে চাই ঐ তিন।।

বাজনা বাজে বাজনা বাজেরে

৩৭.

(তাল তুমড়ি)

বাজনা বাজে বাজনা বাজেরে
ভালা গৌর গৌরাঙ্গ বলে বাজে।
হাছন রাজা নাচতে আছে তার মাঝেরে।
হাছন রাজার ডাক ছাড়ে গৌর গৌর বলিয়া।
প্রেমের মাতাল হাছন রাজা
পরে হেলে দুলে রে।
এবে দেখিয়া হাছন রাজার গুষ্টি মরে লাজে।
ধরিয়া না রাখতে পারে নাচে সবার মাঝেরে।
নাচে নাচে হাছন রাজা উঠিয়া দেয়রে ফাল।
গৌর চান্দ গৌর চান্দ বলিয়া হইয়াছে বেহাল রে।।



সোনালীয়া দিদি সুখ নামে ডুবি গেল নাও

৩৮.

(তাল তুমড়ি)

সোনালীয়া দিদি সুখ নামে ডুবি গেল নাও।
হাছন রাজা বুঝে না তার বাও।
হাছন রাজা রঙ্গি ঢঙ্গি মজাইল হুঙ্গির হুঙ্গি।
তাইতো বড়ই ঢঙ্গি পাইয়াছে দাও।
হাছন রাজা বুদ্ধিহারা হইয়াছে ভবজানের মারা।
দেখায় তাই যে তারাবারা তাইরে বুঝছে মাও।
হাছন রাজা কুমতি ছাড় এখন তুমি হুশ কর।
পরকে ছাড়িয়া আপন ধর তার গুণাগুণ গাও।



তুই ঠাকুরের কাঙ্গালী আমি

৩৯.

(খেমটা)

তুই ঠাকুরের কাঙ্গালী আমি
তুই ঠাকুরের কাঙ্গালী আমি।
মাও চাইনা বাপ চাইনা কেবল চাই তুমি।
আমার ঘরে থাকিয়া ঠাকুর করিলে বদনামি।
লোকে বলে হাওয়াইয়া ঠাকুর জিগাই বেটির স্বামী
তুই ঠাকুরের প্রেম করিয়া কলঙ্ক রহিল।
এই বলিয়া হাছন জানে আঞ্জা করিয়া ধরলো।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া বলে ছাড়বো নারে আর।
আর কি ছাড়িয়া দিব তোরে তুমি যে আমার।
এক নাম হাওয়াইয়া ঠাকুর আর নাম হাছন।
তুমি গেলে হাছন জানের নাই যে বাচন।
এই বলিয়া হাছন জানে ধরলো গিয়া গলে।
হাছন রাজা হাছন জানরে তুলে নিল কোলে।
দুই জনার মিলন হইল বৈসালেরি সালে।
হাছন জানে হার পরাইলো হাছন রাজার গলে।



প্রেমের আগুন লাগলো হাছন রাজার গায়

৪০.

(তাল ঠেকা)

প্রেমের আগুন লাগলো হাছন রাজার গায়।
প্রেমানলে জ্বলিয়ে হাছন করে হায় হায়।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া পেয়ারী জল ভরিতে যায়।
হাছন রাজা দেখিয়া তাইরে পাছে পাছে ধায়।
মাসুকজান আগে যায় হাছন রাজা পাছে।
হাছন রাজার গায় গান হাছনজানে নাচে।



কি হইল মম প্রেম জ্বালা জ্বলে জ্বলে জ্বলে

৪১.

(খেমটা)

কি হইল মম প্রেম জ্বালা জ্বলে জ্বলে জ্বলে।
অন্তরে বাহিরে জ্বলে কলে কলে কলে।
না জানি কি করিয়ে মন ভুলাইলো ছলে।
পাইলে তারে বান্ধিয়ে রাখুম গলে গলে গলে।
জানি না পিরীতের জ্বালা কি করিয়ে জ্বালাইলে।
হায় উদাসন প্রেমের জ্বালা মাইলে মাইলে মাইলে,
প্রেমের ছট্‌কা লাগাইয়া প্রাণ কাড়িয়ে নিলে।
প্রেম উদাসী হাছন রাজা বলে বলে বলে।



থাকতে পারি না এগো ঘরে

৪২.

(খেমটা)

থাকতে পারি না এগো ঘরে।
দিনে রাইতে ভবজানে মোরে জাতিয়ে ধরে।
দিনে ধরে রাইতে ধরে, ধরে সকল বেলা।
হাঁটিয়া যাইতে পারি না গো পুন্দিয়া মারে ঠেলা।
ঘসাইয়া ঘসাইয়া যায় নাকে দেয় হুঙ্গা।
মুখ ফিরাইয়া চাইলে পুন্দে ভরিয়া দেয় চুঙ্গা।
তেক্ত করিল মোরে করিয়ে আঙ্গা ডাঙ্গা।
মাথা কুটিয়ে মরণে তোরে করমু নাল হাঙ্গা।
ভুগাইলে ভুগাইলে মোরে করিয়ে না তুঙ্গ তুঙ্গা।
আবার আইলে কাইল ভাঙ্গব হাতে লইছি ঠেঙ্গা।
হাছন রাজায় বলে, ভবজান আইও নাগো হেথা।
আমার ঠেঙ্গায় ভাঙ্গব কোমর, মুখে দিব জুতা ;



লাগিয়ে পিরীতের ছটকা

৪৩.

(খেমটা)

লাগিয়ে পিরীতের ছট্‌কা।
হাছন রাজার মন হইল আটকা।
হাছন রাজায় ছাড়তে চায়, মারে কত ঝট্‌কা।
পারে না ছাড়াইতে সে যে মাথা কত পট্‌কা।
না জানি কি করিয়ে পেয়ারী মারিয়াছে লট্‌কা।
কোন মতে খসাইতে চায় আর লাগে খট্‌কা।
হাছন রাজার মন হইয়াছে পানির যেমন ফুট্‌কা
প্রেয়সীয়ে করিয়াছে হাছন রাজারে টুটকা।।



পিরীতের কি এত রে জ্বালা

৪৪.

(খেমটা)

পিরীতের কি এত রে জ্বালা।
আমার ভাবিয়ে তনু হইল কালা।
ও তোর ভগ্নির সঙ্গে পিরীত করিয়ে
প্রাণ গেল রে ও শালা।
যত্ন করিয়ে কইলাম পিরীত হিতে হইল বিপরীত
যারে বুঝিয়ে ছিলাম রে মিত।
সেতো মারে রে ঠেলা।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে
মরতে আছে জুরিয়ে জুরিয়ে।
ফিরতে আছে ঘুরে ঘুরে বাজাইয়ে একতারা।।



হাছন রাজা হাছন রাজারে কেন সিতা পাড় তেড়া

৪৫.

(খেমটা)

হাছন রাজা হাছন রাজারে কেন সিতা পাড় তেড়
থাকব নি তোর তেড়া হিয়া আর বাবরি ঝাড়া।
থাকব নি তোর বাকা মোছ থাকব নি দাড়ি।
থাকব নি তোর বাড়িয়ে বাড়িয়ে করা ঘুরাঘুরি।
রবে নি তোর রস রঙ্গ আর তানা না না।
রবে নি তোর সখী লইয়া রঙ্গে গান গানা।
হাছনজানে বলে হাছন রাজা সবই ফানা।
মার্গে দিয়া আসিয়া ভবে শন্যে উড়িয়া যানা।।



ছিঁড়লো দাতে মিছরি দিয়া পাগল করলো মোরে

৪৬.

(তাল ঠেকা)

ছিড়লো দাতে মিছরি দিয়া পাগল করলো মোরে।
ভালা ছিঁড়লো দাঁতে।
হাছন রাজা পাগল হইয়া ফিরে পেয়ারীর সাথে।
কিবা শোভা দেখতে পেয়ারী
অঙ্গে ঝলমল ঝলমল করে।
হাছন রাজার মনের মাঝে টান দিয়ে লইত উরে।
সুন্দর সুন্দর আঁখি যেমন খুঞ্জন পাখী।
যে দিকে চায় উঁকি বাকি।
মন উতলিয়ে পরে।
হাছন রাজা পাগল হইয়া করে আঙ্গা ঢাঙ্গা।
হাছন রাজার মনে কেবল করত পেয়ারীরে হাঙ্গা
লাগিয়াছে পিরীতের নিশা ছাড়ান না যায়।
হাছন রাজা চৌধুরী নাচে করিয়ে রে হায় হায়।
দেওয়ান হাছনে বলে যে পিরীত করা সার।
কসম করি বলি আমি সেই হইবায় পার।।



ভালা নাচে নাচেরে ভালা বসন্ত মজিয়ে সময়কালে

৪৭.

(তাল ঠেকা)

ভালা নাচে নাচেরে ভালা বসন্ত মজিয়ে সময়কালে।
ভালা নাচে বন্ধু আইল আইল হাছন রাজার কাছে রে
মুখের ঘাম হাছন রাজার গামছা দিয়া মুছে।
পুছিয়া পাছিয়া চান্দ মুখে দিতে আছে বুছে রে।
লক্ষ লক্ষ চুমা দেয় প্যারীর রাঙ্গা গালে।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া বুকে বুকে মিলে রে।
কখন উঠে কখন পড়ে নাই দেয় ছাড়িয়ে।
এক চিত্তে বলতে আছে কেবল প্রিয়ে প্রিয়ে রে।
হাছন রাজায় আর কি ছাড়ে করিয়াছে মান
কত তপস্যে গায়ে পাইছে প্রাণের প্রাণ রে।।



এ গো সোনালি নাতিন কই গেল তোর বাঁকা খোঁপা

৪৮.

(খেমটা)

এ গো সোনালি নাতিন কই গেল তোর বাঁকা খোঁপা
কই গেল তোর বাঁকা খোঁপা।
কই গেল তোব ফুলের ঝোপা।
হাতে ছিল সোনার বালা পায়ে ছিল রূপা।
এখন এসব যাইতে গেলে যৌবন তোর বেউপা।
কত রঙ্গের কাপড় পড়ে ফিরতে তুফা তুফা।
এ সব কাপড় ধুয়ে দিত সুন্দর রাম ধোপা।
ভাবিয়ে হাছন রাজায় বলে ভবে যে স্বরূপা।
হাছন রাজা মন লাগাইছ না তাতে নাই উপায়।
মস্ত হইয়া ফিরতে নাতিন লোকে বলত খেপা।
কত লোকে ভয় করিত শুনে তোমার চুপা।।



আমি ধরতে না পারি গো তারে

৪৯.

(খেমটা)

আমি ধরিতে না পারি গো তারে
কে গো সামাইল আমার ঘরে।
ধরতে গেলে পাইনা তারে নড়ে আর চড়ে।
আন্ধাইর গুন্দাইর ঘরের মাঝে
হুড় হুড় ঘুর ঘুর করে।
কত রঙ্গে ঢঙ্গে সে যে রূপের খেলা করে।
বাজিগরের বাজির মত করে তরে তরে।
জাতিয়া জুতিয়া ধরলাম আমি দেখিতাম তারে
দেখতে দেখতে দেখি ধরছি হাছন রাজারে।
হাছনজানে বলে আমি থাকিতাম হুজুরে।
যেখানে যাও তুমি সঙ্গে নেও মোরে।।



দেখিয়ে সুন্দরীর তেদরানি তেদরানি

৫০.

(খেমটা)

দেখিয়ে সুন্দরীর তেদরানি তেদরানি।
মন তো আমার নিয়ে যায়রে টানি।
ঠানা মানা দিয়ে যায় হাসি হাসি হাসি।
হাছন রাজার প্রাণ যায় তাইরে ভালবাসি।
তেন্দর মেন্দর করি হাটে ফিরে ফিরে চায়।
ভূয়ার বাণ লাগিয়া আমার কলিজা ছেঁচিয়া যায়।
নাতুঙ্গ তুঙ্গা করে কত আর করে রঙ্গ।
হাছন রাজা চৌধুরীয়ে দেখিয়ে লইছে তার সঙ্গ।



তোরে দেখে প্রাণ গেল গো

৫১.

(তাল ঠেকা)

তোরে দেখিয়া প্রাণ গেল গো।
তোরে দেখিয়া প্রাণ গেল।
বাঁকা নয়নে তোর মোরে খাইল গো।
দাঁতের তোর ঝিকিমিকি দেখে করি উঁকি বাকি।
আমি তো গিয়েছি ঠেকি।
ও তোর প্রেমে গো।
এমনি সুন্দরি তুমি দেখে ভুলিয়াছি আমি।
আমায় আমি ভুলিয়াছি তোমার কারণে গো।
হাছন রাজা হইছে ফানা সকলে হইছে জানা।
করিও না আর ঠানা মানা।
পিয়াসী লো।।



মাইলো পেয়ারী কামড় গালে উঠিয়া আমার কোলে

৫২.

(খেমটা)

মাইলো পেয়ারী কামড় গালে উঠিয়া আমার কোলে
এমন কামড় মাইলো গালে জ্বলে জ্বলে জ্বলে।
গলে ধরিয়ে আমার বুকে বুকে মিলে।
আদর করিয়ে হার পরাইলো নানান জাতি ফুলে।
আমার মন তো ভুলাইল কলে বলে ছলে।
বিছানাতে শুইবার জন্যে ধরিয়া মোরে ঠেলে।
হাছন রাজায় বলে মোরে টান দিয়া ধরিয়া তুলে।
না উঠিলে প্রাণ বাঁচেনা রাঙা হাতের কিলে।
হাছন রাজায় গান গায় তালে তালে তালে।
অপ্রেমিকে কি বুঝিবে প্রেমিক নাচে ফালে।
অবুঝে বুঝবেনা গান যাইবে ডালে ডালে।
বুঝায় পাইলে অবুঝরে বুঝাইয়া কান মলে।।



পাগল মোরে করলো তোর সুন্দর খোঁপার ফুলে

৫৩.

(খেমটা)

পাগল মোরে কইল তোর সুন্দর খোঁপার ফুলে
আজব রঙের প্রেয়সী তুই, দেখি মন মোর ভুলে.
চান্দের লাখান মুখখান দেখি বলি আয় কোলে
বুকে বুকে মিশাইয়া একবার ধর গলে।
নিরখিয়া তোর রূপ মনন না হালে ঢিলে।
তব প্রেমে মত্ত হইয়া হাছন রাজা জ্বলে জ্বলে '
রঙ্গ তোর আচানক হাছন রাজায় বলে ;
এমন রূপ নাই স্বর্গ মর্ত পাতালে ।।



৫৪.

(খেমটা)

আমি জাতি কুল যৌবন দিমু তোরে লো তোরে লো
আমার সঙ্গে আসিয়া একবার মিল লো।
তোমারে দেখে আমার কি যে হইল লো।
রহিতে না পারি ঘরে মনে ছটফট করে লো।
কি যাদু করিলে মোরে রহিতে পারি না ঘরে।
দিনে রাইতে প্রাণ জুরে।
তোমার লাগিয়ে লো।
লাগিয়ে তোর রূপের ছট্‌কা।
মন আমার হইছে আট্‌কা।
খসাইতে মারি ঝট্‌কা।
খসে না কি করিলে লো।
হাছন রাজায় কি করিয়াছ
প্রেমের ফান্দে বেন্ধিয়ে আছ
আনন্দ হইয়া নাচ গোলাম বান্ধিয়া লো।।



প্রাণ গেলে পিয়ারী ছাড়বো না তোরে

৫৫.

(তাল ঠেকা)

প্রাণ গেলে পেয়ারী ছাড়বো না তোরে।
এই বলিয়া হাছন রাজা আঞ্জা করিয়া দরে।
হাছন রাজা ধরিয়ে পেয়ারীর নাকে দিয়ে নাক।
হৃদয়ে বিছানা দিয়ে বলে এথা থাক।
মুখের মধ্যে মুখ দেয় বুকে দিয়ে বুক।
এরে দেখিয়া হাসতে আছে লক্ষণছিরির লোক।
হাসুক হাসুক দেশের লোকে তাতে ক্ষতি নাই।
জন্মে জন্মে পরকালে প্রেয়সীরে পাই।
হাছন রাজা মরিয়া যাইব তোমায় না ছাড়িব।
হস্তে পদে বেন্ধিয়ে তোমায় হৃদয়ে রাখিব।



আমি কিছু নয় কেন করি ভয়

৫৬.

(তাল ঠেকা)

আমি কিছু নয় কেন করি ভয়।
কিছুই না হয় দয়ায় নাহি ভয়।
যে দিকে ফিরিয়া চাই কেবল দয়াময়।
সকলই তুমি তুমি।
মিছে বলি আমি আমি।
মিছে কেন বদনামি লোক সমাজে হয়।
প্রাণে আর কি সয়।
আমি তো দরিয়া কুটকা।
তাতে কেন মন হয় লটকা।
ধরিয়া মারিলে ঝটকা।
কিছু নাই কি আর রয়।
জাতে জাত মিশিয়ে যাবে।
আমিত্ব না রহিবে।
এক জাত হইয়া যাবে হাছন রাজা কয়



সুন্দর সুন্দর রসের রসিয়ারে ভালা

৫৭.

(তাল তুমড়ি)

সুন্দর সুন্দর রসের রসিয়ারে ভালা।
তোমার পিরীতি করিয়ে হইল রে জ্বালা।
দেখি যে তোমার রূপ চৈত্র মাসের যেমনি ধুপ।
তাইসে করি উফ উফ শরীর হইল কালা।
তোমারে দেখিয়া একি।
ভুলে সব দেশের সখী।
কত রে চায় উঁকি বাকি হাছনজান মজিলা।
হাছনজানের প্রাণ যায়।
হাছন রাজা গান গায়।
তবু নাই ফিরিয়া চায় মনরে মোহিনা।।



তুমি নি মোর মন ভুলাউরি লো সুন্দরী

৫৮.

(তাল খেমটা)

তুমি নি মোর মন ভুলাউরি লো সুন্দরী।
তুমি নি মোর মন ভুলাউরি।
তোমারে ভুলিয়া ঘরে থাকতে না পারি।
কেমন করি মন আমার নিলে গো তুই হরি।
তোমার বাড়ির চতুর্দিকে করি ঘোরাঘুরি।
জল ভরিতে যায় যখন লইয়া গাগরি।
তখন কি আর ছাড়িয়া দিব রাখব তোমায় ধরি।
ধরা না যায়রে আমি ধরি কিমত করি।
উড়া দিয়া যায় গিয়া তুমি না হইয়ো হুরপরী :
হাছন রাজা বলে তোরে কি করিয়ে পাসরি।
ত্রিজগত ছাড়ি দিয়াছি তোর রূপে এগো পেয়ারী।।



হাছন রাজা ধরছে বন্ধুরে

৫৯.

(খেমটা)

হাছন রাজা ধরছে বন্ধুরে।
ছাড়ব না ছাড়ব না আর গো তারে।
দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছে প্রেমেরই ডুরে।
ছাড়ব নারে হাছন রাজায় যদি সে মরে।
আদরে রাখিয়াছি বন্ধু হৃদয়ের মাঝারে।
বুকে বুকে মিলাইয়া মুখে দিছে মুখ।
দিনে রাইতে দেখতে আছে বন্ধের চান্দ মুখ।
হাছন রাজা হৃদ- কমলে বন্ধুরে রাখিয়া।
এক মনে আছে কেবল বন্ধের দিকে চাইয়া।
হাছন জানে বলে হাছন প্রেমেরি মাতওয়ালা
বন্ধু বিনে হাছন রাজার নাই লাগে ভালা।



হইয়ে মুসলমান জাতি

৬০.

হইয়ে মুসলমান জাতি
কেমনে হইলায় তুমি এমন অসতী
স্বামীর সঙ্গে দিনে রাইতে করল গুতগুতি।
খারাপ মাইয়ার মত তুমি ধরিয়া উপপতি।
ঘরে বাইরে ফির তুমি ছোট লোকের মতি।
পিছে লাছে কলার তলে যাও গিয়া তুমি হুতি
হাছন রাজা সাহেবে দেখিয়া তোমার গতিরিতি
থু থু থুক দেয় মুখে আর মারে জুতি।।



প্রাণ কেন ছটফট করে ল দেখি তোর যৌবনের বাহার

৬১.

(খেমটা)

প্রাণ কেন ছটফট করে লো দেখি তোর যৌবনের বাহার
তোমারে পাশরিয়া ঘরে রইতে নারি আর।
যখন ভালি গাঙ্গে যায় ফিরে ফিরে ফিরে চায়
আড় নয়নে চাই প্রাণ লইয়ে যায় আমার লো।
আশিক হাছন রাজায় বলে
যখন ভালি গাঙ্গে চলি ঠমকে ঠমকে
প্রাণ লইয়ে যায় আমার গো।।



প্রাণ কেন ধড় ফড় করে গো ও তোর যৌবন দেখিয়া

৬২.

(তাল খেমটা)

প্রাণ কেন ধড় ফড় করে গো ও তোর যৌবন দেখিয়া।
আমার কাছে আয় লো পেয়ারী প্রেম যা শিখিয়া।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায় ঘুঙুর বাজে পায়।
আরে আড় নয়নে আমার পানে ফিরি ফিরি চায়।
সুরমা নদীয়ে চলছে পেয়ারী কাঙ্খে ঘড়া লইয়ে।
প্রাণ নিল প্রাণ নিল আমার পানে চাইয়ে।
হাঁটিয়া যাইতে পায়ের নূপুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে।
যে দিকে তার প্রাণ নেয় গায়ের রয় গাজে।
হাছন রাজায় দেখিয়ে দেখ ছটফট ছটফট করে।
লাজ লজ্জা তেয়াগিয়া আঞ্জা করিয়া ধরে।।



দয়াল কানাই দয়াল কানাইরে

৬৩.

(তুমড়ি)

দয়াল কানাই দয়াল কানাইরে,
রাধারে দিয়া কেন মনে নাই।
এখন কেন খুঁজিয়া আমি তোমায় নাই পাই।
তুমি আমার আমি তোমার এক বিনে না জানি।
আমি তো শ্রী রাধিকা তোমার কাঙালিনী,
তুমি বিনে অন্যের কাছে নাইরে আমার মন।
তোমার কাছে প্রাণ সঁপিয়াছি শ্রী রাধারমণ।
আইস আইস দয়াল কানাই ডাকি যে তোমারে
দয়া করি একবার আইস হাছন রাজার ঘরে।
হাছন রাজায় ডাকে তোমারে কাকুতি করিয়া।
না দেখিয়া চান্দ মুখ যাইমুরে মরিয়া।

ও সোনা দিদি গো

৬৪.

(খেমটা)

ও সোনা দিদি গো
হাছন রাজায় যৌবন মাঙ্গে।
রঙ্গে ঢঙ্গে দিন গুয়াইল হাছন রাজা লাঙ্গে।
সুন্দর সুন্দর নারী যখন যায়রে সুরমা গাঙ্গে।
হাছন রাজা নাচি নাচি যায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে।
নাচি নাচি যায়রে হাছন হাতে দিয়ে তালি।
সখীগণের সঙ্গে যেমন যায় বনমালী।
হাছন রাজার অভিলাষ নারীর বাস শুঙ্গে।
পেয়ারা চেহারার নারী পাইলে ঘসে অঙ্গে অঙ্গে।



হাছন রাজায় হুকুম করে রে

৬৫.

হাছন রাজায় হুকুম করে রে।
হাছন রাজায় হুকুম করে রে।
ফাল দিয়া ধর গিয়া লো তোর বন্ধুয়ারে।
এমন ধরা ধরবে তারে ছাড়াইতে না পারে।
প্রেমের ডুরে আনিয়া তারে বান্দিয়া থ তোর ঘরে
বান্দিয়া ছান্দিয়া তারে রাখিবে হৃদয়ে।
ছাড়িস না লো খবরদার হাছন রাজায় কয়।
নাকের মাঝে নাক দিস মুখের মাঝে মুখ।
দিনে রাইতে দেখিস কেবল বন্ধের চান্দমুখ।
হাছন রাজায় বলে, শুন ওলো হাছনজান।
বন্ধু ছাড়া যেই নারী নিতান্ত অজ্ঞান।
গলে গলে ধরিয়া লো তার বুকে লাগা বুক।
যাইবো যাইবো হাছনজান তোর জনমের দুখ।
কিসের শরম কিসের ভরম কিসের ডর লোক।
বন্ধু কোলে লইয়া থাক জন্মে জন্মে হবে সুখ।
হাছন রাজার হুকুম তুমি কর গো পালন।
ধর গিয়া প্রাণ বন্ধুরে ছাড়িও না কখন।



পিরীতের কি এতইরে তাইস

৬৬.

(খেমটা)

পিরীতের কি এতইরে তাইস।
আমি করিয়াছি আজ খাইস।
পিরীতের কি এতইরে তাইস।
বাপরে বাপরে বাপরে বাপরে
বাপরে বাপরে বাইসরে বাইসরে বাইস।
পিরীত করিয়ে হয় হুতাশন।
দিনে রাইতে পুড়েরে মন।
দিন দুনিয়া ভুলিয়ে মনে কেবল হয় বন্ধের খাইস
পিরীত করিয়ে হাছন রাজা বুঝিয়াছে আইস।
পিরীত করা বিষম কাজ।
করিও না তার বেদ ফাইস।।



ও তোর প্রেমে মজিলেম যৌবন দিবে নি

৬৭.

(খেমটা)

ও তোর প্রেমে মজিলেম যৌবন দিবে নি।
এলো মৌলানি মৌলানি।
ও তোর প্রেমে মজিলেম যৌবন মন দিবে নি।
তোমায় দেখিয়ে ভালা।
আমার হইলো প্রেম জ্বালা।
হুতাশ হুতাশ দেখিয়ে লোকে করে গেলানি।
মন্ নিলে প্রাণ নিলে ভিতরে বাইরে জ্বালাইলে
উদাসী করিলে এগো মন মোহিনী।
দেখিয়ে তোর রূপের ভঙ্গি।
আমি তো হয়েছি সঙ্গী।
দে দে দে যৌবন মাঙ্গি চান্দ বদনী।
হাছন রাজা দেখে তোরে
ছটফট ছটফট ছটফট করে
ছাড়িয়ে কি আর থাকতে পারি বিমবদনী।।



বন্ধের বাড়িয়ে আমার বাড়িয়ে মধ্যে আছে বেড়া

৬৮.

বন্ধের বাড়িয়ে আমার বাড়িয়ে মধ্যে আছে বেড়া।
বন্ধের বাড়ি কৌশলে গিয়া দেশের লোক হয় তেড়া।
সর্ব লোকে বলে আমি হইছি স্বামী ছাড়া।
পতিসেবা না করিলাম হইয়ে আন্ধুরা।
কেউ নাই ভালবাসে জানে মোরে এড়া।
আর বলে রাখ গিয়া লো তুই আমার মেড়ি মেড়া।
হাতে লইয়া চললাম আমি পাটের একও দড়া।
কতকখান গিয়া দেখি দড়ির গেছা ছিঁড়া।
কেউর কথা শুনবো না আর কান্ধে লইয়া ঘড়া।
বন্ধের বাড়ি জল উঠাইয়া ভরবো বন্ধের চাড়া।
গোসল দিব হাছন রাজায় খুশি হয়ে কুড়া।
ভাল মতে খুশি হইলে বখশিস দিব ঘোড়া।
হাছন জানে বলে বন্ধে পিন্দিয়ে জামা জোড়া।
হাছন রাজায় করলো বখশিস লক্ষ টাকার তোড়া।।



দিয়ে দেখা প্রাণ সখা মন নিয়ে কই গেল

৬৯.

(তাল নাদরি)

দিয়ে দেখা প্রাণ সখা মন নিয়ে কই গেল।
মাইলো মাইলো মাইলো মাইলো
আমারে প্রাণে মাইলো।
দেখা দিয়ে ঐ করিল, প্রেমের আগুন লাগাইল।
একি মোরে করিল প্রেমানলে জ্বালাইল :
কার কল্‌জেতে বসে রইল :
এখনো না ফিরে আইল।
না জানি কে বান্দিয়ে থইল
মনের স্বাদ মোর মনে রইল।
বিচ্ছেদে আমারে বিঁধিল।
হাছন রাজায় কত সইল :
আসবে বলে চাই রইল
সে তো নাই আসিল।।



নতুন যৌবন কালে রে কত লোকে চাইয়া যায়

৭০.

(খেমটা)

নতুন যৌবন কালে রে কত লোকে চাইয়া যায়।
যৌবন গেলে দেখরে প্রাণ কেউ নাই ফিরে চায়
যৌবন যখন মোর ছিল।
কত জনা পাগল হইল।
কত জনাব মন মজিল
দেখিয়ে আমায়।
কত জনা হইল ফানা
দেশের লোকের আছে জানা।
পারল না করে মানা বাপে আর মায়।
আমার যৌবন দেখি, মত্ত হয় কত সখী।
বাইছে কত উঁকি বাকি করিয়ে হায় হায়
আমার রঙ ছিল রাঙা, করিয়ে কত আঙ্গা ঢাঙ্গা
কত বিবি বইল হাঙ্গা ঘটিয়ে প্রেমের দায়।
এখন সেই যৌবন কথা।
মনে হইলে হয় ব্যথা।
পাব না আব তেড়া সিতা হাছন রাজায়।।



দেখিয়ে সুন্দরী ভালা হাছন রাজার হইল জ্বালা

৭১.

দেখিয়ে সুন্দরী ভালা হাছন রাজার হইল জ্বালা।
ভাবতে ভাবতে হাছন রাজার শরীর হইল কালা।
গাঙ্গ সিনানে যায় পেয়ারী দুপুরিয়া বেলা।
হাছন রাজারে পথে পাইয়া মারিয়া যায় ঠেলা।
গলেতে পড়িয়াছে গজমতি মালা।
নাচিয়ে নাচিয়ে যায় যে পেয়ারী করিয়ে কত খেলা।।



পিরীতি করিয়ে মরিয়ে যায়

৭২.

পিরীতি করিয়ে মরিয়ে যায় রে।
লাগায়ে পিরীতের লেটা প্রাণ নিল হরিয়ে।
পিরীতির কি এত জ্বালা।
ভাবিয়ে শরীর হয় কালা।
সে বিনে লাগে না ভালা
কে দিবে গো ধরিয়ে।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে
কি করতে আছে গরিয়ে গরিয়ে
হু হু করিয়ে ঘুরে
ধরি তারে কি মত করিয়ে।



আমি তো পিরীতের মানুষ

৭৩.

(খেমটা)

আমি তো পিরীতের মানুষ
প্রেম বিনে তো জানি না।
থ নিয়া তোর সরা বরা
আমি এসব মানি না।
আমি কেবল চাই তোরে, যৌবন দান দেও মোরে,
থাকতে নাই পারি ঘরে।
তুই বিনে প্রাণ মানে না।
যৌবন যদি না দাও মোরে এখনি ধরিব তোরে
টানিয়া নিব নিজ ঘরে, ছাড়িয়ে কখনো দিব না।
হাছন রাজার এই মনে
যত দিন ভুবনে।
থাকি আমি জীবনে
ছাড়িয়ে তোরে থাকব না।



সুন্দর দেখলে প্রাণ মোর রয় না আর ঘরে রে

৭৪.

(তাল পুছ)

সুন্দর দেখলে প্রাণ মোর রয় না আর ঘরে রে।
প্রাণের জ্বালা কই থাকিয়া আসিয়া আমার ছুটেরে।
চিরা বারা গাইলে ছিয়ায় বুকের মাঝে কুটেরে,
সেই মত অন্তরে মোর আসিয়ে কি যে ঝুটেরে,
পানের রেখা যখন দেখি প্যারী রয় ঠুটেরে।
প্রেম নাগরী মম মন প্রাণ লুটেরে।
সুন্দর বদন দেখে অন্তরে মোর গুটেরে।
হাছন রাজা প্রেমের মাতাল ফাল দিয়া ফাল দিয়া উঠে রে



ধৈল ধৈল মোরে জয়ানে জয়ানে

৭৫.

(খেমটা)

ধৈল ধৈল মোরে জয়ানে জয়ানে,
ঘরে পিছে কলার তলে কাপড়ে ধরিয়া টানে,
আমি বলি ছাড়িয়া দে রে সে তো নাই মানে,
ছাড়ব না ছাড়ব না বলে আমার কানে কানে।
তেন্দরাই তেন্দরাই চায় আমারো পানে।
আমি কত বেগ্রয় করি কথা নাই শুনে।
চিত করিয়া ফেলিয়ে দিল কলার তলের বনে।
বেকাবু হইলাম কি করি হাছনজানে।
হাছন রাজায় ধরিয়ে মোর হাত দিল যৌবনে।
আমারে ধইল আসিয়ে কামেরও বাণে।
একই হইলাম যখন দুইয়ো জনে।
দুই নাশ করিয়া এক হইলাম তখনে।
এক বিনে দুই নাই হইল মনে মনে।
আমিত্বকে নাশ করিয়া মিশলাম তার সনে।।



বাশী বাজাইয়ে যায় রে কালা

৭৬.

(খেমটা)

বাশী বাজাইয়ে যায় রে কালা।
দিয়ে আমায় জ্বালা।
নন্দের সুত হইয়ে আমার ভাইরে ডাকে শালা।
রইতে না পারি ঘরে মাথে লইয়ে ডালা।
চলিল সুন্দরী রাধে দুইপরিয়া বেলা।
গলেতে পরিয়া নিলাম গজমতি মালা।
আমার পানে চায় না করে রঙ্গে রঙ্গে খেলা।
প্রেমের জ্বালায় কান্দিয়ে ফিরে রাধিকা অভুলা,
হাছন রাজায় বলে ধর গিয়া কানাই যায় একেলা।।



ঠাকুর বিনে আমার প্রাণতো বাঁচে না

৭৭.

(তাল ছবকা)

ঠাকুর বিনে আমার প্রাণতো বাঁচে না।
থাকতে চাই ঠাকুরের কাছে ঠাকুরে মোরে ঘছে না।
দিনে রাইতে করি বসে ঠাকুরের বচনা।
আমার পানে চাইয়ে ঠাকুর একবারো তো পুছে না।
কি হইলো আমার মনে ঠাকুর বিনে বুঝে না।
কত করিয়ে মনকে ফিরাই ঐ সেতো মজে না।
ঠাকুর ঠাকুর করে মনে আর কেউরে চায় না।
হাছন রাজা ঠাকুর বিনে অন্য কেউরে খুঁজে না।।



আইজ কেনে দেখিনা গো সই মুখে তোমার মুচকি হাসি

৭৮.

(তাল নাদরি)

আইজ কেনে দেখি না গো সই মুখে তোমার মুচকি হাসি।
কথা কেনে কওনারে প্রাণ আমারেও ভালবাসি।
কোথায় তুমি গিয়াছিলে কার সনে মন মজাইলে।
দেখি বুঝি সুন্দর নাগর মন হইয়াছে উদাসি,
হাছন রাজা চৌধুরী আসি ভাবে বুঝি ডাকছে মাসি।
তায় তুমি হইয়া খুশী হইয়া আছ তার বশি।
প্রেমেশ্বরী নাম ধর, কত রঙ্গের খেলা কর।
অনন্ত তোর লীলা দেখিয়া হাছন জান তোর হইল উদাসী।



মায়াজানে পাগল করলো হাছন রাজারে

৭৯.

মায়াজানে পাগল করলো হাছন রাজারে
মায়াজানে পাগল করলো রে।
আমারে করিল পাগল আর করলো ভাইয়ারে।
ইষ্টিকুটুম হইল পাগল দেখ চাইয়ারে।
সুন্দর সুন্দর মায়া জান্ গো জানে বড় সন্ধি।
কিনা মন্ত্র পড়িয়া হাছন রাজা করলো বন্দী।।



পিরীতের মানুষ যারা আউলা জাউলা হয়রে তারা

৮০.

(খেমটা)

পিরীতের মানুষ যারা আউলা জাউলা হয়রে তারা
হাছন রাজা পিরীত করে হইয়ে আছে মন বাউরা।
পিরীতেরই এমনি ধারা, মন প্রাণ করে সারা।
পিরীত করিয়াছে যারা, জিতে সে হইয়াছে মরা।
হাছন রাজা পিরীত করে মরতে আছে জুড়িয়ে জুড়িয়ে
ফিরতে আছে ঘুরে ঘুরে হইয়ে প্রেম পিয়াসীর মারা।



হাছন রাজার হইল জ্বালা

৮১.

(গাজির গানের দিশা)

হাছন রাজার হইল জ্বালা।
দেখি সুন্দরী ভালা, হাছন রাজার হইল জ্বালা।
ভাবতে ভাবতে হাছন রাজার শরীর হইল কালা।
গাঙ্গ স্নানে যায়রে পেয়ারী দুইপরিয়া বেলা।
হাছন রাজারে পথে পাইয়া মারিয়া যায় ঠেলা।
ধাক্কা মারিয়ে হাছন রাজারে বলে ওরে ভুলা।
ধরতে নাই পারলে মোরে হাছন রাজা আজলা।
দেখ দেখ হাছন রাজারে করিয়ে যায় হেলা।
ধর ধর তাইরে ধর তাইতো হয় একেলা।
দোড়িয়া দাফিয়া হাছন রাজা গাঙ্গের ঘাটে গেলা,
এক বিনে দুই নাই নজরে দেখিলা।
আজ্ঞা করিয়া ধরি তাইরে কোলে তুলিয়া লইয়া।
মানুষ বলিয়ে ধরে দেখে নূরের পুতুলা।
হাছন রাজার হইলো জ্বালা দেখিয়ে সুন্দরী ভালা।।



কেউ জানে নারে পিরীতের ধার

৮২.

(খেমটা)

কেউ জানে নারে পিরীতের ধারা।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে হইছে কারা কারা।
যখন আসি প্রেম প্রেয়সী দেখায় তারা বারা।
দেখা মাত্র হাছন রাজা হইয়া যায় সারা।
আঁখি দুইটি ঝলমল করে আসমানের তারা।
দেখে হাছন রাজায় নাচে হইয়ে প্রেমের মারা।
হাছন রাজা পিরীত করে জিতে হইছে মরা।
কত মতে ধরতে চায় পারে না অধরা।।

তেন্দর মেন্দর করিসনা লো নৈরাশী

৮৩.

(খেমটা)

তেন্দর মেন্দর করিসনা লো নৈরাশী।
হাছন রাজায় ধরিয়ে মারিয়ে করবো লো তোরে দাসী
আমারে ভুলাইতে চাস হাসিয়ে লো মুচ্‌কি হাসি।
কখনো না থাকবো হাছন তোমারে ভালবাসি।
কিনা মন্ত্র পড়িয়ে লো তুই লাগাইলি প্রেমের ফাঁসি।
হাছন রাজারে বন্ধ করতে পারবে না ভাবি মাসী।
আমার সঙ্গে জাঁক করিস না যাইসনা লো ঘসি ঘসি,
জানোস না হাছন রাজা রে এখনি ধরবো ঠাঁসি।।



হাছন রাজায় ভালা নাচেরে নাচে

৮৪.

(তাল ছবকা)

হাছন রাজায় ভালা নাচেরে নাচে।
আমার বন্ধু আমার কাছে।
বন্ধু ছাড়া থাকতে নারি, প্রাণ নাই বাঁচে।
মন প্রাণ হাছন রাজায় তারে সঁপিয়াছে।
আদর করে তারে কোলেতে রাখিয়াছে।
এক মনে দৃঢ়ভাবে তার প্রেমে মজিয়াছে।
সর্বদাই বাড়ি করে পদে দেয় বুছে।
আমিত্বকে নাশ করিয়ে তার যে দৌড়ছে।
আপনাকে হাছন রাজায় তারে সঁপিয়ে দিছে।
আপনাকে নিজ করিয়া নাচিতে লাগিছে।।



আমার মন ফিরাইয়া দে প্রেয়সী পিরিতের কাজ নাই

৮৫.

(তাল নাদ্‌রি)

আমার মন ফিরাইয়া দে প্রেয়সী পিরীতের কাজ নাই।
পিরীতের কাজ নাই গো সখী মহবতের কাজ নাই।
আমার মন ফিরাইয়া দে প্রেয়সী পিরীতের কাজ নাই।
দিবানিশি মাথা কুটিয়ে তোমার মন না পাই।
আমি বসে থাকি একা ছয় মাসে না হয় দেখা।
পিরীত করে হইছে ঠেকা সুন্দরী গো রাই।
পিরীত করে হইছে জ্বালা।
কিছুই না লাগে ভালা।
ভাবতে ভাবতে শরীর কালা কোথায় আমি যাই।
যখন হইছিল দেখা বলে ছিলে আমায় সখা।
এখন কেন হইলে বেকা ভেবে মরি তাই।
মন না ফিরাইতে পারি, এখন আমি কি যে করি।
কেবল এগো সুন্দরী তোমায় আমি চাই।
মারিয়াছে পিরীতের ঝাঁটা, কলিজা গিয়াছে কাটা,
এই ছিল নসিবের বাটা, প্রেমের আঘাতে মরে যাই।
প্রেম গায় হাছন রাজায় দেখ দেখ ফালায় ফালায়
আবার পাইলে ধরমু গলায় ছাড়াছাড়ি নাই।
হাছন রাজা হয়ে আউলা ডাকতে আছে মওলা মওলা।
আমারে করিলে বাউলা প্রেয়সী গো রাই।।



দেখিয়া তোর বাঁকা আঁখি এলো সখী

৮৬.

দেখিয়া তোর বাঁকা আঁখি এলো সখী
প্রাণ গেল গো তোমার লাগি।
তোমার সঙ্গে মনে লয় করি আমি নাকানাকি,
তোর প্রেম মাঙ্গে আমি গিয়েছি রে ঠেকি।
তোমায় দেখলে প্রাণ বাঁচে না কেন এগো চন্দ্রমুখী।
আইস আইস চন্দ্রমুখী দিও না আর ফাঁকি।
মনে লয় হৃদয়েতে তোমারে গেঁথে রাখি।
দিনে রাইতে তোমার পানে সদাই আমি চেয়ে থাকি।
হাছন রাজার মনে কেবল তোমারে হৃদয়ে রাখি।
ফিরাইতে না চাই আমি আমারও যে দুইটি আঁখি।



দেখিয়া তোর বাঁকা আঁখি প্রাণ গেল এগো সখী

৮৭.

দেখিয়া তোর বাঁকা আঁখি প্রাণ গেল এগো সখী,
বাঁচে না বাঁচে না প্রাণ যখন তোমার চানমুখ দেখি.
দেখলে বাই উঁকি বাকি মন প্রাণ হয় সুখী।
মনে লয় হৃদয়ে রাখি
সর্বদাই চেয়ে থাকি।
আইস এগো চন্দ্রমুখী, দিও নাগো মোরে ফাঁকি।
তোর প্রেমে গিয়েছি ঠেকি, আমারও হইল একি।
হাছন রাজায় মনে চায় করি নাকানাকি।
আমায় দেখিলে ঘোমটা টানিয়ে কেনগো দিয়াছ লুকি।



ঘুমাইলে ঘুমে ধরে না প্রাণ বন্ধের লাগিয়া

৮৮.

ঘুমাইলে ঘুমে ধরে না প্রাণ বন্ধের লাগিয়া।
সারা রাইত ছটফট করে থাকিরে জাগিয়া।
না জানি কি হইল মনে, সে বিনে কিছু না মানে।
যাইমু তার অন্বেষণে, সব ত্যাগিয়া।
যথা সে যে তথা যাব, প্রেমজ্বালা নিভাইব
এই আমি করিব তার হব গিয়া।
তার লাগি হায় হায় হায় হায় হায় হায় করে হাছন রাজা মিঞা
প্রাণ যায় প্রাণ যায়, হাছন জানের প্রাণ যায় করে না সে বিয়া।



পাগল মোরে করলো রে খুবসুরত গুলজানে

৮৯.

(খেমটা)

পাগল মোরে করলো রে খুবসুরত গুলজানে।
পিয়াসী বিহনে মনে কেওরে নাই মানে।
দেখাইয়া রূপেরি বাহার পেয়ারীয়ে আগুনে।
এখনে প্রাণে মারে বিনা দড়ি টানে।
মানে না মানে না মনে, কেবল এক অন্য নাই মানে
হাছন রাজা চাইয়ে রইছে সুন্দরীর পানে।।



সোনালী গো জান বাহারে বাহারে রঙ্গ করে

৯০.

(খেমটা)

সোনালী গো জান বাহারে বাহারে রঙ্গ করে,
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে আজ্ঞা করিয়ে ধরে,
ঘরে ধরে বাইরে ধরে সবার মাঝে,
দেখলে পরে প্রাণ বাঁচে না কি ধরাইবো লাজে।
খঞ্জন খঞ্জন আঁখি কমলা জিনিয়ে লাল।
হাছন রাজায় কোলে লইয়া দিতে আছে ফাল,
ফালায় ফালায় হাছন রাজায় বাজায় খেমটা তাল,
ঝাড়াইয়া ঝাড়াইয়া নাচায় বাবরি ছাটা বাল।।



কত যন্ত্রণা জ্বালা দিলে ওরে প্রাণ

৯১.

(তুমড়ি)

কত যন্ত্রণা জ্বালা দিলে ওরে প্রাণ,
তোমার সনে প্রেম করে হইলাম পেরেশান,
আমি যে তোমার লাগি সারা রাইত বসে জাগি.
আপন আত্মীয় সব ত্যাগী হারাইলাম মান।
আইস বন্ধু কোলে আইস
কোলে আইসে একবার বইস
হাছন রাজার যাউক তাইশ
ঠাণ্ডা হউক জান।।

বন্ধের পায়ে ধরি পায়ে পড়ি একবার লও কোলে

৯২.

বন্ধের পায়ে ধরি পায়ে পড়ি একবার লও কোলে।
ঠাণ্ডা হইব প্রাণ মোর কোলে তুলে লইলে।
তোমার লাগি মন প্রাণ জ্বলেরে জ্বলে।
মনে লয় আঞ্জা করি ধরি তোর গলে।
তোর লাগি মোর প্রাণ যায় কি চাইয়ে রইলে।
কোলে মোরে লইবে বুঝি আমি মরিলে।
হাছন রাজায় কান্দিয়া বলে, দয়া না করলে।
প্রাণ যায় তোমার লাগি ফিরিয়া না চাইলে।
আমার লাগি কেন রে তুই এমত হইলে।
লাগাইয়ে পিরীতের ছটা মন নিয়ে গেলে।।



প্রেম বেমারে ঘায়েল করছে কলিজার মাঝার

৯৩.

প্রেম বেমারে ঘায়েল করছে কলিজার মাঝার,
আমি হয়েছি প্রেমের বেমার।
মরণ বুঝি হইবে আমার।
দেহ মাত্র রইল মম প্রাণ গেল সঙ্গে তার।
দেখিয়া তার রূপেরি বাহার।
কি হইল গো এগো আমার।
ছটফট ছটফট করে মন বাঁচি নাগো প্রাণে আর,
তার রূপে প্রকাশিত করিয়াছে অন্ধকার।
ত্রিজগতে নাই হেরি এমত রূপ অন্য কাহার।
অনন্ত অনন্ত রূপী সীমা নাই ে তার।
নয়নে লাগিয়াছে সে রূপ দেওয়ানা হাছন রাজার



সুনা ঠাকুর সুনা ঠাকুর গো

৯৪.

(পির মুরশিদী)

সুনা ঠাকুর সুনা ঠাকুর গো।
কাঙ্গালেরে লও তুলি লও কুলে।
তোমার লাগিয়া কাঙ্গাল হাছন রাজার প্রাণ জ্বলে।
সুনা ঠাকুর, দাঁড়াইয়া রইলে ঠাকুর কুলে নাই লইলে
লইবে বুঝি কোলে ঠাকুর আমি জ্বলিয়া মইলে।
প্রেমের হুতাশে মরি কি যে বুকে দিলে।
প্রেমের জ্বালায় প্রাণ জ্বলিয়া যায় কি যাদু করিলে,
বাঁচাও বাঁচাও প্রাণের ঠাকুর কি চাইয়ে রইলে।
বাঁচবে তোমার কাঙ্গাল হাছন কুলে উঠাইলে।
তোমার কাঙ্গাল হাছন রাজা বেগ্রয় করিয়ে বলে।
কুলে লইয়ে রাখ চিরকাল চরণ তলে।
বাঞ্ছা পূরণ হইবে আমার কোলে তুলিয়া লইলে।
ঠাণ্ডা হইবে মম প্রাণ আজ্ঞা করিয়া ধরলে।
তব প্রেমের পাগল করিয়ে উদাসী বানাইলে।।

ঠাকুর ছাড়া থাকবো নারে আর

৯৫.

ঠাকুর ছাড়া থাকব নারে আর।
দাস হয়েছি আমি তার।
ঠাকুর ছাড়া থাকব নারে আর।
বসিয়া আছি ঠাকুর ঘরে কেমনে করিবে বার।
ঠাকুরের প্রেমে মজিয়া আছি।
তার কাছে মোর প্রাণ সঁপিয়াছি।
তারে ছাড়িয়া নাই বাঁচি।
পড়িয়া আছি তার দ্বার।
হাছন রাজা দাস হইয়া।
রইছি তার পানে চাইয়া।
যাব না ঠাকুর ছাড়িয়া।
এই মনে হাছন রাজায়।।



প্রেমের নাচন নাচ হাছন

৯৬.

প্রেমের নাচন নাচ হাছন
প্রেমের নাচন নাচ
ভালা করিয়া নাচ হাছন কয়দিন আর আছ।
প্রেমেতে মজিয়া তুমি প্রেমের দেও ফাল।
দিনে রাতে ডাক কেবল আইশা গলে লাল
নাচ নাচ হাছন রাজা হইয়া বেহাল।
নাচনের মধ্যে কাটে তোমার বাল্যকাল।
নাচ নাচ হাছন রাজা বাজাও প্রেম তাল।
বন্ধে তোমায় কোলে লইবে বন্ধুত দয়াল।



হাছন রাজা প্রেমানলে জ্বলে

৯৭.

হাছন রাজা প্রেমানলে জ্বলে।
দয়া করিয়া লও মোরে কোলে।
ঠাণ্ডা হইব মম প্রাণ
কোলে তুলিয়া লইলে।
কোলে লইলে আজ্ঞা করিয়া ধরবো তোমার গলে।
ছাড়ব না ছাড়ব না তোমায় প্রেম দান না দিলে।।



হাছন রাজা কেন মরলো না

৯৮.

হাছন রাজা কেন মইল না।
বন্ধুরে স্বচক্ষেতে যদি দেখল না।
আরে বন্ধের লাগিয়া হাছন রাজা হইল বেফানা,
কান্দে কান্দে হাছন রাজা বন্ধুর মন তো পুড়ে না।
স্বপনে দেখিয়া বন্ধুরে বঞ্চিতে না পারে।
জাগিয়া দেখ হাছন রাজায় কান্দিয়া কান্দিয়া ফিরে
জ্ঞান চক্ষে দেখি বন্ধুরে যেমনে দিয়া চাই।
পাপিষ্ঠ এই চক্ষে কেন দেখতে নাই পাই।
এই চক্ষে দেখিবার মনে মোর হয় সাধ।
দেখিতে পারি না কেবল রিপুয়ে করে বাধ।
দেখিমু দেখিমু আমার মনে আছে আশা।
জীবিত থাকিয়া মরিয়া করব চরণ তলে বাসা।
হাছন রাজায় বলে থাকব চরণে ধরিয়া।
থাকতে নাই পারবো আমি বন্ধুরে ছাড়িয়া।



রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে

৯৯.

রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল মোরে।
আয়নার মাঝে যেমন মুখ দেখা যায়।
সেই মতে আমার রূপে দেখা দিল আমায়।
আমারে দেখিলাম আমি আমার সাক্ষাতে।
দিলের চক্ষে পরিচয় করিলাম আমার জাত।
নূরের বদন আমার ঝলমল ঝলমল করে।
নিজ রূপ দেখিলে আর জন্মে না পাব রে।
হাছন রাজা দেখল রূপ হইয়া ফানা ফিল্লা।
এক বিনে দুই নাই কেবলই ইল্লাল্লাহ্।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কর মনরে সায়।
মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ্ করিবা যে পায়।।

বানাউরা বাবা ঠাকুর চান্দ

১০০.

(বাউলা)

বানাউরা বাবা ঠাকুর চান্দ
তুই কই রইলে রে।
তব পুত্র হাছন রাজা কান্দিয়া ফিরে রে।
দেখা নাই দেও কেনে বাপ হইয়া মোরে।
বসত বাস কর বাবা থাক একই ঘরে।
আমার ঘরে থাকে ঠাকুর একই ঘরে খায়।
আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা রে ডাকে মায়।
হাছন রাজা বলে বাপ গো তোমার একি রীতি।
মায়ে ঝি-এর সঙ্গে তুমি বড়ই কর পিরীতি।
সকলের সঙ্গে তোমার পিরীত সকলের ঘরে থাক
একা হইয়া এত লোকের মন কেমনে রাখ।



মন দড়াইয়া ধরিও বন্ধুরে গো। হাছন জান

১০১.

মন দড়াইয়া ধরিও বন্ধুরে গো। হাছনজান।
এক মনে হও তার পদেতে কোরবান গো, হাছনজান,
দৃঢ় করিয়া ধরিও তারে ন ছুড়িবায় আর
সব ছাড়িয়া এক চিত্তে তারে কর সার গো, হাছনজান।
পদ দুই খান তার রাখিবে হৃদয়ে।
অবশ্য হইবো বন্ধু তোমার সদয় গো, হাছনজান।
বন্ধু যদি সদয় হয় কিসের ভাবনা আর,
সব দুঃখ দূরে যাবে হাছন জান তোমার গো. হাছনজান।
হাছন রাজায় হুদ্দম করে রাখিও হিয়ার মাঝে।
বন্ধুরে বুকে রাখিতে নাই করিও লাজ গো, হাছনজান।
হাছন রাজার হুকুম মানলে হইবায় পার।
প্রেম জিঞ্জিরে বুকে বান্ধলে মুক্তি যে তোমার, হাছনজান



আজব সুন্দর রঙ্গ দেখাইল

১০২.

আজব সুন্দর রঙ্গ দেখাইল।
বন্ধে মোরে মজাইল।
ঝলমল রং দেখাইয়া বুকে আগুন লাগাইল।
হাছন রাজা দেখিয়া রূপ এক দৃষ্টে চাইয়া রইল।
প্রেমের আগুন আমার বুকে লাগাইল।
তুষের আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল।।



বন্ধে প্রেমের শেলে মোরে ঘাও দিল রে

১০৩.

বন্ধে প্রেমের শেলে মোরে ঘাও দিল রে।
বন্ধে মারিল রে।
প্রেমের শেল দিয়া বুকে ঘাও দিল রে।
কি বা অপরাধ পাইয়া এ মত কৈল রে।
না জানি কী দুঃখ ছিল প্রাণ বন্ধুয়ার।
প্রেম শেল মারিয়া বুকে কৈল উয়ার পার।
ছটফট করে হাছন প্রেম শেল খাইয়া।
প্রাণ যায় তবু আছে বন্ধের পানে চাইয়া।
নাচে নাচে হাছন রাজা প্রেম শেল খাইয়া।
সব সব দুঃখ দূরে গেল চান্দ মুখ দেখিয়া।

হাছন রাজা প্রাণ বন্ধের ভিখারী রে

১০৪.

হাছন রাজা প্রাণ বন্ধের ভিখারী রে।
বন্ধু আমার সংসারের অধিকারী রে।
মরি মরি মরি মরি তার লাগিয়া মরি।
ঝুরি ঝুরি ঝুরি ঝুরি তার লাগিয়া ঝুরি।
তার লাগিয়া প্রাণ যায় কি যে করি করি।
ধরি ধরি ধরি ধরি কেমনে তারে ধরি ধরি।
আমি তারে ধরতে গেলে যায় গিয়া সরি সরি।
মম প্রাণ লইয়া যায় গিয়া হরি হরি হরি।
হাছন রাজায় বলে, বন্ধু আমি যে তোমারই।
নিজ মুখে বলিয়াছ তুমি যে আমারই।।



হায়রে হাছন রাজারে দিন গেল তোর বেভুলে মজিয়ারে

১০৫.

(পির মুরশিদি)

হায়রে হাছন রাজারে দিন গেল তোর বেভুলে মজিয়ারে
না লইলায় আর আল্লাহ্জির নাম।
না করলায় আল্লাহ্জির কাম।
বৃথা কাজে দিন গেল তোর গৌয়ারে।
ভবের বাজার আসিয়া সব গিয়াছ তুমি পাসরিয়া
আরে মাবুদ আল্লাহ্ গিয়াছ ভুলিয়ারে।
হইয়া রিপুর বসি পরের আপনা বাসী ছাড়িয়া
রইলে আপন প্রিয়ারে রে
এখনই হুস কর পরকে ছাড়িয়া আপন ধর।
ধর ধর দৃঢ় মন করিয়া রে।
পাকিল তোর মাথার কেশ।
ভুলিয়া রইলে আপন দেশ।
এখনো কি ভুলিয়া রইলে রে।
ঘুমেতে রইলে পড়িয়া।
দন্তগুলি তোর গেল নড়িয়া এখনো কি নাই জাগিবারে।
জাগো জাগো হাছন রাজা।
কত করবে রে আর ভবে মজা।
জাগিয়া পরকালের ভাবনা ভাব রে।
প্রভুর চরণ ধর সবে, মনে না রাখিয়া।
প্রভু বিনে না রাখিও ওরে।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য।
হাছন রাজায় দেয় লক্ষ লক্ষ
আরে লক্ষ লক্ষ ভক্তি দেরে চরণেরে।



কলঙ্কিনী নাম দেশে যদি হইল প্রচার

১০৬.

(পীর মুরশিদি)

কলঙ্কিনী নাম দেশে যদি হইল প্রচার।
ছাড়িয়া থাকব নারে আমি বন্ধুরে আমার।
থাকবরে তাহারি সঙ্গে তারেই করছি সার।
রাখিব তাহারে আমি সিঁদুরের মাঝার।
তার সঙ্গে করব রে আমি রঙের বাহার।
সে বিনে অন্যকে মনে রাখব নারে আর।
ছাড়াইলে না ছাড়ব তারে আমি হইছি তার।
আশিক হাছন রাজায় মনে সদায় দেখিতাম দিদার।।



একদিন তোর হইবে মরণ রে পাষাণের মন

১০৭.

(পীর মুরশিদি)

একদিন তোর হইবে মরণ রে পাষাণের মন
মন হায়রে একদিন তোর হইবে মরণ।
আরে সবে মিলে গোর খুদিয়া করিবা দাফন রে।
পাষাণের মন।
মাটির তন মাটিতে তোমার দাফন করিয়া।
ভাই বন্ধু ইষ্টিকুটুম বাড়িত যাইবা গিয়া।
সুন্দর তন তোমার মাটিতে রইবে পড়িয়া।
তুমি কোথায় যাবে রে মন বল বুঝাইয়ারে।
মাটির তন মাটিতে তোমার যাইবেরে মিশিয়া
বল দেখি তুমি রে মন কোথায় থাকবে গিয়া।
কোথায় তোমার বাড়ি ঘর মন কোথায় তোর নিবাস
কোথা হতে আসিয়াছ বল আমার পাশ রে।
কি বা রূপ কিবা রঙ বল যে তোমার।
তোমার সঙ্গে কি সমন্ধ আছে যে আমার।
তুমি কে আর আমি কে মন কত বিন্না বিন।
তোমার সঙ্গে আমার নি আর আছে পূর্বের চিন।
কোথায় গিয়া থাকবে তুমি কোথায় করবে বাস।
থাকিবে যাইয়া তুমি কাহারো পাশ।
আপনাকে জিজ্ঞাসিছে আপনে হাছন।
উত্তরও দেও মোরে ওরে আমার মন।।



হাছন রাজা চাইয়া রইলো রে

১০৮.

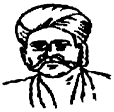
হাছন রাজা চাইয়া রইল রে।
সুন্দর পেয়ারী মোর প্রাণ নিল রে।
সুন্দর পেয়ারীয়ে আমার জান নিল রে।
জান নিলরে আমার প্রাণ নিল রে।
হাছন রাজা দেখিয়া তাইরে চাই রইল রে।
কি কব মুখেরি খুবি রঙেরি বাহার।
সংসারে নাই দেখি এ মত রূপ কাহার।
ঝলমল ঝলমল ঝলমল করে সুন্দরী রঙে।
চায় ছিনিয়ে ঝলমল করে সুন্দরীর অঙ্গে।
বাঁকা তেরছা হইয়া চলছে কত ঢঙ্গে ঢাঙ্গে।
হাছন রাজায় মনে মনে কতই না মাঙ্গে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় যে পেয়ারী সুরমা নদী গাঙ্গে
হাছন রাজা উন্মাদ হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে।
রাধার সঙ্গে যে মত করতো শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গে
সেই মত হাছন রাজায় কাষ্ঠের কলসি ভাঙ্গে।



তোরা দেখ আইয়া গো

১০৯.

তোরা দেখ আইয়া গো
ঐ যায় গিয়া মোর মন মোহিনী।
আরে প্রেমেশ্বরী নাম ধরে এই রমণী।
ধীরে ধীরে চলছে প্যারী গজ গমনি।
ঝিলমিল ঝিলমিল করিয়া যায় বাঁকা নয়নি।
ছোট লোকের মাইয়া নয়রে মনে হয়তো রাণী।
সংসারের লোকে ডাকে মাও ভবানী।
আমি তো পাগল হইছি দেখিয়া এই ধনী
আরশি পরশি মিলিয়া কেন কর কানাকানি।
হাছন রাজা প্রেমের পাগল হইছে জানাজানি।
প্রেমেশ্বরী লইয়া সদাই করে টানাটানি।



বাঁচিবার আর সাধ নাই আছে গো। প্রাণ সজনী

১১০.

(পীর মুরশিদি)

বাঁচিবার আর সাধ নাই আছে গো। প্রাণ সজনী।
বাঁচিবার আর সাধ নাই আছে।
প্রাণ বন্ধু আয় না যদি আমার কাছে গো, সজনী
দিনে রাতে বন্ধের লাগি মরি রে কান্দিয়া।
না আসিলে মরবো আমি গলে ছুরি দিয়া গো।
কিসে কী করি গো আমার অন্তরের মাঝার।
লোকে বলে হইছে মোর প্রেমের বেমার গো।
কই গেলে মোর বেমার যাবে কোথায় ঔষধ পাই।
বন্ধু আমার প্রেমের ঔষধ আর ঔষধ নাই গো।
হাছন রাজায় জ্বলি মরে প্রেমেরই তাইসে।
জ্বলিয়া মরলাম জ্বলিয়া মরলাম প্রেম করিয়া খাইসে।
বন্ধু যদি আয় না আমি মরিমু নিশ্চয়।
প্রেমের আগুনে মরমু হাছন রাজায় কয় গো, প্রাণ সজনী।।

এগো সখী, মনের দুঃখ নিভাইব কুনে গো

১১১.

(পীর মুরশিদি)

এগো সখী, মনের দুঃখ নিভাইব কুনে গো।
আরে কলিজা জ্বলিয়া যায় প্রাণ বন্ধু বিহনে গো।
এগো সখী, কে আনিয়া দিব আমার মন মোহনে।
প্রেমের আগুনে প্রাণ যায় বন্ধের কারণে গো।
আচানক আগুনে আমার ধরিয়াছে প্রাণে।
আমি জানি আমার জ্বালা কি বুঝিবে অন্যে গো।
প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া কান্দে হাছন রাজা দেওয়ানে
কত করি এ মনকে বুঝাই মানে না সে বিনে গো।



সুনা বন্ধের লাগিয়া মনে আমার কি করে গো

১১২.

(পীর মুরশিদি)

সুনা বন্ধের লাগিয়া মনে আমার কি করে গো।
ঘরে থাকতে নাই পারি কাকুর কুকুর করে গো।
মন নাই ধৈর্য ধরে যাইত চায় তার করে করে।
কি যাদু করিল মোরে ছটফট ছটফট করে গো।
না জানি কি করছে মোরে ধরছে মোরে প্রেম জ্বরে
হাছন রাজা থর থর করে বন্ধে নাই ধরে গো।



হাছন রাজা তো মরবে না

১২৩.

(পীর মুরশিদি)

হাছন রাজা তো মৈরব না।
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানাব ভেবে দেখ না।
এথা হতে তথা যাব তথা যাই খেল খেলিব
তব চরণ ধরিয়া রব ওমা করুণা।
হাছন রাজার মনের আশা।
চরণ তলে পাব বাসা।
হব আমি চির দাসা ছাড়িয়া যাব না।



(১১৩-১২২) মোট ১০টি গান অর্ধ সমাপ্ত ও অস্পষ্ট থাকায় সংগত কারণে এই বইয়ে আপাতত সংযোজিত হলো না। পরবর্তী সংস্করণে গানগুলো সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে সংযোজন করা হবে।

— সম্পাদক



কঠিন সামের মন আমার সজেত ভুলে না

১২৪.

(তাল নাদরি)

কঠিন শামের মন আমার সাজও ভুলে না।
মন প্রাণ দিয়ে কান্দি আসিয়া তো মিলে না।
কাকুতি মিনতি করি তবু তো সে আসে না।
আমি তো তার লাগিয়া মরি সে তো ভালবাসে না
আমার প্রেমের ফান্দে সে তো এগো ফাঁসে না।
মুখ পানে চাইয়ে থাকি একবার তো হাসে না।
হাছনজান বলে, বন্ধু সে তো আমার বশে না।
হাছন রাজারে দিয়ে মিছে করে কেন ঘোষণা।

আমি হি আমার বন্ধুরে

১২৫.

(পীর মুরশিদি)

আমি হি আমার বন্ধুরে।
ত্রি জগৎ হই আমি, আমি সিন্ধুরে!
না হই আমি মুসলমান না হই হিন্দুরে।
আমি ঘরে আমি বাইরে আমি যে সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে আর কিছু দেখিতে না পাই।
আমা হইতে সব হইয়াছে আমি দেখি মূল।
জ্ঞান চক্ষে চাইয়া দেখি আমি হি বিলকুল।
আমি আছি সব আছে আমি গেলে নাই।
আমি যাইতে ভবান্নব ভাঙ্গিয়া যাইমু ভাই।
আমা হইতে পয়দা হইছে এই সংসার।
আমি যাইতে ভাঙ্গিয়া যাইমু করিয়া ছারখার
আমি আগে আমি পিছে আমি মূলাধার।
আমিত্ব ছাড়িয়া বন্ধু হইয়াছি আমার।
হাছন রাজা নেস্থ হইয়া হইছে বন্ধুয়ার
বন্ধের সনে মিশিয়া বলে, সকলি আমার।।



হাছন রাজা যদি মরে

১২৬.

হাছন রাজা যদি মরে।
ছাড়ব না ছাড়ব না রে, ছাড়ব না বন্ধুরে তোরে।
ছাড়ব না ছাড়ব না আমি প্রাণ বন্ধুয়ারে।
বন্ধে যদি ছাড়িয়া যায় ফিরবো করে করে।
হাছন রাজার মনের সাদা থাকিত নজরে।
সর্বদা নয়ন ভরে দেখিত তোমারে।
থাকিতাম থাকিতাম আমি তোমার হুজুরে।
এই বলিয়া হাছন রাজায় বন্ধের চরণ ধরে।।



হাছন রাজা কি আর বাঁচে

১২৭.

(পীর মুরশিদি)

হাছন রাজা কি আর বাঁচে।
বন্ধে বুকে প্রেমের শেলে ঘাও দিয়াছে।
প্রেম শেল খাইয়া হাছন রাজা নাই বাঁচে।
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে তবু যৌবন বন্ধেরে যাচে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে প্রেম তরঙ্গে নাচে।
কোথায় আমার প্রাণ বন্ধু লোকের কাছে পুছে।
বুকের রক্ত হাছন রাজা নাই তারে মুছে।
রক্ত লইয়া চলছে হাছন প্রাণ বন্ধুয়ার কাছে।



আমি কিছু নয় কেন করি ভয়

১২৮.

(তাল ঠেকা)

আমি কিছু নয় কেন করি ভয়।
কিছুই না হয় দয়ায় নাহি ভয়।
যে দিকে ফিরিয়া চাই কেবল দয়াময়।
সকলই তুমি তুমি।
মিছে বলি আমি আমি।
মিছে কেন বদনামি লোক সমাজে হয়।
প্রাণে আর কি সয়।
আমি তো দরিয়া কুটকা।
তাতে কেন মন হয় লটকা।
ধরিয়া মারিলে ঝটকা।
কিছু নাইকি আর রয়।
জাতে জাত মিশিয়ে যাবে।
আমিত্ব না রহিবে।
এক জাত হইয়া যাবে হাছন রাজা কয়।।



সোনা বন্ধের লাগি মনে আমার কি করে গো

১২৯.

(খেমটা)

সোনা বন্ধের লাগি মনে আমার কি করে গো :
ছটফট ছটফট ছটফট করে ধৈর্য্য নাই ধরে গো।
বঞ্চিতে না পারি ঘরে।
মনে আমার কি যে করে।
দিনে রাইতে তার লাগিয়া মন প্রাণ জ্বলে গো।
হাছন রাজা বন্ধের লাগিয়া নাচে, আছে যোলাইয়া।
করিয়া কেবল পিউয়া পিউয়া ধড়ফড় ধড়ফড় করে গো।



সোনালী গো জান তোর লাগি গেল ও মোর প্রাণ

১৩০.

সোনালী গো জান তোর লাগি গেল ও মোর প্রাণ
চান্দমুখ না দেখিলে নাই যে ত্রাণ
গেল গেল জাতিকুল আর গেল মান।
মন প্রাণ ধরাইতে নারি যৌবন কর দান।
তোমার লাগি পাগল হইছে হাছন রাজা দেওয়ান।
নাচে কুদে ফালায় ফালায় আর গায় গান।



আমি চাইনা কেওরে গো

১৩১.

আমি চাইনা কেওরে গো
আমি চাই না কেওরে গো।
বন্ধু আমার আমি বন্ধের গো।
ছাড়িয়া থাকতে পারবো না আমি বন্ধেরে গো।
সে যে আমার আমি তার নাইরে ছাড়াছাড়ি।
দুইয়ো জনে জুদা না হয় একই ঘর বাড়ি।
বন্ধু ছাড়া এক লক্তা থাকিতে না পারি।
পলক মাত্র আলগ্ হইলে জীবিত থাকিয়া মরি।
ছাড়িয়া থাকতে পারব নারে আমি যতদিন জিব
চরণের নূপুর হইয়া চরণে বাজিব।
আশিক হাছন রাজায় কয়, আমি নয়রে জুদা।
যেমন শ্রীকৃষ্ণের এক অঙ্গি শ্রীমতিও রাধা।



ও প্রাণ বন্ধুরে, বৃথা জনম গেল আমার

১৩২.

ও প্রাণ বন্ধুরে, বৃথা জনম গেল আমার
সাধিতে পাইলাম আমি চরণ তোমার
কেন আইলাম কেন আইলাম ভবের বাজার।
আসিয়া হইলাম আমি রিপুর অধিকার।
ভব সিন্ধুয়ে পড়ি কান্দি, না জানি সান্তার।
নিজ তরি দিয়া বন্ধে কর মোরে পার।
তুমি যে প্রাণ বন্ধু জগতেরই সার।
তুমি দয়া না করিলে কে করিবে আর।
মনবাসনা পূরণ কর তোমার ভিক্ষা দিয়া।
দিবা রাত্র থাকতাম আমি তোমার পানে চাইয়া
এই যে বাসনা তোমার হাছন রাজার
চরণ ছায়ায় থাকিয়া রূপ দেখিতাম তোমার।



আমি কই আইলাম রে, কই ছিল মোর বাড়ি

১৩৩.

আমি কই আইলাম রে, কই ছিল মোর বাড়ি।
কোনখানে আসিয়া আমি করি লড়ালড়ি।
কোথায় আইলাম কোথায় যাব ছাড়ি।
কে মোরে এথায় আনলো পায়ে দিয়া দড়ি।
নৌকাতে হইয়া আইলাম আমি সঙ্গে আইলো ছয় দাড়ি
আমার সঙ্গে করে তারা সদাই হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি করিয়া ভাঙ্গে নায়ের যত হাড়ি।
মুনিসের কার্য্য না করে কার্য্য করে দেরি।
তাদের পায়ে কোন কৌশলে দিব আমি বেড়ি।
কিবা তাদের শক্তি জানিতাম কাড়ি।
দিনে রাইতে জ্বালাইয়া মারলো করিয়া গুড়াগুড়ি।
হাছন রাজা ভাবনা করে কিমত করিয়া তাড়ি।



দেখিয়া তোর রূপের ভঙ্গি এলো রঙ্গি

১৩৪.

দেখিয়া তোর রূপের ভঙ্গি এলো রঙ্গি।
আমি তোর হইলাম সঙ্গী।
অন্য কিছু চাই না আমি কেবল তোমার যৌবন মাঙ্গি
কর কর আমারে গো তোর এগো সঙ্গী।
ছাড়িয়া থাকতে পারবো না গো মন গিয়াছে ঠাঙ্গি।
আচানক কারখানা তোমার যাবে তুমি ঢঙ্গি ঢঙ্গি।
হাছন রাজার মন বাসনা সদাই তোর বাস শুঙ্গি।
তোমার মত সংসারেতে নাই রঙ্গি ঢঙ্গি।
পাইবার আশায় মাথা মুড় আছাড়িয়া ভাঙ্গি।

আমার মন মজিয়াছে তোরে দেখি লো

১৩৫.

আমার মন মজিয়াছে তোরে দেখি লো।
দেখিয়া তোরে লো।
আমার মন মজিয়াছে দেখিয়া তোরে লো।
ছাড়িয়া থাকতে পারি না আর ঘরে লো।
দেখিয়া তোমার রূপ ও গঠন।
মন করে সদাই উচাটন।
ধৈর্য্য না মানে আমার মনে লো।
কি যে আমার করে মনে তুই প্রেয়সী বিহনে।
জানে কেবল নিরঞ্জনে অন্যে নাই জানে লো।
হাছন রাজা তোর লাগিয়া ফানা।
সদাই করে আনা যানা।
না শুনে কেউ করি মানা, ফিরাইও তোর বাড়ি লো।
সুন্দর নয়ন দেখি উঠে মনে থাকি থাকি।
কেমনে মনকে রাখি তোর সঙ্গে লো।



ঠাকুর ঠাকুর আমি চাই

১৩৬.

ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর আমি চাই।
আমার ঠাকুর বিনে কিছু নাই।
ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর আমি চাই।
আমার যে প্রেমের বেমার ঠাকুর বিনে ঔষধ নাই।
ঠাকুর আমার মায় বাপ ঠাকুর ঘর গুষ্টির জামাই।
ঠাকুর বিনে প্রাণ বাঁচে না শুন এগো রাই।
কি করিলে হবে আমার ঠাকুরের ঘরে ঠাঁই।
হৃদ-কমলে থাকে ঠাকুর ধরিয়া না পাই।
হৃদয়েতে আছে ঠাকুর তার লাখান কেউ নাই।
দিনে রাইতে হাছন রাজায় ঠাকুরের গুণ গাই।
ঠাকুরে মোরে চরণ তলে রাখব নিরে ভাই।



দেখিয়া সুন্দরীর তারা বারা

১৩৭.

দেখিয়া সুন্দরীর তারা বারা
হাছন রাজা চৌধুরী হইল মারা।
নব গুঞ্জফুলে বাঞ্চি মাথে রয় জরা।
হাছন রাজারে দেখিয়া দেখ মুখটা দেয় মুরা।
তাইর প্রেমেতেই হাছন রাজার লাগব এরা বেরা।
আরে ভাবতে ভাবতে হাছন রাজার তনু হইল সারা



মন মজিল যার কাছে শুধাইলেনি প্রাণ বাঁচে

১৩৮.

মন মজিল যার কাছে শুধাইলেনি প্রাণ বাঁচে।
মন মজিল যার কাছে।
মনে লয় সর্বদাই থাকি, ফিরি তার পাছে পাছে।
সদাই সে মনে আছে, মনে লয় থাকি কাছে।
আমার মনে এই সাধ, সদাই দেই তার পায়ে বুছে,
হাছনজানে যৌবন যাচে, তার পানে চাই রইয়াছে।
তারে ছাড়িয়া নাচে নাচে, তারে দেখিয়া মন মজিয়াছে
হাছন রাজায় মন নিয়াছে, আর প্রাণ মোর নিয়ে গেছে,
দেহ মন খালি করিয়াছে, প্রাণ তার রঙ্গে মিশিয়াছে।



হইছে মোর প্রেমের বেমার

১৩৯.

হইছে মোর প্রেমের বেমার।
মরণ বুঝি হইবে আমার।
হইছে মোর প্রেমের বেমার।
দেহ মাত্র রইছে এথা প্রাণ গেল সঙ্গে তার।
দেখি তার রূপেরি বাহার কি হইল গো এগো আমার
ছটফট ছটফট করে মনে বাঁচি না গো আর।
তার রূপ প্রকাশিত করে অন্ধকার।
ত্রিজগতে নাই হেরি এমত রূপ কাহার।
অনন্ত অনন্ত রূপ, দেখতে চমৎকার।
নয়নে লাগিয়েছে সে রূপ হাছন রাজার।



১৪০.

(তাল খেমটা)

হরি বল মন হরি বল মন, বিকিয়ে হরির প্রেম বাজারে।
হাছন রাজা প্রেমের মানুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে।
হাছন রাজা বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে।
হরির নামে কীর্ত্তন করিয়ে সব বেড়াব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।
হাছন রাজা নিমন্ত্রণ করে আইসরে ভাই প্রেম বাজারে।
তুমি আমি সব মিলিয়ে প্রেম বিলাবো ঘরে ঘরে।
হাছন রাজা যুক্তি করে প্রেমিক চল যাই নগরে।
অপ্রেমিক পাইলে পরে ধরিয়ে আনবো প্রেম বাজারে।
হাছন রাজায় নাচন করে ধরিয়ে হরির শ্রীচরণে
হরি বল মন হরি বল মন হরির চরণ ছাড়বো না রে।



বন্ধে কি আর আমায় ভালবাসে, কান্দে হাছন রাজা দাসে

১৪১.

(তাল আরা)

বন্ধে কি আর আমায় ভালবাসে, কান্দে হাছন রাজা দাসে।
আমায় ছাড়া থাকতো না গো, এখন আয় না ছয় মাসে।।
গেছে আমার রূপ রঙ্গ, আর কি করব আমার সঙ্গ।
আমি এখন হইচি ডঙ্গ, লোকে চাইয়ে হাসে।।
দাঁত পড়িয়াছে চুল পাকিয়াছে সকলি মোর গিয়াছে।
এখন রাইতে হইলে হাছন রাজা হেকুত হেকুত কাশে।
হাছন রাজা কান্দিয়ে কয়, শুন বন্ধু দয়াময়।
ভালবাস নাই বাস আছি তব আশে।



আমি চাইরে কেবল বন্ধের দর্শন

১৪২.

(তাল খেমটা)

আমি চাইরে কেবল বন্ধের দরশন।
কিসের মরণ কিসের বাঁচন।
আরে এই বলিয়া নাচতে আছে রামপাশার দেওয়ান হাছন।।
চাইনারে তোর মরণ বাঁচন হাছন রাজায় করে নাচন।
দেখিয়ে তোর রূপের চটক মন হুতাশন।।
নাচিয়া নাচিয়া হাছন রাজা করে রে রচন।
এই গান গাইলে পাপ হবে রে মোচন।।
দেখাইয়া রূপেরি বাহার মন কৈল হরণ।
হাছন রাজা আর কি ভুলে থাকিতে জীবন।।



কেবা কার, কারবা কে সকলেই শূন্য

১৪৩.

(তাল ঠেকা)

কেবা কার, কারবা কে সকলেই শূন্য।
আমি ভিন্ন ত্রিজগতে নাহি দেখি অন্য।।
আমি মূল আমিই কূল আমি মহাজন।
আমি বানাইয়া আছি এই ত্রিভুবন।।
আমিই জগতের পতি।
বুঝে নারে বেপতি।
হইয়ে আছে কুমতি খুঁজে গিয়া অরণ্য।
হাছন রাজা বলে, সার আমি যে কর্তা আমার
আমিত্ব ছাড়িয়া জাতে মিশিয়াছি তোমার।



বাঁচবো না আর হাছন রাজা প্রাণ বন্ধু বিহনে

১৪৪.

(তাল তুমড়ি)

বাঁচব না আর হাছন রাজা প্রাণবন্ধু বিহনে।
লাগিয়াছে পিরীতের আগুন হাছন রাজার মনে।
লাগাইল পিরীতের আগুন আমার মন মোহনে।
আরে দেখা দিয়া না পাইয়া লুকাইল কোন বনে।
যাব যাব যাব আমি তার অন্বেষণে।
খোঁজ করিয়া দেখ একবার কাননে।
বাঁচন মরণ হাছন রাজা কিছু নাই গণে।
হাছন রাজার চিত্তে কেবল যাইতো বন্ধের সনে।
হাছন রাজা বাঁচব না গো আর
লাগিয়াছে পিরীতিরে আগুন কলিজা মাঝার।



মনে মনে হয় আমার করবো সুন্দর বিয়া

১৪৫.

মনে মনে হয় আমার করব সুন্দর বিয়া।
মনের কথায় কাজ আসে না মিলে না সে প্রিয়া
মনে কয় নবাব হব দেশে হুদ্দম ঝারি
করব কত জনায় মারবো ধরবো হুকুমও দিয়া।
মনে হয় হাতি চড়ি ফিরবো আমি শিকার করি।
বাঘ ভাল্লুক আনব ধরিয়া হস্তের বন্দুক দিয়া।
আমার মনে যত আশা সকলই যে মোর আশা
হাতি খাইতে চাই আমি ক্ষুদ্র মশা হইয়া।
চল চল হাছন রাজা মনের কথা থইয়া।
হাছন রাজা মরিও নারে মনের কথা লইয়া।



রঙ্গীয়া কানাই, রঙ্গিয়া কানাই রে

১৪৬.

রঙ্গীয়া কানাই, রঙ্গিয়া কানাই রে।
তুমি ভং কেন কর।
সুন্দর নারী দেখলে কেন আঞ্জা করিয়া ধর।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া কানাই তুলিয়া লও কোলে।
গলেতে পরাও হার গাঁথিয়া নানান ফুলে।
তোমার স্বভাব দেখিয়া লোকে ডাকে লম্পটিয়া।
হাছন রাজা দোষী হইছে তোমার স্বভাব লইয়া।



পেয়ারী যায়রে জলে জলে

১৪৭.

পেয়ারী যায়রে জলে জলে,
নানান ফুলের হার পরিয়া গলে।
গলেতে দিয়াছে হার খোঁপায় দিয়েছে ফুল।
তার মাঝে গুঞ্জরে যে ভোমরা বুলবুল।
জল ভরিতে যায়রে পেয়ারী, পায়ে বাজে নূপুর,
ঝন ঝন ঝন বাজতে আছে, ঝুমুর ঝুমুর শুনিতে মধুর।
হেলিয়া দুলিয়া চলছে পেয়ারী, কোমর চিকন।
রূপেতে প্রকাশ হইছে এই ত্রিভুবন।
রূপের বাহার দেখিয়া হাছন রাজার লাগিল ছটকা
চান্দমুখের ঝিলিমিলিয়া মন হইল লটকা।

সুনা দিদি সুনা দিদি গো

১৪৮.

(খেম্‌টা)

সুনা দিদি সুনা দিদি গো।
বন্ধে যদি নেয় না মোরে সঙ্গে।
কেমন করিয়ে প্রাণের বন্ধেরে রাজি ময় করেঙ্গে।
আঞ্জা করিয়ে ধরিয়া মিলাইব অঙ্গে অঙ্গে।
গান গাইয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে ভুলাইব ঢঙ্গে।
তবু যদি নেয় না সঙ্গে ধরমু রাঙা ঠেঙ্গে।
হাছন জান নেস্ত হইয়ে মিশমু তার রঙ্গে।
এই কথা মনে করি যায় রে সুরমা গাঙ্গে।
পথে পাইয়া হাছন রাজায় কাঁখের কলসি ভাঙ্গে।
রাধারে লেঙ্গিত যেমন শ্রীকৃষ্ণ তির ভঙ্গে।
তেন মতে লেঙ্গ মারে হাছন রাজা লাঙ্গে।



চট দিয়া বালী বন্ধু চট দেখাইয়া নিলে প্রাণ

১৪৯.

চট দিয়া বালী বন্ধু চট দেখাইয়া নিলে প্রাণ
তুমি বিনে হাছন রাজার নাই যে ত্রাণ।
নূরেরি বদন দেখি এ মন হইছে বাউরা।
আমায় দেখলে ফিরিয়ে যাও গা গিয়ে তুমি মুরা
নূরেরি বদন তোমার ঝলমল ঝলমল করে,
হাছন রাজা রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া ফিরে।
হাছন রাজার প্রাণ বাঁচে না দেখিয়া নূরি অঙ্গ।
চাইতে চাইতে ধর তুমি কতই যে রঙ্গ।
তোমার রূপে এ সংসার করিয়াছ উজালা।
তুমি বিনে হাছন রাজায় কারে বাসবে ভালা।



হাছন রাজা করে যে মানা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিও না

১৫০.

(তাল ছপকা) [গাজির দিশা]

হাছন রাজা করে যে মানা ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিও না।
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করলে, নবীয়ে সাফাত করবে না।
একজনের মনের উল্টা আর জন না যাইও।
এক জনের মনের কথা আর জনের ঠাঁই কইও।
একজন হইতে হইয়াছ দুই ভাগ।
একের প্রতি আরেক জনে কেমনে কর রাগ।
একই গাছ হইতে ডাল দিকে দিকে গিয়া।
বিবাদ করিও না তোরা বুদ্ধি হারাইয়া।
হাছন রাজায় বলে ভাই মমিন মুসলমান।
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করলে জানিবায় শয়তান
নবীয়ে না সাফাত করবে হাসরের দিন।
হাদিসেতে লেখা আছে জানিবায় একিন।
সুক্ষণেতে জন্ম হইলে বিবাদ নাই করে।
কুক্ষণেতে জন্ম হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ে।
গোলামেরি নুতকায় যারা হারামজাদা হয়।
ভাইয়ে ভাইয়ে লড়িবেক জানিবে নিশ্চয়।
মা যার খারাপ হয় বাপের নাই ঠিকানা।
সেই জনে নাই মানে বচন উল্লার মানা।
সকলের জনাবে হাছন রাজার প্রার্থনা।
ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ তোমরা কখনো করবায় না।
নসিহত মানে ভাই আছে যত হয় দানা।
হারামাজাদায় নাই মানে আমার আছে জানা।



দয়া ধরিয়া একবার আইসো কোলে যে, ও প্রাণের বন্ধু

১৫১.

(পির মুরশিদী)

দয়া ধরিয়া একবার আইসো কোলে যে, ও প্রাণের বন্ধু
দয়া ধরিয়া একবার আইসো কোলে যে।
আরে কাকুতি করিয়া তোমার কাঙ্গালিনীয়ে ডাকেরে।
প্রাণের বন্ধু, তোমার লাগি প্রাণ যায় বঞ্চিতে না পারি।
ঘরের পাছে কলার তলে তানা নানা করি যে।
প্রাণের বন্ধু। দেখিয়াছি অবধি তোমার মরিরে জড়িয়া।
তোমারে পাইমু আমি কিমত করিয়া। প্রাণের বন্ধু।
কেনবা দেখাইলে মোরে চান্দও বদন।
দেখিয়া রূপেরি বাহার মনে হইছে হুতাশন রে।
প্রাণের বন্ধু, তোমার মত শুদ্দব্য যে এ সংসারে নাই।
আরে হাছনজানে মাথা মারে কেমনে তোমারে পাইরে।
প্রাণের বন্ধু, হাছন রাজায় বলে এগো হাছনজান সুন্দরী
পাইলে ছাড়িও না বন্ধুরে ধরিও আজ্ঞা করি রে।
প্রাণের বন্ধু।



কে বলে বন্ধু আমার কালা

১৫২.

কে বলে বন্ধু আমার কালা।
সোনিয়ে মনে হইল জ্বালা।
কে বলে বন্ধু আমার কালা।
কালা কালা কালা কালা রাধার বন্ধু কালা।
আমার বন্ধে সংসাররে করিয়াছে উজালা।
আমার বন্ধে রূপটি দেখ সংসার জুড়িয়া।
স্বর্গ মর্ত পাতাল এ রইয়াছে বেড়িয়া।
দেওয়ান হাছন রাজায় করে শালার শালার শালা।
কি মত করিয়া কালার কাছ আমার বন্ধু আলা।
আরেক বার বলিবে যদি বন্ধু নয় মোর ভালা।
হাছন রাজায় কানে ধরিয়া দিব তোরে ডলা।

হাছন রাজায় কান্দেরে

১৫৩.

হাছন রাজায় কান্দেরে
এই তন ছাড়িয়া গেলে কই নিব ঠাকুর চান্দে।
বেরা লাগিয়া মরলাম আমি এই ভবেরও ফান্দে।
আর তন ছাড়িয়া মন যখন করিব গমন।
ভবের লোকের কেউ নাহি করিবে দমন।
এই ভবের মাঝে লোক আছে লাখে লাখে।
কেউর নাই সাধ্য আছে মনরে ধরিয়া রাখে।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় করেরে রোদন।
না জানি কপালে কি লিখছে নিরঞ্জন।
হাছন রাজা বলে গো আল্লাহ্ এই আমার মনে
হতভাগা হাছন রাজা থাকতো তোর চরণে।
চরণ ভি চায় তোমার আশিক হাছনে।
করিম রহিম না তোমার দেখি যে কোরানে।



১৫৪.

কেন যে আসিলায় ভবে মানুষ যদি হইলায় না,
মানুষ কেন হইলায় নারে, পরের কার্য করলায় নারে
মানুষেরি কার্য এই, শুন আমি বলি তাই।
মানুষের উপকার করা সে বিনে আর কিছু নয়রে।
আপন কার্য করিয়ে দেরি, কয় শ নিতে পরকে মারি
টাকা দিয়া সুদে বলাইয়ে নাশ করি কত জনারে।
হাছন রাজার এই মত নয়, ভাই নয় এই পন্থ।
পরোপকার কর যত পার মন্দ কারো করিও নারে।



পিরীতে মোরে করলো দেওয়ানা

১৫৫.

পিরীতে মোরে করলো দেওয়ানা।
হাছন রাজা পিরীত করিয়া হইয়াছে ফানা।
বন্ধের বাড়িয়ে আমার বাড়িয়ে আছে আনা জানা।
হাছন রাজায়ে মানে না তোর কট মুল্লার মানা।
বন্ধের বাড়ি গিয়া নাচি করিয়ে তানা না না।
বন্ধু বিনে হাছন রাজার প্রাণ বাঁচে না।



মোরে ডাকে ডাকেরে হাছন রাজা লাঙ্গে

১৫৬.

মোরে ডাকে ডাকেরে হাছন রাজা লাঙ্গে।
জল ভরিতে গিয়াছিলাম সুরমা নদী গাঙ্গে।
হাসি হাসি কয়রে কথা কত রঙ্গে ঢঙ্গে।
আঁখি টারিয়া মন ভুলাইয়ে যৌবন আমার মাঙ্গে।
তাইসে বেড়া লাগিয়ে পড়ি গেলাম ঠেঙ্গে ঠেঙ্গে।
সাক্ষাতে আসিয়া আমার গায়ের বাস সুঙ্গে।



হাছন রাজায় নেয় না যদি মোরে সঙ্গে

১৫৭.

(গাজির দিশা)

হাছন রাজায় নেয় না যদি মোরে সঙ্গে।
আমি তো পড়িয়া মরমু সুরমা নদী গাঙ্গে।
হাছনজানে হাছন রাজার যৌবন কেবল মাঙ্গে।
যৌবন ভিক্ষা দেও মোরে হাছন রাজা লাঙ্গে।
যৌবন নাই দিলে মোরে ফিরব আঙ্গে ডাঙ্গে :
যেখানে পার তোমায় সেখানে ধরেঙ্গে।
হাছনজানের সাধ মিশব অঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গে।
আগুনেতে জ্যান্ত মিশে যেমন পতঙ্গে।



দেখি তোর রঙ্গি ভঙ্গি হইতে চাই তোর সঙ্গি

১৫৮.

দেখি তোর রঙ্গি ভঙ্গি হইতে চাই তোর সঙ্গি।
আমায় করিলে পাগল এগো বাসর নব রঙ্গি।
দেখিয়া তোমার ঝিলমিল রঙ্গ আমি তো হইলাম সঙ্গী।
হাছন রাজা দেখিয়া তোরে হাছনজান তোর যৌবন মাঙ্গি।
মাতাল হইয়া কেবল হাছন জান তোর বাস সুঙ্গি।
জলে নামে গিয়া, কাপড়খানি থুইয়া যখন পড়িল সুরমা গাঙ্গে।
হাছন রাজা সঙ্গে পড়ে প্রেমেরি তরঙ্গে।
রাধার সঙ্গে খেলতো যেমন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গে।
সেইমত হাছন রাজায় খেলে রঙ্গে ঢঙ্গে।
খেলতে খেলতে হাছন রাজা যৌবনখানি কেবল মাঙ্গে।
হাছনজানে আদর করিয়া মিশায় অঙ্গে অঙ্গে।



১৫৯.

(গাজির দিশা)

মিশিলরে মিশিলরে
হাছন রাজা রঙ্গে মিশিলরে
বন্ধে ভালবাসিলরে।
হাছন রাজা বন্ধের সনে মিশিলরে।
ধন জন না চাইয়া এক মন হইয়া।
বন্ধু শ্রীচরণে হাছন রাজা ধরিল গিয়া
মিশিল গিয়া।



রঙ্গীলা বুবাইর মুখখান দেখিয়া মনটা আমার লক লক করে

১৬০.

রঙ্গীলা বুবাইর মুখখান দেখিয়া মনটা আমার লক্ লক্ করে
আবরকের মত মুখখান দেখতে কেবল ঝক্ ঝক্ করে।
পান খাইয়া বসিয়াছে বুবাই ঠোঁটে খালিয়ে টক টক করে।
আমার পানে চাইয়ে পরে হাসিয়া কেবল ফক ফক করে।
একলা পাইলে হাত দিয়া ডাকে যাইবার জন্য ঘরে।
একদিন গেছিলাম আমি আঞ্জা করি গলে ধরে।
সামনে পড়লে মুস্কুরিয়া মাথা যে হালাইয়া।
আড় নয়নে আমার পানে থাকে যে চাইয়া।
দেখিয়া তার তানা না না মন হয় চঞ্চল।
হাছন রাজা দেখিয়া তাইরে হইয়াছে পাগল।

মইলাম মইলাম তোর তাইসে, বন্ধুরে

১৬১.

মইলাম মইলাম তোর তাইসে, বন্ধুরে।
মইলাম মইলাম তোর তাইসে।
পিরীতি করিয়াছিলাম আপনার খাইসে।
বন্ধুরে, কত করি এ মন ভুলাইল খুশে খুসে।
খুশে এখন কেন আমার ঘরে আসি নাই বসে।
বন্ধুরে, জানি না জানি না আমি আইস না কি দোষে
আরশি পরশি দেশের লোকে মুখ চাইয়া মোর হাসে।
বন্ধুরে, কেন গো প্রাণের বন্ধে ভাল নাই বাসে।
আগে আসত দিনে রাইতে, এখন আয়না ছয় মাসে।
বন্ধুরে আন্দিয়া মিনতি করে হাছন রাজা দাসে।
দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াও আসিয়া আমার পাশে।
বন্ধুরে।



নিঠুর কালার পিরীত করিয়ে প্রাণ গেল সই

১৬২.

নিঠুর কালার পিরীত করিয়ে প্রাণ গেল সই।
তাইসে মইলাম, মইলাম, আমি খাব দই।
তার লাগি প্রাণ যায় সে বা রইল কই।
পিরীতের যন্ত্রণা প্রাণে আর কত সই।
নিতি নিতি মাখন রুটি তার লাগিয়া থই।
একা বসি কেমনে খাব প্রাণনাথ বই।
হাছন রাজায় বলে, আমি তার নামই লই।
ডাক শুনিয়া আইল নাকি প্রাণনাথ ঐ।



দেখিয়া সুন্দরী ভালা হাছন রাজার হইল জ্বালা

১৬৩.

দেখিয়া সুন্দরী ভালা হাছন রাজার হইল জ্বালা।
আর ভাবতে ভাবতে হাছন রাজার শরীর হইল কালা।
গাঙ্গস্নানে যায়রে পেয়ারী দুপুরিয়া বেলা
হাছন রাজারে পথে পাইয়া মারি যায় ঠেলা।
গলেতে পড়িয়া আছে গজমতি মালা।
নাচিয়া নাচিয়া যায়রে পেয়ারী করিয়ে উলামেলা।
ধাক্কা মারিয়া হাছন রাজায় বলে ওরে ভুলা।
ধরতে নাই পাইলে মোরে হাছন রাজা আজলা।
এরে এরে শুনিয়া হাছন রাজা ধরিয়া কোলে লইলা
মানুষ বলিয়া ধরিয়া দেখে নূরের পুতুলা।



পিরীতি করিয়া মরিয়ে জরিয়ে

১৬৪.

পিরীতি করিয়া মরিয়ে জরিয়ে।
লাগাইয়ে পিরীতের লেটা প্রাণ নিল হরিয়ে।
পিরীতের কি এত জ্বালা, ভাবিয়া তনু হয় কালা।
সে বিনে লাগে না ভালা, আনো আনো তারে ধরিয়ে।
হাছন রাজা পিরীত করিয়া, ফিরতে আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়
হুহু হুহু করিয়া ঘুরে ধরি কিমত করিয়ে।



পিরীতের আগুন পিরীতের আগুনরে উঠে জ্বলি জ্বলি

১৬৫.

পিরীতের আগুন পিরীতের আগুনরে উঠে জ্বলি জ্বলি।
আমি যত ঝাঁপ দিয়া ধরি, উঠিয়া যায় গিয়া ঠেলি।
প্রেমের হুতাশ হইয়া আমি ফিরি গলি গলি।
কত মনে মনরে বুঝাই তবু তারে নাই ভুলি।
হাছন রাজা প্রেমের মাতাল করে ফালা ফালি।
ডাকিয়া বলে, প্রেয়সীরে লও গো কোলে তুলি।



যাব যে বন্ধের বাড়ি, কি নিয়া যাব যে সঙ্গে

১৬৬.

যাব যে বন্ধের বাড়ি, কি নিয়া যাব যে সঙ্গে।
কাকুতি মিনতি নিব, আর যাব প্রেম তরঙ্গে।
করিয়া এখন তাড়াতাড়ি, যাব আমি বন্ধের বাড়ী।
নাচিয়া নাচিয়া যাব আমি, মিশব যাইয়া তার অঙ্গে
এমনি মিশা মিশব হাছন রাজা না রইবো।
আমিত্বকে নাশ করিয়া মিশব তার সুন্দর রঙ্গে।



তোরা জান নি গো সই

১৬৭.

তোরা জান নি গো সই।
মইলে বসতি হইব কই।
কোথায় থাকি আসিয়াছি কোথায় আসিয়ে রই।
তন ছাড়িয়া মন তোমার শূন্যে যাবে উড়ি।
এই যে তোমার সোনার তন মাটিতে রইবে পড়ি
মন যাইব শূন্যে উড়িয়া তন রইবো এথা।
কার সঙ্গে কইবায় তুমি রঙ্গ রসের কথা।
কার সঙ্গে করবায় তুমি রঙ্গ আর ঢঙ্গ।
আরনি ঘুমাইবায় তুমি উঠিয়া পালঙ্গ।
এই দেশের আশ ছাড়ি করিবায় গমন।
ইষ্টি কুটুম কেউর সঙ্গে না হইব দর্শন।
একলা যাইবায় তুমি না জানি কোন ঠাঁই
সেই সময় আল্লাহ্ বিনে গতি কেউ নাই।
ভবের মায়া ছাড় হাছন আল্লা আল্লা কর সার।
আল্লাহ্ বিনে তোমার সঙ্গী কেউ নাই আর।
হাছন রাজায় কান্দন করে কি হইবে তখন।
না করলাম আল্লাহ্‌র কাম আসিয়া ত্রিভুবন।



বান্দির পুরি (মেয়ে) করিও নারে বিয়া

১৬৮.

বান্দির পুরি (মেয়ে) করিও নারে বিয়া।
বিয়া করিয়া ঠেকিয়া আছইন হাছন রাজা মিয়া।
বান্দির ফুরি বিয়া করিলা খেদমতের লাগিয়া।
উবা উবা হারামাজাদিয়ে দেয়রে আসিয়া।
রাইত হইলে ঘুমাই থাকে পাও নাই ধুইয়া।
পাও নাই ধোয়, তারার সাত ছিড়ি ধরিয়া।
আদব কায়দা কিছু নাই, তমিজ নাই জানে।
বাপরে থইয়া পুতের দেখ কাপড় ধরিয়া টানে।
মায়ে টানছে নানীয়ে টানছে, টানছে সাত ছিড়ি।
এখনেতে কেমনে তাই ছাড়বে গুড়াগুড়ি।
হাছন রাজায় বলে, বান্দি যে করিবে বিয়া।
সুখ নাই হবে সুখ নাই হবে তার জনম ভরিয়া।

আজব সুন্দর তোমার আঁখি এগো চন্দ্রমুখী

১৬৯.

আজব সুন্দর তোমার আঁখি এগো চন্দ্রমুখী
হাছন রাজার মনের সাধ সদাই তোরে দেখি।
তিলেক মাত্র না দেখিলে চাই উঁকি বাকি।
স্থির হইতে না পারি মনে উঠে থাকি থাকি।
কেমনে কি যে করে মনে এ গো প্রাণ সখী।
না দেখিলে প্রাণ বাঁচেনা যাদু কইল নাকি।
হাছন রাজা তাইরে দেখিয়ে প্রেমে গেছে ঠেকি
আমার কপালের লিখা আমি এখন লেখি।



ও রূপসী লো তোর রূপে মোরে করিল ফানা

১৭০.

(খেম্‌টা)

ও রূপসী লো তোর রূপে মোরে করিল ফানা।
নাচিয়া নাচিয়া হাছন রাজায় গাইতে আছে গানা
হাছন রাজা তোমার পাগল সবার হইছে জানা।
হাছন রাজারে দেখলে কেন কর ঠানা মানা।
আচানক রূপ তোমার দেখতে চমৎকার।
হাছন রাজা দেখিয়ে দিছে কত যে বাহার।
হাতে তালি দেয়রে হাছন আর দেয়রে ফাল।
চিৎকার দিয়া ডাকে আইস গলে লাল।



এগো সুন্দরী গো তোর লাগি হাছন রাজা দেওয়ানা

১৭১.

এগো সুন্দরী গো তোর লাগি হাছন রাজা দেওয়ানা
তুমি বিনে হাছন রাজা কেওরে মানে না।
শরম ভরম ছাড়িয়া হাছন রাজা হইছে ফানা।
তোমার বাড়ির উপরে দিয়া করে আনা জানা।
তোমায় দেখলে হাছন রাজায় গায় রঙ্গের গানা।
তুমি দেখলে তারে কেন কর ঠানা মানা।
এই কথা আরশি পড়শির হইয়াছে জানা।
তোমার বাড়ি হাছন রাজার হইয়াছে থানা।
দিলারামে গায়রে গান করিয়ে না না না না।
হাছন জানের লাগিয়া হাছন রাজা হইল মাস্তানা।



আমি রাখিয়াছি বন্ধুরে দিলে, হাছন রাজা বলে

১৭২.

আমি রাখিয়াছি বন্ধুরে দিলে, হাছন রাজা বলে।
আমি রাখিয়াছি বন্ধুরে দিলে।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া রাখছি প্রাণ বন্ধুয়ারে গলে।
ছয় মাসে নয় মাসে সে যে কিমত করিয়া মিলে।
এর লাগিয়া বান্দিয়া থইছি তুলিয়া আপন কোলে
ছাড়াছাড়ি নাই রে আর বন্ধু, এ জীবন গেলে।
ছাড়িয়া দিলে জিগর চান্দরে আর কিরে মিলে।
কোলে লইয়া হাছন রাজা হিলে নাই ঢিলে।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া বুকে বুকে মিলে।
ছাড়বো না ছাড়বো না তারে কোনো কালে।
হাছন রাজার ছাড়বো না গো কখন মরিলে।।



হাছন রাজা মজিয়াছে সুন্দর সখীর রঙ্গে

৭৩.

হাছন রাজা মজিয়াছে সুন্দর সখীর রঙ্গে।
মরলে কে যাইব তোর সঙ্গে।
তুমি যে ভুলিয়া আছ তাইর রঙ্গে ঢঙ্গে।
তোমারে বেরিয়া থুইবো মায়া জালের ফঙ্গে।
সিদা পন্থে যারে হাছন, যাইছ না আঙ্গি ঢাঙ্গে।
সোনা রূপা থুইয়া কেন মন মজাইলে রাঙ্গে।
সুন্দর সখী ভব জানে কেবল যৌবন মাঙ্গে।
হাছন রাজা মন ফিরাইয়া ডুব দেয় সুরমা গাঙ্গে



আমি কাম করলাম নারে, রাঁধলাম নারে ভাত

১৭৪.

আমি কাম করলাম নারে, রাঁধলাম নারে ভাত।
হাইয়ে আসিয়া এখনেই লইব কুল জাত।
লাঙ্গের যৌবন দেখিয়া আমি রইয়া আছি চাইয়া
হাই থাকিতে পারবো নিরে লাঙ্গে করত বিয়া।
লাঙ্গের দিকে চাইয়া আমি কাম নাই করলু।
বেভুলে মজিয়া আমার দিনখানি গুয়াইলু।
হাছন জানে কান্দন করে কি হইবে উপায়।
দয়া করিয়া রাখ স্বামী হাছন রাজা পায়।



পিরীতের জ্বালায় জ্বলিয়ে জ্বলিয়ে মরলাম সজনী

১৭৫.

পিরীতের জ্বালায় জ্বলিয়ে জ্বলিয়ে মরলাম সজনী।
আমারে ছাড়িয়ে কোথায় গেল খঞ্জন ও নয়নি।
জানিয়াছি জানিয়াছি আমি কেউর নাই হও তুমি'
শ্রীকৃষ্ণের শিরমণি মনও মুহিনী।
হইয়া এগো তোমার আমি বৃক্ষমূলে বসিয়ে আছি।
তব জন্যে মন উদাসী গজগামিনী।
তোমার পিরীতি ধনি লোকের হইছে জানাজানি।
করে তারা কানাকানি এগো চান্দবদনী।
হাছন রাজার এই মনে পূজবো তোমার গুলবদনে
শ্রীকৃষ্ণ পূজিতেন তেমনি পুজবো আমি তেমনি।



চটকিয়া বালি চটকে চটকে নিলে প্রাণ

১৭৬.

চটকিয়া বালি চটকে চটকে নিলে প্রাণ।
তোমারে দেখিয়া আমি হইলাম অজ্ঞান।
কিবা শোভা ঝকঝক করে বাঁকা দুই নয়ন।
নাক শোভে তেজ ছুড়ি তার দরমিয়ান।
হাই শোভে গজ সুড় পদ শোভে মূলা।
চান্দের লাখান মুখ দেখিয়া প্রাণ আমার গেলা।
কি কব তোমার খুবি সূর্যের জিনিয়ে রঙ্গ।
দেওয়ান হাছন রাজার দেখিয়া লইছে তোমার সঙ্গ
নূরের বদন দেখিয়া তোমার হাছন রাজা দায়।
তোমার পানে মন লাগাইয়া প্রেমের গান গায়।



সুন্দর সুন্দর রসের রসিয়ারে ভালা

১৭৭.

(তাল খুমড়ি)

সুন্দর সুন্দর রসের রসিয়ারে ভালা।
তোমার পিরীতি করিয়া হইলরে জ্বালা।
দেখি যে তোমার রূপ, সইয়ে মাথার জিনিয়ে দুপ।
তাইসে করি উফ্ উফ্, শরীর হইল কালা।
তোমার দেখিয়া একি ভুলে সব দেশের সখী
কত রাত্র উঁকি বাকি হাছন জান মজিলা।
হাছনজানের প্রাণ যায়, হাছন রাজা গান গায়।
তবু নাই ফিরিয়া চায় মনরে মহিনা।



তুমি কেমন আছ গো ও প্রাণ প্রেয়সী

১৭৮.

(তাল ছপ্‌কা)

তুমি কেমন আছ গো ও প্রাণ প্রেয়সী।
অন্তরের সহিতে তোমারে ভালবাসি।
তুমি যে ছাড়িলে মোরে মনে আমার কি যে করে।
বঞ্চিতে না পারি ঘরে তব উদাসী।
লাগাইয়ে পিরীতির ফাঁসি, কই গিয়ে রইলে বসি।
না দেখিয়া চান্দ মুখের হাসি হইছি সন্ন্যাসী।
এই ছিল কপালের লেখা তাই তোমায় না গেল রাখা।
হাছন রাজার কপাল বেঁকা মূলে নয় দোষী।



হাছন রাজায় তুকায় ঘরে ঘরে দেখছো নিগো তোরা বন্ধুরে

১৭৯.

হাছন রাজায় তুকায় ঘরে ঘরে দেখছো নিগো তোরা বন্ধুরে।
একই ঘরে থাকে বন্ধু খুঁজিয়া পাইয়া তারে।
আমার সঙ্গে প্রাণ বন্ধে পিরীতি বাড়াইয়া।
এখন বন্ধু লুকাইলে কার বাড়িতে গিয়া।
ধুড়িয়া ফিরে হাছন রাজা ঘরের পিছে লাছে।
চান্দমুখ না দেখিলে পরে প্রাণে নাই বাঁচে।
কলার তলে গিয়া দেখে বন্ধু বইয়া রইছে।
বন্ধু পাই হাছন রাজা আহ্লাদেতে নাচে।



ঠাকুরকে মোরে করবো নি বিয়া

১৮০.

ঠাকুরকে মোরে করবো নি বিয়া।
আমি তোর বান্দির ফুরি, ঝুড়ি তার লাগিয়া।
আবিয়াত্তা রইয়াছি আমি ঠাকুরের পানে চাইয়া
বিয়া না করিল ঠাকুরে যৌবন গেল গইয়া।
কি কব ঠাকুরের খুবি জিনিয়ে শশী রবি।
হাছনজানের মনের সাধ হইতাম তার বিবি।
হাছন রাজা ঠাকুর আমার সংসারের ভূপতি।
তার সঙ্গে মন মজাইয়া গেল কুল জাতি।
জাতি গেল কুল গেল আর গেল মান।
ঘরে বসি থাকি কিন্তু তার কাছে মোর প্রাণ।
হাছনজানে বলে ওরে হাছন রাজা ঠাকুর।
বান্দি তোমার চিরকালের রাখো রে হুজুর।



মরলাম বাউজের প্রেমের তাইসে

১৮১.

মরলাম বাউজের প্রেমের তাইসে।
আদর করিয়া ডাকি বাউজরে কোলে নাই বসে।
নিতি নিতি ডাকি বাউজরে ফিরিয়া না চায়।
বাউজের কেবল মোটা শরীর মায়া নাই গায়।
আইসো আইসো সুনা বাউজ আইয়া একবার কোলে।
নাকের মাঝে নাক দিয়া, দিয়া হার পরাইবে গলে।
হাছন রাজার কথায় বাউজে মুচকি হাসা হাসে।
লোকের সাক্ষাৎ টানা দিয়ে বুকে ভালবাসে।।



হে মা করুণাময়ী কৃপা কর মুই অধমেরে

১৮২.

হে মা করুণাময়ী কৃপা কর মুই অধমেরে।
কাকুতি মিনতি করি ডাকি মা তোমারে।
ঘিরিয়াছে মায়ারই জালে এখনি মারিবে কালে।
তুলিয়া লও গো ও মা কোলে তব সন্তানে রে।
পড়িয়া মা বিষম বিপাকে।
হাছন রাজার তোমায় ডাকে।
তরা করি কর রক্ষে মাও গো আমারে।



চিকন কালা চিকন কালা ও চিকন কালা

১৮৩.

চিকন কালা চিকন কালা ও চিকন কালা।
তুমি বিনে অন্য কেউরে নাই লাগে ভালা।
গলেতে পড়িয়া আছ বন ফুলের মালা।
থরে থরে কর তুমি কতই যে খেলা।
কেউরে মার কেউরে জিয়াও কেউরে দেও জ্বালা
তোমারে চিনিয়াছি আমি অড় জলের সালা।
হাঁটিয়া যাইতে সখী গণে ধরিয়া মারে ঠেলা।
সকল সখী লইয়া তুমি সদাই কর খেলা।
তোমার শিক্ষা শিখিয়া হাছন রাজা মস্ত হইলা।
সুন্দর নারী দেখলে পরে দাবি ধরে গলা।
নারীই মূল, নারীই কুল, তাতে নাই ভুল।
নারী ভেদ বুঝলে পরে ফোটে হৃদয়েব ফুল।

রাইত হইলে ঘুম আসে না প্রাণ বন্ধের লাগিয়া

১৮৪.

রাইত হইলে ঘুম আসে না প্রাণবন্ধের লাগিয়া।
আরে ছটফট ছটফট করে প্রাণ, থাকি যে জাগিয়া।
সারা রাইত জাগিয়া থাকি, করি কত উঁকি বাকি।
আমের বন্ধু আইলো নাকি উঠি চমকিয়া চমকিয়া।
ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি একলা একলা ক্ষণে হাসি।
আমি তো হইয়াছি দাসী পিরীতি করিয়া।
হাছন জানে কান্দিয়া বলে হাছন রাজা আয়রে কোলে
দিনে রাইতে জ্বলে, জ্বলে প্রাণ তোমার লাগিয়া।



এলো ঠমকিয়া বালি মন আমর উদাস করিলে

১৮৫.

এলো ঠমকিয়া বালি মন আমার উদাস করিলে।
লাল মুখ ডগ ডগ মিসরি দিয়া প্রাণ কাড়িলে।
যে দেখে তোর রূপের ভঙ্গি, সে হয় তোমার সঙ্গী।
আমি তোমার যৌবন মাঙ্গি, কি যাদু মোরে করিলে।
হাছন রাজা দেখিয়া তোরে মন প্রাণ ছটফট করে।
হাজির হইয়া আসি কিমত করিয়া মন হরিলে।

সুন্দরীর মুখ দেখিয়া মন মোর হুতাশ হইল

১৮৬.

সুন্দরীর মুখ দেখিয়া মন মোর হুতাশ হইল।
বাঁকা আঁখির বুয়ার বাণে কলিজা ছেঁদিল।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায় আড় নয়নে যখন চায়।
প্রাণ আমার নিয়ে গিয়ে কাড়িয়া খাইল।
মুসলমানে বলে আইলো পরী. হিন্দু বলে ওই হরি
নাম হয় ঈশ্বরী- মন হরিল।
দেখিয়া হাছন রাজার মুখ, সর্ব জন্মের গেল দুখ।
আহ্লাদে ভরিলো বুক, চাইয়া রহিল।



পিরীতি জ্বালাইল, পিরীতি আমারে জ্বালাইল

১৮৭.

পিরীতি জ্বালাইল, পিরীতি আমারে জ্বালাইল,
দেশ খৈস ভাই বন্ধু সকলই ছাড়াইল;
পিরীতের কি এমনি ধারা।
পিরীত করিয়া হইলেম সারা।
করলো মোরে কারা কারা।
কি যাদু যে করলো।
এখন আমি কি যে করি, কিমত করে তারে ধরি।
মন আমার করিয়া চুরি, কোথায় সে যে গেল।
হাছন রাজা বলে সখী, এত জ্বালা প্রেমের কি?
জ্বলিয়ে মরলাম জ্বলিয়ে মরলাম. এ কি জ্বালা হইলো।



তুই কেনে মোর মন মজাইলে

১৮৮.

তুই কেনে মোর মন মজাইলে।
রঙ্গি বালা, রঙ্গি বালারে- তুই কেনে মোর মন মজাইলে
শেওরা মাথে লইয়া মোরে দেখা দিলে।
শেওরার ঝলমলিয়ে আর চেহেরার বাহারে।
রইতে না পারি আমি আপনার ঘরে।
শেওরা মাথেতে লইয়া, যখন আমার পানে চাইলে,
হাছন রাজার নেত্র বাণে হাছনজানরে খাইলে।

বন্ধু বিহনে মনে করে হা হা হা হা

১৮৯.

(তাল খেমটা)

বন্ধু বিহনে মনে করে হা হা হা হা,
প্রেমের আগুনে চিত্তে করে ধা ধা ধা ধা।
জ্বলিয়ে মরলাম জ্বলিয়ে মরলাম বাঁচবার নাই আশা
প্রেমের আগুনে করে সা সা সা সা সা সা।
হাছন রাজা প্রেমানলে বাঁচবে না বাঁচবে না।
রক্ষা কর প্রেমেশ্বরী মা মা মা মা।



বন্ধু ডাকি তোমারে সাধিয়ে সাধিয়ে

১৯০.

বন্ধু ডাকি তোমারে সাধিয়ে সাধিয়ে।
ঘরখানি পুরানা হইছে ঠিকা লাগাই দেয়।
ঘরখানি মোর হেলিয়া গেছে, বহুদিন আর নাই আছে
দেখা দিয়া ভাল করিয়া নিজে গড়িয়ে দেয়।
ঘরখানি যে ভাঙ্গা দেখিয়া উঠে মনে থাকিয়া থাকিয়া
কান্তে আছে মন পাখিয়ে, ডাকিয়া রাধে রাধে।
ঘরখানি ভাঙ্গি পড়লে কোথায় যাবে, তার কি করিলে
কিছু নাই পাইবে মরলে কাল গুয়াইলে বাদে।
দিন গেল মোর বাদে বাদে, হাছন রাজায় কান্দে কান্দে।
পড়িয়া ভবেরই ফান্দে ঠেকিয়াছি প্রমাদে।

সোনালী জান, তোরে দেখিয়া গেল প্রাণ

১৯১.

(তাল কাতরা)

সোনালী জান, তোরে দেখিয়া গেল প্রাণ।
মুখে করে ডগমগ খাইছে ছাঁচি পান।
ঝলমল করে তোর বাঁকা দুই নয়ন।
আঁখি ঠারিয়ে মন মজাইয়ে লইলে কুলমান।
আমারে ভুলাইয়াছ গাইয়ে রঙ্গের গান।
তোমার হাতে সঁপিয়াছি আমার প্রাণ।
হাছন রাজায় বলে, এগো সুন্দর হাছনজান।
দেখিয় ধরতে পারি না গো তুমি বে-নিশান।।



আইসো গো বিধবা নাতিন

১৯২.

(তাল পুছ)

আইসো গো বিধবা নাতিন।
আমারে না বাস বিন।
আমার ঘরে আসলে এখন পাবেনা গো তুই সতীন
ধারা সব হইছে বুড়ি, আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি।
নাই আছে হুড়াহুড়ি, গিয়াছে তাদের দিন।
হাছন রাজার কথা শুন, দিব তোমায় বহু ধন।
কর কর একিন।
হও গো আমার অধীন।।



বুঝতে কি পারবে না বাদিয়া ছেড়ি

১৯৩.

(খেমটা)

বুঝতে কি পারবে না বাদিয়া ছেড়ি।
সিঙ্গার জলা ঘাড়ে রইয়া ফির বাড়ি বাড়ি
সিঙ্গার লাগায় ফুক খসায় এই তাদেব কাম।
গানের অর্থ বুঝিবারে না লইও নাম।
কমত করিয়া বুঝবে গান তুই ছোট লোকের ছেড়ি।
বড়র মাইয়ায় বুঝবে গান মোর, আকল তাদের ধেড়ি।
আমার গান বুঝবে নারে দেশের রাড়িবুড়ি।
বেআকলে শুনলে গান করবে জুড়াজুড়ি।
বুঝিবে বুঝিবে গান যার মাথা আছে ধড়।
আর বুঝিবে আমার গান যার চিত্তে আছে দড়।
হাছন রাজার গান সব ছোট লোকে না বুঝিবে।
জাতে জাতে এক হইলে বুঝিয়া লইবে।



সুনেলি গো জান বাহারে বাহারে রঙ্গ করে

১৯৪.

সুনেলি গো জান বাহারে বাহারে রঙ্গ করে।
হাছন রাজায় দেখলে পরে আঞ্জা করিয়া ধরে।
ঘরে ধরে বাইরে ধরে, ধরে সবার মাঝে।
দেখলে তো আর প্রাণ বাঁচে না কি ধরাইব লাজে।
খঞ্জন আঁখি কমলা জিনিয়ে লাল,
হাছন রাজা কোলে লইয়া দিতে আছে ফাল।
ফালায় ফালায় হাছন রাজায়, বাজায় খেমটা তাল।
ঝাড়াইয়া ঝাড়াইয়া নাচায় বাবরি ছাঁটা বাল।



যারে বন্ধে চায় কিসের ভাবনা তার

১৯৫.

(তাল নাদ্‌রি)

যারে বন্ধে চায় কিসের ভাবনা তার।
কুকার্য্য করিলে তারে করছে উদ্ধার।
জগাই মাধাই পাপী ছিল।
তাদেরে উদ্ধারিয়া নিল।
আমি পাপি উদ্ধারিতে কতক্ষণ আর।
মার বাঁচাও ওহে নাথ, তাতে নাই ব্যাঘাত
হাছন রাজার এই মত চরণে থাকিবার।



সুনা দিদি ঠাকুর দিদি গো, বন্ধের লাগি কি মোর করে

১৯৬.

(তাল কাটা কাওয়ালি)

সুনা দিদি ঠাকুর দিদি গো, বন্ধের লাগি কি মোর করে।
বাবরি ছাটা চুল দেখিয়া মনত জাতিয়া ধরে।
গুয়াইল ঘরের পাছে দিয়া সদাই আসে যায়।
আমার দেখলে কেন গো সে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায় মুচকি হাসা হাসে।
অন্তরের সহিতে মোরে বড় ভালবাসে।
রঙ্গ ঢঙ্গ দেখিয়া তার প্রাণ না যায় ধরা।
হাছনজান তো হইয়া আছে হাছন রাজার মারা।



দেখিয়া তোর লাল মুখখান উড়িয়া পড়ে আমার গো প্রাণ

১৯৭.

দেখিয়া তোর লাল মুখখান উড়িয়া পড়ে আমার গো প্রাণ,
কিবা শুভা দেখতে লাগে খাইয়ে আছ ছাঁচি পান।
দেখিয়া তোর মুখের হাসি।
তোমারে যে ভালবাসি হইলাম আমি উদাসী।
আর দেখিয়া তোর বাঁকা নয়ন।
চান্দের লাখান মুখখান দেখি।
তারার লাখান দেখি আঁখি।
দিও না আমার ফাঁকি, এগো এগো জানের জান।
দেখিয়া তোর তারা বারা হাছন রাজায় হইল মারা :
হইয়া আছি বুদ্ধিহারা, নাই আছে বুদ্ধি জ্ঞান।



সুন্দর সুন্দর পেয়ারী লাল

১৯৮.

সুন্দর সুন্দর পেয়ারী লাল।
সুন্দর সুন্দর পেয়ারী লাল।
হাছন রাজা চৌধুরী দেখিয়া দিতে আছে ফাল।
মুখ সুন্দর বুক সুন্দর আর সুন্দর গাল।
যে দেখে তার মনে লয়, কামড়াইয়া খাইত গাল।
আচানক সুন্দর পেয়ারী ঘুঙ্গুর আলি বাল।
দেখিয়া হাছন রাজায় নাচে, বাজাই খেমটা তাল।
হাছন রাজার সঙ্গে নাচে নারীগণের পাল।
হাছন রাজা নাচিয়া মরলো, ধরিয়া সামাল।



ঠমকিয়া বালি যায়রে নাচন দেখাইয়া

১৯৯.

(খেম্‌টা)

ঠমকিয়া বালি যায়রে নাচন দেখাইয়া।
জল ভরিতে যায়রে পেয়ারী ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া
জল ভরিতে যাইতে যায় আড় নয়নে চাইয়া।
মনে লয় যাই তাইর ভিতরে সামাইযা।
আমার পানে চাইয়ে পেয়ারী খল খলাইয়া হাসে
ঠমকিয়া বালিয়ে দেখ আমার ভালবাসে।
ভালবাসা দেখিয়া পেয়ারীর মন প্রাণ ধায়।
হাছন রাজা চৌধুরী তাইর সঙ্গী হইয়া যায়।



সুন্দর দেখলে প্রাণ মোর রয় না আর ঘটেরে

২০০.

(তাল নাদরি)

সুন্দর দেখলে প্রাণ মোর রয় না আর ঘটেরে।
না জানি প্রেমের জ্বালা কই থাকিয়া উঠেরে।
চিরা বারা গাইলে ছিয়ায় যেই মতে কুটেরে।
সে মত অন্তরে আমার আসিয়া কিবা ঝুটেরে।
পানেরও রেখা যখন দেখি য়োরির ঠুঁটেরে।
প্রেম নাগরি তখনই মন প্রাণ আমার লুটেরে।
সুন্দর বদন দেখিয়া অন্তরে আমার গুটেরে।
হাছন রাজা প্রেমের মাতাল ফাল দিয়া উঠেরে।



কঠিন সামে মন ভুলাইল এগো এগো সজনী

০১.

কঠিন শ্যামে মন ভুলাইল এগো এগো সজনী।
আমি তো ভুলিয়া আছি দেখ তোরা মজনি।
এমন কঠিন মন তার, তারে কেউ বুঝেনি।
কান্দাইল কান্দাইল মোরে কতই দিবা রজনী
মানা করি বারে বারে দেখ তোরা বুঝনি।
হাছন রাজার প্রাণ গেল দেখ তোরা খুঁজনি।

পাগল মোরে করলো রে পেয়ারীর রাঙ্গা গায়

২০২

(তাল- ছপকা)

পাগল মোরে করলো রে পেয়ারীর রাঙ্গা গায়।
রূপ দেখিয়া হাছন রাজায় করে হায় হায়।
গাঙ্গের ঘাটে যায় সে যখন জল ভরিবার দায়।
ঝন ঝন ঝন নূপুর বাজে পেয়ারীর রাঙ্গা পায়।
আমার পানে যখন পেয়ারী ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
প্রেমের বান লাগে আসিয়া আমার কলিজায়।
কলসি ভরিয়া যখন ঘোমটা টানিয়া আয়।
প্রেমের গণ্ডগোল আমার বুকেতে ঘটায়।
হাছন রাজা পাগল হইয়া সাক্ষাতে দাঁড়ায়।
মায় মায় বলিয়া কত সালাম জানায়।



এ গো লাইন্তি সুন্দরী, আমি মজি তোমায় দেখি

২০৩.

এ গো লাইন্তি সুন্দরী, আমি মজি তোমায় দেখি
দেখা দিয়া যায় গিয়া কেন ঝলমল ঝলমল করি।
দেখতে বড় তেড়ছা বাঁকা আমার পেয়ারী কিবা
শোভা দুইটি আঁখি কিবা শোভা ভরি:
হাছন রাজায় রাখছে না তার চমৎকার মুঞ্জরী
নাছারায় বলে মেরী হিন্দুয়ে বলে হরি।



বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শাম

২০৪.

বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ শাম।
রাধার ঘরে করে কাম।
কেউ বলে রাধার কানু।
হাছন বাজায় বলে দিলাবাম।
আন্দাইর গুন্দাইর হুড় হুড় করে।
কেওরে নাই সে সে ছাড়ে।
প্রেমের উতলা হইয়া লাগাইছে দুমদাম।
প্রেমের বাত্তি জ্বালাইয়া দেখ তারে নিরখিয়া
হৃদ মন্দিরে বিরাজ করে হাছন রাজা ধবে নাম।



তুই মোরে করিলে কানা, সুন্দরী সুনা

২০৫.

তুই মোরে করিলে কানা, সুন্দরী সুনা।
ও সুনা, তুই মোরে করিলে কানা।
নাচিয়া নাচিয়া হাছন রাজায় গায় এই গানা।
পাগল হইলাম তোর, দেখিয়া টানা মানা।
আরশি পরশি সকলেরই এই কথা হইল জানা।
কিসে কি করিলে মোরে বুঝতেতো আর পাইলাম না।
কত করিয়া মনকে থামাই, মনতো মোর থামে না।
কত করিয়া মনকে থামাই মনে তো বুঝে না।
তুমি বনে অন্যের দিকে মনতো মজে না।
হাছন রাজা তোমায় ছাড়িয়া কখনো থাকবে না।
হবে না হবে না কখনো অন্যের হবে না, সুন্দরী সুনা



দেখিয়া তোর পিন্দনের শাড়ি লাল কিনারি

২০৬.

(খেমটা)

দেখিয়া তোর পিন্দনের শাড়ি লাল কিনারি।
আহা মরি রাই কিশোরি।
তব সম সুন্দরী গো নাই আছে ভব পুরী
কি কব তোর রূপের কথা।
অন্তরে হইছে খাতা আর হইছে মনে ব্যথা।
এখন আমি কি যে করি।
প্রাণ মোর নিল হরি, দেখবো তারে নয়ন ভরি।
আহা আহা মরি মরি কি মত করিয়া তোমায় ধরি
দিও না গো ফাঁকিফুঁকি, সদাই যে নয়নে দেখি
বলি তবে চন্দ্রমুখী দাহস হইয়াছি তোমারি।
হাছন রাজায় বলে, এ গো আমারে চরণে রাখ,
পদতলে নামটি লেখ রাধা গো, এগো পেয়ারী।



আমার মন মজিয়াছে রে পেয়ারীর লাল লাল রঙ্গে

২০৭.

(খেমটা)

আমার মন মজিয়াছে রে পেয়ারীর লাল লাল রঙ্গে
হাছন রাজার মন মজিয়া চলছে পেয়ারীর সঙ্গে।
কিবা শোভা ঝলমল করে পেয়ারীর সোনার অঙ্গে।
পাছে পাছে হাছন রাজায় যৌবন পেয়ারীর মাঙ্গে।
জল ভরিতে যায় যে পেয়ারী সুরমা নদী গাঙ্গে।
হাছন রাজায় ভুলিয়াছে পেয়ারীর ঢঙ্গে ঢাঙ্গে।
হাছন রাজায় মনে মনে এই কথাটি পাঙ্গে।
যৌবন নাই দিলে কেমনে কাঙ্খের কলসি ভাঙ্গে।
যে ভঙ্গি জানে কাইর হাছন রাজা লাঙ্গে
যেমন ভঙ্গি করতো রাধায় শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গে।
হাছন জানে বলে মিশিয়ে সোনায় আর রাঙ্গে।
নীচ হইয়া গাই গান আঙ্গে আর ঢাঙ্গে।



দেখিয়া তোর নূরি অঙ্গ আর দেখিয়া ঝলমল রঙ্গ

২০৮.

(খেমটা)

দেখিয়া তোর নূরি অঙ্গ আর দেখিয়া ঝলমল রঙ্গ।
হাছন রাজা পাগল হইয়া লইলো রে তোমার সঙ্গ।
তোমার মত রূপের বাহার, সংসারেতে আছে কাহার।
রূপটি তোমার চমৎকার, আচানক তোর রঙ্গ ঢঙ্গ।
কি কব তোমার খুবি জিনিয়ে দেখিয় ইন্দ্র দেবী।
আর জিনিয়ে শশী রবি দেখিয়া ঠেকলাম প্রেমফঙ্গ।
হাছন রাজায় দেখিয়া তোরে হায় হায় হায় হায় হায় হায় করে
প্রাণ যায় যায়, আমি তো হইলাম সাঙ্গ।



কলসি নামা সুন্দরীও

২০৯.

(খেমটা)

কলসি নামা সুন্দরীও
একবার নয়ন ভরিয়া হেরি।
কই তন আইলে ও তুই হুর কিবা পরি।
কলসি নামা কলসি নামা করিয়া তাড়াতাড়ি।
আমারে তো করলে পাগল করলে আরিপরি।
হাছন রাজায় দেখিয়া বলে আহা মরি মরি।
মনে লয় পেয়ারীর গলে আঞ্জা করিয়া ধরি :



কেন আইলে লো ও তুই জলে জলে

২১০.

(খেমটা)

কেন আইলে লো ও তুই জলে জলে
তোমারে দেখিয়া দেখিয়া আমার মন প্রাণ জ্বলে।
আসিয়াছ্ গাঙ্গের ঘাটে ফুলের মালা গলে।
আমারে তো ভুলাইলে রূপ ধরিয়া ছলে।
মন প্রাণ লইয়া গেল তোর চক্ষের ঢিলে।
প্রাণ বাঁচে না যৌবন দান না দিলে।
মনে লয় ধরিয়া তোরে তুলিয়া লই কোলে।
প্রেমের জ্বালা নিভিয়া যাইবো তোমার কোলে লইলে
আশিক হাছন রাজায় দেখিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলে।
ধরলে নারে চান্দমুখীরে কি চাইয়া রইলে।
ধরলে নারে চান্দমুখীরে পাইবে নারে গলে।
হাছন রাজায় ছাড়বো নারে ভুল নাই তার মূলে।

হাছন রাজারে ঠাকুরে পাগল করিয়াছে

২১১.

হাছন রাজারে ঠাকুরে পাগল করিয়াছে।
ফালায় ফালায় হাছন রাজা আর নাচে নাচে।
ঠাকুরের পাগল হাছন রাজা আরতো কারো নয়।
আঙ্গুল নাচাইয়া নাচে কারে দিয়া ভয়।
আমি যার পাগল হইছি সংসারেরই কর্তা,
ভবির সঙ্গে তোদের পিরীতি কেবলমাত্র বৃথা।
ছাড় ছাড় ভবির প্রেম ছাড় যে সয়ার।
যা করিবার করিয়াছ, করিস নারে আর।
পাগলা হাছন রাজায় দেখ পিরীত করছে সায়।
ঠাকুরের ভাবে মন লাগাইছে ঘরাই আল্লার।

ভালা নাচে নাচেরে ভালা, বসন্ত সময়ের কালে ভালা নাচে

২১২.

(তাল তুমড়ি)

ভালা নাচে নাচেরে ভালা, বসন্ত সময়ের কালে ভালা নাচে।
বন্ধু আইলো বন্ধু আইলো হাছন রাজার কাছেরে ভালা বসন্ত সময় কালে।
মুখের ঘাম হাছন রাজার গামছা দিয়া পুছে।
পুছিয়া পাছিয়া চান্দমুখে দিতে আছে বুছেরে।
এক চিত্তে বলতে আছে কেবল প্রিয়া প্রিয়ারে
হাছন রাজায় আর কি ছাড়ে করিয়া আছে আন।
কত তপস্যে পাইছে প্রাণের প্রাণরে।



বাজনা বাজে বাজনা বাজেরে

২ ১৩.

(তাল তুর্মড়ি)

বাজনা বাজে বাজনা বাজেরে
ভালা গৌর গৌরাঙ্গ বলিয়া বাজে বাজনা বাজে
হাছন রাজায় নাচে, আছে তার মাঝে রে।
ভালা গৌর গেওরঙ্গি বলিয়া বাজে।
হাছন রাজায় ডাক ছাড়ে গৌর গৌর বলিয়া।
প্রেমের মাতাল হাছন রাজা পড়ে হালিয়া ঢুলিয়া।
এরে দেখিয়া হাছন রাজার গুষ্টি মরে লাজে।
ধরিয়া না রাখতে পারে নাচে সবার মাঝে।
নাচে হাছন রাজায় উঠিয়া দেয়রে ফাল।
গৌর চান্দ গৌর চান্দ বলিয়া হইল বেহাল।



পিরীতের কি এত যন্ত্রণা আগে জানি না

২১৪.

(খেমটা)

পিরীতের কি এত যন্ত্রণা আগে জানি না।
জানিলে তাহার পিরীতে আমি মজতাম না।
পিরীত করিয়া হাছন রাজা হইল দেওয়ানা।
নাচে কুঁদে ফালায় ফুলায় হইয়া ফানা।
নাচিয়া নাচিয়া চলছে হাছন রাজা মস্তানা।
খেমটা তালে গাই যাইছে পিরীতের গানা।



পিরীতের কি এতরে জ্বালা

২১৫.

(তাল নাদরি)

পিরীতের কি এতরে জ্বালা
রাঙ্গা বদন হইল রে কালা।
প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া আমা কিছুই না লাগে ভালা।
সুন্দর বদন মোর ছিল, পিরীত করিয়া সবই গেল।
লোকে দেখলে ছি ছি করে, কত লোকে মারে ঠেলা।
হাছন রাজা পিরীতি করিয়া ফিরতে আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া;
আনিয়া দে মোর প্রাণ প্রিয়া, নিভিয়া যাউক প্রেমাল সয়লা



আপন চিনিয়া লওরে মন

২১৬.

আপন চিনিয়া লওরে মন।
আপন চিনিয়া লইলে চিনবায় নিরঞ্জন।
আপনার মাঝে চাইয়া দেখ ঠাকুরের আসন।
আসনে বসিয়ে কর ঠাকুরের দর্শন।
রঙ ও রূপ আছে ঠাকুরের আচানক খুবি।
পদেরও ছায়ার মত না হয় শশি রবি।
হস্ত আছে পদ আছে, আছে তার আকার।
বেইমান সকলে বলে আল্লাহ্ নিরাকার।
নিরাকার হই আমি আমার নাই আকার,
নিশ্চয় জানিবায় আমার আল্লাহ্ যে সাকার।
সাকার না হইলে কেমনে দেখিবায় দিদার।
বড়ই সুন্দর ছবি আমার আল্লাহ্‌র।
নূরের বদন তার ঝলমল ঝলমল করে।
স্বপ্নতে দেখা দিয়া পাগল করলো মোরে।
যো কুছ হেয় রে তুই হেয় রে যো কুছ তুই।
মিছা মিছি আমি বলি মুই মুই মুই মুই।
আমি তো কিছু নয়রে হই আমি এক হাত্তা।
হুদ্দমেতে আসিয়াছি হুকুমেতে জাত্তা।
আগে আল্লাহ্ পরে আল্লাহ, আল্লাহ্ যে জাহির।
বাতিনেতে চাইয়া দেখি আমারই তসবির।
পাগল হাছন রাজায় কহে ফানা ফিল্লা হইয়া।
যে দিকেতে দেখি আমার আল্লাহ্ রইছন চাইয়া।
আপনার মাঝে আরশ কুরসি তাহাতে আছে রে আসন
প্রেমেরই ডুরে যাইয়া হুজুরে কর তার দর্শন, ওরে মন



আমার বন্ধের রূপ আচানক সুন্দর

২১৭.

আমার বন্ধের রূপ আচানক সুন্দর।
এমন রূপ নাই দেখি শহরে বন্দর।
ঝলমল ঝলমল করে রূপে নূরেরি বদন।
রূপ দেখিয়া হইল মোর মনে উচাটন।
আর বঞ্চিতে না পারি ঘরে দেখিয়া কাঁকন।
চমক লুয়ায় থইয়া কেন টানিয়া নেয় যে মন।
কি কব তার ভঙ্গিরে কি কব তার খুবি।
প্রেমেরই সাগরে আমিরে দেখিয়া গেলাম ডুবি।
হাবুডুবু খাই আমিরে সমুদ্দরে পড়িয়া।
উচাইট উচাইট করি কেবল তাহার লাগিয়া।
চান্দমুখ না দেখিলে বঞ্চিতে না পারি।
কোলে লও কোলে লও বন্ধুরে তব চরণ ধরি।
কোলে লইলে থইও নারে এই মিনতি করি।
হাছন রাজায় দোহাই দেয়রে বন্ধু যে তোমারি।



কোলে লইলে মোরে থইয়ো নারে আর

২১৮.

কোলে লইলে মোরে থইয়ো নারে আর।
বন্ধু দোহাই তোমার, দোহাই তোমার।
নিজ মুখে বলিয়াছ আমি যে তোমার।
তুমি আমার আমি তোমার।
বন্ধু দোহাই দেই তোমার।
ত্বরা করি লও লওরে কোলে।
প্রাণ আমার জ্বলে জ্বলে।
লইবায় বুঝি আমি মরলে বন্ধুরে আমার।
বন্ধু দোহাই দেই তোমার।
হাছন রাজায় তোমার কথা করিয়াছে সার।
অন্য লোকের কথা শুনবে নারে আর।
বন্ধু দোহাই দেই তোমার।
কোলে লইলে মোরে থইয়ো নারে আর।



বন্ধুরে দেখিয়া মন লাগিয়াছে আমার

২১৯.

বন্ধুরে দেখিয়া মন লাগিয়াছে আমার।
চাইনা আমি অন্য কিছু চাইনা কেউরে আর।
আচানক বন্ধুরে আমার আচানক তার ছবি।
ত্রিজগতে নাই আছে এ মতো খুবি।
নাই আছে কোনখানে এমনো রঙ।
হাছন রাজায় দেখিয়া লইলাম তাহারও সঙ
নূরের বদন তার ঝলমল ঝলমল করে।
স্বপনেতে দেখা দিয়া পাগল করলো মোরে।
দেখিয়া তাহার রূপ হইলাম দেওয়ানা।
নূরি অঙ্গ দেখাইয়া করলো মোরে ফানা।
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে নাচে নাচে।
যেমনি দিয়া বন্ধু যায়, যায় পাছে পাছে।



আমার বন্ধু আচানক সুন্দর

২২০.

আমার বন্ধু আচানক সুন্দর।
বুকে মিশাইয়া রাখি আমার অন্দর।
আচানক সুন্দর বন্ধু, আচানক তার রূপ।
মিশাল দিবার না পারিয়া হইয়া আছি চুপ
কালা ধলা নয়রে বন্ধু, নয়রে লাল নীলা,
ত্রিজগতের রূপ হইতে বন্ধের রূপ আলা।
যতই দেখা যায় রূপ ততই লাগে ভালা
জ্ঞান চৌক্ষে চাইয়া দেখি রূপেরই খেলা।
হাছন রাজায় দেখিয়া রূপ রূপেতে মজিলা
মন, প্রাণ, দিল, জান তাহারে সঁপিলা।



বন্ধুর মাঝে আছে আমার খোদা গো, প্রাণ সই

২২১.

বন্ধুর মাঝে আছে আমার খোদা গো, প্রাণ সই।
সই গো, বন্ধুর মাঝে আছে আমার খোদা।
বন্ধু হইতে মাবুদ আল্লাহ্ নাই আছে জুদা গো।
মন আমার কানাই হয়, তন হয় গো রাধা।
আমিই আমার দাদার বউ আমিই আমার দাদা।
চিনিয়া না চিনিলাম তারে আমি রইলাম সুদা।
চরিয়া চরিয়া খায় যেমন ঘাস মন্দ্রাজের গাধা।
আমার গান শুনিয়া মুল্লা মুন্‌শিরা দেয় বাধা।
মুল্লা মুন্‌শির কথা যত সকলই বেহুদা।
হাছন রাজায় বলে মুল্লা হয়রে ও নদা।
কিসেতে কি করে দেখ ধরিয়া দেয়রে বেদা।
সজনী সই, নাচিয়া যায়রে নাচিয়া যায়রে হাছন রাজা গদাগো।
আমি হইতে আমার বন্ধু না আছে আলাদা।
সজনী সই সইয়া গো, বন্ধুর মাঝে আছে আমার খোদা।



২২২.

আমি দেখিলাম রে, আমি দেখিলাম রে,
আপন রূপে বন্ধু দেখিলাম রে।
দেখিয়া তার প্রেমের ফান্দে ঠেকিলাম রে।
আচানক সুন্দর ছবি কি কব তার খুবি।
রূপ দেখিয়া শরমেতে পলায় শশী রবি।
আমার মত নমুনা তার আমার মত রঙ্গ।
ঝলমল ঝলমল করে রঙ্গে নূরি তার অঙ্গ।
আচানক চেহারা তাহার আচানক বাহার।
এমন রূপ নাই আছে সংসারে কাহার।
হাছন রাজা দেখিয়া নাচে তাহার তসবির।
সে রূপের লাগিয়া হাছন রাজা হইল ফকির।
ফকির হইয়া হাছন রাজায় বলে আয়নুল হক
আমি তো কিছুই নইরে আল্লাহ্‌ই বেসক।



দেখিয়া খোদা মিঞার ছবি দিনে রাইতে আমি ভাবি

২২৩.

দেখিয়া খোদা মিঞার ছবি দিনে রাইতে আমি ভাবি।
হস্ত আছে পদ আছে আচানক তার খুবি।
আচানক তার রূপের গঠন।
দেখিয়া হইলো মন উচাটন।
এমন রূপ নাই ধরে শশী আর রবি।
আমি দেখিয়া হইলাম লোভী প্রেম বাণ বুকে গেল চুবি।
লাগাইলাম হাবি দোবি। এমন রূপ নয় ইন্দ্রদেবী
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে, হায় হায় হায় হায় হায় হায় করে।
পড়িয়া প্রেমের সাগরে হাছন রাজা গেল ডুবি।
হাছন রাজারে দেখা দিল খোদা মিঞার গায়েবী।
সুরত সকল আছে খোদার হাছন রাজায় করে দাবি।



আমার হস্ত পদ তারই আমি হইতে না জুদা গো

২২৪.

আমার হস্ত পদ তারই আমি হইতে না জুদা গো।
আদম সুরত আমার খোদার গো, সই সজনী।
আদম সুরত আমার খোদার গো।
আমার মত হস্ত পদ আমি হইতে না জুদা গো।
আমার মত রঙ্গ রূপ আমার মত ছবি।
নূরেরই চেহারা তার আচানক খুবি গো।
আমার মত সবই তার আমার মত দিল।
দুই নাই দেখা যায় দুইয়ে এক মিল গো।
আমার মাঝে আছে যে আমার কুড়তা দিয়া।
আমি তাহার কুড়তা হই দেখলে ভাবিয়া গো।
আমার অঙ্গ তার কুড়তা তারে টাটটি দিয়া।
কত খেইড় খেলাইতে আছি তার আড়ে থাকিয়া গো।
আমি যে খোদার কুড়তা মোরে পর্দা দিয়া।
খোদায় করেন সদাই কাম আমি বদনামিয়া।
হাছন রাজায় বলে রব তুমিই সব।
আমি তুমি সই তুমি সকলই তুই রব গো
আশিক হাছন রাজায় কয় আমি কিছু নয়।
যাহাই দেখি সবই আমার মাবুদ আল্লাহ্ হয় গো।
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজা কয়।
আল্লাহ্ই আল্লাহ্ দেখি আর কিছু নয় গো।



আমি হি আমারও খোদা গো সজনী

২২৫.

আমি হি আমারও খোদা গো সজনী
আমি হি আমারও খোদা।
আমি হইতে আমার খোদা পাইয়াছে জুদাগো।
আমি খোদা আমি খোদা হাছন রাজার খোদায় কয়।
হাছন রাজা মাটির ভাণ্ড আর কিছু নয়।
হাছন রাজা নাম দিয়া খেলে ঠাকুর চান্দে।
লোকে নাই বুঝে তারে পড়িয়া ভবের দ্বন্দ্বে গো।
আমি খোদা আমি খোদা হাছন রাজা কয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া বলে নাই কিছু ভয়।

ধর ধর মন ঠিক করিয়া ধর

২২৬.

(বাউলা)

ধর ধর মন ঠিক করিয়া ধর।
অন্য কেউরে ধরিস নারে ধর ধর আপনাকে ধর
আপনাকে ধরলে পরে পাবেরে ঠাকুর মোর।
পাইলে তারে ছাড়িস নারে বান্ধিয়া রাখিস দিলকা পর
তুমি আমি ভিন্ন নয়রে আমি যে হইরে তোর।
ছাড়িয়া কি পারি থাকতে মন লাগিয়াছে তার উপর।
হাছন রাজায় বলে ওরে প্রাণবন্ধু মনোহর।
আলগ্ রাখিস নারে মোরে তোর রঙ্গেতে লয়ে কর।
ছাড়িয়া তার থাকিস নারে দিল লাগালে তার উপর।



হাছন রাজা যদি মরে ছাড়িয়া থাকব না গো তোরে

২২৭.

হাছন রাজা যদি মরে ছাড়িয়া থাকব না গো তোরে
তোমার মত সুন্দরী গো না আছে সংসারে।
তোমারও রূপের ছায়া প্রতি ঘরে ঘরে।
এমন অপরূপ রূপ মন প্রাণ হরে।
আচানক রূপ রঙ্গ দেখলে প্রাণ সারে।
দেখলে পরে প্রাণ বাঁচে না জীবিত থাকতে মরে।
মানিগণের মন ভুলে দেখিলে গো তোরে।
হাছন রাজায় দেখিয়া প্রাণ দিয়েছে তোমারে।
মন প্রাণ দিয়ে যদি থাকি তোমার দ্বারে।
ধন্যবাদ দিবে সবে হাছন রাজারে।



কেন আইলে এই ভবে, ওরে মন

২২৮.

(খেমটা)

কেন আইলে এই ভবে, ওরে মন।
কত দিন আর রবে।
আখেরাত জানা হোগা একদিন তো যাবে।
মরিয়া গেলে কেউ ভালা কেউ বুরা কবে।
কয় দিন পরে নাম তোমার কেউ নাই লবে।
না জানি পাগেলা মন কি তোমার হবে।
সেখানে গিয়ারে মন কি যে তুমি পাবে।
সেই স্থানে গিয়া তুমি কার কাছে রবে।
সাহেব আল্লাহ্ জিজ্ঞাসিলে কি জওয়াব দিবে।
জওয়াবনি মালিক আল্লাহ্ পছন্দ তোর করিবে।
তোমার গুনাহ্ নি মালিক মাফ করিয়া দিবে।
মজিয়া রইলায়রে ও মন ভবেরও লোভে,
এই দুনিয়া তোমার সঙ্গে না যাইবে।
থাক থাক ওরে মন মাবুদ আল্লাহ্র ভাবে।
তার ভাবে মন রাখিলে মন, মুক্তি তোমার হবে।
হাছন রাজায় বলে ভক্তি কর সাম ও সুবেহ।
দয়ার নাথ দয়া করিবে ভক্তি করলে পূর্বে।
হাছন রাজার প্রেমের তাইশ কত দিন আর সবে
এক মনে প্রেম করিলে চরণ ছায়া দিবে।



তুই খোদা মোরে জুদা কেন রাখিলে

২২৯.

তুই খোদা মোরে জুদা কেন রাখিলে।
হাছন রাজায় কান্দে জাতে নাই মিশাইলে।
মনের আশা আমারও নাই পুরাইলে।
কিবা দোষে কাঙ্গালেরে জাতে না নিলে।
যে যাই চায় তার আশা পুরাইলে।
আমারও মনের আশা কেন নাই পুরাইলে।
পূরণ কর মনের আশা জাতে মিশাইয়া।
জাতে মিশাও তোমার, দয়ার নাথ কাঙ্গাল জানিয়া
এই ভিক্ষা চায় তোমার হাছন রাজা কাঙ্গালে।
মনবাঞ্ছা পূরণ হবে জাতে মিশাইলে।
লও লও প্রাণের বন্ধু জাতে লও মোরে।
তোমার কাঙাল হাছন রাজায় মিনতি করে তোরে।
কাকুতি মিনতি করে চরণে ভক্তি দিয়া।
প্রেম জ্বালা নিভাইয়া দেয় জাতে মিশাইয়া।
হাছন রাজায় কসম দেয় বন্ধু যে তোমারে।
তোমার দোহাই দেই জাতে মিশাও মোরে।
কান্দে কান্দে হাছন রাজা মাটিতে পড়িয়া।
পৃথিবী ভাঙ্গিব তোমার মাটিতে গড়াইয়া।
আছাড় পাছাড় খায়রে হাছন ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
মম দুঃখ দেখিয়া কিবা জাতেতে মিশায়।
প্রেমের তাইসে হাছন রাজায় মাটিতে পড়িয়া লুটে
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে মাথা মুড় কুটে।
যখনে দেখে হাছন রাজা মাথা কুটিয়ে মরে।
দয়ার সাগরে তখন আসিল রে ধারে।

প্রেমের জ্বালায় হাছন রাজা বলিল বন্ধুরে।
তুমি হইলায় প্রেমের সিন্ধু আমি বিন্দু রে।
কান্দা কুটা দেখিয়া বন্ধে বলিল আমার।
হাছন রাজা তুই আমার আমি যে তোমার।
দিলা ভরসা দিয়া এই করিল।
হৃদয়ে আসন করি বন্ধু বসিল।
নাচে নাচে হাছন রাজা বন্ধু চিত্তে লইয়া।
ঘরে বাইরে দামালি দেয় আনন্দে মজিয়া।



আপন চিনিয়া লইও। ও মন বাউরাহ

২৩০.

আপন চিনিয়া লইও। ও মন বাউরাহ্।
চোক্ষের কর্ণের জড়কথা তারে নিরখিয়া।
নাকের, জিহ্বার শক্তির জড় তারে খেয়াল করিও
সকলেই জড় যেই তারে তুমি ধরিও।
যার শক্তিয়ে চোক্ষে দেখে কর্ণে শুনা যায়।
তাহারে চিনিলে পরে মাবুদ আল্লাহ্ পায়।
শরীরের মাঝে দেখ যত ইন্দ্রিয় আছে।
সকলে জড় দেখ আছে কার কাছে।
তাহাকেই আমি বলে আমি কোন জন।
আমি হইতে হইয়াছে এই ত্রিভুবন।
আমি আছি সব আছে আমি নালে নাই।
আমি বানাইয়া ভব ভাঙ্গিয়া যাইমু ভাই।
আমি কে আমাকে যেন আমি চিনি নাহি।
খোদারও জুত আমি তনের মাঝে আছি :
আমারও জড় খোদা তাহার রৌশনি আমি।
আমি একটা পর্দা দিয়া খেলে অন্তর্যামী।
দেওয়ান হাছন রাজায় বলে আমি কিছু নয়।
ত্রিজগতে দেখি আমি ঠাকুরের রৌশনি হয়



ভালা, আমারে করিলাম দান তোমারে

২৩১.

(তাল ছপকা)

ভালা, আমারে করিলাম দান তোমারে।
হাছন রাজায় মিনতি করে লও হাতে রে।
দিলাম দিলাম আমায় দান দিলাম বন্ধুরে।
মিশাও তোমার জাতে আকুল সিন্ধুরে।
তুমি আমার আমি তোমার নাইরে ছাড়াছাড়ি।
প্রেম সাগরে ডুবাইয়া পায়ে দেয় বেড়ি।
ছুটিতে না পারি যেন কোনও কালে।
প্রেমের খিল মার হাছন রাজার দিলে।
দান করিয়া হাছন রাজা না রহিল।
এক চিত্তে হাছন রাজা জাতেতে মিশিল।



আমি কই আর সে কই চাইয়া দেখি একই

২৩২.

আমি কই আর সে কই চাইয়া দেখি একই,
দেখি না দেখি না সে বই।
ঘরে সেই বাইরে সেই দেখিনা আর অন্য কই।
কেবল দেখি ঐ ঐ ঐ।
যে দিকেতে আমি চাই তাহারে দেখিতে পাই।
সে বিনে আর অন্য নাই সই।
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে আলগ্ থাকতে না
পারিয়া তার আমি হই হই হই।
এক বিনে দ্বিতীয় নাই আমার নাই দেখতে পাই।
কিছু নাই রই রই রই।
কিছু তো না রই রই রই।



আমার মাঝে আছে আমার খোদা গো, প্রাণ সই

২৩৩.

(পির মুরশিদী)

আমার মাঝে আছে আমার খোদা গো, প্রাণ সই,
আমার মাঝে আছে আমার খোদা।
আমি হইতে মাবুদ আল্লাহ্ নাই আছে জুদা গো।
প্রাণ সই, আমিই কানাইয়া হই আমি হই রাধা।
মধ্যেখানে মুল্লা মুন্সিয়ে কেন দেয় বাধা গো।
আমার মাঝে আমার খোদা আমি নয়রে সুদা।
মুল্লা মুন্সির কথা যত সকলই বেহুদা গো।
নাচিয়া নাচিয়া গান গায় হাছন রাজা গদা।
আমি হইতে আমার খোদা বন্ধু না আছে আলাদা গো।
প্রাণ সই- হাছন রাজা গান গায় বুঝবে প্রেমিক বান্দা।
প্রেমিক হইলে বুঝবে গান, বুঝবে না সব গাধা গো।
প্রাণ সই, সইয়া গো আমার মাঝে আছে আমার খোদা।

বন্ধু মিলে মিলেরে ভালা বসন্ত সময়কালে

২৩৪.

(তাল খেমটা)

বন্ধু মিলে মিলেরে ভালা বসন্ত সময়কালে।
হাছনজানে আঞ্জা করিয়া ধরলো বন্ধের গলেরে।
আঞ্জা করিয়া ধরিয়া দেয় মুখের মাঝে মুখ।
হাছনজানের চলিয়া গেল আজীবনের দুখরে।
দুঃখ গিয়া উপছিল মনের সুখ।
শান্ত হইল শান্ত হইল হাছন জানের বুক রে।
ক্ষণে লয় বুকে তারে ক্ষণে লয় ঘাড়ে।
কখনো মাথায় তুলিয়া তারে উন্দা হইয়া পড়েরে।
হাছন রাজায় তুলিয়া লইল হাছনজানরে কোলে।
নাকে নাকে মিলাইয়া বুকে বুকে মিলে রে।
হাছনজানে নাচে নাচে বন্ধুয়ারে পাইয়া।
এক দৃষ্টে রইছে কেবল বন্ধের দিকে চাইয়ারে।



আপন চিনিয়া লইওরে ও মন আপন চিনিয়া লইও

২৩৫.

আপন চিনিয়া লইওরে ও মন আপন চিনিয়া লইও।
এ তনের মাঝে কে যে মূলাধার পরিচয় করিও
ও মন, সকল ইন্দ্রিয়র ঝড় কোথায় তারে খেয়াল করিও।
একই চিত্তে মন লাগাইয়া কৌশলেতে ধরিও।
তার ইন্দ্রিয় শক্তিয়ে পয়দা হইয়াছে এই সংসার।
যাইবে যখন ভাঙ্গিবে তখন ভবেরই বাজার।
সেতো নয়রে খোদা, খোদা হইতে হইয়া জুদা বানাইয়াছে এই সংসার
মূল এই আল্লাহ্ কুল এই আল্লাহ্ আল্লাহ্ই মূলাধার।
হাছন রাজায় গান গায়, আমি হই নিরাকার।
যেই মূলাধার সবই তার কারবার সেই হয় সাকার।



আমি কেবল চাই তোমার দিদার অন্য কিছু চাই না আর

২৩৬.

(বাউলা)

আমি কেবল চাই তোমার দিদার অন্য কিছু চাই না আর।
মার কাট যাই কর পড়িয়া আছি তোর দ্বার।
কিবা মোরে কোলে লও কিবা মোরে প্রাণে মার।
আমি তো অন্যের নয়রে আমি তো হই তোমার।
তব গৃহে রাখ মোরে করিস না বার।
আমি তো করিয়া তোমার হৃদয়ে সার।
মনে প্রাণে হইয়াছি আমি তোমারই তাবেদার।
বড় সাধ দেখিতাম তোমার রঙ্গের বাহার।
দিলে জানে জানি আমি তুমি হও আমা: :
মনের আশা পূর্ণ কর দেওয়ান হাছন রাজার।
অন্য কারো নয়রে আমি, আমি যে হই তোমার।
বল বল প্রাণ বন্ধু আমি যেন হই কাহার।
তোমার আমি আমার তুমি জুদা রাখিও না আর।
তব রঙ্গে মিশিয়া যাই আশা যে হাছন রাজার।



লাগিয়া পিরীতির ছটকা

২৩৭.

লাগিয়া পিরীতির ছটকা।
হাছন রাজার মন হইল লটকা
এমনি মন হইল আটকা।
ছুটে না মারিলে ঝটকা।
লাগিয়াছে লাগিয়াছে খটকা।
না জানি কি করছে টুটকা।
হাছন রাজা প্রেমের চুটকা।
মাথা মুড় কত পটকা।
ধরতে নাই পারলে মটকা।
পাইল নি পিরীতের গুটকা।
নিতে আইল নুটকা।
সওয়ার হইয়া আইলো উটকা।



ঠাকুরের লাগিয়া চিত্তে মোর ভাইরম ভাইরম করে গো

২৩৮.

ঠাকুরের লাগিয়া চিত্তে মোর ভাইরম ভাইরম করে গো
কি বা যাদু করল মোরে ঠাকুরে আমারে গো।
না জানি কি জ্বালা গো হইল আমার অন্তরে।
হুতাশ হুতাশ করে গো মনে থাকতে নারি ঘরে গো।
চান্দমুখ না দেখিলে ঘরে রইতে নারি।
তিলেক পলক মাত্র বঞ্চিতে না পারি গো।
ঠাকুর আমার হৃদয়ের মাঝে পর্দা দিয়া আছে।
পর্দার ভিতর থাকিয়া ঠাকুর রঙ্গে রঙ্গে নাচে গো।
তার লাগিয়া পাগল হইয়া রইতে না পারি।
তার সঙ্গে প্রেম করিয়া হাছন রাজা জরি গো।



সবই তুই তুই সবই তুই তুইরে সবই তুই তুই

২৩৯.

সবই তুই তুই সবই তুই তুইরে সবই তুই তুই
কিছু নই মুই রে কিছু নই মুই।
কে বুঝিবে আমার কথা, কার ঠাঁই আমি কই।
আমি তো কিছুই নই কেবল ঐ ঐ ঐ।
আর কিছু দেখিনারে এক আল্লাহ্ বই।
মিছামিছি হাছন রাজা নাম কেন লই।



তুই মোরে ভাসাইলে সমুদ্দরে রে প্রাণের ঠাকুর

২৪০.

তুই মোরে ভাসাইলে সমুদ্দরে রে প্রাণের ঠাকুর।
ও ঠাকুর তুই মোরে ভাসাইলে সমুদ্দরে।
তুলিয়া মোরে রাখ নিয়া তোমার হুজরে রে।
এমন আকূল দরিয়া নাই তার কিনার।
নিজ তরী দিয়া মোরে করিয়া নেও পার।
দরিয়ায় পড়িয়া আমি হাবুডুবু খাই।
তুলিয়া লইব প্রাণের ঠাকুর মনে আছে তাই
ডুবিয়া যে মরিয়া যাইছি তবু মনে আশা।
ঠাকুরে উঠাইয়া দিব চরণ তলে বাসা।
এই সাধ মনে মোর থাকতাম চরণ তলে।
আকাঙ্ক্ষা মোর পূর্ণ হবে চরণে ধরিলে
সমুদ্দরেতে ভাসিয়াছি তবু এই সাধ রাখি।
মরণে জীয়নে যেন তোমার চান্দমুখ দেখি।
হাছন রাজায় ভাসিয়া ভাসিযা তোমায় দেখতে চায়।
অন্য কেউরে দেখতে চায় না হাছন রাজারে।
তোমার কাঙ্গাল হাছন রাজায় তোমার ভিক্ষা চায়
রাখ রাখ প্রাণের ঠাকুর তোমার রঙ্গের পায়ার।
প্রাণের ঠাকুর, ও ঠাকুর তুই মোরে ভাসাইলে সমুদ্দরে



প্রাণ কেন ছটফট করে গো দেখিয়া তোর যৌবনের বাহার

২৪১.

(তাল খেমটা)

প্রাণ কেন ছটফট করে গো দেখিয়া তোর যৌবনের বাহার
তোমারে পাসরিয়া ঘরে রইতে নারি আর।
যখন ভালি গাঙ্গে যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
আড় নয়নে চাইয়া প্রাণ লইয়া যায় আমার।
আশিক হাছন রাজায় বলে যখন ভালি গাঙ্গে চলে।
ঠমকে টমকে প্রাণ রইয়া যায় আমার লো।



সাধের পিরীতি করিয়া আমার প্রাণ গেল সই

২৪২.

(তার নাদরি)

সাধের পিরীতি করিয়া আমার প্রাণ গেল সই।
প্রেয়সীরে ছাড়িয়া আমি কিমত করিয়া রই।
হইছে মোর প্রেমেরই জ্বালা, কিছু নাই রাগে ভালা।
সে জ্বালা এমনি জ্বালা, কার টাই দুঃখ কই।
যখন জ্বালা উঠে চেতিয়া, পারি না থাকিতে সুতিয়ে
তুলে মোরে যেমন খেতিয়ে। করি হই হই।
সে যে মোরে কি করিল। মন প্রাণ কাড়িয়া নিল।
কি যে টুটকা করিল মানে না সে বই।
দিল মোরে এমন জ্বালা, চুলায় বসাইয়ে খেলা।
ভাজিল ভাজিল মোরে যেমন ভাজে খই।
পিপাসায় প্রাণ যায় আছি চাতরিক ন্যায়।
প্রেয়সী কেন না আসিয়া খাইতে দেয় না দই।
আইসো গো প্রেয়সী ধার। আমি তো হই তোমার
প্রেম ছলে কেন, মার কত আর সই।
হাছন রাজার প্রাণ যায়, করিয়া কেবল হায় হায়।
একি হইল বিষম দায়, তবু নাম তার লই।



প্রাণ কেন ধড়পড় করে লোতোর যৌবন দেখিয়া

২৪৩.

(খেমটা)

প্রাণ কেন ধড়পড় করে লোতোর যৌবন দেখিয়া।
আমার কাছে আয় লো পেয়ারী প্রেম যা শিখিয়া।
ঠমকাইয়া ঠমকাইয়া যায় ঘুঙ্গুর বাজে পায়।
আরে আড় নয়নে আমার পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
সুরমা নদীতে চলছে গো পেয়ারী কাঙ্খে ঘড়া লইয়া।
প্রাণ নিল প্রাণ নিল আমার পান চাইয়া।
হাঁটিয়া যাইতে পায় নূপুর ঝুনুর ঝুনুর করে।
যে দেখে তার সঙ্গে যায় থাকিতে না পারে।
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে ছটফট ছটফট করে।
লাজ লজ্জা ত্যাগিয়া ফিরে করে করে।



আমি ঠাকুরের কাঙ্গালিনী গো প্রাণ সই

২৪৪.

আমি ঠাকুরের কাঙ্গালিনী গো প্রাণ সই।
সই ওগো আমি ঠাকুরের কাঙ্গালিনী।
ধ্যানে জ্ঞানে ঠাকুর বিনের অন্য নাই জানি গো।
প্রাণ সই, সই ওগো আমি ঠাকুরের কাঙ্গালিনী।
ঠাকুর বিনে অন্য কিছু আমার মনে নাই।
জন্মে চিরকালই ঠাকুর আমি চাই গো।
না চাই ধন, না চাই জন, না চাই সংসার।
দিলে জানে চাই কেবল ঠাকুর আমার গো।
হৃদয়েরে ঠাকুর আমার, তারে আমি চাই।
অন্য ঠাকুর দিয়া আমার কিছু কার্য্য নাই গো।
হাছন রাজার অন্তরেতে যে ঠাকুরের রস।
হাছন রাজার মন বাঞ্ছা থাকতো তার পাশ।
আর মনে এই বাসনা হইতো তার দাস।
কাঙ্গাল হাছন রাজার মনে এই রাখছে আশ গো।



বন্ধু আয় আয় আয়

২৪৫.

বন্ধু আয় আয় আয়।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চায় বন্ধুয়া তোমায়।
তোমার লাগি ভাবতে ভাবতে করে হায় হায়
তোমার লাগি মন প্রাণ জ্বলিয়া জ্বলিয়া যায়।
না দেখিলে চান্দমুখ পড়িয়া পাছাড় খায়।
আছাড় খায়, পাছাড় খায় একি হইল দায়।
তবু কেন প্রাণ বন্ধে ফিরিয়া না চায়।
তোমার কাঙ্গাল হইয়া ডাকে হাছন রাজায়।
কলিজা জ্বলিয়া প্রেম হুতাশে এই গান গায়।



কাঙ্গালের বন্ধু কাঙ্গালের বন্ধু কাঙ্গালের তোমায় দেও দান

২৪৬.

(তাল মুরশিদি)

কাঙ্গালের বন্ধু কাঙ্গালের বন্ধু কাঙ্গালের তোমায় দেও দান।
তুমি বিনে হাছন রাজার বাঁচে না প্রাণ,
কাঙ্গালের বন্ধু, অন্য কিছু চাই না আমি, চাই না আমি মান।
তোমায় বেয় দান কর বাঁচুক আমার জান।
তোমার প্রেমে ত্যাগিলাম জাতি কুল সান।
আর ত্যাগিলাম আমি কুল ও মান।
কলঙ্কি হইয়াছি আমি হইছি আমান।
তোমারে না পাইলে আমার না আছে ত্রাণ
তোমার লাগিয়া সকাল রাইতে আছিরে হয়রান।
একমনে পদে তোর হইয়াছি কোরবান।
প্রেমে হুতাস হাছন রাজা বান্দে গান।
দিনের রাইতে অন্তরেতে আছে তোর ধ্যান।



২৪৭.

মন চিনিয়া লও আপন, কোন দিন কোন সময় পরিবায় কাফন।
সবে মিলিয়া গোর খুদিয়া করিবা দাফন।
কবরে রাখিয়া আসবা ভাই বন্ধুগণ।
এই যে দুনিয়া দেখ নিশিরই যাপন।
জাগিয়া উঠরে ওরে নির্বুদ্ধি হাছন।
শীঘ্রই আসিতে আছে তোমার সমন।
নিজ বন্ধেরে ধরিলে গমন হইবে দমন।
আপন পরিচয় কর ওরে মোর মন।
আপনাকে চিনিলে চিনবায় সাহেব নিরঞ্জন।
চিনিলে হইবায় তুমি জমির রওশন।
দেখিতে পাইবায় তুমি তনে কোন জন।
করে করে হাছন রাজা নিজ দর্শন।
দর্শন করিলে তোমার না হবে মরণ



সরিয়া তসবি টপকা গিয়ারে মুল্লা মুল্লা

২৪৮.

সরিয়া তসবি টপকা গিয়ারে মুল্লা মুল্লা।
মসজিদে গিয়া লোকরে জিকির করা ইল্লাল্লাহ্।
প্রেমের হাটে মুল্লাগণ হইছে এক বল্লা।
কথায় কথায় সর্বদাই লাগায় তারা টাল্লা।
প্রেমের নাচন দেখলে পরে করে তারা হাল্লা।
হাল্লা গুল্লা করে তারা পিসগন্ধাটা মুল্লা।
দিনে রাইতে হাছন রাজারে করে তারা গিল্লা।
কারো নাম সর উল্লা কারো নাম মজিদউল্লা।



না জানি কি করবো বন্ধে মোরে গো, প্রাণ সজনী

২৪৯.

না জানি কি করবো বন্ধে মোরে গো, প্রাণ সজনী,
না জানি কি করবো বন্ধে মোরে গো।
রাখবো কিনা রাখবো কোলে কি ফেরিয়া দিব
এই কথা মনে হইয়া ভাবনা চিন্তা করি।
আদরে রাখবো নি ঘরে কি করবো মোরে পরি গো
সই, রাখতে যদি নাই চায় তাহারও ঘরে।
পায়ে পড়িয়া কাকুতি মিনতি করিমু তাহার গো।
সই, তবে যদি পদে মোরে রাখিত না চায়।
দুসাইয়া ভাঙ্গিমু মাথা তার রাঙ্গা পায় গো।
সই, মনে লয়ে দয়ার ঠাকুরে দয়ায় করিয়া।
লইবে তার কাঙ্গালেরে কোলে উঠাইয়া গো।
সই, এই আশা আছে কাঙ্গাল হাছন রাজার।
প্রাণের বন্ধে রাখবে পদে কাঙ্গালকে তাহার গো।



প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি কিমত করিয়া সই

২৫০.

প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি কিমত করিয়া সই।
ঠাকুর বিনে প্রাণ বাঁচে না আমি কেমনে ভুলিয়া রই।
ঠাকুর বিনে প্রাণ বাঁচে না সই।
এমনি রঙ্গিয়া বাঁকা, যে অবধি হইছে দেখা।
মন প্রাণ না যায় রাখা কার টাইন আমি কই।
শোন এগো প্রাণ সখী, যখনে আহারে দেখি।
চাই আমি উঁকি বাকি করি হই চই।
কি কব তাহার খুবি, আচানক তাহার ছবি।
তার তুল্য নয় শশি রবি, বাঁচি না সে বই।
হাছনজানতো গেছে মজিয়া, আমি কেমনে রবো বুঝিয়া।
মরবো তার চরণ পূজিয়া আমি তার [illegible]।
ঠাকুরের নাম মোর হাছন রাজা।
সকল খানে করে মজা।
চাইন নাই তার এক লজা, দেখো গো ঐ ঐ।



দিনতো কাছাইয়া আইলো কি করলে রে হাছন রাজা

২৫১.

(বাউলা)

দিনতো কাছাইয়া আইলো কি করলে রে হাছন রাজা।
মিছামিছি ভবের হাটে করতেচোরে তুমি মজা।
গেল কাল আসবো কাল রাখবো নারে এক লজা।
কি বুঝিয়া বসিয়া আছ হাছন রাজারে অবুঝ।
ভাল কার্য্য করতেছ না তার লাগিয়াতো আছে সাজা।
ভালার লাগি ভাল আছে বুরার লাগি আছে জজা।
ভাল কার্যে তোমারও চোক্ষু দুইটি রাখ মুজা।
চোখ মেলিয়া এখনে কররে ঠাকুরের পূজা।
হাছন রাজা হওরে সোজা, ছাড়িও না আর নামাজ রোযা।
হইয়া তুমি এক বুঝা করিও না আর নামাজ কাজা।



দিন গেল দিন গেল রে আমার

২৫২.

দিন গেল দিন গেল রে আমার।
বুঝতে নাই পারি আমি তোমার ব্যাপার।
কিসেতে সই কিযে করি, বুঝিতে যে নাই পারি।
বেভুলে দিন গেল বুঝবো কোন দিন আর।
অকারণে দিন গেল, কিসেতে মোর মন মজিল।
কার পানে চাইয়া রইল মন দুরাচার।
হাছন রাজা বুদ্ধি হারিয়ে, বসিয়া রইলে কি বুঝিয়ে
ধরলে না প্রাণ বন্ধু খুঁজিয়ে, কি হইল তোমার।



মায়ানি লাগে না মোরে দিয়ারে বন্ধু

২৫৩.

মায়ানি লাগে না মোরে দিয়ারে বন্ধু।
দয়ানি লাগে না মোরে দিয়া।
দিনে ও রাইতে তোমার পানে আছি আমি চাইয়ারে বন্ধু।
সদাই করি পিয়া ও পিয়া থাকতে নারি ছাড়িয়া।
তুমি কেন মোরে আসবে বলিয়া থাকবে বাড়িয়ারে বন্ধু।
তোমার প্রেমে আমি জ্বলিয়া রাত্রি থাকি জাগিয়া এত
জ্বালা দিয়া কি বুকে থাক মোরে ত্যাগিয়া।
ছটপট করে হিয়া না জানি কি করছো কিয়া।
এখন কেন আইসো নারে আগে দেখা দিয়ারে বন্ধু;
বঞ্চিতে না পারিরে ঘরে তোমায় না দেখিয়া।
তোমার লাগি কান্দিয়া মরে আশিক হাছন রাজারে বন্ধু।



মায়ানি লাগে না মোরে দিয়ারে বন্ধু

২৫৪.

মায়ানি লাগে না মোরে দিয়ারে বন্ধু।
আমি আগে আমি পিছে আমি মূলাধার।
আমি হইতে হইয়াছে এই সংসার।
আমি জাহির আমি বাতিন আমিই মূল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি আমি হই বিলকুল।
আমি হইতে আকল হইল আকল হইতে সব।
আকল হইতে পয়দা হইল মাবুদ ও রব।
চোখ থাকিতে হইল পয়দা চন্দ্র সূর্য তারা।
আর পয়দা করিয়াছে দেখি বারোসারা।
কর্ণে মোর পয়দা করলো শুনা যত যায়।
শব শাব্দ যত ইতি কর্ণে মোর বানায়।
নাসিকায় বানাইল মোর খুশবু ও বদবু।
মোর জিহবা থাকিয়া জন্ম মিটাতি তিতার হয়।
শরীরের সাস্তিয় হইল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিল যে ঠাণ্ডা আর গরম।
বীর্য যে মোর পয়দা করে মানুষ এ সংসারে।
মানুষ এই খেলা করে ভবেরি বাজারে
মানুষ আয় মানুষ যায় মানুষেই হক।
আদমে মিশিল আল্লাহ্ জানিবায় বেসক।
মাটি দিয়া আদম রূপ আল্লাহে বানাইয়া।
তার মাঝে পাক জাত গেল সামাইয়া।
আদম আদম বলে সবে ভাই আদম কিছু নয়।
যত ইতি দেখ শুন মাবদু আল্লাহ্ হয়।
আমি কিছু নয়রে ভাই আমি কিছু নয়।



আমি আমি বলি যে মাবুদই আল্লাহ্ হয়।
আপন বিচার করিয়া কর পরিচয়।
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজায় কয়।
যতদিন আমি আল্লাহ্ মুখে না আনিবে।
ততদিন পাক্কা ঈমান তার নাই হবে।
আমি এক আল্লাহ্ এক দুই যে রাখিবে।
আল্লাহ্র জাতে সে কখনো না মিশিবে।
আমি শব্দ দূর করিয়া বল আয়নুল হক।
তবে এই ঈমান পাক্কা হইবে বেসক।



হাছন রাজা হইলরে দেওয়ানা

২৫৫.

হাছন রাজা হইলরে দেওয়ানা।
কিসে কি করে কিছুই মানে না।
দেওয়ান হইয়া হাছন রাজায় কি যে কয়।
মুল্লা মুন্সিয়ে উড়াই দেয় কথা নাই লয়।
মুল্লা মুন্সি কথা কয় কিতাব কোরান দেখিয়া।
হাছন রাজা কথা কয় আপনার মাঝে থাকিয়া।
নিজের কথা কয় নিজে তনের বিচার করি।
কথা শুনিয়া দেশের লোক হইয়া আছে বৈরী।
আর বৈরী হইয়াছে দেশের আরি পরি।
সবে বলে হাছন রাজা চৌধুরীরে আন ধরি।
লক্ষ মানুষ বুঝে হাছন রাজায় এক পরম।
কোন শালারে দিয়া নাই হাছন রাজার ভয় গম
হাছন রাজায় বলে যত মোল্লা মুন্সি পাও।
ধরিয়া ধরিয়া আনিয়া কেবল পাওয়ে দাবাও।



আপন ভাবনা ভাবিয়া কূল পাইলাম না

২৫৬.

আপন ভাবনা ভাবিয়া কূল পাইলাম না।
মূল কি শাখা আমি তারে বুঝলাম না।
সামিউন বাসিরুন তুই আমিও হই সেই কিছু নহে আমি বই বুঝিয়া বুঝিনা
আমিই নিরাকার আমিই সাকার সবই দেখি একাকার এক গণি না।
নাই মোর মরণ সর্বদা জীয়ন তারে বুঝলে মন সমন আসে না।
জ্ঞান চোখে দেখি সকলই একই, মাতয়ায় ঠেকি তারে চিনি না।
সকলই সেই, কিছু নয় মুই, ঐ ঐ ঐ ঐ আর কিছু না।
তুমি আগে তুমি পিছে হাছন রাজায় নাচে নাচে।
তুমি ছাড়া কেউ না আছে, হাছন রাজা ছাড়া না।



তুমি কে আর আমি বা কে তার তো আমি জানি না

২৫৭.

তাল আড়া)

তুমি কে আর আমি বা কে তার তো আমি জানি না
এক বিনে দ্বিতীয় নাই অন্য আমি মানি না।
তুমি আমি দুই নই কেবলই দেখি তুই।
নাই কিছু তুই বই। এক বিনে আর বুঝি না।
তুমি যেই আমি সেই তুমিই জগৎময়।
তুই তুই তুই তুই বিনে আর কিছুই না।
তুই মুই, মুই তুই দুই নাই একই হই।
মিছা হাছন রাজা কই, একি আমার ভাবনা।



আমি ভাবিয়া দেখি গো আমার মাঝে আমার খোদা গো

২৫৮.

আমি ভাবিয়া দেখি গো আমার মাঝে আমার খোদা গো।
আমা হইতে আমার খোদা নাই আছে জুদা।
আমার মাঝে আছে আল্লাহ্ তাতে নাই ভুল।
অবুঝরায় না বুঝিয়া করে গণ্ডগোল।
দিলের মাঝে আছে আল্লাহ্ দেখ ভাই মমিন।
আমি ছাড়া আল্লাহ্ নয়রে জানিও একিন।
মমিনের দিলের মাঝে আল্লাহ্রও আরশ।
সর্বদা হৃদয়ে রাখি মনে এই আশ।
হাছন রাজা বলে, আল্লাহ্ আছে আমার পাশ।
মিশিতাম তাঁহার রঙ্গে এই আমার আশ।



হাছন রাজায় বলে রে আমি আমার চিনিয়াছি

২৫৯.

হাছন রাজায় বলে রে আমি আমার চিনিয়াছি।
আমার রূপ দেখিয়া আমি করি নাচানাচি ;
আমার রূপ দেখিয়া আমি পাগল হইয়াছি ;
আমায় আমি চিনিয়াছি।
আমি আগে আমি পিছে আমি মূলাধার।
চেরাগের রূপনি আমার, মূলে যে তাহার।
আমি আমায় চিনিয়াছি।
আমি হইতে হইয়াছে এই সংসার।
আমি হইতে ত্রিজগৎ বাকি নাই আর।
আমি হইতে জগৎ হইল, আমি গেলে নাই।
আমি বানাইছি এ ভব ভাঙ্গিয়া যাইবো ভাই।
হাছন রাজায় বলে ভব আমার সৃজন।
ভাঙ্গিয়া যাইমু যখন করিমু গমন।
আমারও জড় আল্লাহ্ আমি শাখা তার।
শাখের মাঝে ফল ফুল রঙ্গের বাহার।
আমি আইতে আল্লাহ্ আইলা আমার সঙ্গী হইয়া।
আমি যাইতে আল্লাহ্ রসুল সঙ্গে যাইবা গিয়া।
আমা হইতে আল্লাহ্ রসুল কেউ জুদা নয়।
আমি আল্লাহ্র, আল্লাহ্ আমার, হাছন রাজায় কয়



লোকে বলে বলেরে আল্লাহ্‌র কাম করলাম না

২৬০.

লোকে বলে বলেরে আল্লাহ্‌র কাম করলাম না।
আল্লাহ্‌র কাম কোন কাম তারে বুঝলাম না।
কেউ বলে আল্লাহ্‌র কাম, আল্লাহ্‌র নাম লওয়া
নামাজ রোযা এবাদত কেউ করে দোয়া।
কেউ বলে তসবিহ্‌ পড় আল্লাহ্‌র নাম লইয়া।
কেউ বলে কনেজ জেরা অমিল করিও।
পাসাজি কনেজ জেরা জানিবায় সার।
ইহার মত এবাদত কিছু নাই আর।
কেউ বলে দমে দমে পাছান পাছ করা।
কেউ বলে অধরারে কৌশলেতে ধরা।
হাছন রাজায় বলে এসব কিছুই নয়।
নেস্ত হইয়া আল্লাহ্‌ বল, না করিও ভয়।
হামেশা দিলের মাঝে মাশুকেরে রাখো।
এক দৃষ্টে তার পানে চাইয়া থাকো।
এই যে আল্লাহ্‌র কাম হাছন রাজায় কয়।
অন্তরে গাঁথিয়া রাখো আর কিছু নয়।



প্রাণরে মিছে বলি আমি আমি

২৬১.

(তাল খেমটা)

প্রাণরে মিছে বলি আমি আমি।
ভাবনা চিন্তা করিয়া দেখি সকলেই তুমি।
তুমি ঘরে তুমি বাইরে তুমি অন্তর্যামী
মিছামিছি এদিক সেদিক কেন আমি ভ্রমি।
তুমিই জগতের কর্তা তুমি জগৎ স্বামী।
হাছন রাজা লোকে বলিয়া করিল বদনামি।



প্রাণরে কারে করিব আমি সেজদা

২৬২.

প্রাণরে কারে করিব আমি সেজদা।
আমি হই শ্রীকৃষ্ণ আমি হই রাধা।
আমি ব্রহ্ম আমি বিষ্ণু আমি শিব শক্তি।
আমিই আজ্ঞা শক্তি কারে করি ভক্তি।
আমি হইতে ত্রিজগৎ আমি গেলে নাই।
একবার ভাঙ্গি একবার গড়ি আর বার বানাই
আমি আগে আমি পিছে আমি জাহির বাতিন
কোন জায়গা হইতে আমি নাই আছি বিন।
হাছন রাজা নাম আমার কেবল হইল বৃথা।
হাছন রাজা কিছু নয় সব জগতেরই কর্তা।



ও তোর প্রেমে মজিলেম এলো সখী

২৬৩.

ও তোর প্রেমে মজিলেম এলো সখী।
ও তোর ঝলমল রং দেখি।
সোনার বরণ অঙ্গ দেখিয়া চাই উঁকি বাকি।
রূপ রঙ্গ দেখিয়া তোর আমি গেলাম ঠেকি।
ছাড়িয়া থাকতে পারবো না গো প্রাণ কেমনে রাখি।
আশিক হাছন রাজায় বলে আচানক তোর আঁখি।
আমিও হইয়াছি পাগল চান্দমুখ তোর দেখি।



আমি বারে বারে ভক্তি করি তারে

২৬৪.

আমি বারে বারে ভক্তি করি তারে।
সে আমার প্রাণ বন্ধু হে।
সে আমার আমি তার আমি নহে অন্য কার।
এক আমি করিয়াছি সার।
মনে নাই অন্য নহে।
এক বিনে দ্বিতীয় নাই, খুঁজিয়া দুই নাই পাই, এক বিনে আর নাইবে।
হাছন রাজায় বলে ভাই, একা সে জগতের সাঁই।
বুঝিয়া দেখি আমি তাই কেবল ঐ ঐ রে।



ঠাকুর চিনিয়া যদি ধর, আপন পরিচয় কর

২৬৫.

ঠাকুর চিনিয়া যদি ধর, আপন পরিচয় কর।
খোঁজ করিয়া ধর ঠাকুরে দেহের ভিতর;
আপনাকে চিন্তে পাইলে ঠাকুর চিনতে পার।
আপনাকে চিনলে ঠাকুর চিনিবায় তোমার।
অন্য দিকে যাইও নারে ঠাকুর তোমার ঘর।
নিজ জড়ে ধ্যান করলে ঠাকুর মিলবে তোর।
ঠাকুর আমার আমি ঠাকুরের ঠাকুর নয়রে পর
এক বিনে দুই নাই বুঝতে যদি পার
অন্যখানে নয়রে ঠাকুর, ঠাকুর যে অন্তর।
মিছামিছি এদিক সেদিক কেন তোরা ঘুর।
হাছন রাজায় বলে ঠাকুর সিয়ে সিয়ে [illegible] ধর;
ঠাকুর নাই ধরলো যেই, সেই তো বর বর।



আমি হি আমি খোদা গো। এগো সই সজনী

২৬৬.

আমি হি আমি খোদা গো। এগো সই সজনী।
আমি যেই খোদা সেই নাই জানবায় গো।
আমি খোদা আমি খোদা হাছন রাজার খোদায় কয়
হাছন রাজা মাটির ভাণ্ড আর কিছু নয়।
হাছন রাজা নাম দিয়া খেলা যে করয়।
হাছন রাজা নাম দিয়া রূপ যে ধরয়।
হাছন রাজা উঠিয়া উঠিয়া নিজে খোদা কয়।
আমিত্ব ছাড়িয়াছি আমার আর কি ভয়।
হাছন রাজা নাম দিয়া খেলা লীলা করি।
হাছন রাজা টাটটি দিয়া রূপ আমি ধরি।



ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইও মন মাঝিরে

২৬৭.

(পির মুরশিদি)

ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইও মন মাঝিরে।
ও মাঝি, ধরাইয়া ধরাইয়া নাও বাইও।
কোনদিকে পানির স্রোত তারে দেখিয়া নিরখিয়।
বুঝিয়া সুঝিয়া নাও ধরিও, যাইও না নদীর বাঁকে।
নদীর বাঁকে গেলে ঠেক বায় বিষম বিপাকে।
অকূল সমুদ্র দেখ নাই তার সুর।
আর তো আন্দারিয়া রাত্রি, মেঘে করছে ঘোর।
বড়ই সঙ্কটী নদী বেড়া ছেড়া মুরা।
মুরার নিকটেতে মধ্যে মধ্যে চরা।
হুস রাখিও ঘুম না যাইও হাল ধরিও ঠিকে।
মশাল জ্বালাইয়া দেখিও কি আছে গুমকে।
হাছন রাজায় বলে মন মাঝি, ওরে ভাইয়া।
নৌকা খান ধরিও তুমি আগের দিকে চাইয়া।



প্রাণরে তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকবো না

২৬৮.

(তাল খেমটা)

প্রাণরে তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকবো না।
তুমি যদি সর সর কর তবু আমি যাইবো না।
প্রাণ রে, তুমি যদি ছাড় মোরে আমি নাই ছাড়বো তোরে।
পড়িয়া থাকবো তোর ঘরে।
ঘর থাকিয়া বাইর হইব না।
মার কাট যাই কর আমি যে তোমার।
গলে যদি ছুরি ধর তবু আলগ্ থাকতে পারবো না।
প্রাণে যদি মার মোরে, ছাড়বো না তোরে।
হাছন রাজা যদি মরে তোমায় ছাড়া রইবো না।



নামাজ পড় নামাজ পড়, কে ওরে ভাই

২৬৯.

নামাজ পড় নামাজ পড়, কে ওরে ভাই।
নামাজ পড়িলে জুদাই ঘটবে তাই।
নামাজ পড়িলে তুমি বেহেশতে যাইবে।
নফ্‌সে শয়তানে তোমায় মজা করিবে।
আল্লাহ্ হইতে তুমি যে দূর পড়িয়া রবে।
মালিকের খেদমত তোমার নসিবে না হবে।
মালিকের সাথে যদি মিশিবারে চাও।
আমিত্বকে ছাড়িয়া দিয়া এক হইয়া যাও।
হাছন রাজা বলে ভাই আমি কিছু নয়।
মিছামিছা লোকে কেন হাছন রাজা কয়।



আরে দেখছো নিরে তোরা ঠাকুর রে

২৭০.

আরে দেখছো নিরে তোরা ঠাকুর রে।
হরিদ্রা বরণ ঠাকুর রঙ্গে ঝলমল করে রে।
থাকে থাকে প্রাণ ঠাকুর আমারও ঘরে।
আমার ঘরে থাকিয়া ঠাকুরে কত রঙ্গ করে রে।
ঘরে থাকে বাইরে থাকে সকল খানে থাকে রে।
প্রেমিক যারা দেখে তারা নয়নে নয়নে রে।
চান্দ জিনিয়া মুখ খান ঠাকুরের কত রঙ্গ ধরে।
ঝলমল ঝলমল ঝিলিমিল ঝকঝক চকচক করে রে।
হাছন রাজায় দেছে ঠাকুর দিলের চোক্ষু দিয়া।
নূরের বদন দেখিয়া সব গিয়াছে ভুলিয়া রে।



ভাই হুশ কর রে হুশ কর রে ভাই

২৭১.

(পির মুরশিদী)

ভাই হুশ কর রে হুশ কর রে ভাই।
দেখতে দেখতে বেলা গেল দিন বেশি নাই।
দিন যায়রে দিনের পথে তুমি রইলায় বইয়া।
বেভুলে মজিয়া রইলায় কার দিকে চাইয়া।
অকারণে দিন তোমার গেলরে ভুলে ভুলে,
বৃথা কাজে দিন গুয়াইলায় কেবলই বিফলে।
বেভুলে মজিয়া রইলায় স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে।
এই দিন যাইবো তোমার এই রস রঙ্গে।
যখনে আসিয়া জমে হাতে দিব দড়ি।
বান্ধিয়া নিয়া যাইবো তোমায় না দিব আর ছাড়ি।
কোথায় রইবো স্ত্রী পুত্র কোথায় জমিদারি।
কোথায় রইবো দোস্ত আপনার কোথায় লক্ষণছিরি
কেউ না তোর সঙ্গী যাবে একা যাইতে হবে।
বিষম সঙ্কট কালে কেউরে না পাবে।
কান্দে কান্দে হাছন রাজায় না হইল মোর হুশ।
জানিয়াছি জানিয়াছি আমার কর্মের দোষ।
মমিন বান্দার হুশ হইবো জানিয় নিশ্চয়।
হাছন রাজার হুশ হইল না, হুশ দেও দয়াময়।



মরণ তো কারো নয় দেওয়ান হাছন রাজা কয়

২৭২.

মরণ তো কারো নয় দেওয়ান হাছন রাজা কয়।
পুরান ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে নয়া ঘর বানাইতে হয়।
বৃথা মোরা ভাবি তাই মরণ তো কারো নাই।
আসা যাওয়া করা বই, ইহা ছাড়া কিছু নয়।
কত আসবে কত যাবে কত ঘুরা ঘুরিতে হবে।
চিরকাল এভাবে রবে যত কাল না হইছে লয়।
হাছন রাজার এই যুক্তি এক মনে কর ভক্তি।
তবে যে পাইবায় মুক্তি, ভাব কেবল দয়াময়।



বন্ধু তোর লাগিয়ারে, ও বন্ধু তোর লাগিয়ারে মোর মন পাগল রে

২৭৩.

(পির মুরশিদী)

বন্ধু তোর লাগিয়ারে, ও বন্ধু তোর লাগিয়ারে মোর মন পাগল রে।
ভাবতে ভাবতে হাছনজানের প্রাণ গেল রে।
আর শুইলে না নিন্দ আসে, বসলে না পাই চাইন।
দিনে রাইতে এই চিন্তা বন্ধু নি মোর আইন,
রাজপথে দাঁড়াই আছি আশার আমি হইয়া।
অবশ্য আসিবে বন্ধু এই পন্থ দিয়া।
আসিলে দেখিমু আমি বন্ধের চান্দমুখ।
দেখিয়া ঠাণ্ডা হইবো আমি হুতাসিনীর বুক।
আর হাছনজানে বন্ধু হাছন রাজা নাম তোর।
সিয়ে করিয়া দেখা দিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা কর।
এই বলিয়া হাছন জানে কান্দন হইল সার।
কান্দন শুনিয়া হাছন রাজা রইতে নারে আর।
প্রেমের প্রেমিক হাছন রাজা আসিয়া দিল দেখা।
হাছন জানে নাচন করে দেখিয়া প্রাণ সখা।



২৭৪.

(পির মুরশিদী)

গোবিন্দের লাগিয়া রাধার সদাই জরে প্রাণ গো।
গোবিন্দের লাগিয়া রাধা, রাধা গো হইছে উদাসিনী।
আরে দেশমেশ সব ছাড়িয়া হইল সন্ন্যাসিনী গো।
আর মাও ছাড়িল বাপ ছাড়িল, ছাড়িল সুদর ভাই।
আরে ইষ্টিকুটুম সব ছাড়িল, ছাড়িল জামাই গো।
উন্মাদিনী হইয়া ফিরে গোবিন্দের লাগিয়া।
রাত্রিতো পুসায় সদাই কেবল কান্দিয়া গো।
কান্দন করিয়াছে সার মনে কেবল কানু।
শুইয়ে গগনে দেখে কানু বাজায় বেনু গো।
কানু ধ্যানে কানু জ্ঞানে কানু রাধার চিত্তে।
আর হাছন রাজায় বলে কানু জন্মিতে মরিতে গো।



তারে তো কেউ দেখলায় নারে মানুষের মাঝে মানুষ আছে

২৭৫.

(বাউলা)

তারে তো কেউ দেখলায় নারে মানুষের মাঝে মানুষ আছে
হাছন রাজা দেখিয়া নাচে মানুষের মাঝে মানুষ আছে।
সোনার একটা মানুষ দেখ বসিয়াছে অন্তরে।
ঝলমল ঝলমল ঝলমল ঝলমল ঝলমল ঝলমল করে রে;
আত্মার মাঝে পরম আত্মা রইয়াছে বসিয়া।
রস রঙ্গে করে খেলা হাসিয়া হাসিয়া রে।
আজব সে আত্মা কতই রঙ্গ ধরে।
কামিনীর রূপ ধরিয়া প্রাণ মোর হরে রে।
হাছন রাজা ভুলিয়াছে সে রূপের মন মোহিনারে।

মইলে কি ধন নিবায় সঙ্গেরে পাগল মন

২৭৬.

(পীর মুরশিদী)

মইলে কি ধন নিবায় সঙ্গেরে পাগল মন।
হায়রে, মইলে কি ধন নিবায় সঙ্গে।
এই দিন যাইব নি তোমার রসে আর রঙ্গে রে।
না যাইব তোর ধনজন না যাইব স্ত্রী।
না যাইব লক্ষণছিরি কৌড়িয়া জমিদারি রে।
না যাইব তোর কোড়া ঘোড়া না যাইব রে হাতি।
দোস্ত আপনার আরসি পড়শী কেউ না হইব সাথি রে
কোথায় রইব হাসি রসি কোথায় নাচ রঙ্গ।
কলে আসিয়া এই সব করিবেক ভঙ্গ রে।
পাগল মন, তাই ভাবি হাছন রাজার কাল হইল অঙ্গ।
হাছন রাজায় ছাড়িয়া দিল স্ত্রী পুত্রের সঙ্গ রে।
একেলা কোথায় তোমার হইব বসতি।
আল্লাহ্ বিনে হাছন রাজার নাই আর গতি রে।

পিরীত করিয়া এই লাভ হইল

২৭৭.

(তাল নাদরি)

পিরীত করিয়া এই লাভ হইল।
আমার মন প্রাণ জ্বলিয়া গেল।
কলঙ্কিনী যে নাম আমার চিরকাল লাগিয়ে রইল।
হইলাম আমি কলঙ্কিনী, লোকের হইল জানাজানি।
করে সবে কানাকানি, জাতি কুল সবই গেল।
পিরীতের কি এত জ্বালা ভাবিয়া শরীর হইল কালা।
তবু নাহি নিবে জ্বালা, দিলে সুরমা নদীর জল।
হাছন জানে পিরীত করিয়া মরতে আছে জরিয়া জরিয়া
বাঁচিবে যে কেমত করিয়া প্রাণ হাছন রাজায় নিল।



কি হইব কি হইব আমার গতি পাগল মন

২৭৮.

কি হইব কি হইব আমার গতি পাগল মন।
হায়রে, কি হইব কি হইব আমার গতি।
অমূল্য ধন হরিয়া নিল মিলিয়া সব অসতী।
ঘরের গির থাইনে ধন করলো মোর চুরি।
কতেক কতেক বাটিয়া নিল দেশের আরি পরি
ধুতি নিল পুঁথি নিল আর নিল জুতি।
সঙ্গে সঙ্গে নিয়া গেল দাদার বৌ বেভুতি।
ধন যখন চুরি হইল নষ্ট হইল মোর মতি।
লাঙ্গের আশে শালিয়ে ছাড়ে আপনার পতি।
হাছন রাজা বলে দেশের এই রীতি।
চোর বেটিরে চোর বলিলে করে গুতাগুতি।



দেখিয়ে ঠাকুরের ভঙ্গি হাছন রাজা হইল সঙ্গী

২৭৯.

(বাউলা)

দেখিয়ে ঠাকুরের ভঙ্গি হাছন রাজা হইল সঙ্গী।
হাছন রাজা বলে কেবল ঠাকুরের চরণ মাঙ্গি।
ঠাকুর আমার কি যে সুন্দর কত রঙ্গ ধরে।
একবার দেখিয়া তারে ভুলিতে কি সে পারে।
ঠাকুর আমার রঙ্গি ঢঙ্গি রূপের নাগর।
দেখিয়া রূপের বাহার মনে করে ধড়পড়।
আচানক সুন্দর ঠাকুর রঙ্গে ঝলমল করে।
হাছন রাজায় দেখিয়া তারে আজ্ঞা করিয়া ধরে।
আজ্ঞা করিয়া ধরিয়া দেখি রঙ্গে বাহার।
সাকার বলিয়া ধরিয়া দেখি নাই তার আকার।



তুমি কি সুখে রইলে গো প্রাণ ঘুমাইয়ে

২৮০.

(রঙ্গীন গান)

তুমি কি সুখে রইলে গো প্রাণ ঘুমাইয়ে।
কলার তলে ছটফট করি তোমার লাগিয়ে।
তুমি তো রইয়াছ শুইয়ে।
আমি এথা আছি বসিয়ে, মরিব তোমারও লাগিয়ে দেখ গো আসিয়ে
প্রেমানলে মরি জ্বলিয়ে।
প্রাণ মম নিয়েছ হরিয়ে, বাঁচি আমি কিমত করিয়ে।
তোমায় না দেখিয়ে,
হাছন রাজা কান্দিয়ে কয়, মনে আমার হয়।
তোমাতে হইতাম লয়, অন্য না চাইয়ে।



প্রেয়সী লো তোর পিরীতে মোরে করলো দিওয়ানা দিওয়ানা

২৮১.

(দিশা)

প্রেয়সী লো তোর পিরীতে মোরে করলো দিওয়ানা দিওয়ানা।
তুমি বিনে হাছন রাজা মনে কেউরে মানে না।
তুমি তো সুন্দর অতি আর হও ভরা যুবতী।
আর তুমি হও গো সতী সবার আছে জানা।
চকমকাইয়া চাও যখন মন প্রাণ নেও তখন।
কোনোমতে না যায় রাখন।
দিক ফিরাইতে পারি না।
হাছন রাজা হইয়া ফানা।
গাইতে আছে প্রেমের গানা।
দিও না আর টানা মানা।
তোমায় ছাড়া থাকবো না।



হাছন রাজা হইলো রে ফানা, সবার হইল জানা

২৮২.

(দিশা)

হাছন রাজা হইলো রে ফানা, সবার হইল জানা।
প্রেয়সী প্রেয়সী বলিয়া সদাই গায় গানা।
কত মতে বুঝাইলাম কথা সে মানে না।
প্রেয়সীর সঙ্গে যাইতো মনে এই বাসনা।
না চায় ধন না চায় জন না চায় আমি আনা।
প্রেয়সীর লাগিয়া হাছন রাজা হইছে দেওয়ানা।
হাছন জানে বলে সে তো কারো কথা শুনে না।
নাচে, বাজায়, গান গায় করিয়া তানা নানা।



ছোট দেওরারে পিরীতের মজা কে জানে

২৮৩.

(দিশা)

ছোট দেওরারে পিরীতের মজা কে জানে।
কত করিয়া মনকে ফিরাই মানে না প্রেমিক মনে।
নিশা সময় প্রভাত কালে যখনরে উঠে মনে।
যেন নায়ের মাঝে গুণ বান্ধিয়া বার বাঁশ দিয়ারে টানে।
যখন ঘরের পিছে কলার তলে কথা কয় কানে কানে।
এমন সুখ লাগে নারে বসিলে সিংহাসনে।
হাছন রাজা ছোট দেওরা সর্ব লোকে জানে।
আমায় ভুলাইলে প্রেম পিরীতের গানে।



লাগাইল পিরীতের লেটা

২৮৪.

(বাউজের গান)

লাগাইল পিরীতের লেটা।
কপাল পুড়া বেটা।
এখন ডাকে দাদার বউ আগে ছিল জেঠা।
বাড্ডি গুড্ডি বেটাগুলি দেখতে বড় ভটা।
তার কাছে নাই গেলে পুঙ্গে মারে ছটা।
কপালেতে দিয়া বেড়ায় লাল রঙ্গের ফোটা।
আমারে দেখিলে মারে হাতে লইয়া ইটা।
যার বাড়ি যায় সে তার লাগে খুটা।
বাছিয়া বাছিয়া মাগী ধরে দেখিয়া মোটা মোটা।
হাছন রাজায় বলে তারে চিন নি গো কেঠা।
কাম দেব নাম তার লক্ষ্ম বেটির ছুটা।



পলকিয়া ভালি পলকে লইয়া যাও প্রাণ

২৮৫.

(রঙ্গীন)

পলকিয়া ভালি পলকে লইয়া যাও প্রাণ।
হাছন রাজায় চায় কেবল তোমার যৌবন দান।
শূন্যে আসো শূন্যে যাও জান কি যে জাদু:
দেখলে প্রাণ আর বাঁচেনা গো তোর মাঝে কি মদ্ব।
পিরীতেরই মারা যারা তারা পায় তোর দেখা।
চান্দের লাখান মুখখান তোমার মুখে পানের রেখা।
প্রেমিক হাছন রাজায় দেখিয়া খল খলাইয়া হাসে।
পলকিয়া ভালিয়ে দেখ আমায় ভালবাসে।



বাউজ আমার বড়ই রসিক

২৮৬.

(বাউজের গান)

বাউজ আমার বড়ই রসিক।
ছটর বটর দেকি হাছন রাজা হইল আশিক।
পান খাইয়া চান্দরে মোর লাগাইল পিক।
বাউজ আমার মড় মস্থা কিছু নাই মানে।
একলা পাইলে হাতে ধরিয়া আমারে যে টানে।
বাউজ আমার বড় রঙিন ফিরে ফিরে ধরে।
মানুষ টানুষ না দেখিলে খামছা মারে মোরে।
কথায় কথায় বাউজে মোর মন ভুলাইয়াছে।
বাউজরে না দেখিলে হাছন রাজা নাই বাঁচে।
শনি রবি মঙ্গল বারে বাউজে কি যে করে।
হাছন রাজা পাগল হইয়া বাউজের সঙ্গে ফিরে।



হাছন রাজা বলে

২৮৭.

(বাউজের গান)

হাছন রাজা বলে।
সুনা বাউজে কামড় দিল মোর গালে।
নাকের মাঝে নাক দিয়া উঠিয়া বসে সে কোলে।
কোলেতে উঠিয়া বাউজে চুষে আমার ঠোঁট।
আঙ্গুল দিয়া ইশারা দেয় উঠিয়া যৌবন লুট।
ইশারা মতে না চলিলে হাত দিয়া মারে ধাক্কা।
ধাক্কার চোটে প্রাণ বাঁচে না বাউজত বড় বাক্কা।
হাছন রাজায় বলে বাউজ সকল কথাই পাক্কা।
বাউজের হাতে পড়লো যেই নাই তার রক্ষা।



২৮৮.

দেখিয়া লো তোর রঙ্গে বাহার মন হইয়াছে উদাসী।
হাছন রাজা চাইয়া রইছে দেখিয়া গো তোর মুখের হাসি।
জলে যাইতে যায় গো কেন মোরে ঘসি ঘসি।
আমি তোমার পাছে পাছে যাই ভালবাসি।
মনে মনে আছে আমার সর্বদাই তুমিই তুমি।
কিমত করিয়া তোমারে প্রাণ করি আমি বশি।
হাছন রাজা তোমার আশায় আছে উপবাসী।
ক্ষিদা আমার দূর করিয়া দেও একবার কোলে আসি।

দেখিয়া তোর বাঙ্কা মুখ এলো সখী বেউফা

২৮৯.

(দিশা)

দেখিয়া তোর বাঙ্কা মুখ এলো সখী বেউফা ;
আমি তো হইলাম পাগল সঙ্গী হইল মোর দিলবর ধোপা
পায়ে তে পড়িয়াছে রূপা।
মাথে দিছ ফুলের ঝোপা।
দেখতে লাগে বড় তোফা।
বাপে পুতে করলে ক্ষেপা।
গাওখানি তোর সোনার লেখা।
কিন্তু তোর বড়ই চোপা।
হাছন রাজায় বলে তোর সঙ্গ লইতে নাই মুনাফা।



পিরীত করা বড় যে কঠিন

২৯০.

পিরীত করা বড় যে কঠিন
কেবল ভাবতে ভাবতে যায় রে দিন।
যে জনে পিরীত করে জীবিত থাকতে সে যে মরে।
কলঙ্ক জগতে রয়রে সব ছাড়িয়া হয় রে পিরীতি অমূল্য ধন
প্রেমিকেরা শুন শুন
তন মন ভাবিয়া তনু হয়রে ক্ষীণ।
হাছন রাজা পিরীত করিয়া ফিরতে আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
মরতে আছে জরিয়া জরিয়া হইয়া পিরীতের অধীন।



দেখিয়া তোর রাঙ্গা বদন এলো সুজন মন করে মোর কেমন কেমন

২৯১.

(দিশা)

দেখিয়া তোর রাঙ্গা বদন এলো সুজন মন করে মোর কেমন কেমন
চান্দ জিনিয়া মুখখানি তোর আর লাগাই দুধ মিছরি মাঞ্জন।
হেরিয়া তোর মুখের খুবি মন প্রাণ গেল ডুবি।
জিনে দেখি শশী রবি মুখখানি তোর দেখি এমন।
তিলক্ দিয়া ললাটে। চলছে সুরমা নদীর ঘাটে।
পন্থে দেখিয়া পাগল হইলো লক্ষণছিরির দেওয়ান হাছনে।

হাছন রাজা বলে

২৯২.

(দিশা)

হাছন রাজা বলে।
আইলো আইলো লো পেয়ারী কোলে।
কোলে লইয়া হাছন রাজারে ধরলো পেয়ারী গলে
আঞ্জা করি ধরিয়া থইল বুকের উপর তুলিয়ে।
রূপ দেখিয়া হাছন রাজা পড়িল ঢুলিয়ে।
আচানক মূর্তি দেখিয়া হুশ না রইল আর।
বলা নাই যায় সেই রূপের বাহার।
ঝিলিমিলি করে অঙ্গে দেখতে চমৎকার।
এমন সুন্দর বদন না দেখিয়াছি আর।
হাছন রাজায় বলে পেয়ারীর আচানক ছবি।
শত কোটি চন্দ্র জিনিয়ে পেয়ারীর মুখের খুবি।



হাছন রাজা পরদেশীরে, হাছন রাজা পরদেশী

২৯৩.

(পির মুরশিদী)

হাছন রাজা পরদেশীরে, হাছন রাজা পরদেশী।
আরে কি বুঝিয়া ভুলিয়া রইলে ভবে আসিরে।
কোথায় থেকে আইলায় তুমি কোথায় তোমার ঘর।
আরে কি জন্যেতে আসিয়াছ এথা জাননি খবর।
ধন জন পাইয়া তুমি নিজ দেশ ভুলিলে।
আহা আহা হাছন রাজা একি তুই করিলে।
কতদিন থাকিবে হাছন রাজা এ ঠাঁই।
দুই দিন পরে যাইতে হবে ছাড়াছাড়ি নাই।
কতক দিন পরে তোমার বিলম্ব দেখিয়া।
মা বাপে পাঠাবে দূত তোমার লাগিয়া।
হুতাশ হইয়া, তোমারে আসিয়া তারা নিয়া যাইতে চাবে
না গেলে তোমারে বান্ধিয়া নিয়া যাবে।
হুশ কর হুশ কর হাছন রাজা মাতোয়ালা।
হুশ করিয়া চাইয়া দেখ মায়ার ভব খেলা।
বারে বারে বলি তোরে হুশ নাই হয়।
চুল পাকিল দাঁত পড়িল বিলম্ব আর নয়।
দেশে যাইবাব কি করতেছ বল আমার ঠাঁই।
যা করিবার করিয়া লও বেশী বাকি নাই।
এই বলিয়া পরম আত্মা জীব আত্মারে বুঝায়।
আদরে অধর দিয়া বুঝায় যেমন মায়।
শুনিয়া না শুনে দেখ হাছন রাজায়।
একেবার হাছন রাজায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়।
ফিরিয়া চাইয়া হাছন রাজা বলে এগো মাই।
তুমি যদি কোলে না লও আমার উপায় নাই।



ও তুই কেন গো সুন্দরী

২৯৪.

ও তুই কেন গো সুন্দরী।
রঙ্গটা দেখিয়া মনটা আমার রাখিতে না পারি।
মন মোর করলে চুরি প্রাণ নিলে হরি।
হস্ত পদ নাই তোর কেমনে তোরে ধরি।
আজব সুন্দরী তুমি দেখিয়া তোমায় হুরি।
ঝলমল ঝলমল করে রূপে রঙ্গ ধর নূরি।
কোথা হইতে আইলে গো তুই হুর কিবা পরি।
দেখিয়া তোরে প্রাণ বাঁচে না এমনই সুন্দরী।
মনে লয় সদাই তোরে দেখি নয়ন ভরি।
আর মনে সাধ করি, হইতাম গো তোমারি।
হাছন রাজা দেখিয়া তোরে বলে হরি হরি।
এই মনে বাঞ্ছা মোর সদাই তোরে হেরি।



সোনালিয়া গো জান, তোর অঙ্গে কত রঙ্গ ধরে

২৯৫.

সোনালিয়া গো জান, তোর অঙ্গে কত রঙ্গ ধরে।
দেওয়ান হাছন রাজা দেখিয়া ফিরে করে করে।
তোর লাগিয়া হাছন রাজা পাগল হইয়া ফিরে।
দিনে রাইতে তোর লাগিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরে।
পলক মাত্র ভুলিয়া থাকতে না পারি গো তোরে।
মনে মোর এ বাসনা থাকি তোর হুজরে।
কিছু নাই চায় মনে কেবল চায় তোমারে।
মধ্যখানে বিকালে চায়, আর চায় ভোরে।
দিনে রাইতে তোর লাগিয়া হাছন রাজা জরে।
না দেখিলে চান্দ মুখ আছাড় খাইয়া পরে।



পিরীতের তোরে করলো দেওয়ানা

২৯৬.

পিরীতে তোরে করলো দেওয়ানা।
হাছন রাজা পিরীতি বিনে কিছু জানে না।
আমিতো পিরীতের মারা লোকের হইল জানা।
প্রেয়সী বিহনে মনে অন্য কেউরে মানে না।
আসো আসো প্রাণ পিয়াসী দিস না টানা মানা
প্রেম তরঙ্গে নাচি নাচি গাইতে আছি গানা।
তোমার লাগি হাছন রাজা হইয়াছে ফানা।
তুমি ছাড়া হাছন রাজা কখনো থাকিবে না।



দেখ আইয়া তোরা

২৯৭.

দেখ আইয়া তোরা।
হাছন রাজা চৌধুরী হইছে পিরীতের মারা।
অধরা যে হাছন রাজার হইয়াছে ধরা।
অধরারে ধরিয়া থইছে অন্তরের মাঝার।
এ জনমের মত তারে ছাড়ব না গো আর।
হৃদয়ে রাখিয়াছে তারে আনন্দিত হইয়া।
দিনে রাইতে খেলা করে প্রাণ বন্ধুরে লইয়া।
সব ছাড়িয়া রইছে কেবল তার দিকে চাইয়া
মনের সাধ যাইতো তার রঙ্গেতে মিশিয়া।
পূরণ কর বাঞ্ছা প্রভু, কাঙ্গাল জানিয়া।
হাছন রাজারে রঙ্গে তোমার লও মিশাইয়া।



বসন্ত সময় কালে কোকিলায় বলে

২৭৮.

(তাল আড়া)

বসন্ত সময় কালে কোকিলায় বলে।
এমন সময় প্রাণ প্রেয়সী কেন নাই আইলে।
আহা আহা হইল একি প্রাণ আর বাঁচেনা সখী।
চান্দমুখ নাই দেখি কোথায় রইলে।
প্রেম জ্বালাতে জ্বলিয়ে যায় করি কেবল হায় হায়।
এখন করি কি উপায় প্রেয়সী না মিলে।
হাছন রাজা হুতাশ হইয়া, আছে কেবল পন্থ চাইয়া।
দেখলে পরে যাইয়া ধাইয়া সাধ পুরাব লইয়া কোলে



কেনো আইলে ও প্রাণ আগুন জ্বালাইতে

২৯৯.

কেনো আইলে ও প্রাণ আগুন জ্বালাইতে।
এত দিনে আইলে বুঝি প্রাণ আমার বধিতে।
ছোটকালে পিরীত করিয়া আমার ছাড়িয়া গেলে।
যৌবন কাল গুইয়ে গেল তখন কেন না আসিলে।
বুড়া কালে আসিয়া এখন দিলে মোরে দেখা।
যৌবন নাই মোর- কি দিয়া মন রাখিরে তোর সখা।
হাছন রাজায় বলে মন তোরে রাখি কি যে দিয়া।
আমার তোরে দান করিলাম সঙ্গে লইয়া যাও রে প্রিয়া।



দেখিয়া আর প্রাণ বাঁচে না তুই সুন্দরী রে

৩০০.

দেখিয়া আর প্রাণ বাঁচে না তুই সুন্দরী রে।
না জানি কি করলে যাদু আন্ধারি মোরে।
পর্দা দিয়া বসিয়া থাক তুমি গো ঘরে।
আচানক তোর রূপ দেখিয়া প্রাণ ছটফট করে।
হেরিয়া তোর রূপের চটক কি হইল গো মোর।
জিন পরির ছাটায় যেমন থাকিয়া থাকিয়া ধরে।
কি কব তোর রূপের খুবি যে দেখে সে ঘুরে।
ও তোর ঝিলিমিলি ঝলমলা রূপ পাগল করলো মোরে।
তোরে দেখিয়া মনে আমার কি সে কি যে করে।
তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া হাছন রাজা মরে।
মনে লয় দিনে রাইতে দেখি গো তোমারে।
এই বলিয়া হাছন রাজা প্রাণ সঁপিল তোরে।



এগো সুন্দরী গো, তোর ঝলমল ঝলমল রঙ্গে প্রাণ নিল গো

৩০১.

এগো সুন্দরী গো, তোর ঝলমল ঝলমল রঙ্গে প্রাণ নিল গো
হাছন রাজা তোর পানে চাইয়া রইল গো।
কি কব তোর রূপের খুবি দেখতে চমৎকার
আচানক তোর রূপের খুবি দেখিতে বাহার।
কিবা শোভা মুখখান তোর কিবা শোভাবরী।
এমন শোভা নাই ধরে হুর আর পরী।
তোর মত নাই হয় চান্দ আর তারা।
দেখিয়া তোর নূরি অঙ্গ হাছন রাজা হইল মারা।

সাধের দিলারাম সাজে

৩০২.

(সাত সখীর সাজন)

সাধের দিলারাম সাজে।
সাজেরে সুন্দর দিলারাম রুনুর ঝুনুর ঝুনুর বাজে।
প্রথমে সাজিল সখী নামে সোনার জান।
কি ক সুন্দরের খুবি বাঁকা দুই নয়ন।
তার পাছে সাজিল সখী নামে ফুলজান।
চতুর্দিকের লোকে নাচে পাইয়া সেই ঘ্রাণ।
তার পাছে সাজিল সখী নামে শহরজান।
রূপ দেখিয়া শহরের লোক হইল হয়রান।
তার পাছে সাজিল সখী নামে রূপজান।
দেখিয়া রূপেরি বাহার উড়িল প্রাণ।
তার বাদে সাজিল সখী নামে সাহজান।
বুড়ায় নাচে বুড়িয়ে নাচে দেখিয়া তাইর গান।
তার পাছে সাজিল সখী নামে সুন্দরজান।
ঝিলিমিলি করে অঙ্গে বিজলীর সমান।
সকলেরই পাছে সাজে দিলারাম সুন্দর।
তারে দেখিয়া লাগির গড়া কে নিব অন্দর।



দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে

৩০৩.

দিলবরের মা কেন আইলে বাজারে।
কি জিনিস কিনিলে তুই বলবে না আমারে।
হাছন রাজা জিজ্ঞাসা করে দিলবরের মা তোরে।
কি জিনিস কিনিয়া নিবে আপনার ঘরে।
নুন নিমু মরিচ নিমু আর নিমু আদা।
ছালুন রান্ধিয়া খাইমু শুন ঠাকুর দাদা।
হাছন রাজায় বলে তুমি পেটের ধান্ধা কর।
পেটের ধান্ধা দূর করিয়া বন্ধের চরণ ধর।



হাছন রাজা তোর তনের বিচার কর

৩০৪.

(পির মুরশিদী)

হাছন রাজা তোর তনের বিচার কর।
এ তন বানাইল কোনে তারে গিয়ে ধর।
এই যে দেখ তন তোমার মাটির একটা ঘর।
কোথা হতে তন আইল জান না খবর।
বাপেরও বীর্য যেন মায়ের পেটে আসিয়া।
মায়েরও রক্তে বীর্য গেল লেপ্টিয়া।
বাপের বীর্য মায়ের রক্তে একত্র হইয়া।
তুম্ভ একটা পয়দা করলো আল্লাহ্য় শক্তি দিয়া।



হাছন রাজা আল্লাহ্‌র সোহাগী

৩০৫.

হাছন রাজা আল্লাহ্‌র সোহাগী,
প্রাণ বাঁচে না আল্লাহ্‌র লাগি।
রাইত হইলে ঘুম না আসে আল্লাহ্‌র লাগি জাগি।
আল্লাহ্‌র লাগি ধন জন কুল মান ত্যাগী।
আল্লাহ্‌র লাগি কত জ্বালা যন্ত্রণা ভুগি।
আল্লাহ্‌র লাগি প্রেম যন্ত্রনায় হাছন রাজা যোগী।



হাছন রাজা ভাবতেছে তোরে

৩০৬

হাছন রাজা ভাবতেছে তোরে।
বাউল মতি হইয়া চতুরদিকে ঘুরে।
পিরীতে মোরে থাকতে দিল না ঘরে।
দিনে রাইতে মনের মাঝে ছটফট করে।
আক্তা আক্তা অন্তরেতে কিমত মোর করে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে যাই বাইরে।
একদিন ঘুমাইতে ছিলাম সুরমা নদীর পারে
দেখা দিয়া প্রাণ বন্ধে মন প্রাণ হরে।
সে অবধি হাছন রাজা ভাবতেছে তারে।
বাউল মতি হইয়া দেখ চতুরদিকে ঘুরে।
নাচে নাচে হাছন রাজা কেমনে কি যে করে।
আবার পাইলে ছাড়ব না গো প্রাণ বন্ধুরে।



হাছন রাজা কয় এক বিনে দুই নাই আল্লাহ্ জগতময়

৩০৭.

হাছন রাজা কয় এক বিনে দুই নাই আল্লাহ্ জগতময়।
কোনো জায়গা ছাড়া নাই মাবুদ আল্লাহ্ ভয়।
হাছন রাজা কয়, আল্লাহ্ বিনে কিচ্ছু না সবই আল্লাহ্ হয়
ত্রিজগৎ জুড়িয়া দেখি ঠাকুর আল্লাহ্ময়।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ হাছন রাজা কয়।
আমিত্বকে নাশ করিলে সবই আল্লাহ্ হয়।



হাছন রাজা এক আল্লাহ্ কাগজেতে লেখ

৩০৮.

হাছন রাজা এক আল্লাহ্ কাগজেতে লেখ।
এক বিনে দুই নাই মোগল পাঠান শেখ।
হাছন রাজা জানিবায় এক।
এক বিনে দুই নাই বুকে মার মেখ*।
আমি বিনে কিচ্ছু নয় ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ।
আমি ছাড়া নাই আছে একই রেখ।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ কাগজেতে লেখ

* ২ পদে পাঠান্তর— সিক।



হাছন রাজায় বলে সিধাসাদা

৩০৯.

হাছন রাজায় বলে সিধাসাদা।
নিজেই নিজের খোদা।
ধরি মার ভাল মতে গদা।
নিজেই নিজের খোদা।
আমি আল্লাহ্ বল কারো না শুনিও বাধা।
আমিই আমার খোদা, খোদা নয়রে জুদা।



হাছন রাজার দিন গেল না দুখে

৩১০.

হাছন রাজার দিন গেল না দুখে।
সর্বদাই দিন গেল কেবল সুখে সুখে।
সর্বদাই হাছন রাজা দিলে বন্ধু রাখে।
এক বিনে দুই নাই সর্বদাই দেখে।
এক আল্লাহ্ এক আল্লাহ্ হাছন রাজায় লেখে,
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজার বুকে।



হাছন রাজার নাচিয়া নাচিয়া দিন গেলা

৩১১.

হাছন রাজার নাচিয়া নাচিয়া দিন গেলা।
নিজে ঠাকুর হইয়া হাছন নাচিতে লাগিলা।
যে জনে বুঝিয়াছে ঠাকুরের লীলা খেলা।
হাছন রাজা মিশিয়া জাতে ঠাকুর হইলা।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ বলিতে লাগিলা



আল্লাহ্‌র গছর মছর

৩১২.

আল্লাহ্‌র গছর মছর।
হাছন রাজায় বলে বুদ্ধির অগোচর।
বুদ্ধি ছাড়িয়া গেলে আল্লাহ্ হয় ময়ছর।
বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ঈমান দিয়া ধর।
ধরলে পরে হাছন রাজায় না থাকিবায় পর
আল্লাহ্ হইয়া থাকিবায় তুমি বরাবর।



আমি হি মূল মূলাধার

৩১৩.

আমি হি মূল মূলাধার।
যত দেখি সবই দেখি হাছনও রাজার।
আমি হি মূল মূলাধার।
আমি ভিন্ন এ সংসারে কিছু নাই আর।
আগে হাছন পাছে হাছন, হাছন রাজাই সার।
হাছন রাজা ভিন্ন এ সংসারে কিছু নাই আর



হাছন রাজা গদা

৩১৪.

হাছন রাজা গদা।
নাচে নাচেরে দেখিয়া নিজে খোদা।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ বলে সিধা সাদা
আল্লাহ্ ছাড়া বলা কিচ্ছু সবই বেহুদা।
হাছন রাজা গদা।
হাছন রাজার গান নাই বুঝবে হারামজাদা



সুন্দরী গো আমারে পাগল করিলে

৩১৫.

সুন্দরী গো আমারে পাগল করিলে।
তোমারে নি পাব হাছন রাজা মরিলে।
দেখাইয়া সুন্দর মুখখান মন প্রাণ নিলে।
অন্তরের ভিতরে আমার, তোমার লাগি জ্বলে
আরে না জানি কি মায়ায় পড়ি মন হরিলে।
কি যাদু করিয়া আমার প্রাণ কাড়িলে।
ছাড়ব না ছাড়ব না তোমায় আমি ধরিলে।
বান্ধিয়া রাখব হৃদয়েতে ছাড়ব না মরিলে।
প্রাণ বাঁচে না প্রাণ বাঁচে না কি করিলে।
তোমারে নি পাব হাছন রাজা মরিলে।

* ৩২৮ পদে শেষোক্ত চরণের পাঠান্তর আছে।



প্রেমের আগুন লাগি নাচে হাছন রাজা ভাই

৩১৬.

প্রেমের আগুন লাগি নাচে হাছন রাজা ভাই।
আমার থাকিয়া কার্য নাই আমি মাবুদ আল্লাহ্ চাই
ঘরে ঘরে স্ত্রী পুত্র আছৌন ঠাঁই ঠাঁই।
আমার থাকিয়া কার্য নাই আমি মাবুদ আল্লাহ্ চাই
আমার হইছে প্রেম বেমারি ঔষধ দেও গোসাই।
প্রেমের ঔষধ খাওয়াইলে ভাল হইয়া যাই।
না আছে মোর মাতা পিতা না আছে মোর ভাই।
মাবুদ আল্লাহ্ বিনে দেখি আমার কেউ নাই।
হাছন রাজা বলে অন্য কিছুর কার্য নাই।
মাবুদ আল্লাহ্ দেও দেখা তোমায় মিশিয়া যাই।
পুরাও মম মনের আশা তোমায় যেন পাই।
তুমি বিনে হাছন রাজার আর লক্ষ্য নাই।
আল্লাহ্‌র জাতে মিশিবার মনে আশা ভাই।
আল্লাহ্‌তে মিশিয়া আমি যেন থেকেও নাই।
হাছন রাজা বলে আমি তোমার ভিক্ষা চাই।
তোমার জাতে মিশাও মোরে জগতের সাঁই।



হাছন রাজা বড়ই আহমক

৩১৭.

হাছন রাজা বড়ই আহমক।
প্রেমের মাতাল হইয়া বলে আয়নুল হক।
হাছন রাজা বড়ই আহমক।
মনের মাঝে আল্লায় মিশবার বড়ই শখ।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ করে বকবক।
হাছন রাজারে লাগাইছে প্রেম পিরীতের তওক
আল্লাহ্‌র জাতে মিশিবার হাছন রাজার শখ।
হাছন রাজা মাবুদ আল্লাহ্‌কে করিয়াছে লক্ষ্য।
আল্লাহ্‌তে মিশিয়া কি যে করে বকবক।
হাছন রাজা বড়ই আহমক।
প্রেমের মাতাল হইয়া বলে আয়নুল হক।
হাছন রাজা বড়ই আহমক।
হাছন রাজা আল্লাহ্‌র জাতে মিশিয়াছে বেসক।



হাছন রাজা গদা

৩১৮.

হাছন রাজা গদা।
মায়া দয়া ত্যাগীয়া ভাব খোদা
খোদা হইতে তিল পল না হইয়ো জুদা।
শ্রীকৃষ্ণকে ভাবত যেমন শ্রীমতিও রাধা।
সেই মত ভাবলে মিশবায়, না রহিবে জুদা।
মিশলে পরে আয়নুল হক বলিতে নাই বাধা।
আয়নুল হক আয়নুল হক হাছন রাজা বলে সিধা।

[মূল পাণ্ডুলিপিতে যে তারিখ লেখা আছে, তা হচ্ছে, "১৩২৬ বাংলা ১৫ কার্তিকের গান"]



হাছন রাজা দুখী না আল্লাহ্ ছাড়া মন যে সুখী না

৩১৯.

হাছন রাজা দুখী না আল্লাহ্ ছাড়া মন যে সুখী না।
আল্লাহ্ ছাড়া হাছন রাজার অন্য কিছু দেখি না।
হাছন রাজা দুখী না আল্লাহ্ ছাড়া মন আমি রাখি না।
সংসার জুড়িয়া আল্লাহ্ কোন জায়গা বাকি না।
মিথ্যা কথা হাছন রাজায় কখনোই বকি না।
আল্লাহ্ ছাড়া মনের মাঝে অন্য কিছু রাখি না।
আল্লাহ্ ছাড়া দিলের চক্ষে আর কিছু দেখি না।

[মূল পাণ্ডুলিপিতে যে তারিখ লেখা আছে, তা হচ্ছে, "১৩২৬ বাংলা ১৫ কার্তিকের গান".

হাছন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধের লাগি

৩২০.

হাছন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধের লাগি।
ভাল মতে ঘুম ধরে না কত যে জাগি।
হাছন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধের লাগি।
কেউ নাই দেখতে পারে হইছি অনুরাগী।
মুল্লা মুন্সিয়ে দেখতে পারে না, দেখলেই ভাগি।
আল্লাহ্‌র সনে ছাড়া নয় মুই, তার লাগি যোগী।
মুরশিদ আল্লাহ্‌র জন্য করিয়াছি সকলকে ত্যাগী।



হাছন রাজায় কয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি আমি কিছু নয়

৩২১.

হাছন রাজায় কয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি আমি কিছু নয়
যেই দিকে চাই, আমি দেখি আল্লাহ্‌ময়।
আগে আল্লাহ্‌ পাছে আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ যে হয়।
এক বিনে দুই দেখিনা, হাছন রাজা কয়।
আল্লাহ্‌ ছাড়িয়া থাকা, আমার মনে নাই লয়।
আল্লাহ্‌ দেখি হাছন বলে আমার জয় জয়।
নাচে নাচে হাছন রাজা ছাড়িয়া মনের ভয়।
আমি আল্লাহ্‌ ঠিক জানিয়া আয়নুল হক কয়।



হাছন রাজা নাচেরে নাচে

৩২২.

হাছন রাজা নাচেরে নাচে।
প্রাণ বন্ধে আমারে দেওয়ানা করিয়াছে।
বন্ধে জিনিয়ে মুখ দেখিয়া প্রাণ না বাঁচে।
হাছন রাজা দেখিয়া প্রাণ বন্ধু পুছে।
তোমার ঘর তোমার বাড়ি কোনখানে আছে।
তোমারে দেখিয়া আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গেছে।
রূপ দেখিয়া হাছন রাজা তব পানে চাইয়া রইছে।
হাছন রাজা নাচেরে নাচে, প্রাণ বন্ধে আমারে দিওয়ানা করিয়াছে



বন্দে নাচেরে নাচে, বন্দে আমারে পাগল করিযাছে

৩২৩.

বন্দে নাচেরে নাচে, বন্দে আমারে পাগল করিয়াছে
বন্ধু বিনে হাছন রাজা কেওরে না গছে।
বন্ধের পানে চাইয়া কেবল হাছন রাজা আছে।
বন্ধু ছাড়া হইলে হাছন রাজা নাই বাঁচে।
প্রেমের মা'তাল হইয়া হাছন রাজা বসিয়া আছে।
আল্লাহ্তে লাগাইয়া দিল তার জাতে মিশিয়াছে।



আল্লাহ্‌র লাগিয়া হাছন রাজা ফানা

৩২৪.

আল্লাহ্‌র লাগিয়া হাছন রাজা ফানা
ফানা হইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইতে আছে গানা
হাছন রাজা আল্লাহ্‌র পাগল অন্যে জানে না।
কেমনে আল্লাহে মিশিয়া যাইব করে ভাবনা।
আল্লাহ্‌ বিনে দিলের মাঝে কিছু রাখে না।
আল্লাহ্‌ ভিন্ন হাছন রাজা কিছু দেখে না।
হাছন রাজা আল্লাহ্‌র পাগল কিছু মানে না।
আল্লাহ্‌ বিনে হাছন রাজায় কিছু জানে না।



হাছন রাজা আল্লাহ্ ছাড়া থাকিও না

৩২৫.

হাছন রাজা আল্লাহ্ ছাড়া থাকিও না।
আল্লাহ্ ছাড়া মনে কিছু রাখিও না।
আল্লাহ্ ছাড়া জ্ঞান চোক্ষে অন্য কিছু দেখিও না।
দুইয়ো চোক্ষে এক হইলে আল্লাহ্ ছাড়া দেখবে না।
জাহির আল্লাহ্ বাতিন আল্লাহ্, আল্লাহ্ বিনে কিছু না
এক বিনে দুই নাই হাছন রাজার হয় জানা।
হাছন রাজা আল্লাহে মিশিয়া হইয়াছে ফানা।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ হাছন রাজায় জপনা।
আমিত্বকে নাশ করিয়া করে হাছন জপনা।
আমিত্বকে নাশ করিয়াছি আল্লাহই যে আপনা।



দেখিয়া তোর রূপের ভঙ্গি হাছন রাজা হইল গো সঙ্গী

৩২৬.

দেখিয়া তোর রূপের ভঙ্গি হাছন রাজা হইল গো সঙ্গী।
হাছন রাজা কিছু চায় না কেবল তোমার যৌবন মাঙ্গি।
কি কব তোর রূপের কথা আচানাক তুই গোরঙ্গি।
হাছন রাজা দেখিয়া তোরে হইতো চায় তোর এক অঙ্গি
হাছন রাজার ভিতরে দেখে তোমারও টঙ্গি।
সেই ঘরের মাঝে দেখে তোমারও ভঙ্গি।



জগতের স্বামী সকলি তুমি তুমি

৩২৭.

জগতের স্বামী সকলি তুমি তুমি।
আমার পানে চাইয়া দেখি আমিও তুমি।
তুমি ভিতরে তুমি বাইরে তুমি অন্তর্যামী।
বুকেতে রাখিয়া কেন চতুর্দিকে ঘুমি।
হাছন রাজায় দেখিয়া পারে না রাখতে ঠমি
বিচার করিয়া চাইয়া দেখি তুমি এই আমি।



সুন্দরী গো, আমারে পাগল করিলে

৩২৮.

সুন্দরী গো, আমারে পাগল করিলে।
তোমারে নি পাব হাছন রাজা মরিলে।
দেখাইয়া সুন্দর মুখখান মন প্রাণ নিলে।
অন্তরের ভিতরে আমার তোমার লাগি জ্বলে
আরো না জানি কি মায়ায় পড়ি মন হরিলে।
কি যাদু করিয়া আমার প্রাণ কাড়িলে।
ছাড়র না তোমায় আমি ধরিলে।
বান্ধিয়া রাখব হৃদয়েতে ছাড়ব না মরিলে।
প্রাণ বাঁচে না প্রাণ বাঁচে না কি করিলে।
সুন্দরী গো আমারে পাগল করিলে।



হাছন রাজা চায় মাবুদ আল্লাহ্‌র জাতে মিশিবার দায়

৩২৯.

হাছন রাজা চায় মাবুদ আল্লাহ্‌র জাতে মিশিবার দায়
হাছন রাজা বসিয়া আছে এই যে আশায় ।
হাছন রাজা চায় কেমনে কেমনে জাতে মিশিয়া যায়।
হাছন রাজা জাতে মিশলে হইল আদায়।
হাছন রাজা মিশিয়া জাতে আল্লাহর গুণ গায়।
হাছন রাজা আল্লাহ্ হইয়া নাচে আর ফালায়।
আমি আল্লাহ্ আমি আল্লাহ্ এই গান গায়।
হাছন রাজা আল্লাহ্ হইয়া রঙ্গে দিন যায়।
আয়নুল হক আয়নুল হক বিনে আর কিছু নয়।
হাছন রাজা চায় মাবুদ আল্লাহ্‌র জাতে মিশিবার দায়



হাছন রাজারে পাগল বানাইল কুনে

৩৩০.

হাছন রাজারে পাগল বানাইল কুনে।
সে বিহনে মানে না আমারও মনে।
পাগল যে বানাইয়াছে জানলাম অন্বেষণে।
তার মত কেউ নাই জাহিরে বাতিনে।
তার রঙ্গে দিল মিশিয়াছে কি করবো শয়তানে।
হাছন রাজারে পাগল বানাইল কুনে।

অপ্রকাশিত গানসমূহ [হিন্দি]



আর জুদা করবো না বন্ধেরে

১.

(তাল ছুপকা)

আর জুদা করবো না বন্ধেরে।
আর জুদা করবো না।
জুদাইমে কত ছাদমা কেউতো তায় জানেনা।
বন্ধে যদি ছোড়তে চাহে আমি তায় দেব না।
দিলকা উপার বন্ধেকে রাখো না সুন কাহ না
হাছন রাজা কাহতা হ্যায় হোকে ফানা।



৬৪৮

খোদা রাসুল ভুল গায়া আব ইয়ে পিয়ারা

২.

(তাল নাদ্‌রি)

খোদা রাসুল ভুল গায়া আব ইয়ে পিয়ারা।
দিওয়ানা বানায়া মুঝে জিলুয়ানে তেরা।
নেহি ছোড়তা তেরে সুরাত দিল সে একদম।
হামেশা র‍্যাহতা হ্যায় জি মে তেরে হি গারম।
হাছন রাজা কা দিল তেরে সুরাত পার আটকা।
নেহি ছোড়তা নেহি ছোড়তা ইয়ে বহুত পটকা।



ভালা সৌন্দলি রাং কা মেরে পিয়ারা রে

৩.

(তাল কাটা কাওয়ালি)

ভালা সৌন্দলি রাং কা মেরে পিয়ারা রে।
আখো ঝালাকতা য্যায়সে সিতারা রে।
কিয়া কাহু চেহরেকি বাহার।
আবরুজ আজব খমদার।
দেখ্ কার দিল হুয়া গ্রেপ্তার রে।
দিল হাতছে লে গিয়া কিয়া সেহের মুঝে কিয়া।
হাছন রাজা হো গিয়া মাজনুন রে।



ইয়ারও তেরে জুদাইছে দিল হামেশা

৪.

(গজল)

ইয়ারও তেরে জুদাইছে দিল হামেশা
তাড়াপ্ত তাড়াপ্তা হ্যায়।
ছটফট ছটফট কারকে ম্যায় তো মরতা হ্যায়।
কিদার গায়া পিউয়া মেরে পাতা নেহি।
তেরে লিয়ে দিল মেরা বেকারার হ্যায়।
কাহা জাঁও কিয়া কারু কাহা জাঁকে ঢুঝে পাও।
হাছন রাজা তেরে কারণেও সন্দাসি হ্যায়।



ভালা বাঁকা তেরসা মেরা দেওরা রে

৫.

(তাল খেমটা)

ভালা বাঁকা তেরসা মেরা দেওরা রে।
সারমে পড়া ক্যায়সা শেওরারে।
মন হুড় হুড় হুড় হুড় করে।
র‍্যাহনে নেহি সাক্তা ঘারে।
দেওরা করে নিত্তা দিল বাউরারে।
হাছন জান তো লুট গায়ি, দিল হাতোছে ছুট গায়ি
হাছন রাজা কারনে ওয়ারে।
পাকড়ো হাছন রাজা পিয়ারা রে।



৬৫২

ছোটা দেওরাছে দিল মেরি লাগিরে

৬.

ছোটা দেওরাছে দিল মেরি লাগিরে।
ছোট দেওরাছে দিল মেরি লাগিরে।
রাত ভার নিন্দ নেহি আতিহে।
রাতকো না চ্যান হ্যায় দিলকো চ্যান।
উসকি সাদমেছে দিল পার ম্যায় লাগিদাগি রে
কিয়া কারু কাহা যায়ে ক্যায়সে উসকো পায়ে।
উসকা লিয়ে বানু যোগিনী রে।
হাছন জান যোগিনী হো কার।
সাদমা এ্যায়সি পওছা দিল পার।
ছোড় দিয়া হ্যায় আপনা ঘার।
হাছন রাজা কো কারলে উদ্ধার।



কিয়া রাং দেখায়া মুঝে পিয়া পিয়া

৭.

(তাল ছপকা)

কিয়া রাং দেখায়া মুঝে পিয়া পিয়া।
দেখ্ কার ফিরিপ্তা হুয়া জিয়া।
দেখ্ কার চান্দ্সা মুঃ, কিয়া কারকে গিয়া।
চেহ্রে কি বাহার নে দিল ছিন লে লিয়া।
হামেশা তাড়াপ্তা দিল, কিয়া কিয়া কিয়া কারকে গিয়া
উসকো লিয়ে মাত ওয়ারা হুয়া, হাছন রাজা মিয়া।



তেরে লিয়ে ম্যায়তো হুয়ে মাত ওয়ারা

৮.

তেরে লিয়ে ম্যায়তো হুয়ে মাত ওয়ারা।
ঘর মকা ছোড়ে হু ম্যায় আওয়ারা।
দিল সওদা ছটকতা দিন রাত ফটকতা।
কই নেই আটকতা।
সওয়ায় তেরা তেরে সওয়া আওর কই সয় না হতাশায়ারা
মার কাট যাহি কার, পাও ধর পার তেরা।
দার কাতল ইয়ে আরজু তেরে হাতছে মারনা।
বেহতার নেহি মেরে লিয়ে তেরে দারসে ফের না।
তামান্না ইয়ে হাছন রাজাকা তেরে আগে র‍্যাহনা
পিন সাহি মিলেত ফিরবি কাহি না জানা।



রাঙ্গিলানে কিয়া দেখায়া মুঝে রাং

৯.

(তাল থুমড়ি)

রাঙ্গিলানে কিয়া দেখায়া মুঝে রাং।
হাছন রাজা দেখার লিয়া হুং।
রং দেখায়া ঢং দেখায়া;
জাব দেখায়া অং।
রাহনা উসকা গির পড়া যেয়সে আগমে পতং,
ভুলে ভুলে হুই আওর হুয়ে রাক।
মাসুক কো দেখনে কি লিয়ে রাহ গ্যাই দো আখ।



ফুলো কি হার ম্যায় নে ঘাঁতিরে ফুলো কি হার ম্যায় ঘাতি

১০.

ফুলো কি হার ম্যায় নে ঘাঁতিরে ফুলো কি হার ম্যায় ঘাঁতি
ফুলো কি সাত ম্যায়নে ঘাঁতি হ্যায় মোতি।
পিয়া জাব আয়গা উসকো পৌরায়গা
আঁখো ভার দেখে গা ক্যায়সে লাগতি।
যাব উয়ো আয়েগা উসকো পাকড়েঙ্গি।
এ্যায়সে পাকড়েঙ্গী য্যায়সে না ছোড় সাক্তি।
হাছন রাজা যাব দেখেগা, ফুলের হার গলে দেগা।
পায়ে পড়ে গা, আওর দেগা ভক্তি।
ফুলো কি হার ম্যায়নে ঘাতি।

দিল পেরেশান হ্যায় ভালা মেরা দিল পেরেশান হ্যায়

১১.

দিল পেরেশান হ্যায় ভালা মেরা দিল পেরেশান হ্যায়।
প্যারি মেরা জমিলাজ আজব উস্‌কি শান হ্যায়।
দেখ কার জিয়া ফিরিপ্তা হুয়া আওর দিল বেকারার হ্যায়।
দিন রাত আওর ঘরি ঘণ্টা এক পাল না চ্যান হ্যায়।
প্যারি মেরা জমিলাজ ইয়েতো মেরে জান হ্যায়।
উস্‌কা তস্‌দুক মে হাছন রাজা কুরবান হ্যায়।
এ্যায়েসি খুবি রাক্তি প্যারি না এ্যায়সি কই হ্যায়।
ইরান তুরান হিন্দুস্থান ম্যায় এ্যায়সি কই হ্যায়।।



হাছন রাজা আজব এক রংগীয়ারে

১২.

(তাল তুমড়ি)

হাছন রাজা আজব এক রঙ্গিয়ারে।
চালিই পারছিন ফিরবি ঢঙ্গিয়ারে।
রাত দিন করতাহে রং সখিসব লিয়ে
সং যেয়ছে কারতে কারতে কানাইয়ারে।
সদা আনন্দে র‍্যাহে সখি সব গান কাহে
ধরে মারে পিছ কালিয়ারে।
হাছন রাজাকো দেখা য্যায়সে হি
ভঙ্গ বাকা গালেমে ফলও কি হ্যায় হাতমে মুরলিয়ারে
সারমে ময়ূর পাসা হাতমে খুবনিয়ারে।
সেজদা কারতি হে পেয়ারে
সুন হাছন রাজা মেরে
তেরে জিলুয়ানে দেওয়ানা বানাইরে।।



মদিনা মুনাওয়ারা মে মেরা প্যারা রে

১৩.

মদিনা মুনাওয়ারা মে মেরা প্যারা রে।
প্যারারে ভালা প্যারা রে।
দিল তো লে গিয়া আজি মেরা রে।
আরে দিল ছিনলিয়া আজি মেরা রে।
কিয়া কারু ক্যায়সে যাউ।
কিস তারা উসকো পাউ।
উসকা লিয়ে দিল বাউরা রে।
দিল জ্বল্‌তা কলিজা জ্বল্‌তা, উসকো তো নেহি মিলতা
পিয়া কার নেয়া জাতি জিয়ারা রে।
হাছন রাজা তেরে লিয়ে, মাজনু বান গেয়া
দেওয়ানা বানা দিয়া, তেরে জিলুয়ানে রে।।



৩য় পর্ব

হাছন রাজার গানের মর্ম ও দর্শন



হাছনমানসের ধারা ও তাঁর সাহিত্য

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

খুব সম্ভব মানুষের জ্ঞান অতীতকালে এক অভিজ্ঞতা রূপেই দেখা দিয়েছিলো। এতে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান একত্রে জড়িত ছিল। জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ তিনটে ধারা সম্পূর্ণ পৃথক হয়নি। বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই এ তিনটে ধারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন থেকেই ধর্মীয় সত্যগুলো স্বজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজ্ঞান অভিজ্ঞতা ও তার্কিক বুদ্ধির ওপর হয় নির্ভরশীল এবং দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলোর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

ধর্মের বিশেষত্ব এই যে, এতে আবেগের থাকে প্রাধান্য। ধর্ম ও দর্শনের মূল্যমানগুলোর মধ্যেও রয়েছে বিশেষ পার্থক্য। দার্শনিক মূল্যমান প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মনে কর্মের কোনো প্রেরণা সৃষ্টি করে না। দর্শনের মূল্যমানের প্রকৃতি হচ্ছে চিন্তা ও বুদ্ধিকে পরিচ্ছন্ন করা। ধর্মের প্রতিটি মূল্যমান জীবনকে নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষায় সঞ্জীবিত করে এবং তার অনুসারীদের চরিত্র গঠন করে। ধর্মের ধারণাগুলো কেবলমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতেই সীমাবদ্ধ নয়। নানাবিধ কথিকায়, ছড়া ও কাব্যেও তাদের প্রকাশ করা হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগে ধর্ম ও কাব্য ছিল ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এতে দর্শনেরও নানাবিধ তত্ত্ব ছিলো প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত। কবীর, রজ্জব, দাদু প্রভৃতি সাধু-সন্যাসীদের দার্শনিক যেমন বলা যায়, তেমনি কবিও বলা যায়।

আলোচ্য কবিও এরূপ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তাঁর জন্ম আধুনিক যুগেই হয়েছিলো, তবু তাঁর চরিত্রে ছিলো মধ্যযুগীয় ভাবধারার ছাপ। তিনি ছিলেন সত্যের অন্বেষণে নিবেদিতপ্রাণ এক অসাধারণ মানুষ। তবে আধুনিক যুগে তিনি তাঁর চিন্তার বিকাশের অনুকূল কোনো পরিবেশ পাননি। এ জন্যই তিনি তাঁর আত্মার গভীরে প্রবেশ করে, জীবন ও সত্তার অর্থ আবিষ্কারে ছিলেন রত। যদিও তিনি নিজে হয়ত এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তাঁর মুসলিম পূর্ব পুরুষদের ধারণা তাঁর মগ্ন চেতনায় ছিলো ক্রিয়াশীল। এ সব ধারণার সঙ্গে এদেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাও এসে যুক্ত হয়েছিলো। এ গুলো ব্যতীত তাঁর নিজস্ব ধারণাও ছিলো অনন্য।



তাঁকে অনেকেই 'বাউল' বলে ভুল করে থাকেন। প্রায় চল্লিশ বছর পুর্বে 'বিশ্ব ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পরলোকগত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী তাঁকে বাউল বলে আখ্যায়িত করে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বা একে সংস্কৃত বাতুল শব্দের অপভ্রংশ বলেই মনে করেন। আবার কেউ বা একে বৌদ্ধদের 'বজ্রযান' শব্দের অপভ্রংশ মনে করেন। যা থেকেই বাউল শব্দের উৎপত্তি হোক না কেন, বর্তমানে বাউল একটি মতবাদে পরিণত হয়েছে এবং বাউলদের মধ্যে নানা শাখার উৎপত্তি হয়েছে। এসব বিভিন্ন শাখার প্রত্যেকটিরই এক একজন আদি পুরুষ রয়েছেন। কোনো শাখার আদি পুরুষ কবীর, কোনো শাখার আদিতে রয়েছেন জগমোহন। এ জন্য এদের বলা হয় কবীর পন্থী বা জগমোহনী। হাছন রাজা এরূপ কোনো বাউল শাখার অনুসারী কস্মিন কালেও ছিলেন না। কাজেই তাঁকে বাউল বলে আখ্যায়িত করা সত্যের অপলাপ ব্যতীত কিছুই নয়।

হাছন রাজা তাঁর নানাবিধ গানে নিজেকে নানাবিধ নামে আখ্যায়িত করেছেন। কোনো সময় তাঁকে তিনি বলেছেন 'বাউল', কোনো সময় 'আশিক', আবার কোনো কোনো সময় তাকে 'পাগল'ও বলেছেন। তাঁর এ নাম গ্রহণের জন্য তাকে 'বাউল' বললে সঙ্গে সঙ্গে 'আশিক' ও 'পাগল' বলতে হয়: কাজেই এ সব নাম গ্রহণ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

অপরদিকে হাছন রাজা যৌবনেই সৈয়দ মাহমুদ আলী বলে পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া তরিকার এক দরবেশের কাছে মুরীদ হয়েছিলেন। এ দরবেশ সিলেট শহরের অদূরবর্তী রণকেলি নামক গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করার পর সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

হাছন রাজার কাব্যজীবনের সূত্রপাত হয় মুমিনরূপে। ক্রমবিকাশের ধারায় তিনি মরমবাদে গিয়ে পৌঁছেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে, তিনি মাঝে মাঝে শরীয়তের শুষ্ক দিক নিয়ে তামাশা করেছেন এবং কোনো কোনো শরীয়তের আইন-কানুনকে অস্বীকারও করেছেন। তবে হয়ত পর মুহূর্তেই তিনি মুমিনের জীবনকেই মানব জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন। শরীয়ত তথা মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর এসব আঘাতকে তাই সহানুভূতিশীল ডাক্তারের শৈল্যচালনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। একে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রের আঘাত বলা যায় না। তাঁর রচনার মধ্যে হিন্দুদের নানাবিধ দেব-দেবীর বন্দনা রয়েছে। তিনি দেবী কালীকে বা রাধাকৃষ্ণকে কোনো কোনো গানে আহ্বান ও আরাধনা করেছেন। তবে এগুলোকে তিনি রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁর চিন্তাধারায় মূল সুরটি আগাগোড়াই ছিল ইসলামী।

ইসলামী কালচারের বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর আত্মমুখীনতা (Subectivism)। অন্যান্য কালচার থেকে এখানেই ইসলামী কালচার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায় বৈদিক ধর্মের গোড়ার কথা হচ্ছে ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়মুখী জ্ঞান (Objective)। ব্রহ্মের সঙ্গে মানব আত্মার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গতিকে মানবাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানও প্রয়োজনীয়।



ব্রহ্মজ্ঞানের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে আত্মানামবিধি। ইসলামী কালচারের মর্মকথা হচ্ছে 'মন' আরেফ, নফ্‌সুহু ফকদ আরেফ, রব্বহু' - যে তার সত্তাকে জেনেছে - সে তার রবকে (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারীকেও) জেনেছে। ইসলামে আত্মজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের পূর্ববর্তী পর্যায়ে দেখা দেয়। অন্যদিক থেকেও বিচার করলে দেখা যায় - বৈদান্তিক ধর্মের কোনো কোনো শাখার ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বশেষ পর্যায়ে পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার লয়কেই কামনা করা হয়েছে। শংকরাচার্যক বেদান্ত ভাষ্যের সংজ্ঞানুসারে চরম স্তরে জীবাত্মার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। ইসলামী সাধনার কোনো শাখার জীবাত্মার বিলোপ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। এ সম্বন্ধে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের আলোচনা করলে দেখা যায়, জীবাত্মার স্থিতি ও প্রাধান্যের ভিত্তিতেই যুগে যুগে মুসলিম সাধক ও মনীষীগণ নানাবিধ উক্তি করেছেন। মনসুর হাল্লাজ এ নীতির ভিত্তিতেই বলেছেন- 'আনাল হক' (আমিই সত্য), বায়েজিদ বলেছেন 'সুবহানী' (আমিই পবিত্র), ইবনুল ফরীদ বলেছেন- 'আনা হিয়া' (আমিই সেই সুন্দরী নারী), যাকে এই দুনিয়া কামনা করে। জালালউদ্দিন বলেছেন- আমার সত্তা থেকে বিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তি। এ কালচারের ঢেউ আমাদের দেশে এসে লেগেছিলো। তাই লালন শাহ বলেছেন - 'এই মানুষে আছেরে মন যারে বলে মানুষ রতন'। হাছন রাজাও এদেরই ধারায় অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন, 'আমি হইতে সর্বোৎপত্তি হাছন রাজায় কয়।'

ইসলামী কালচারের এই ধারা থেকে হাছন রাজা পৃথক হননি বলে তাঁকে ইসলামী কালচারেরই এক নতুন ধারার প্রবর্তক বলে গণ্য করা যেতে পারে। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর মানসে বিষাদের কালো ছায়াপাত হয়েছে, এবং মহাকবি হাফিজের মতোই তিনি তকদীরকে জীবন পথের নিয়ামক বলে গ্রহণ করেছেন, এবং রূজ-ই-আলস্তই এর জন্য দায়ী বলে মৃদু ভৎসর্নার সুরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন, তবু কোনো অবস্থায়ই তিনি আত্মার বিলুপ্তি কামনা করেননি। হাছন রাজার পরে এ উপমহাদেশে ইসলামের সে-নীতি অনুসরণ করে মহাকবি ইকবাল ও বিদ্রোহী কবি নজরুল মানবাত্মার চরম জয় ঘোষণা করেছেন। তকদীর ও রূজ-ই-আলস্তকে স্বীকার করেও মহাকবি হাফিজ ছিলেন আশাবাদী (optimist)। হাছন রাজার সুরে কিন্তু জাবারিয়াদের মতো মাঝে মাঝে নিরাশবাদের সুরও ফুটে উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধদের মতো নির্বাণও কামনা করেছেন। হাছন রাজার দার্শনিকতাবাদ বুঝতে হলে তার চিন্তাধারার বিকাশের সূত্র অবলম্বন করে যাত্রা আরম্ভ করতে হবে।

মানস চিন্তার সূচনাতে হাছন রাজা ছিলেন একজন খাঁটি মমিন। তাঁর এ ভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মহান আকর্ষণকারী আবাহনে :

মুমিন আরে ভাই ঈমান রাখিও দড়
ঈমান না থাকিলে মুমিন কিসের
নামাজ পড়
ও ঈমান রাখিও দড়।
এক আল্লা বিনে যে শরিক নাহি তার



লা-শরিক জানিলে মুমিন হইবায় উদ্ধার
ও ঈমান রাখিও দড়।

অপর এক সময়ে শরীয়তের নির্দেশের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে-

এই মতে নামাজ যে পড়িবে ভাই-
নিশ্চয়ই জানিও তার বেহেস্তে হবে ঠাঁই-
নামাজ পড়, রোজা রাখ, কর এবাদত
মুমিন মুসলমানের ভাই এ মূল পথ
হাছন রাজা সালাম দেয় নামাজি সব ভাই
নামাজ রোজাও ছাড়িওনা আল্লার দোহাই
মুই গুণাগারের প্রতি দোয়া করিও ভাই।
আশিক হাছন রাজা যেন আল্লার দিদার পাই।

এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় তিনি তাঁর প্রভুর বদন-চন্দ্রিমা অবলোকন করার জন্যই ব্যস্ত। প্রার্থনা তাঁর কাছে লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। এ সময় রোজহাশরে তাঁর জন্য কোনো স্থান নির্দেশিত হয় এ ভাবনায়ই তিনি ব্যাকুল, এজন্য তিনি ভীষণ যন্ত্রণায় কাঁদছেন :

কি হবে মোর হাশরের দিন ভাই মমিন।
মমিন হায়রে কি হইবে মোর হাশরের দিন।

এ-ক্ষেত্রেও মুসলিমদের ঐতিহ্যগত প্রত্যয় থেকে তিনি একটু সরে পড়েছেন। তাঁর প্রাথমিক বাসনা বেহেশতে কোনো আসন লাভে পর্যবসিত নয়। দোজখের সে অবিচ্ছিন্ন শাস্তির ভয়েও তিনি ভীত নন; তাঁর একমাত্র কামনা-তাঁর প্রভুর সন্নিকটের একটি আসন লাভ। প্রার্থনায় তিনি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন - তাদের প্রচলিত দর্শনের ভাষায় নরাত্মারোপ বলা যেতে পারে।

প্রার্থনার বেলায় তিনি মুসলিম সমাজে সদা সর্বদা প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করে, এ বিশ্ব সংসারকে একটি বিস্তৃত মহাসাগর রূপে কল্পনা করেছেন এবং তার মধ্যে তাঁকে এক ভাসমান তৃণখণ্ড রূপে ধারণা করে বলেছেন :

আল্লা ভব সমুদুরে ও আল্লা ভব সমুদুরে
তরাইয়া লও মোরে -
তরাণ বরাণ চাই না আমি কেবল চাই
তোমারে
তরাও মার যাই কর, এর লাগি কে ঝুরে
হাছন রাজার মনের সাধ দেখিতে তোমারে।

আবার অন্যক্ষেত্রে তিনি এ-উপমা পরিত্যাগ করে, অন্য উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেকে এ সংসারে একজন পর্যটক হিসেবে ধারণা করেছেন। এ পর্যটক আবার নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে

তার স্বদেশে ফিরে যেতে চান। তবে তার সম্মুখে রয়েছে এক বিরাট নদী। এ নদী পারাপারের একমাত্র মাধ্যম একখানা নৌকা এবং তার মাঝি 'গফুর'। এ জন্য ব্যাকুল চিত্তে তিনি সে মাঝিকে আহ্বান করে বলেছেন :

ঠাকুর মোরে পার করবায়নি
পয়সা কড়ি নাহি গফুর রহিম
খেওয়ানী।।

প্রথমে খেয়ানীর নির্দয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তিনি ভয়ে কাঁপতে থাকেন। অতি সহজেই খেয়ানীর সহানুভূতিপূর্ণ বদন মণ্ডলে তার কোমল হৃদয়ের আভাস পেয়ে তিনি উল্লসিত হয়ে বলেন - 'খেওয়ানীর মুখ দেখিয়া মনে হইছে আশা।' তবে এ পথের পথিকের নিকট মাত্র একটি লক্ষ্য একটি বাসনাই বর্তমান। সে আর কিছু নয় তার প্রভুর পাশে চায় একটুখানি স্থান -

খেওয়ানীর মুখ দেখিয়া মনে হইছে আশা
পার করিয়া দিব মোরে হইয়াছে ভরসা।
কান্দিয়া মিনতি করে হাছন রাজা দাসা
পার করিয়া চরণ তলে কর মোরে মোর-বাসা

এতে স্পষ্টই বোঝা যায় - তিনি অস্বস্তিতে কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি একটি ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পতিত লোকের মতো হাবুডুবু খাচ্ছেন। এ সংকটে অন্য কোনো গুরু, কোনো পথ প্রদর্শকের তিনি সন্ধান পাচ্ছেন না, কেবলমাত্র আল্লাহর করুণায় প্রার্থী হয়েই তিনি তার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন :

এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর, তোমার ঠাঁই
চরণ ছাড়া করিও না তোমার দোহাই।।
কান্দিয়া মিনতি করে হাছন রাজায় কয় -
কিবা মোরে পদে রাখ কিবা কর লয়।।
এ দুঃসময়ে হাছন রাজার একমাত্র প্রার্থনা:
ভবসিন্ধুর চাকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি
উঠিবার শক্তি নাই কেমনে কি করি।।
এমন সংকট চাক, উঠা নাহি যায় -
হাদি আল্লা করিয়া দেও তাহার উপায়।।

হাছন রাজার এ সংকট কালে গুরুজি আল্লাহরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই মিনতির সুরে হাছন রাজা বলছেন :

হাছন রাজা বলে মুর্শিদ কর তায় উপায়
ভব সিন্ধু উদ্ধারিয়া রাখো রাঙ্গা পায়

অকস্মাৎ বিস্ময়ের সঙ্গেই তিনি আবিষ্কার করেছেন -

অন্যখানে খুঁজি কেন, তুমি আমার মাঝে
বুকেতে রাখিমু তোবে, কি ধরাইব লাজে।।
হাছন রাজায় উক্তি করে নিজে, নিজেরে পূঁজে
আমি ত কিছুই নই, সকলই তুমি যে।।

এ ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরবাদের একটুখানি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে হাছন রাজার সর্বেশ্বরবাদ অন্যান্য সর্বেশ্বরবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এরূপ মানসের একজন অন্বেষণকারীর পক্ষে মোল্লা সমাজের কপটতা ও ভণ্ডামি স্বভাবিকভাবেই অসহনীয়। এ সমাজের লোকেরা আপনাদের সাধারণ মানুষ থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত বলে ধারণা করে। এরা অন্ধভাবে শরীয়তের শাসন-অনুশাসন করে ধর্মের প্রকৃত প্রাণসত্তার সন্ধান পায় না। হাছন রাজা পরিহাস করে এই শ্রেণীর চক্ষু উন্মীলন করার উদ্দেশ্যে মোল্লা শ্রেণীর এক মেয়েকে উদ্দেশ করে বলেন .

কারে বন্ধে করিবা পার মোল্লার ঝি
কারে বন্ধে করিবা পার।।
তোর বাপে করে নামাজ রোজা
আমি গোনাগার।।
তোমার বাপে দিনে রাইতে নামাজ রোজা করে
লোক সমাজে বসিয়া কেন নিন্দা করে মরে।
তোমার বাপে দিনে রাইতে করে এবাদত
মুই গোনাহগার না লই মোল্লার মত।
চোখ থাকিতে দিনের কানার মত নাহি চাই।
সম্মুখে যে বন্ধু খাড়া মোল্লায় বলছে কৈ
হাছন রাজার আল্লারে মোল্লায় নাহি দেখে
আজলের আন্ধি লাগছে কট মোল্লার আখরে।

বাইরের এ তপস্যার বা প্রার্থনার - এ সংশোধন দ্বারা অন্তিম সময়ে কোনো লাভ হবে না। অন্বেষণকারীর আন্তরিকতা এবং তার হৃদয়ের পবিত্রতাই মুমিনের মুক্তির দুটো কারণ। তবে এগুলোর সঙ্গে প্রেমও যুক্ত হওয়া চাই। প্রেম কেবল হাছন রাজার কাছে নয়, সকল শ্রেণীর মুসলিম মরমীবাদীর কাছে সত্য লাভের একমাত্র মাধ্যম এবং এ প্রেম থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।

শরীয়তের অনুশীলন ও ভুয়া শরীয়তপন্থীর সমালোচনার স্তর থেকে হাছন রাজা প্রেমের স্তরে উপনীত হয়ে, প্রেম সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ও প্রেমের কার্যকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন :

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তায় দুনারে।।
সুবুদ্ধি ও সাধু যারা, প্রেম বাজারে যায় যে তারা
নির্বুদ্ধিরা ভব-বাজারে, বেগার খাটিয়া মরে রে।।
*   *   *   *   *

মানিক রত্ন না কিনিলাম, প্রেম বাজারে যাইয়া
ভব-বাজারে বোকার মত রহিয়াছে বসিয়া।।
হাছন রাজায় বলে আমার কি লিখিয়াছ ললাটে
যা লিখিয়াছে নিরঞ্জন সেকি আর মিটেরে।।

এখানে নিরাশার চরম সুর দেখা দিয়েছে। নিরঞ্জনের লেখা কখনোই মুছে ফেলা যায় না। প্রেমের রাজ্যে হাছন রাজা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রবেশ করেননি। প্রেমই অনিবার্য আকর্ষণের দ্বারা প্রেমাস্পদের পানে তাঁকে টেনে নিয়েছে। তাঁর কাছে প্রেম ভীষণ জ্বরের মতো। সে জ্বরে হাড়-মাংস সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় :

প্রেম জ্বরে, আমি মরি গো, প্রেম জ্বরে -
এগো প্রেম জ্বরে প্রাণ যায় - এখন কি যে করি গো।

এ প্রেমের গরজেই হাছন রাজা মাঝে মাঝে আপনাকে বিকিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে একটি সুন্দরী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর প্রেমাস্পদের নিকট নজরানা স্বরূপ প্রেরিত হতে চাচ্ছেন:

বিকাইলেনি বন্ধে কিনে গো সজনী -
সইয়া গো বিকাইলেনি বন্ধে কিনে?

তিনি নিজেই জানেন না, তাঁর এ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হৃদয়ের কি পরিণতি ঘটেছে। এ জন্য তিনি চিৎকার করে বলেছেন :

তার লাগি মন আর ধৈর্য্য না মানে
না জানি কি কৈল মোরে মন মোহনে গো।

কেন তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য এতো বিচলিত হয়েছেন? তিনি তাঁর আত্মপ্রত্যয় থেকেই তার উত্তর দিচ্ছেন :

তার সম কেহই নাইগো এ ত্রিভুবনে
তার মত নাহি দেখি ধিয়ানে জ্ঞানে গো।।

প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এ বাসনা অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে।

হাছন রাজার মনের মাঝে জিয়নে মরণে -
সর্বদা থাকিতাম - আমি বন্ধের চরণে।।



আবার যখন সম্বিৎহারা অবস্থায় তিনি তাঁর এ প্রেমাস্পদকে তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে পাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর পৃথক সত্তার বিলোপ করে বলছেন :

আঞ্জা করিয়া ধরিয়া, বুকে বুকে মিলাইয়া,
হাছন রাজা নামটি তার, দিল মিটাইয়া।

তবুও এসব ঐক্যকে সাময়িকই বলতে হবে। এগুলো প্রেমিকের জীবনে স্থায়ী নয়। ক্ষণিক একাত্মতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং তাঁর ও তাঁর প্রেমাস্পদের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে, তিনি তাঁর মনকে অন্তরলোকে নিবদ্ধ করেন। তাঁর মানসের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ তিনি মানসচক্ষে অবলোকন করে তাঁর এ রোগের বিভিন্ন উপসর্গ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন :

নিশা লাগিল রে, নিশা লাগিল রে -
হাছন রাজা প্যারীর প্রেমে মজিলরে
ছটফট করে হাছন দেখিয়া চান্দমুখ -
হাছন জানের মুখ দেখি গেল মনের দুঃখ।

যদিও এ রোগের উপসর্গ আপাতদৃষ্টিতে ছিলো সাংঘাতিক, তবুও প্রেমাস্পদের দর্শন লাভে সব জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয় এবং তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা লাভে তিনি সক্ষম হন। সে প্রেমাস্পদের দর্শনলাভে বরং হাছন রাজার জীবনে অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হয় :

হাছন জানের মুখ দেখিয়া ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
দিনে রাইতে হাছন রাজার চিড়া-বাড়া কুটে।।

এ প্রেমের প্রতিক্রিয়া প্রেমিকের জীবনে কিভাবে দেখা দেয়? হাছন রাজার উত্তর এ ক্ষেত্রে অতিশয় স্পষ্ট :

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা ঝাউলা হয় যে তারা
হাছন রাজা পিরীত করিয়া, হইয়াছে বুদ্ধি হারা।
পিরীতের এমনি ধারা, মনপ্রাণ করেছে সারা
আরও করে কারা কারা, লাগল যার পিরীতের বেড়া।।

এখানেই হাছন রাজার প্রেমতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাছে প্রেমের মধ্যে এমন একটি শক্তি রয়েছে, যার কার্যকারিতায় দেহ ও মন উভয়েই বিনষ্ট হয়। তবে এ বিনাশের অর্থ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া বা মহাশূন্যে নির্বাণ লাভ নয়। এর সোজা অর্থ কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি। এ স্থলে বিনাশের অর্থ সত্যিকার আত্মার বিনাশ নয়। তথাকথিত দেহের সঙ্গে সর্বতোভাবে বিজড়িত নফসের বিনাশ।

সতিকার আত্মার অনুভূতিতে এখন সংসারের প্রতি আসক্তিই সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। খাঁটি অনুসন্ধানীর পক্ষে এ জগতের নানাবিধ সম্পদ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। এ সম্পদগুলোই আত্মার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কবি রজনীকান্ত সেন এজন্য বলেছেন :

এই গুলি সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিলো মোরে অহমিকা কূপে।



এ দুনিয়ার এমন কী চিরস্থায়ী মূল্য থাকতে পারে? আজ না হয় কাল, এগুলো ত্যাগ করেই মানুষকে চলে যেতে হবে। এ জন্যই হাছন রাজা তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর সব কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন :

কিসের বাড়ি, কিসের ঘর, কিসের জমিদারী
সঙ্গের সঙ্গিরা কেহই নাহি তো, কেবল একাশ্বরী।।
এই তো তোর ধনে জনে সুন্দর সুন্দর স্ত্রী
কেহই নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি।।

এজন্যই তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের বাচনিক তাঁর নিজেকে উদ্দেশ করে উপদেশ দিচ্ছেন :

শুনরে হাছন আমার বচন, তুমি যে আমারি
ভবের মায়া ছাড়িয়ে সদায় থাক চরণ ধরি।

তাই সে প্রেম থেকেই স্বাভাবিকভাবেই বৈরাগ্য দেখা দেয়। এ-মর জগতের অনিত্যতা কেবল তাঁকে এ জগতের প্রতি বীতস্পৃহ করে নি, এ সংসারে তাঁকে ভোগ বিলাসের বাসনা থেকে বিরত করেছে। তিনি সাহেব সুবোর দরবারে, কারচুপি কাজ করা শাহী লেবাস পরে উপস্থিত হলেও, দরবার শেষ হতে না হতে এসব কাপড় খুলে পাতলা ধুতি পরে খালি পায়ে বিরাগীর মতো পায়চারি করতেন। তিনি জীবনে কখনোও একখানা পাকাঘর তৈরি করেননি। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে একটি গানে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন :

লোকে বলে, লোকে বলে রে ঘর বাড়ি ভালানায় আমার -
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার।
ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকবো আর
(আর) আয়না দিয়া চাহিয়া দেখি পাকনা চুল আমার
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।
হাছন রাজায় বুঝতো যদি বাঁচব কতদিন
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙিন।।

কেবল এ গানে নয়, অন্যান্য নানা গানেও তিনি এ - ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে নিজেকে হুঁশিয়ার করেছে :

হাছন রাজা মরিয়া গেলে মাটির তলে বাসা
কোথায় রইবে লক্ষণশ্রী আর রঙ্গের রামপাশা।।

হাছন রাজা তাই এ সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছেন কৃত সংকল্প।

ছাড় ছাড় হাছন রাজা এই ভবের আশা
প্রাণ বন্ধের চরণ তলে কর নিজ বাসারে।।

তবে এ স্তরেও হাছন রাজা স্বস্তি লাভ করতে পারেননি। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পেরেছেন এগুলোর মাধ্যমে সত্যের সঙ্গে তার মিলন সম্ভবপর নয়। তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন শরীয়তের বিধান পালন করেও যে প্রেমাস্পদকে পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রেমের প্রয়োজন, আবার প্রেমানলে জ্বলে গিয়েও সে প্রেমাস্পদের সাড়া পাওয়া যায় না। সে যন্ত্রণা দেয়। পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত তার সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। হাছন রাজা বৈরাগ্যের চরম স্তরে যেয়ে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম না হয়ে সর্বশেষ স্তরে বিচার বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তা থেকেই হাছন-মানসের সর্বশেষ পর্যায় আরম্ভ হয়। তখন থেকে প্রেমিক ও বিবাগী হাছন রাজা দার্শনিক হাছন রাজাতে পরিণত হন।

এ পর্যায়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে হাছন রাজা তাঁর সত্তা সম্বন্ধে বিচার করা কালে, সর্বসাধারণে প্রচলিত দেহ-মনের সম্পর্কে ভিত্তিভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। দেহ ও মন দুটো সত্তারূপে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তারা পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল। তবে যদিও মানব জীবনে দেহ ও মনের সমান গুরুত্ব রয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার আত্মার মাঝেই পাওয়া যায়। হাছন রাজা তাঁর আত্মাকে দেহের মাঝে বন্দি অবস্থায় দেখে কেঁদে আকুল হয়েছেন :

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে -
কান্দে হাছন রাজার মন মুনিয়ারে
মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশীরও মাঝারে
লালে ধলায় বন্দি হইলা, পিঞ্জিরার মাঝারে
উড়িয়া যায়রে ময়না পাখী পিঞ্জিরায় হইল বন্দি
মায়ারূপে লাগাইয়া মায়া জালের আন্দি
পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট করে
মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙিতে না পারে।।

বন্দি আত্মার এ অসহায় অবস্থা হাছন রাজাকে ভাগ্যবাদীতে পরিণত করেছে। তিনি বন্দি আত্মার এ করুণ অবস্থাকে অন্য এক রূপকের মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন :

গুড্ডি উড়াইল মোরে মৌলার হাত-ডুড়ি
হাছন রাজারে যেমন ফিরায় তেমনি দিয়া ফিরি।

হাছন রাজা প্রথম দিকে জীবাত্মা ও পরম আত্মার এরূপ বিরাট সম্বন্ধ অনুভব করেননি। বরং পরমাত্মার হাতে জীবাত্মাকে এক অসহায় ঘুড়ির মতো বলে ধারণা করেছেন। তবে এ অবস্থার পরেই তিনি আত্মরূপ দর্শন করে বলেছেন -

আখি মুঞ্জিয়া দেখো রূপ রে -

কাজেই এখানে তাঁর আত্মা আর বন্দি বিহঙ্গও নয়। ঘুড়িও নয়। সে মুক্ত, সে স্বাধীন। সে আর দেহের খাঁচায় ছটফট করে মরছে না, বরং দেহের মাঝেই তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বিরাজ করছে।



সর্বশেষ পর্যায়ে হাছন রাজার কাছে দেহ ও মন বলে পৃথক কোনো বিষয় আর থাকেনি। একই সত্তা নানাবিধ রূপে দেখা দিয়েছে। এ দেহ থেকেই শক্ত আর নরম, ঠাণ্ডা আর গরমের যেমন উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি এ দেহের বর্ণ থেকে মুসলমানী দীনের উৎপত্তি। কাজেই একই দেহের নানাবিধ অঙ্গ থেকে পার্থিব, অপার্থিব, জড় ও অজড় নানাবিধ বিষয়ের উৎপত্তি বলে, দেহ তার জড়তা হারিয়ে অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। তেমনি মনও তার পূর্বের স্বরূপ হারিয়ে অন্য গুণে গুণান্বিত হয়েছে। অর্থাৎ তার জীবনে দেহ ও মন বলে দুটো পৃথক সত্তা আর থাকেনি, একই সত্তার কার্যকরী দুটো দিক থেকেই এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুরই উৎপত্তি হয়েছে। আধুনিক দর্শনে আল ফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেডের বহু পূর্বেই দেহ ও মনের পার্থক্য অস্বীকার করে হাছন রাজা জড় জগতের নানাবিধ বিষয় এবং মানস জগতের নানাবিধ বিষয়ের পার্থক্য এক হিসেবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর এ ধারণার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায়, দেহ ও মনের মধ্যে কার্যকারিতাগত পার্থক্য থাকতে পারে· তবে তার ফলে তারা একেবারে পরস্পর বিরোধী সত্তা নয়।

তবে হাছন রাজা কোনো সময়ই সর্বতোভাবে ভাগ্যবাদী হননি। নিরাশাবাদীও তিনি সম্পূর্ণভাবে ছিলেন না, তিনি বন্দি বিহঙ্গের অথবা উড্ডীয়মান ঘুড়ির মুক্তির সন্ধানও পেয়েছেন। সে বিহঙ্গ খাঁচার মধ্যেও মুক্ত হয়েছে। তাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই :

আখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে, আখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে
আর দিলের চক্ষে চাহিয়া দেখো বন্ধুয়ার স্বরূপরে
কাজল-কোঠা ঘরের মাঝে বসিয়াছে কালিয়া
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া।

সত্যিকার দ্রষ্টব্য স্থান থেকে দেখলে - প্রেমিক তার সত্যিকার আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। প্রকৃত প্রেমাস্পদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে হাছন রাজা তাঁর নিজের মাঝেই তাকে আবিষ্কার করে, আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

সে প্রেমাস্পদ বাহিরের জগতের কোনো সৌন্দর্য নয়। তিনি এ জগৎবহির্ভূত কোনো খোদাও নন। তিনি প্রেমিক থেকে বিভিন্ন কোনো সত্তাও নন। প্রকৃত প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকজনে কোনো ভেদাভেদ নেই। তারা একই বিষয়বস্তুর দুটো দিক মাত্র।

এক্ষেত্রে হাছন রাজা মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জালালউদ্দীন রুমীর মতো - তারই সত্তায় এ বিশ্ব ভুবনের সব কিছু উৎপত্তি দেখতে পান। তাই আত্মগর্বে অধীর হয়ে তিনি বলেন :

বিচার করি চাইয়া দেখি - সকলই আমি সোনা মামী।
সোনা মামী গো আমারে করিলায় বদনামী।।
আমি হইতে আল্লা রসুল, আমি হইতে কুল।
পাগল হাছন রাজায় বলে, তাতে নাই ভুল।।
আমা হইতে আসমান জমিন, আমি হইতে সব।

আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব।।
আমি আউয়াল, আমি আখের, জাহের বাতিন।
না বুঝিয়া দেশের লোক বাসে মোরে ভিন।।
আমা হইতে পয়দা হইয়াছে এই ত্রিজগৎ।
গউর করি চালিয়া দেখ হে আমারও মত।।
আক্কল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আল্লার।
বিশ্বাসে করিল পয়দা, রছুল উল্লার।।
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন।
কর্ণেতে হইছে পয়দা, মুসলমানী দিন।।
আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত।
শব্দ, শাব্দ আওয়াজ ইত্যাদি কত।।
শরীলে করিল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে, ঠাণ্ডা আর গরম।।
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাছন রাজায় কয়।
মরণ জীবন নাইরে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙিয়া ঘর বানানি এই দেখতে পাই।।
পাগল হইয়া হাছন রাজা কিসেতে কি কয়।
মরব মরব দেশের লোক মোর কথা যদি লয়।।
জিহ্বায় বানাইয়াছে, মিঠা আর তিতা।
জীবের মরণ নাইরে দেখ সর্বদাই জীতা।।
আপন চিনিলে দেখ, খোদা চিনা যায়।
হাছন রাজার আপন চিনিয়ে, এই গান গায়।।

এখানে জিজ্ঞাস্য, এ কোনো আত্মা যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে হাছন রাজা এ দাম্ভিক উক্তি করেছেন? কার প্রশংসা তিনি করেছেন? নিশ্চয়ই তাঁর এ ভঙ্গুর দেহ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির গুণগান তিনি করেননি। তিনি সেই চিরন্তন হাছন রাজার প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা করেছেন।

সেজন্য যদিও ব্যক্তিগত জীবনের অনুষঙ্গ দোষে এ বর্ণনা দূষিত, এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের নানাবিধ প্রবণতা এতে প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর ভাষাতে প্রকাশ পেয়েছে যে, তাঁর সে সত্তা তাঁর ব্যক্তি সত্তা নয়, সে হচ্ছে চিরন্তন হাছন রাজা যাকে লালন শাহ 'মানুষ রতন' বলে অভিহিত করেছেন।

এ অহমবাদ (?) প্রকাশের একটু পরেই তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাঁর মূল বক্তব্যে বলেছেন :

তুমি কে আর আমি বা কে তাইতো -
আমি বুঝিনা রে।
একে বিনে দ্বিতীয় আমি, অন্য কিছু দেখিনারে।
তুমি যে জগতের কর্তা, আমি শব্দটা মিথ্যা



একা তুমি বিধাতা, তব শরিক অন্য নাহি রে।
আমি আমি বলে যারা, বুঝে না বুঝে না তারা।
লাগিয়াছে সংসারী বেরা, মূর্খতা হটিয়ে নারে।
মিছামিছি বলে আমি সর্বব্যাপী হওরে তুমি
সকল তুই অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন কিছু নারে:
হাছন রাজা নামটি দিয়ে রহিয়াছে ছাপাইয়ে
সবই কর পরদা দিয়ে দোষের ভাগী হওনারে
বুঝিয়ে দেখি যেই বই, হাছন রাজা কিছুই নই -
হাছন রাজা যারে কই সেও দেখি তুমিই রে।
তুমি কে আর আমি বা কে, তাই তো আমি বুঝি নারে।

তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর সত্তার পরিচয় - তাকে দেবতার শ্রেনীতে উন্নীত করেনি, বরং উল্টোদিকে মানব জীবনের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছে? সে সত্তাকে ইসলাম জগতের সকল সুফীই প্রতিভাসিত পর্যায়ে অসীমেরই একরূপ বলে ধারণা করেছেন।

এখানেই হাছন রাজার জীবন-দর্শনের বিশেষত্ব। হাছন রাজা অন্য সর্বেশ্বরবাদীদের মতো বুদ্ধির মাধ্যমে সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর জীবনে তাঁর দেহের ও মনের সবগুলোব বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মাধ্যমে সে সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার সাধনা করেছেন।



গানের রাজা হাছন রাজা

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

অরসিকের কাছে রস নিবেদন করতে যাওয়ার দুর্গতি কালিদাস হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন। তাই বড় দুঃখে তিনি লিখেছিলেন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ। দুঃখটা বেশ মর্মান্তিক হয়েছিল, সেজন্যে একবার নয় একাধিকবার বলেছেন, এমন দুঃখ যেন কপালে না ঘটে। হাছন রাজাও একই কথা বলেছেন তাঁর একটি গানে, সেটাকে তাঁর সঙ্গীত চিন্তার ভূমিকা হিসবে গণ্য করা যেতে পারে -

আমি করিরে মানা, অপ্রেমিকে গান
আমার গান শুনবে না।
কিরা দেই, কছম দেই,
আমার বই হাতে নিবে না।।
বারে বারে করি মানা,
বই আমার পড়বে না।।
প্রেমের প্রেমিক যেই জনা,
এ সংসারে হবে না।।
অপ্রেমিক গান শুনিলে
কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে
লাল-ধলা চিনবে না।।
হাছন রাজায় কছম দেয়
আর দেয় মানা।
আমার গান শুনবে না,
যার প্রেম নাই জানা।

যথার্থ রসবোধ যার নেই সে তো চোখ থাকতেও কানা। অরসিক অপ্রেমিকরা যেন তাঁর গান না শোনেন, একথা একবার নয়, বার বার জোর দিয়ে নিষেধ করেছেন হাছন রাজা। লালন ফকিরও একই কথা বলেছেন :



খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহক বিনে।

প্রকৃত সমঝদার না পেলে মনের কথা কাউকে বলতে তাঁরা নারাজ। কালিদাস পড়া দূরের কথা, কেতাবী বিদ্যার ধারই তাঁরা ধারতেন না। পড়াশোনা করে জ্ঞান অর্জন তাঁরা করেননি, অথচ পরম সত্য অতি সহজে তাঁর মর্মে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং অশিক্ষিত মাধুর্য রসে তাকে তাঁরা গানে গানে রূপায়িত করে তোলেন। ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায় ও সুরের দরদে তাঁদের মরমিয়া গান সকলকে মুগ্ধ করে। তাই তাঁরা মরমী কবি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তারা আত্মস্থ করেননি। পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনকে তারা বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই শিক্ষা দেখি, এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি।..."

'যে সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেই সব চিত্তে, সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতি চরিতে এই সব তীর্থ চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধী,সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে' (আশীর্বাদ, হারামণি। মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন)।

হাছন রাজাও ভারতবর্ষের এই মানসতীর্থ রচনার সাধক। আল্লা আর কানাইর মধ্যে তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না। কখনও করেন তিনি আল্লার সঙ্গ কামনা -

আমি যাইমুরে যাইমুরে
আল্লার সঙ্গে।
ও আমি যাইমুরে যাইমুরে
আল্লার সঙ্গে।।

আবার কখনও তিনি আকুল হয়ে ডাকছেন কানাইকে -

দয়াল কানাই, দয়াল কানাইরে
পার করিয়া দাও কাঙ্গালীরে।
ভবসিন্ধু পার হইবার
পয়সাকড়ি নাই।
দয়া করিয়া পার করিয়া দাও
বাড়ি চলে যাই।



মুসলমানের 'আল্লা' ও হিন্দুর 'কানাই'র মধ্যে কোনো তফাৎ তাঁর কাছে ছিল না, একই উপাস্য দেবতার দুই বিভিন্ন রূপ যেন তিনি তাঁদের মধ্যে দেখেছেন।

বস্তুত নিখিল মানুষের যে জাত, হাছন রাজা সেই জাতের মানুষ। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের, বিশেষ জাতিতে, বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও সেই ক্ষুদ্র গণ্ডি কখনও তাঁরে সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ রাখতে পারেনি, মানুষমাত্রের সঙ্গে থাকে তাঁদের সহজ সরল স্বাজাত্যবোধ। হাছন রাজা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার, কিন্তু জমিদারের কোনো ঠাটবাটের ধারই তিনি ধারতেন না। শহরে বাস করার মোহ তাঁকে কোনোদিন পেয়ে বসেনি। গ্রামেই ছিল তাঁর বাড়ি আর গ্রামবাসীদেরই পাঁচজনের একজন হয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করে বসবাস করাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। পাড়া-প্রতিবেশী আপামর সাধারণের প্রাণের স্পর্শ পাওয়ার জন্য তাঁর মরমী প্রাণ ছিল লালায়িত। তাই আর পাঁচজন গৃহস্থের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে সাধারণ কাঁচা বাড়িতে থাকাই ছিল তাঁর পছন্দ, বড়মানুষী চালচলনের বেড়া তুলে নিজেকে কখনও তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। বাড়িতে তাঁর সাধারণ পোশাক ছিল লুঙ্গির মতো করে পরা একখানা ছোট ধুতি, গায়ে বা গলায় একখানা চাদর থাকত কি থাকত না, আর পায়ে থাকত খড়ম। খালি পায়ে খালি গায়ে আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেও তাঁর কোন ইতস্তত বোধ ছিল না। গ্রামের সাধারণ লোকজনের আনন্দোৎসবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। গ্রাম্য সমাজের জারিগান, গাজীর গীত, কীর্তন, কথকতা, কৃষ্ণলীলা, যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদিতে সকলের সঙ্গে মনের আনন্দে তিনি যোগ দিতেন। মুহম্মদ আবদুল হাই আরও বলেছেন, 'নিম্নস্তরের বেদেদের সাথেও তিনি সহজভাবে মেলামেশা করতে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করতেন না।' যে সমাজে, যে পরিবেশে ও যে নৈসর্গিক ভূখণ্ডের বৈচিত্রলীলার রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন, তাদের প্রতি তাঁর নাড়ির টান ছিল। সিলেটের নদী-নালায়, খাল-বিলে, হাওড়ে, পাহাড়ে, গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়ে মন-প্রাণকে যেন সজীব সতেজ করে আনার জন্য তিনি নিয়মিত পর্যটনে বের হতেন। আর সেই প্রকৃতি-রাজ্যের পশু-পাখির জীবনযাত্রা নিয়েও ছিল অদম্য কৌতূহল। তাই মাটির সুর, মানুষের সরল জীবনের সহজ কথা তার গানে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জেগে উঠেছে।

হাছন রাজার বেশ কয়েকটি গানের পদে রাধাকৃষ্ণ, ঠাকুর, কানাই কালাচাঁদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

কেন আইলায় নারে কালাচান্দ।
বাঁশিটি বাজাইয়া
আমার লইয়া যাও পরাণ।

অথবা,

গোবিন্দের লাগিয়া রাধার
ঝুরে দুই নয়ন গো



এগো বৃন্দে।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে রাধা হায় হায়
করিয়া কান্দে গো।।
মধুপুরে গেল কানাইরে
কানাইয়ারে হইছে বহুদিন।
এই চিন্তায় রাধে প্যারীর
তনু হইল ক্ষীণ গো।।
(আর) চিন্তায় চিন্তায়
রাধে গো রাধে গো
হইছে মূর্ছাগত।
উদ্দেশ করিতে নারে
চলিতে নারে পন্থ গো।।
(আর) প্রেমের প্রেমিক যেই জনা,
জানবে তার বেদনা,
অপ্রেমিকে জানবে কিসে
চোখ থাকিতে কানা গো।।
হাছন রাজায় কান্দন করে
দেখিয়ে রাধার দুখ।
রাধার দুখে হাছন রাজার ফাটিয়া যায় বুক গো -
এগো বৃন্দে।।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে যে শাশ্বত প্রেমের আকূতি প্রকাশ পেয়েছে, হাছন রাজাকে তা মুগ্ধ করেছিল, হোক না সে হিন্দুর ধারণা। এই সাম্প্রদায়িকতাবোধ তাঁকে স্পর্শও করত না। আবার কেউ কেউ বলেছেন - 'তার হিন্দু পূর্বপুরুষের ধ্যান-ধারণা হাছন রাজার কাব্যে পাওয়া যায়।' অন্য এক দল ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, সিলেটের রাধারমণ দত্ত ছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধক ও কবি এবং হাছন রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু। হাছন রাজার গানে রাধারমণের প্রভাব কিছুটা ছায়াপাত করা অস্বাভাবিক নয়।

মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ানো বাউল গানের এক বিশিষ্ট লক্ষণ -

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষ তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

এই গানটি শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউলের মুখে শুনে রবীন্দ্রনাথ একদিন চমকে উঠেছিলেন। তিনি লিখেছেন - 'কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এ অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।'



এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, 'ত্ব বেদং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথা:' - যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জান, নইলে যে মরণবেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায় - যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা - অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর - তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। 'অন্তরতর যদয়মাত্মা যদয়মাত্মা'। উপনিষেদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল (আশীর্বাদ, হারামণি। মুহম্মদ মনসুরুউদ্দিন।)।

এবার হাছন রাজার একটি গান শুনুন -

তারে কেও ধরিতে না পারে
সকল রঙ্গের মানুষ
একটি থাকে মোর ঘরে
ঘরে থাকে বাইরে থাকে,
থাকে সে অন্তরে।
তার লাগিয়া পাগল হইয়া
হাছন রাজা ফিরে।
রঙ্গ করে ঢং করে আর করে খেলা।
সেই মানুষে লাগাইছে
ভবার্ণবের মেলা।
হাছন রাজায় হইছে পাগল
দেখিয়ে তার লাগি।
তারে যদি ধরতে চাও
রাত্রি থাকিও জাগি।।

'মনের মানুষ'-যে আমাদের মনের মধ্যেই রয়েছেন, ভুল করে তাঁকে আমরা খুঁজে দেখি না, অন্তরের ঠাকুর-যে আমাদের অন্তরেই আসন নিয়েছেন, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, তাই সাধন আমাদের ব্যর্থ হয়। এই জন্য দুঃখ করে হাছন রাজা গেয়েছেন -

আপন সাধন আমার হইল না।
আমার পাগল মনে কি বুঝিল
আপন সাধন কইল না।
আমার মাঝে কুন্ জন,
তারে খুঁজল না।
ঠাকুর যে ঘরের মাঝে
তারে চেয়ে দেখল না।।

লালন ফকির ছাড়াও বাংলাদেশের আরো অনেক হিন্দু-মুসলমান বাউলের নাম জানা যায়, যেমন

খেজমৎ সাঁই, মেহের শা, গোসাই নলিনচাঁদ, গোঁসাই হীরালাল, মদন শাহ, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ প্রভৃতি। কিন্তু হাছন রাজার সমতুল্য দ্বিতীয় আর একজন বাউল কবির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সম্পন্ন জমিদারির বৈভবের মধ্যে বাস করলেও বাউলের একতারার সুরে বাঁধা ছিল তাঁর অন্তরের ধ্যান। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু অনুষ্ঠানাদির রেওয়াজ আছে। হাছন রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে সেরূপ বাউল পর্যায়ভুক্ত না হলেও ধারণায় সাধনায় তিনিও ছিলেন বাউলদের সমানধর্মী, এতে সন্দেহ নেই।

সাধন-ভজন ধর্মকর্ম ও ঈশ্বরানুসন্ধানের পথে চলতে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা বাহ্য উপকরণ, আচারনিষ্ঠা ও আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের পুনরাবর্তনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ভাবি যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হল। হাছন রাজা গভীর উপলব্ধির দৃঢ় বিশ্বাসে সহজ ও সরল ভাষায় সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বাইরের শুদ্ধাচার পালন করা ভগবানকে পাওয়ার পথ নয়, কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হলেই তাঁকে পাওয়া যায় -

খদা মিলে প্রেমিক প্রেমিক হইলে
পাবে না পাবে না খদা
নমাজ রুজা কইলে।।
খদা যদি ধরতে চাও
তার সঙ্গে পিরীত বাড়াও।
মিলিবে মিলিবে খদা
প্রেমে তার মজিলে।।
মিলবে নারে প্রাণে খদা
তছবি টনকাইলে
মিলবে না মিলবে না খদা
নাম তার লইলে।।
আল্লা আল্লা কইলে
কিংবা কল্‌মাও পড়িলে।
পাইবে নারে প্রাণের খদা
মাথা কুটিয়া মইলে।।
অন্য পন্থে না যাইয়া
প্রেমপন্থে গেলে।
পাইবায় পাইবায় খদা
হাছন রাজায় বলে।।

লালন ফকিরও বলেছেন :

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
ভজন সাধন মূর্খের কর্ম নয়।



অনুরূপ উপলব্ধির কথা বলেছেন কবীর -

ইক প্রেমরস চাখা নহী'
অমলী হুআ তো ক্যা হুআ।
কাজী কিতাবে খোজতা
করতা নসীহত ঔরকো
মরহম নহী' উস হালসে
কাজী হুআ তো ক্যা হুআ।।

'সেই এক প্রেমরস যদি আস্বাদন না করিয়া থাক, তবে পবিত্র হইয়াছ তো কী হইল? কাজি যে কেবল কোরান খুঁজিয়া মরিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিতেছেন, যদি তিনি সেই ভাবের ভাবুক না হইয়া থাকেন তবে কাজি হইল তো কি হইল?' (কবীর। ক্ষিতিমোহন সেন)

হাছন রাজার পল্লীগীতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে পাঠকের কিছুটা ধারণা জন্মে থাকতে পারে। তাঁর গানের মূল সুর হল ভগবৎপ্রেম ও সেই প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁর জীবন ছিল গৃহীর জীবন, গার্হস্থ্যধর্মকে এড়িয়ে বৈরাগী, ব্রহ্মচারী হয়ে মঠে মসজিদে ফকির দরবেশের জীবনকে তিনি বরণ করেননি। পাঁকের ভিতরে থাকলেও পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না, জলে ডুবে ডুবে হাঁসের গায়ে যে ছিটেফোঁটা জল লেগে থাকে, ডানা ঝাপটিয়ে অনায়াসে সেই জলের স্পর্শকে সে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে গা থেকে। হাছন রাজাও তেমনি সংসারের ভোগ-বিলাসের মধ্যে বাস করেও ভোগবিলাসের বাসনা কামনা থেকে নিজের মনকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। কঠিন দুশ্চর এই সাধনা, অতন্দ্র প্রহরীর মতো এই নির্লিপ্ত, এই নিরাসক্তির সাধনাকে তিনি যে অন্তরে সদাজাগ্রত রাখতে চেষ্টারত ছিলেন তারই নিদর্শন তার গানে—

হাছন রাজায় বলে,
ও আল্লা ঠেকাইলায় ভবের জঞ্জালে।
বেভুলে মজাইলায় মোরে
এ ভবের খেলে।
বন্ধের সনে প্রেম করিবার
বড় ছিল আশা।
ভবের জঞ্জালে ফেলে করিলে দুর্দশা।
স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ী,
পুত্র হইল খিল।
কেমনে করিবায় হাছন
বন্ধের সনে মিল।।

সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন, ঈশ্বরোপাসনায় বাধা পড়েছে। এই অন্তর্বেদনা রূপ পেয়েছে তাঁর আরও গানে -

বৃথা কাজে দিন গেল

রিপু সঙ্গে লইয়া।
রিপুর কার্য করি সদা
তোমার কার্য থুইয়া।।
ভাল পথ থুইয়া আমি
হইলাম রে বেপথি।
পরকালে কি হইবে আমার গতি।।

আমোদ আহ্লাদের মায়াজালে বন্দি হয়ে হাছন রাজার মন কাঁদে মুক্তির জন্যে -

মাঠির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে
কান্দে হাছন রাজার মন মনিয়া রে
মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশির মাঝারে
লালে ধলায় বন্দি হইলাম
পিঞ্জিরার মাঝেরে।
উড়িয়া যা' এরে ময়না পাখি
পিঞ্জিরায় হইল বন্দি।
মায়ে বাপে লাগাইলা
মায়াজালের আন্দি।

এসব গানে আছে হতাশ্বাসের রোদন, কিন্তু কখনো কখনো আবার তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন। তখন তিনি পরমেশ্বরকে ভজনা করেন নানাভাবে - তাঁকে ডাকেন পিয়ারী, প্রাণ, জান, প্রিয়া বা মনমোহিনী বলে, কখনো তাঁকে দেখেন বন্ধুরূপে, আবার কখনো তাঁকে ডাকেন মা বলে। যেভাবেই দেখুন, পরমেশ্বরকে তিনি কখনো পর বলে ভাবেননি, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে তিনি প্রেমের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। আশেক বা প্রেমিকরূপেই তিনি ভগবানের ভজনা করেছেন প্রধানত এবং পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন প্রভৃতি প্রেমের বিভিন্ন ও বিচিত্র অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গানে—

নিশা লাগিল রে বাঁকা দুই নয়নে,
নিশা লাগিল রে,
হাছন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে
ছটফট করে হাছন দেখিয়া চান্দ মুখ.
হাছন জানের মুখ দেখি
জনমে গেল দুখ।

তার মন-ভোলান রূপ দেখে মোহিত হই, এ কি চোখের ধাঁধা? কিন্তু চোখকে রগড়ে মুছে যত তাকাই ততই যেন তার রূপের আভা আরও ঝলমল করে ওঠে। কবি এতে সন্তুষ্ট নন, এত বাহ্য, এ তো তার ক্ষণস্থায়ী নশ্বর বাইরের রূপমাত্র। বঁধূয়ার অন্তরের অবিনশ্বর রূপকে যদি দেখতে চাও, যদি তার



স্বরূপকে জানতে চাও, তবে দিলের চোখ দিয়ে অন্তর খুলে তাকাও তার দিকে -

আখি মজ্জিয়া দেখ রূপরে।
আখি মজ্জিয়া দেখ রূপরে।
আর দিলের চক্ষে চাহিয়া দেখ
বন্ধুয়ার স্বরূপরে।

প্রেম-রস যেমন আনন্দের নেশা ধরিয়ে দেয় তেমনি আবার তার জ্বালা, যন্ত্রণাও কম নেই -

কত যন্ত্রণা জ্বালা দিলে ওরে প্রাণ
তোমার সাথে প্রেম করিয়ে
হইলাম পেরেশান।।

মদনের বাণে জর্জরিত আত্মার বর্ণনা শুনুন, সহজ ভাষার সঙ্গে আন্তরিকতার স্পর্শ লেগেছে -

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি করে তার বদনে।
কেমনে মিলি মিলি খাইল দুই নয়নে।।
দেখিয়া গো তার চান্দ বদন
মন করে মোর কেমন কেমন
অন্য কিছু চায় না মনে,
কেবল চায় সে ধনে।
হেরিয়ে গো তার রূপের চটক,
হাছন রাজার মন হইল আটক,
মাইল মাইল, মাইল মাইল
মাইল গো মদনে।।

[মাইল=মারিল]

বিরহলগ্নে ডাকছেন বন্ধুকে -

ও বন্ধু অন্তরিয়া রে,
আমি তোরে ডাকিরে বন্ধু
দেখা দিয়া প্রাণ বাঁচাওরে।
না দেখিলে চান্দ মুখ
আমার প্রাণ যায়রে।।

হাছন রাজা হৃদয়ের সেই একশ্বর প্রাণনাথের চিন্তাতেই ভরপুর হয়ে থাকেন দিন-রাত। বিচ্ছেদের বিষণ্ন কালেও স্বপ্নে পান তাঁর স্পর্শ, স্বপ্নে পান তাঁর আশ্বাসবাণী -

হাছন রাজায় কান্দে কান্দেরে
আল্লাজির লাগিয়া।
স্বপনে দেখিলাম তারে,



না দেখি জাগিয়া।
স্বপ্নেতে প্রাণনাথ এই কথা বলিল।
তোমার আমি আমার তুমি
এ বাক্য কহিল।।

প্রিয়াকে ভালবাসার বন্ধনে দিলে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রাখতে চান তিনি -

ওরে হাছন রাজা মিয়া
প্রেমের বান্ধন বান্ধবে
দিলের জিঞ্জির দিয়া।
(অরে) ছুটিতে না পারে যেন
প্রাণবন্ধু প্রিয়া।

মনেমোহিনীকে বলছেন সকাতরে -

আমি তোর কাঙ্গালিনী
এগো মনমোহিনী।
তুমি বিনে যত দেখি
সকলই ফাণী।।

(ফাণী=পানি=জল)

মা বলেও ভজনা করছেন কখনো -

আইস পরদা খুলিয়া গো মা
আইস পরদা খুলিয়া গো।
হাছন রাজার প্রাণ যায়
তোমার লাগি জলিয়া গো।।

লালন ফকির গেয়েছেন অচিন পাখির কথা, আর হাছন রাজা গেয়েছেন তাঁর মনের মুনিয়া পাখির কথা-

মনমনিয়ারে ও মর মনমনিয়া মনমনিয়া
কুন দিন যাইবায় মনিয়া
তুমি উড়িয়ারে।
তুমি তো হাওই মনিয়া শূন্যে যাইার উড়িয়া।
আমি তো মাটির মনিয়া
মাটিতে রইমু পড়িয়া।।

(কুন=কোন্ : হাওই=হাউই। সূন্যে=শূন্যে)

এবার রবীন্দ্রনাথের ভাষণে উল্লিখিত হাছন রাজার গান থেকে আরও কয়েকটি পংক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে -

বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি।
সোনা মামি সোনা মামি গো
আমারে করিলারে বদনামি।
আমি হইতে আল্লা রছুল
আমি হইতে কুল
পাগলা হাছন রাজা বলে
তাতে নাই ভুল।।
আমা হইতে আছমান জমিন
আমি হইতেই সব।
আমি হইতে ত্রিজগৎ আমি হইতে রব।।
আপন চিনিলে দে খদা চিনা যায়।
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে
এই গান গায়।।
এই গান গায়।।

এ সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলির মন্তব্য: এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে. কুল আরবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুল = সম্পূর্ণ। বাংলা বিলকুল-এ এই কুলটি আছে এবং রব এ স্থলে ধ্বনি নয় বরং এ স্থলে প্রভু, সৃষ্টিকর্তা (দেশ, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৬)।

রবীন্দ্রনাথ এই গানের ভিতরে ভারতীয় দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পেয়েছেন। আবার, অনেকে এতে সুফী মতবাদের সন্ধানও পেয়েছেন। সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের মাধ্যমেই ঐ ভাব ইউরোপে এসেছে। তারা বলে আন্ আল্ হক অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। দেববাণী, ২৪৬ পৃ:)।

এ ধরনের আরও গান লিখেছেন হাছন রাজা -

আমিই মূল নাগর রে,
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে
ভবসাগরে রে।।
আমি রাধা আমি কানু
আমি শিব শঙ্করী।
অধর চাঁদ হই আমি
আমি গৌর হরি।
খেলা খেলিবারে আইলাম
এ ভবের বাজারে।
চিনিয়া না কোন জনে
আমায় ধরতে পারে।।



আমিই মূল আমিই কোল,
আমি সর্ব ঠাঁই।
আমি বিনে এ সংসারে
আর কিছু নাই।।
নাচ নাচ হাছন রাজা কারে কর ভয়।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়ো
যাতে হইছ লয়।

এবার শুনুন কবীর কি বলছেন -

যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর
যাহী মেঁ নন্দী নারা।
যা ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা,
যাহী সে ঠাকুর দ্বারা।
যা ঘট ভীতর চন্দ্র সুর হৈঁ,
যাহী মে নৌলক তারা।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
যাহী মে সত করতারা।।

'আমারি মধ্যে সাত সমুদ্র আমার মধ্যে সকল নদী-উপনদী, আমারই মধ্যে কাশী, দ্বারকা, আমারই মধ্যে সকল দেবমন্দির, আমারই মধ্যে চন্দ্র সূর্য, আমারই মধ্যে নবলক্ষ তারা। কবীর কহে, শুন ভাই সাধু, আমারই মধ্যে সত্য স্বামী' (কবীর। ক্ষিতি-মোহন সেন)।

মৃত্যু ও পরকালের ভয় দেখিয়ে লোকের মনে ধর্মভাব জাগাবার চেষ্টায় গান রচনা করবার একটি সুস্পষ্ট ধারা আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই চলে আসছে। এই শ্রেণীর গান অনেক ক্ষেত্রেই বাধা গৎ-এর কৃত্রিমতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। হাছন রাজাও এই ধরনের গান লিখেছেন, যাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া রয়েছে। যেমন :

কতদিন থাকিবায় লক্ষ্মণছিরি
রে হাছন রাজা,
ও রাজা কত দিন থাকিবায়
লক্ষণছিরি।।
আখেরেতে যাইতে হবে, একদিন মরিবে
হাছন রাজা কতদিন থাকিবে লক্ষণছিরি।।
আবাল কাল গেল খেলে,
যৌবন গেল মেলে।
বৃদ্ধকাল সাক্ষাৎ এবে রহিলে বেভুলে।।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা,
এই ভবের আশ।



এক মনে চিন্তা করিয়ে
হও তার দাস।।

আমাদের মৃত্যু অবধারিত, অতএব পরমেশ্বরকে ভজনা কর। মৃত্যুভয় দেখিয়ে এই মামুলী ধর্মোপদেশ আমাদের অন্তরকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না, কারণ কোনো গভীর উপলব্ধির রসোত্তীর্ণ প্রকাশ এখানে আমরা অনুভব করতে পারি না। হাছন রাজার কয়েকটি গান আবার খানিকটা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হয়ে সাহিত্যিক রুচিবোধকে ক্ষুণ্ন করেছে। তবে এ ধরনের গানের সংখ্যা কম।

এবার হাছন রাজার আর একখানি গানের আলোচনা করা যাক।

আমরা সচেতন থাকি বা না থাকি মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে একাধিক সত্তা বাস করে। কোমল ও কঠোর, সদাশয়তা ও সংকীর্ণতা, প্রেম ও বিদ্বেষ, পাপ ও পূর্ণবোধ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব অনেক সময় যুগপৎ আমাদের মনের দখল দাবি নিয়ে যে সংঘর্ষ বাধায় তাতে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষের বাহ্য আচরণ মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য জটিলতায় রহস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনের এই মজাদার খেলাকে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন হাছন রাজা। তারই উপভোগ্য পরিচয় পাই তাঁর এই আলোচ্য গানে।

হাছন রাজা নিছক ভোগী পুরুষ ছিলেন না, জীবনে ভোগের রোশনাই জ্বালিয়ে অন্তরে অন্তরে তিনি নিরাসক্তির সাধনা করে গেছেন। এ যেন একই ব্যক্তির ভিতরে দুই হাছন রাজার বাস-একজন কামনা-বাসনার মোহে আচ্ছন্ন, অন্যজনের কাছে পৌঁছেছে অনন্তের আহ্বান। মুক্তিপিয়াসী শেষোক্ত হাছন রাজা মওকা পেয়ে ভোগী হাছন রাজাকে খুব একচোট ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করছেন -

একদিন তোর হইবেরে হাছন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ
মায়াজালে বেড়িয়ে মরণ
না হইল স্মরণ রে হাছন রাজা
একদিন তোর হইবে মরণ।।
যমের দূত আসিয়া তোমায়,
হাতে দিবে দড়ি।
টানিয়া টানিয়া লইয়া যাবে
যমের ও পুরীরে।।
সে সময় কোথায় রইব (তোমার)
সুন্দর সুন্দর স্ত্রী।
কোথায় রইব রামপাশা,
কোথায় লক্ষ্মাছিরি রে।।
করবায়নি রে হাছন রাজা
রামপাশার জমিদারী।
করায়নি রে কাপনা নদীর ধারে

ঘুরাঘুরি রে।।
আর যাইবায়নি রে হাছন রাজা
রাজাগঞ্জ দিয়া।
করবায়নি রে হাছন রাজা
দেশে দেশে বিয়া রে।।

হাছন রাজা তার গানে হিন্দু ধর্ম-সংস্কারের নানা বিশ্বাস, মতবাদ, ধ্যান-ধারণা, ভাবের অনুষদ ইত্যাদিকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষাবঞ্চিত পল্লীকবি কোন্ যাদুমন্ত্রে গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকের মর্মবাণীকে তাঁর গানে রূপ দিয়েছেন ভাবলে অবাক হতে হয় -

বাসাংসি জীর্ণায় যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা -
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

হাছন রাজা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করার পরিবর্তে শুধু জীর্ণ দেহ তরী পরিত্যাগের কথা বলেছেন -

আর কতদিন ভাঙ্গা বজরা ঠেলিব।
বজরা যে পুরানা হইছে,
বুক কাঠ পচে গেছে
হুতারগিরি নাহি জানি
কেমনে গড়িব।।
বজড়া যে পুরানা মোর
কেমনে থাকি তার অন্দর,
বজড়া দেখি লোকে হাসে,
ছাড়িয়া যাইব।।
হাছন রাজার মন কইছে,
বজরা ফেলিব।
সুন্দর দেখে নতুন জাহাজ
খরিদ করিব।।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ সাধারণ লোকেও দেখতে পাচ্ছে, পৃথিবীর এক কোণে উচ্চারিত ধ্বনি অতি সহজে বেতার মাধ্যমে শ্রুতিগোচর হয় দূর-দূরান্তে, প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত প্রেরক ও ধারক যন্ত্রের। আধ্যাত্ম জগতেও তেমনি কোনো সাধকের উপলব্ধিতে যখন একটি পরম সত্য বাণীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কোনোদিন আর তার ক্ষয় নেই, বিলয় নেই। অক্ষয়, অব্যয় প্রাণ-শক্তিতে মানবিক অধ্যাত্মবোধে অন্তরীক্ষে যে চিরসঞ্চরমান থাকে এবং যোগ্য আধার পেলে স্থান-কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে অনায়াসে বারংবার তার প্রকাশ ঘটে অন্যতর মানুষের চিত্তলোকে। বিদ্যার বা জ্ঞান যোগের পথে নয়, সহজাত উপলব্ধির সাধনায় হাছন রাজা আধ্যাত্ম জগতের পরম সত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর চিত্তলোক ছিল বিশ্বজনীন সত্যদর্শনের উপযুক্ত ধারকযন্ত্র।



হাছন রাজার গানের গূঢ়তত্ত্ব

সৈয়দ মোস্তফা কামাল

মরমী সঙ্গীত ভাবুক মনের অনুরাগের ফসল। যে ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না - অথচ হর হামেশা হৃদ্ কন্দরে গুমরে কাঁদে: সেই অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় ভাবকে মরমী কবিগণ ভাব রাজ্যের সুরলোকের বাসিন্দা হয়ে গানে ও গজলে প্রকাশ করেন।

সুফী তরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরিফ মৌলানা জালাল উদ্দীন রূমী (রঃ) একদিন পথ দিয়ে এক বীণা বাদককে বেহালা বাঁজিয়ে যেতে দেখে ভাবাবেগে আক্ষেপ করে বলে উঠলেন:

আয় মোত্‌রেব! ও আল্লাহ্' ও আল্লাহ্!
মান্ বে-রাহাম তু-রব্ রাহ্
বর্ গিরে চাঙ ও মীয়ান বর
তবে তাওবা কারদাম্।

ও হে বেহালা বাদক! মহান আল্লাহ্ পাকের কসম খেয়ে বলছি আমিই পথ হারা। আর তুমিই সঠিক পথে আছ। তুমি তোমার বীণার তারে আঘাত কর, আর এই সুর মূর্ছনার সাথে মাবুদের সকাশে পাঠিয়ে দাও তোমার তওবা। কিন্তু আমি...?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়?

* *যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথা নিত্য বাঁজে*
আমার প্রাণের বীণা নিয়ে যারে, সেই অতলের সভা মাঝে।
* *মন দিয়ে যার নাগাল না পাই*
গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই।

সিলেট বিভাগের মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় হাছন রাজা তার কালজয়ী হৃদয় উদাস করা গানের মাধ্যমেই দেশ বিদেশে পরিচিত।

হাছন রাজা নিজেকে মাবুদের কুদরতের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে সুরময় ভুবনে বিচরণ করে এক দুর্লভ রসপোলব্ধির চরম স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তাইতো তিনি বলতে পেরেছেন :



হাছন রাজায় আল্লাহ বিনে কিছু নাহি মাঙে।

এক সময় হৃদয় স্পর্শকারী গায়কের সাথে হৃদয় স্পর্শকাতর সমঝদার শ্রোতাও ছিলেন। এখন রেডিও টেলিভিশনের বদৌলতে মরমী সঙ্গীত মাঠে ময়দানে গাওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই হৃদয় নিঙড়ানো ভাব ভক্তি আছে কিনা এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ রয়েছে। এ কারণেই হাছন রাজার অনুরোধ :

আমি করিরে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবেনা
কিরা দেই, কসম দেই, আমার বইয়ে কেউ হাত দিবেনা।।
অপ্রেমিকে শুনলে, এ গানের, কিছু মাত্র বুঝবে না
কানার হাতে সোনা দিলে লাল ধলা চিনবেনা।।
হাছন রাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা
আমার গান শুনবেনা, যার প্রেম নাই জানা।।

এই সব প্রেমহীন হৃদয় এবং ভঙ্গিসর্বস্ব মেকী এশ্‌কের দাবিদার ভড়ং বা লোকদের সম্পর্কে শেখ সাদী (রঃ) কি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

ঢোলক ভিতরে ফাঁকা শব্দ তার ভারী
কেবল ইচ্ছার জোরে হয় না ফকিরী।
হুব-লোভ, জপমালা, জুব্বা-জামা গায়
এ সবের মাঝে কি ভাই আল্লাহ পাওয়া যায়?
মুখে ও বুকেতে এক হয়েছে যে জন
আসল ফকিরী সেই করেছে অর্জন।
শুধুমাত্র ভাব ভঙ্গি, হাম্ব-তাম্বি সার
হকিকত মিলেনা কভু কাছেতে তাহার।
অন্ধ কি বুঝিতে পারে রূপের বাহার
নাদান না বুঝে কভু হকিকতের সার।
পাট দ্বারা বস্তা তৈরির কাজ করে যারা
রেশমের কারু-কাজের যোগ্য নয় তারা।
গাধা যদি কাবা ঘুরে আসে সাত বার
হাজী না হইবে গাধা হক কথা সার।

হাল আমলে একটি বিশেষ মহল 'লাল সালু ওয়ালা'রা তাদের ফাঁকা ভেক্-ভিখ্, হম্বি-তম্বিকে 'মারেফাত' বলে চালিয়ে দিতে চান। আসলে কি বিষয়টি এতই সহজ। মারেফাত মানে আল্লাহ্ পাকের পরিচয় জানা। শব্দটি 'উরফুন' ধাতু থেকে উৎপত্তি। উরফুন মানে কোনো কিছুর পরিচয় জানা বা লাভ করা।

মাওলানা রুমী (রঃ)'র মতে :

আগর গরদিতু দল তাওহীদে ফা'নি
বা-হক্কে ইয়ারে জিন্দেগানী।

অর্থাৎ যদি তাওহীদ সায়রে স্নান করতে চাও, সাঁতার কাটতে ইচ্ছা কর, তবে তাওহীদের দরিয়ায় নিজেকে বিলীন করে দাও। আমিত্বের বড়াই সেখানে বিল্‌কুল নাজায়েজ। যদি এমনি নিঃশর্তভাবে লাভ-লোভের ঊর্ধ্বে উঠে সেই মহান সত্ত্বার মাঝে নিজেকে বিলীন করতে পার তবেই তোমার মাসুক (আল্লাহ)-কে পাবে। এক্ষেত্রে খালি এশক ও মহব্বতই দাওয়াই হিসেবে কাজ করে। পদাবলীর ভাষায় :

'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

এজন্যেই সিলেটের অন্য এক মরমী কবি বলেন:

ফকিরী কি সহজ কথা,
কথা শিখে ফকির হইলে
কলের গানের হইত মাথা

[সৈয়দ জহুরুল হোসেন ১২৮৩-১৩৪৯ বাংলা: মধুপুর: বাহুবল- হবিগঞ্জ]

হাছন রাজা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি (৭ পৌষ ১২৬১ বাংলা) সুনামগঞ্জ জেলা শহরের নিকটবর্তী লক্ষণশ্রীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেওয়ান আলী রাজা। মাতা হুরমত জাহান বিবি। যৌবনে হাছন রাজার শখ ছিল নৌকা বাইচ, হাওড়ে মাছ ধরা, কুড়া শিকার, দোয়েল পাখি পোষা ও দাবা খেলা।

হাছন রাজার ঘোড়াগুলি সিলেট শহর, বিভিন্ন চা বাগান, এমনকি ঢাকায় গিয়েও ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাজি জিতেছে।

ঘোড়াগুলোর ছিল বিভিন্ন নাম। জং বাহাদুর, চাঁন্দ-মুস্‌কী, খোদাদাদ, বাংলা বাহাদুর, মুল্‌কী, ইয়াছির, মিট্‌সন ইত্যাদি।

হাছন রাজার যৌবনের ছবি পাওয়া যায় তারই এক খেদমতি বা পরিচারিকা আরবজানের জবানীতে। আরবজান ছিল কোকিলকণ্ঠী। তাছাড়া সে নিজেও গান রচনা করতে পারত।

এই সুন্দরী মহিলার একটি কবিতায় হাছন রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়েছে এভাবে :

সাহেব দেওয়ান হাছন রাজা
মেলা বসাইয়া কইলা আজব তামেশা।
পরথমে উড়িল নাম মহারাণীর ঘরে
তার পরে উড়িল নাম শহরে বন্দরে।
হাকিম বাবু মোক্তারসাব আর বা ডিপুটি
হাছন রাজার সঙ্গে করইন মেলার কমিটি।
কমিটি করিয়া সায়বে বসাইলা মেলা।
যত শত ভদ্রলোক আসিয়া মিলিলা।

হাতি ঘোড়া আইল কত লেখা জুখা নাই
গানেঅলা আইল কত তারও সীমা নাই।
যথায় সায়বের কুড়া-ঘোড়া তথায় সায়বের মন
খেদমতের লাগিয়া সায়বে রাখছৈন ষোল্ল জন।
সায়বের ছুরতের কথা শুন দিয়া মন
যেই খানে শুনিবা গীত সেই খানে গমন।
কাঁন্দিয়া আরবে কয় অইয়া বড় দুখী।
হাছন রাজার চরণ তলে নিজের নামটি লেখি।

টীকা: ১. আজব তামেশা - অদ্ভুত খেলা, ২. মহারাণী - তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাণী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ৩. ডিপুটি - ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ৪. সায়বে-সাহেবে, এখানে হাছন রাজার কথা বলা হয়েছে, ৫. খেদমতের লাগিয়া ... ষোল্ল জন - অর্থাৎ হাছন রাজার ষোলজন সেবা দাসী বা বাদী ছিল। তাদের মধ্যে আরবজান, মিশ্রিজান, যামন, সোনাজান ও দীলারাম প্রমুখ ছিল যেমনি সুন্দরী তেমনি ভাবে বিশেষ বিশেষ গুণের ও অধিকারিণী। ৬. ছুরত - রূপ।

হাছন রাজার যখন ১৭ বছর বয়স, তখন তার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যেই তার বৈমাত্রেয় বড় ভাই দেওয়ান উবায়েদুর রাজাও ইন্তেকাল করেন।

এতে তার মনে ভাবান্তর ঘটে। হাছন রাজা ধীরে ধীরে বেপরোয়া ভোগবাদী জীবন থেকে ভাববাদী জীবনে প্রবেশের পথে অগ্রসর হন। এর মাঝে ইন্তেকাল করেন তার মা হুরমত জাহান। মায়ের ইন্তেকালে হাছন রাজার মনে আরো শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

মানব জীবনের অনিত্যতা এবং তিন প্রিয়জনের মৃত্যু তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তিনি আক্ষেপে উচ্চারণ করেন :

হাছন রাজায় বলে ও আল্লাহ! ঠেকাইলায় ভবের জঞ্জালে
বেভুলে মজাইলায় মোরে এই ভবেরই খেলে।।
তিরি হইলা পায়ের বেড়ি, পুত্র হইল খিল্
কেমনে করিবায় হাছন, বন্ধের সঙ্গে মিল।।
তিরি পুত্রের মায়ায় রইলায় ভাবেতে মজিয়া
মরণ কালে তিরি পুত্র না পাইবা খুঁজিয়া
বাপও মইলা ভাইও মইলা আরও মইলা মাও
এর কিনা বুঝলায় হাছন এই সংসারের ভাও।।
কাঁন্দিয়া হাছন বলে আল্লাহ কর সার
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূইন্যের মাঝার।।

টীকা : ১. মজাইলায়-মত্ত করলায় ২. বেড়ি-শৃংখল ৩. খিল-পেরেক ৪. তিরি-স্ত্রী ৫. মজিয়া - মগ্ন হইয়া ৬. ভাও-রীতি, প্রথা।

মানুষের দুনিয়ায় আসা যেমন একা তেমনি বিদায় হতে হয় একাই এবং রিক্ত হস্তে। একারণে হাছন রাজা আক্ষেপ করে বলেন :



মরণ কালেরে (হাছন) কে যাইব তর সঙ্গে
তুমিত ভুলিয়া আছ তিরি পুত্রের রঙ্গে।
কিসেতে কি কররে মন আঙ্গে আর ডাঙ্গে
স্বামীর সেবা না করিলে ধরাইবরি লাঙ্গে।
স্বামীর সেবা না করিলায় দিন গেল গইয়া
বে-ভুলে মজিয়া রইলায় কারবা পানে চাইয়া।
আমারে ভাসাইলায় গো আল্লাহ সুরমা নদী গাঙে
ভাসিয়া ভাসিয়া হাছন রাজায়, তোমার চরণ মাঙে।

টীকা: ১. আঙ্গে আর ডাঙ্গে- বৃথা, বেহুদা কাজকর্মে ২. রঙে- খুশিতে. ৩. স্বামীবসেবা... ধরাইব লাঙে। লাঙ অর্থ উপস্বামী, এখানে হাছন রাজা বলছেন রূপক অর্থে। আল্লাহপাকের হুকুম আহকাম পালন না করে বেহুদা কাজে দিন কাটালে. আসল মালিককে খুশি করা যাবে না. ৪. ধরাইর্বনি - কাজে আসবে নি ৫. গইয়া - চলিয়া. ৬. মাঙে - প্রার্থনা করে, মাগে, ভিক্ষা চায়।

হাছন রাজা অনুশোচনার তাওরায় বিরান হয়ে আফসোস করে বিলাপ করেন শেষ বিচারের কথা চিন্তা করেন।

কি হইব মোর হাসরের দিন রে মমিন ভাই
মমিন হায়রে কি হইব মোর হাসরের দিন
এই ভাবনায় মরে হাছন, বন্ধেনি বাসে ভিন্।।
আল্লাহতায়ালা কাজী হইয়া বসিবা ছঙ্গাসনে
নেকি-বিদ তৌলাইবা এই কথাটা উঠে মনে।।
এই কথা মনে লইয়া হাছন রাজা আউলা-জাউলা
লক্ষণছিরির লোকে বলে হাছন রাজা হইছে বাউলা।।
হাছন রাজা কাঁন্দন করে কি হইব উপায়
দয়া করিয়া বন্ধে যদি, রাখে রাঙা পায়।।

শব্দার্থ: ১. মমিন - মোমেন, ঈমানদার, ২. ছঙ্গাসনে - সিংহাসনে, ৩. নেকিবদি - পূণ্য-পাপ, ৪. তৌলাইবা - ওজন করবা, ৫. আউলা-ঝাউলা - বেখেয়াল, পাগলপারা, ৬. বাউলা - বতুল, উম্মাদ।

এ প্রসঙ্গে আল-কোরাআনে মহান আল্লাহপাকের হুশিয়ারী ঘোষণা হচ্ছে:

সেই দিনের কর ভয়
আল্লাহর কাছে যে দিন তোমরা ফিরে যাবে নিশ্চয়।
প্রতিজন আপনার
কর্মের ফল পাইবে সেদিন হইবে না অবিচার।

[আল-কোরআন: সুরা: বাকারা-২৮১]



এই সব চিন্তা করে হাছন রাজাও এক সময় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন :

মন তুমি কার ভাবে রে, হইয়াছ পাগল
সত্যি করি পাগেলা মন, আমার কাছে বল্।।
কোথায় ছিলায়, কোথায় আইলায়, কোথায় তোমার ঘর
কোন খানেতে থাক তুমি জাননি বর:
নিতি হাস, নিতি খেল নিতই আছ রঙে
মরণ কালে পাগেলা মন, কে যাইব তর্ সঙ্গে।।
না যাইব মাও সঙ্গে, না যাইব তিরি
যখন আসি পাগেলামন, যমে নিব ধরি।।
হীন হাছন রাজায় কয়, বুঝিতে না পারি
আমি কি বুঝিমু গো-আল্লাহ, তোমার কারিগরি।।

শব্দার্থ: ১. ভাবে - চিন্তায়, ২. নিতি - নিত্য, সব সময়, ৩. রঙ্গে - আনন্দে, ৪. তিরি - স্ত্রী, ৫. যম - আজরাইল,
৬ হীন - অধম, ৭. কারিগরি - লীলাখেলা।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। 'কুল্লু নাফসীন্ জাইকাতুল মউত' - [আল-কোরআন] জীব মাত্রই মউতের পেয়ালা পান করবে। মরণকে কেউ রোধ করতে পারবেনা। মরণ অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী। শেখ সাদী (রঃ)-র ভাষায়:

** এ জীবন মুসাফির খানা নাহিক সন্দেহ*
এক যায় আর আসে স্থায়ী নহে কেহ।
আয়ু যদি নাহি থাকে অমৃত ভক্ষণে
বাঁচিতে পারে না জীব মরে সেই ক্ষণে

আল-কোরআনে মউত প্রসঙ্গে আরো ইর্শাদ হয়েছে :

মউতের স্বাদ করিব গ্রহণ অবশ্যই প্রতিজন
কর্মের ফল পাবে কিয়ামতে সকলেই বিলক্ষণ
নার-হতে দূরে রহিবে যে জন করি জান্নাত লাভ
সেই কামিয়াব; ধরার জীবন ছলনার আসবাব।

[আল-কোরআন সুরা আল ইমরান- ১৮৫]

অতএব এই মৃত্যুকে ভুলে অসার দুনিয়ায় নর্তন কুর্দন করা সমীচীন নয়। হাছন রাজাও তাই আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেন :

মরণ কথা স্মরণ হইল নারে
হাছন রাজা তর্, মরণ কথা স্মরণ হইল না।।
যখন মইরা যাইবায় মাটিত হইব বাসা
কোথায় রইব লক্ষণছিরি রঙ্গের রামপাশা।
হাড় খাইব হাড়ুয়া পুকে মাড়ইল খাইব ঘুণে
পূণ্য পন্থা না চিনিলায় যৈবনের গুমানে।



না রহিব ঘর-বাড়ি না রইব সংসার
না রহিব লক্ষণছিরি নাম পরগণার।
কাঁন্দিয়া হাছন বলে আল্লা কর সার
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাঝার।

টীকা: ১. সার - মূল, ভরসা, ২. গুমানে - অহংকারে, দেমাগে। ৩. মাড়ইল - মেরুদন্ড

মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল। সে যেমনে চালায় তেমনি চলে। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রকাশ, তবুও তাঁকে দেখা যায় না। ধরাও যায় না। এ প্রসঙ্গে হাছন রাজার দর্শন হচ্ছে:

বারৈ, কই লুকাইলায়রে - ঘরখানি বানাইয়ারে -
বারৈ, কই লুকাইলায় রে।।
ঘরে বাইরে হাছন রাজায় তুকাইল রে।।
বরুয়া বাঁশের ঘরখানি বাখাল বাঁশের আড়া
ডলুয়া বাঁশ দিয়া দিছে চারিদিকের বেড়া।
উলুছন দিয়া দিছে ঘরের এইনা ছানি
মেঘ আসিলে চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া পড়ে ঘরে পানি।
সকল ঘর বিচারিয়া দেখি টুল্লিতে দুয়ার
সেই খানে বসিয়া আছে বন্ধুয়া আমার।
বন্ধুরে দেখিয়া আমার চিত্ত যে ব্যাকুল
হাছন রাজায় গান গায় বাঁজাইয়া ঢোল।

টীকা: ১. বারৈ - শব্দটি বিভিন্ন অর্থে সিলেটে ব্যবহৃত হয়। কোথাও মুর্শিদ, কোথাও মিস্ত্রি, কাবিগর, স্রষ্টা, আল্লা অর্থেও ব্যবহৃত হয় - এখানে আল্লা অর্থে ব্যবহৃত। কারণ দেহ রূপ ঘরের নির্মাতা বা স্রষ্টা আল্লাহপাক। তাকে দেখাও যায় না, ধরাও যায় না অথচ তিনি [আল কোরআনের ভাষায় 'মানুষের শাহ রগেরও নিকটবর্তী' ২, আড়া-বেড়া, ৩, বিচারিয়া - বিচার করিয়া, চিন্তা করিয়া। ৪. টুল্লি - ঘরের উপরের অংশ। তুকাইল - খোঁজ করিল।

প্রেমিকের বিরহ অনলে প্রেমিকার চিত্ত ব্যাকুল। এ অনল দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। বুঝানোও যায় না। যে জ্বলে সেই জানে এ দহনের জ্বালা। মানব মনের প্রজ্বলিত আগুনের জ্বালার বর্ণনা রয়েছে হাছন রাজার একটি গানে :

আগুন লাগাইয়া দিল কুনে, হাছন রাজার মনে -
নিভেনা নিভেনা আগুন, জ্বলে দীলে জানে।
ধাক্ ধাক্ কইরা উঠিল আগুন ধৈল আমার প্রাণে
সুরমা নদীর জল দিলে নিভেনা সে কেনে।
লাগাইল - লাগাইল আগুন, আমার মনমোহনে
বাঁচিনাগো বাঁচিনাগো, প্রাণ বন্ধু বিহনে।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যায়রে আগুন কিছু নাহি মানে
বুঝিয়া দেখরে হাছন রাজা ধরাইল্না তর ধরে।

টীকা: ১. কুনে - কোন জনে, কে ২. ধৈল - ধরলো, পাকড়াও করলো, ৩. ধরাইলনা - কাজে আসলো না।

এ আগুন ভাবুকের মনকে করে উতলা। সে তার মাবুদকে পেতে চায় ইশ্‌কের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে। আত্মভোলা হয়ে হাছন রাজাও তাই আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেন :

বিকাইলেনি ঐ বন্ধে বিনে গো সজনী, সই -
বিকাইলেনি ঐ বন্ধে কিনে,
ছাইড়া থাকতে পারবনা গো-কি হইল মোর মনে।।
তার লাগিয়া মনে আমার ধৈর্য নাহি মানে
কি জানি কি কৈলগো মোরে মন-মোহনে।।
তার সম কেন নাই এই ত্রিভুবনে
তার মত নাহি দেখি ধিয়ানে গিয়ানে।।
পাগল করিলগো বন্ধে না জানি কেমনে
বাঁচবনা গো হাছন রাজা প্রাণবন্ধু বিহনে।।
হাছন রাজার মনের মাঝে জীয়নে মরণে
সর্বদা থাকিতাম আমি প্রাণ বন্ধের চরণে।।

টীকা: ১. বিকাইলে - বিক্রি করলে ২. মন মোহনে - প্রেমাস্পদে এখানে আল্লাহ অর্থে, ৩. গিয়ানে - জ্ঞানে।

বন্ধের চরণে ঠাঁই পেতে হলে খাঁটি প্রেমিক হতে হয়। এ বাজারের দোকানদার খরিদ্দার আশেক - মাশুক। ভবের কড়ি দিয়ে ভাবের তেজারত করা যায় না - অথচ ঃ

প্রেমের বাজারে বিকে. মানিক সোনারে -
যে জনে চিনিয়া কিনে লাভ হয় তার দুনা রে।
প্রেমিকেরা প্রেম বাজারে করে আনা-যানা
অ-প্রেমিকে যায় না সেথায় চউখ থাকিতে কানা-রে।
প্রেম বাজারে গিয়া যারা বানাইয়াছে থানা
মরণ তাদের দূর হইয়াছে সর্বদাই জী'নারে।
হাছন রাজা প্রেম বাজারে গিয়া হইল ফানা
নাচন পিছন কইরা গায় প্রেমেরই যে গানারে।

টীকা: ১. প্রেমের বাজারে - মহব্বত বা এশকের দুনিযায়. ২. দুনা - দ্বিগুণ ৩. আনা-যানা - আসা যাওয়া, ৪. থানা- ঠিকানা, মোকাম, আসর, উপস্থিতি অর্থে ৫. জী'না - জীবিত অর্থে, ৬. ফানা - আল্লাহতে মিশে যাওয়া, বে-করার হওয়া, ৭. গানা - গান, বিলাপ অর্থে ব্যবহৃত।

এই দুনিয়া মায়াপুরী। এখানে থরে বিথরে সাজানো হরেক রঙের মনভোলানো পশরা। মানব মন সহজেই এতে আকৃষ্ট হয়ে যায়। যখন পিছন ফিরে তাকায় তখন আক্ষেপ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। ভবের বেড়ি পড়ে হাছন রাজা ও তাই আক্ষেপ করেছেন বিভিন্ন গানে, কারণ মানব সন্তান যখন দুনিয়ার জিন্দেগীর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়,তখন তার মনে হতাশার সুর বাসা বাঁধে। সারা জীবনের কৃত কর্মের খতিয়ান টেনে যখন দেখে জমার কোঠায় শূন্য তখন আক্ষেপের অন্ত থাকে না। শেষ জীবনের এই জীবন জিজ্ঞাসা পারস্যের দার্শনিক কবি ওমর খৈয়ামের ভাষায় :



* *ডরিলেনা কভু আখেরী অনলে, তওবা করিতে শুচি না হলে -*
মরণ তুফানে নিভিলে প্রদীপ, বসুধা বুঝি লবে না কোলে!

* *কৃত পাপ স্মরি ওরে ও খৈয়াম! বক্ষ বিদারী কি ফল বল্‌*
অনুশোচনার শত চীৎকারে, রুধিয়াছে কবে কর্মফল?
কি লাভ ভাবিয়া রহমান রব, রয়েছেন মওজুদ পাপীর তরে
পাপ যদি সখী কেহ না করিবে, গফফার নাম কেন সে ধরে?

মানব সন্তানের এই জীবন পরিক্রমা আমাদের সিলেটের অপর এক দার্শনিক, গবেষক কবির ভাষায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

মর্ত্যের আনন্দের হাট এই ধরা ধাম
লেনা-দেনা, বেচা-কেনা চলে অবিরাম।
মায়া মাখা, ছায়া ঢাকা, আঁকা বাঁকা পথে
চলিছে জীবন ধারা, তালে তালে অনন্ত সঙ্গীতে।
রূপ-রস-গন্ধে ভরা, এই বসুন্ধরা
অবিরত চলে হেথা, ভাঙ্গা আর গড়া।
আবর্তন - বিবর্তন, রাশি চক্র তার
নিত্য নব রহস্যের উদঘাটিছে দ্বার।
ঋতু চক্রে তার রূপ রেখা -
অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকাই দেখা।

(ফজলুর রহমান - কবি, গবেষক; গ্রন্থ: শতাব্দীর দর্পণ)

শেষ জীবনে পারস্যের কবি ওমর খৈয়ামকেও তাই দেখি মহান আল্লাহপাকের কাছে নিজেকে নিঃশর্ত ভাবে সমর্পন করে বিলাপের সুরে উচ্চারণ করতে:

সাধনার মণি কভু খুঁজি নাই, সেজদায় কভু রাখিনী শির
তবু তাঁর দয়া হতে নহিকো নিরাশ, এক ভিন্ন দুই মানিনি স্থির।

আর অন্য দিকে হাছন রাজাকেও আমরা শেষ জীবনে উচ্চারণ করতে দেখি একই আক্ষেপের পংক্তি মালা। যাতে সব কিছু ত্যাগ করে কেবল মাবুদের রহমতের আশায় - দিদার কামনায় একই সুরে গাইতে :

আমি যাইমুরে যাইমু, আল্লার সঙ্গে। আমি যাইমু...
হাছন রাজায় আল্লা বিনে, কিছু নাহি মাঙে।।
আল্লার রূপ দেইখা হাছন হইয়াছে ফানা
নাচিয়া নাচিয়া হাছন গাইতে আছে গানা।।
আল্লার রূপ, আল্লার রং, আল্লার ছবি
নূরের বদন আল্লার কি কইমু তার খুবি।।
হাছন রাজা দীলের চক্ষে আল্লাকে দেখিয়া

নাচে নাচে হাছন, প্রেমে মাতাল হইয়া।
উন্মাদ হইয়া নাচে, দেইখ্যা আল্লার ভঙ্গী
হুশ্ মুখ্ কিছু নাই, হইছে আল্লার সঙ্গী।।

টীকা: ১. মাঙে - চায়, ভিক্ষা করে. ২. ফানা - লয়, এখানে বেহুশ ৩. খুবি - সৌন্দর্য ৪. দীলের চক্ষে - অর্ন্তনেত্রে, ধ্যানের আয়নায় ৫. ভঙ্গী - লীলা।

হাছন রাজা অনুভব করেন মহান আল্লাহর শান ও ক্ষমতা অসীম। মানুষ নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র। মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। আল্লাহ পাক অজর-অমর। তাঁর ক্ষয় নেই। লয় নেই। তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে :

আল্লাহ ব্যতিত মাবুদ নাই, নাই কোনো প্রভু আর
চিরঞ্জীব তিনি, অজর-অমর, ক্ষয়, লয় নাই তাঁর।
তন্দ্রা পরশ করে না তাঁহারে, নিন্দ্রাও তাঁর নাই
সবই আল্লাহর, আকাশে ধরায়, যাহা কিছু পায় ঠাঁই।
তাঁর অনুমতি ছাড়া, শাফায়াত কেবা যাচিবে তাহার কাছে?
পশ্চাতে কিংবা সামনে যাহা সবই তাঁর জানা আছে।
হুকুম বেগর সাধ্য কাহার আহরণ করে জ্ঞান
আসমান ও দুনিয়া ব্যাপিত, তাহার আসন বিরাজমান।
বিনায়াসে আরো হয় হেফাজত, জমিন ও আসমান
অবশ্যই তিনি অতীব উচ্চ মহান মর্যাদাবান।

[আল কোরআন (আয়তুল কুরছি), সুরা : বাকারা - ২৫৪]

এ পর্যায়ে আমরা হাছন রাজার মাঝেও দেখি মহান আল্লাহপাকের শান ও ক্ষমতা সম্পর্কে সর্বেশ্বর বাদের এই অনুভূতি:

হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয়রে - আমি কিছু নয় -
অন্তরে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়।।
প্রেম বাজারে হাছন রাজা, হইয়াছে লয়
তুমি বিনে হাছন রাজা, কিছু না দেখয়।।
প্রেমের জ্বালায় জ্বইলা মইলাম, আর নাহি সয়
যে দিকে ফিরিয়া চাই, দেখি বন্ধু দয়াময়।।
তুমি আমি, আমি তুমি, ছাড়িয়াছি ভয়
উন্মাদ হইয়া হাছন, নাচন করয়।।

টীকা: ১. লয় - বিলীন ২. দেখয় - দেখে, ৩. মইলাম - মরতেছি, মরে যাচ্ছি, ৪. সয় - সহ্য হয়।

মানুষের হায়াত মউত রিজিকের মালিক মোখতার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন। কখন কোথায় কার মৃত্যু হবে তা কেউ বলতে পারে না। এ কারণে সবাইকে সর্বদা হুশিয়ার থাকতে হয়। মরণকে স্মরণ রাখতে হয় হরদমে হরদমে।



মরণ কথা স্মরণ হইল নারে -
হাছন রাজা তর, মরণ কথা স্মরণ হইল না।।
যখন মইরা যাইবায় মাটিত হইব বাসা
কোথায় রইব লক্ষণছিরি রঙ্গের রামপাশা।।
হাড় খাইব হাড়ুয়া পোকে, মাড়ইল খাইব ঘুণে
পূণ্য পন্থা না চিনিলায় যৈবনের গুমানে।
না রহিব ঘর বাড়ি না রইব সংসার
না রহিব লক্ষণছিরি নাম পরগণার।
কাঁন্দিয়া হাছন বলে আল্লা কর সার
কি ভাবিয়া নাচ হাছন শূন্যের মাঝার।

টীকা: ১. মাটিত হইব বাসা - মউতের পর কবরে যেতে হবে ২. লক্ষণছিরি - সুনামগঞ্জে হাছন রাজার জমিদারি এলাকা এবং জন্মস্থান। ৩. রামপাশা - বিশ্বনাথ থানায় অবস্থিত হাছন রাজার পৈতৃক নিবাস ৪. গুমানে - গর্বে, দেমাগে ৫. শূন্যের মাঝার - অসার দুনিয়া, যার পরিণতি মৃত্যু।

উর্দু কবির ভাসায় :

"আয়েঙ্গে একেলে, যায়েঙ্গে একেলে-এ জিন্দেগীকা মেলে।"

তাই তো আমরা হাছন রাজাকেও বলতে দেখি:
ও মন, চিনলায় না আপন -
কোন দিন কোন সময় পরিবায় কাফন -
করলায়না, করলায়না তুমি, আল্লাহর নাম জপন।
তনের মাঝে ছিল তোমার মূল মহাজন
বেভুলে মজিয়া রইলায়, না কইলায় দরশন।
হইতে না পারিলেরে মন, জমির রওশন
দেখিতে না পাইলায় তনে কোন মহাজন।
শোন্‌রে বলি আমি তরে, নির্বুদ্ধি হাছন
চিনিয়া না ধরলে বন্ধরে থাকিতে জীবন।
ধরতে নাহি পারবে তারে করিলে গমন
শীঘ্র-শীঘ্র হাছন রাজা কর অন্বেষণ।
গুস্ট কুটুম লইয়া তোমায় করিবা কাঁন্দন
সবে মিলি গোর খুদিয়া করিবা দাফন।

টীকা: ১ জপন - আল্লারহ নাম স্মরণ, জিকির করা অর্থে, ২. তনের - দেহের ৩. মূল মহাজন - রূহ অর্থে, আল্লাহ অর্থে।

রূহ সম্পর্কে আল কোরআনে ইর্শাদ হয়েছে এভাবে :

রূহ কি লোভে আপনাকে জিজ্ঞাসে, হে রুসল!
আপনি বলুন - 'প্রভুর হুকুম' জ্ঞান তব অপ্রতুল।

(আল কোরআন: সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত - ৮৫)

এ কারণে হাছন রাজা মানুষকে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে অনুরোধ জানান। তিনি গাইলেন :

মোমিন ওরে ভাই-ভাইরে ঈমান রাখিও দঢ়
ঈমান না থাকিলে মোমিন কিসের নামাজ পড়।
এক আল্লা বিনেরে, (মোমিন) শরীক নাহি আর
'লা-শরীক' জানিলে মোমিন পাইবায় উদ্ধার।
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জানিবায় সার
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী রসুল আল্লাহ্‌র।
নবীকে ভেজিলা আল্লায় হেদায়েত কারণ
কোরান নাজিল কৈলা অমূল্য রতন।
আল্লাহ্‌র কালাম আইল, নবীজির ঠাঁই
জিব্রাইল ফিরিস্তায় কালাম আনিয়া দিলা ভাই।
আল্লাহ্‌র কালামের কথা জানিবায় হক
নবীজির হাদীসের কথা মানিবায় বে-শক।
ঈমান রাখিও, ভাব রাখিও, আর রাখিও ভক্তি
ঈমানে মরিলে মোমিন, পাইবায়রে মুক্তি।
হাছন রাজায় ভিক্ষা চায় ঈমান তোমার ঠাঁই
জ্ঞান্ বাহির হইতে যেন তোমায় দেইখ্যা যাই।

টীকা. ১. দঢ় - শক্ত, মজবুত, ২. ঈমান - 'লা-শরীক, আল্লায় বিশ্বাস করা। ৩. ভেজিলা- পাঠাইলা, ৪. হক - সত্য,
৫. বে-শক - নিঃসন্দেহে।

ঈমান প্রসঙ্গে আল কোরআনে ঈর্শাদ হয়েছে :

মুমিন, ইহুদী, সাবেঈন আর খৃষ্টান মাঝ হতে
আল্লাহ ও পরকালে, ঈমান যাহারা আনিয়াছে ঠিক মতে
আর যাহারা নেক কাজ করে, তাহাদের নাই
দুঃখিত তারা, হবে না কখনো সুনিশ্চয়।

[আল কোরআন: সুরা: মায়িদা - ৬৯]

মায়াময় পৃথিবীতে মানুষ অনেকক্ষেত্রে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জিন্দেগিতে মশগুল হয়ে যায়। যখন শেষ জীবনে পিছনে ফিরে তাকায় তখন আক্ষেপে উচ্চারণ করে :

আমি না লইলাম আল্লাজীর নামরে -

না কইলাম তার কাম,
বৃথা কাজে হাছন রাজার দিন গোয়াইলাম রে।।
ভবের কাজে মত্ত হইয়া দিন গেল চলিয়া
আপন কাজ না করিলাম রহিলাম ভুলিয়া।।



নাম লইমু নাম লইমু করি আয়ু হইল শেষ
এখনও না করিলাম প্রাণ বন্ধুর উদ্দেশ রে।।
কাঁন্দে কাঁন্দে হাছন রাজায় কি হইবে উপায়
রোজ হাশরের দিনে যখন পুছিবা খোদায় রে।।
আসয় বিষয় পাইয়া হাছন কর জমিদারি
চিরদিন থাকবনি হাছন, এই লক্ষণছিরি রে।।
ছাড় ছাড় হাছন রাজা, এই ভবের আশ
এক মনে চিন্তা কর হইতায় বন্ধের দাস রে।।

টীকা: ১. কইলাম - করলাম, ২. গোয়াইলাম - অতিবাহিত করলাম, ৩. পুছিবা - জিজ্ঞাস করবা, ৪. এক মনে - হইতায় বন্ধের দাস - এখানে একাগ্র মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার কথা বলা হয়েছে।

আল কোরআনে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে ইর্শাদ হয়েছে :

যাহারা ঈমানদার -
আল্লাহর স্মরণে দীলে শান্তি লাভ করে অনিবার।
কোন সংশয় নাই
আল্লাহর জিকিরে প্রশান্ত হয় মানব হৃদয় তাই।

[আল কোরআন সুরা - রাদ - ২৮]

এক পর্যায়ে 'ফানা ফিল্লায়' বিলীন হয়ে হাছন রাজার এ উপলব্ধি হয় ঃ

হাছন রাজায় কয় - আমি কিছু নয়রে আমি কিছু নয়
অন্তরে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়।
প্রেম বাজারে হাছন রাজা হইয়াছে লয়
তুমি বিনে হাছন রাজা কিছু না দেখয়।
প্রেম জ্বালায় জ্বইলা মইলাম আর নাহি সয়
যে দিকে ফিরিয়া চাই দেখি দয়াময়।
তুমি আমি, আমি তুমি, ছাড়িয়াছি ভয়
পাগল হইয়া হাছন রাজায়, নাচন করয়।।

জীবন বৃথা কাজে চলে গেছে, অথচ আখেরে সব কিছুর হিসেবে দিতে হবে। তাই হাছন রাজায় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন :

ও মনরইলে বে-ফিকির -
দম থাকিতে করলে না ইল্লাল্লাহ জিকির।।
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বির্দ না করিলে
কি উপায় হইবে তোমার ছকরাতের কালে।
ইল্লাল্লাহ'র জিকির কর, পাইবে রে নাজাত
পাইবে রে অবোধ মন, দীদার সফাত।



হাছন রাজায় বলেও মন, ইল্লাল্লাহ কর সার
ইল্লাল্লাহ'র জিকির করলে, হইবে রে মন পার।

টীকা: ১. বে-ফিকির - গাফিল, বে-খেয়াল, ২. জিকির - আল্লাহর নাম স্মরণ, ৩. বির্দ- দীলে দাঁথা, ৪. ছকরাতের- মৃত্যুকালীন সময় ৫. নাজাত - মুক্তি, রেহাই, ৬. দিদার - সাক্ষাৎ, ৭. সফাত - সাফায়েত, সুপারিশ, ৮. সার - মূল লক্ষ্য, ৯. পার - উদ্ধার অর্থে ব্যবহৃত।

মানুষের দেহ থেকে প্রাণ পাখি রূপ রূহ কখন চলে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই হাছন রাজাও এসব ভেবে নিজেই নিজের রূহকে জিজ্ঞেস করছেন :

মন মনিয়া রে -
কোন দিন যাইবায় মনিয়া, উড়িয়ারে।
তুমিত হাওয়াই মনিয়া, শুইন্যে যাইবায় উড়িয়া
আমিত মাটিব মনিয়া, মাটিত রইমু পড়িয়া
আমারে থইয়া মনিয়া যাইবায় কোন শহর
আর না লইবায় মনিয়া আমারই খবর-রে।
মায়া দয়া নাইরে মনিয়া তোমারই অন্তরে
কি বুকে ছাড়িয়া যাইবায় আমি অভাগীরে রে।
তুমি যে যাইবায় ছাড়িয়া এই ভাবনা ভাবিয়া
হাছন রাজা রিতে আছে কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া রে।

টীকা: ১. মনমনিয়া - প্রাণ পাখি, রূহ অর্থে, ২. হাওয়াই - রূহ অর্থে ৩ আমারে থইয়া - আমাকে রাখিয়া।

আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথায় এলাম? কে আনলো? কোথায় যাব? এ সব ভাবনাই ভাবুক মনকে উতলা করে। সে আপন মনে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে :

বাউলা কে বানাইলরে-
হাছন রাজারে বাউলা কে বানাইলরে।
বানাইলো বানাইলো বাউলা তার নামটি হয় মৌলা
দেখিয়া তার রূপের চটক্ হাছন রাজা আউলা।
হাছন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধুর কারণে
বন্ধু বিনে হাছন রাজায় অন্য নাহি জানে।
হাছন রাজায় গাইছে গান হাতে তালি দিয়া
সাইক্ষ্যাতে দাঁড়াইয়া শোনে হাছন রাজার প্রিয়া।

টীকা: বাউলা - বাতুল, উন্মাদ, দিওয়ানা, ২. মৌলা - মাওলা, প্রভু, আল্লাহ অর্থে ৩. চটক ঝলক, ৪. আউলা - বে-খেয়াল, বে-হুশ।

রবীন্দ্রনাথও তাই এ প্রসঙ্গে বলেন :

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপাড়ে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনা তোমারে।



যতদিন আসমানে চান সিতারা উঠবে, পাখি গান গাইবে, হাছন রাজাও তত দিন তাঁর হৃদয় উদাস করা গানের মাধ্যমেই মানুষের হৃদ মাঝারে বিরাজ করবেন।

প্রভাত কুমার শর্মার মতে, 'হাছন রাজা সাহেব খাঁটি মরমী ও কবি ছিলেন। একটা কিছু তাঁর সম্মুখে ছিল, যাহা তিনি ধরিয়াও ধরিতে পারিতে ছিলেন না। সেই অনুভূতির ব্যথায় তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন, আবার ক্ষণিকের জন্য আনন্দে নাচিতেছেন। তাঁহার এই হাসি-কাঁন্নার কাহিনী নীল আকাশের মতো গভীর দূর দিগন্তে ক্ষীণ রেখার মতো ঝাপসা সন্ধ্যার অন্ধকারের রহস্যময় -এখানেই তাঁহার কবিত্ব, এখানেই তিনি মরমী।'

মরমী কবি হাছন রাজার মাঝে যে মরমীবাদ ক্রিয়াশীল ছিল, তাকে প্রবাহমান গাঙের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নদী বাঁকে বাঁকে উভয় কূলে ফল ফুল শস্য উৎপন্ন করে মানব সমাজকে উপকৃত করে ঠিকই, কিন্তু তার লক্ষ্য স্থল সাগরে মিশে যাওয়া। এ কারণেই চলমান তটিনী তরঙ্গের মাঝে যেন ধ্বনীত হয় মহাসমুদ্রে মিলনের কুলুকুলু আর্তনাদ। সম্মিলনের আর্তি।

মরমী কবি হাছন রাজা আজ তার হৃদয় উৎসারিত কালজয়ী পংক্তিমালার জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। তিনি তার নিজ পরিচয় দিয়েছেন এভাবে -

হাছন রাজা মইরা যাইব, না পুরিতে আশা
লক্ষণছিরি জমিদারি বাড়ি রামপাশা।

মরমী কবির পূর্ব পুরুষ প্রসঙ্গে জানা যায়, 'দক্ষিণ রাঢ়' হইতে কায়স্থবংশীয় রাজা বিজয় সিংহ ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া এ দেশে আগমন করিয়া ছিলেন। বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া সিলেটের সদর মহকুমার কোনো এক জঙ্গলে তিনি প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই স্থানের নাম 'কুনাইড়া'। তাহার বংশধর রাজা রনজিৎ রায় রামপাশা গ্রাম স্থাপন করিয়া সেখানেই তাঁহার দৌলতখানা স্থানান্তরিত করেন। এই বংশের দেওয়ান বাবু রায় চৌধুরী জমিদার, মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া বাবু খাঁ নাম ধারণ করেন। কয় পুরুষ পর এই বংশের দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী জমিদার, সুনামগঞ্জের নিকটবর্তী লক্ষণশ্রী গ্রামে স্বীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী জমিদার তাহার দ্বিতীয় সন্তান। [ভূমিকা: হাছন উদাস: শ্রী প্রভাত কুমার শর্মা]

একজন কবিকে বুঝতে হলে স্বাভাবিক নিয়মেই তার সৃষ্টি কর্মকে সামনে রেখে আলোচনা করা প্রয়োজন। হাছন রাজার কালজয়ী পংক্তিমালাতে বাঙময় হয়েছে তার চিন্তা চেতনা ও জীবন দর্শন।

মানব তনে বিরাজিত দেহ এবং রূহ দুটি পৃথক সত্তা। অথচ এই দুটি সত্তা একত্রে বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাটির তৈরি আদম সন্তানের মাঝে রূহর অবস্থা হচ্ছে হাছন রাজার ভাষায়:

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে
কাঁন্দে হাছন রাজার মন মনিয়া রে।।
মায়ে বাপে কইলা বন্দি খুশির মাঝারে



লালে ধলায় বন্দি হইলাম পিঞ্জিরায় মাঝারে রে।।
উড়িয়া যায়রে ময়না পংখী পিঞ্জরায় হইল বন্দি
মায়ে বাপে লাগাইলা মায়া জালের আন্ধি।।
পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করে
মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায় ভাঙিতে না পারে রে।।
উড়িয়া যাইব সুয়া পংখী পড়িয়া রইব কায়া
কিসের দেশ কিসের খেশ কিসের দয়া মায়া রে।।
ময়নারে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়না না চাইব ফিরিয়া রে।।
হাছন রাজা ডাকব যখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়নায় আর কি ফিরিয়া চায়-রে।।

টীকা: ১. মাটির পিঞ্জিরা - মানব দেহ, রূপক অর্থে. ২. মন মনিয়া- রূহ অর্থে ৩. মায়ে বাপে... পিঞ্জরার মাঝারে- অর্থাৎ মানব সন্তানের জন্ম হচ্ছে জনক জননীর আনন্দঘন মিলনের ফসল ৪. আন্ধি - আবদ্ধ, ৫. সুয়া পংখী - দেহের মধ্যে অবস্থানকারী রূহ ৬. ময়না - এখানে রূহ অর্থে ব্যবহৃত।

মাটির মানুষ মাটির দুনিয়ায় মুসাফির মাত্র। মহান আল্লাহপাক প্রদত্ত দুনিয়ার জিন্দেগীর মেয়াদ শেষ হলেই তাকে রাব্বুল আল-আমিন আল্লাহ পাকের সকাশে চলে যেতে হয়। উর্দু কবি এ সব ভেবেই আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেছেন :

এহাতো হাম মুসাফির হ্যায়, আখের ঠিকানা -
কোয়ী আগে, কোয়ী পিছে রওয়ানা।'

এই সংসার জীবনের অনিত্যতার জন্যে হাছন রাজাও আক্ষেপ করে উচ্চারণ করেছেন :

লোকে বলে, বলেরে-ঘর বাড়ি ভালা নায় আর
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরই মাঝার।।
ভালা করি ঘর বানাইয়া, কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি, পাক্‌না চুল আমার।।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায়, ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায়, তার লাগিয়া কাঁন্দে।
হাছন রাজায় জানত যদি, বাঁচব কত দিন
বানাইত দালান কোঠা, করিয়া রঙিন।

মানব দেহের সৃষ্টির রহস্য ফুটে উঠেছে হাছন রাজার সহজ সরল ভাষায়। এখানে দর্শনের জটিল তত্ত্ব ও তথ্য তার হৃদয় উৎসারিত গানে একাকার হয়ে সর্বসাধারণের মঝে ঠাঁই করে নিয়েছে, সবার মনের কথা হয়ে -

মাটি দিয়া ঘর বানাইয়া চামড়ার দিছে ছানি
পত্তন কাইরাছে ঘর মূলধন যে তার পানি।



ঘরখানি বানাইয়া ঘরে বইসা রঙ্গ চায়
ছয়টি রিপু দিচছ ঘরে কেমনে খেইড় খেলায়।

দেহরূপ ঘরে মহান কারিগর কাছেই আছেন অথচ তাঁকে দেখা যায় না। এ কারণে ভাবুকের মন পাগল পারা, তাঁর দর্শনের আশায়, দিদারের কামনায়। তাই :

আংখী মুজিয়া দেখ রূপরে, আংখী মুজিয়া দেখ রূপ -
দীলের চক্ষে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ।।
কাজল কোঠা ঘরের মাঝে বইসাছে কালিয়া
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া।।
কিবা শোভা ধরে রূপে দেখতে চমৎকার
বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের বাহার রে।।
ঝলমল্ জলমল্ করে রূপে বিজুলীর আকার
মনুষ্যের কি শক্তি আছে চক্ষু ধরিবার রে।।
হাছন রাজা রূপ দেখিয়া হইলা ফানা ফিল্লাহ্
হুঁ হুঁ ইয়াহুঁ বল আল্লা আল্লাহ-রে।।

খান্দানী রেওয়াজ মোতাবেক হাছন রাজা নিজ বাড়িতেই মৌলভী সাহেবের নিকট আরবী পার্সী এবং পণ্ডিতের নিকট বাংলা শিক্ষা করেন। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, চেষ্টা প্রচেষ্টায় কবি সাহিত্যিক হওয়া যায় না। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত।

হাছন রাজার মাঝে চারটি সত্তা ক্রিয়াশীল ছিল ১। দয়া, মায়া ও মানব প্রেম ২। সৌখিন জমিদারি চাল চলন ৩। মরমী মানস ও ৪। দার্শনিক জীনব দর্শন। হাছন রাজা জমিদার ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বিত্ত বৈভবের গোলামি করেননি। দান ও ধ্যানের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মাঝে। হাছন রাজা যখন ভাবে তন্ময় হয়ে গান রচনা করতেন তখন তা লিখে রাখতো তাঁর জমিদারী সেরেস্তার কোন মুনশী বা অন্য কোনো ভক্তজন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলী সাহিত্যের কীর্তনে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলায় সারাদেশ ছিল মশগুল ও উতলা। অথচ এই সব বৈষ্ণ পদকর্তাদের রচিত পদাবলী সাহিত্যের মূল উৎস হচ্ছে ইরানের সুফী কবিদের রচিত "ছামা সঙ্গীত"। এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিত আলোচনা করলে বিষয়টি খোলাসা হবে ইনশাল্লাহ্।

মুসলিম বিজয়ের পর এ উপমহাদেশ তথা-পাক ভারত বাংলাদেশে আট শতাধিক বৎসর কালেরও বেশি সময় ফারসি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করার ফলে এ দেশের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয় স্বাভাবিক নিয়মে। পারস্যের সুফি সাধক ও মরমী কবি মাওলানা শায়খ মুসলেহ উদ্দিন সাদী (রঃ) (১১৮৪-১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রঃ) (১২০৭-১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) মোল্লা আব্দুর রহমান জামী (রঃ) (১৪১৪-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ)



প্রমুখ সুফী সাধক ও মরমী কবিগণ এ দেশের মানুষের মনের মানুষ হয়ে উঠেন আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে। এ দেশের সাজ সাজ্জ্য ও আভিজাত্যে প্রভাব ফেলে ফারসী সাহিত্য ও পারস্য কবিগণের হৃদয় উৎসারিত কালজয়ী বাণীপুঞ্জ।

ফারসী সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ভীত হয়ে মধ্যযুগের কবি জয়ানন্দ "চৈতন্য মংগল' কাব্যে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বেদনা বিধুর সুরে আক্ষেপ করে বলেন :

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাঁড়ি পারস্য পড়িবে
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধরিবে।
মসনবী আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।

ইসলামের সামাকি সুবিচার ও সার্বজনীন আদর্শ, সাম্য ও বর্ণভেদবিহীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে যখন এ দেশের নির্যাতিত ও নিপীড়িত বনী আদমগণ ব্যাপক হারে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছিল, ঠিক তখনি ইসলামের বাঁধ ভাঙা উত্তাল জোয়ার তরঙ্গকে রুখতে গিয়ে প্রেম ধর্ম নিয়ে ময়দানে হাজিরা দিলেন শ্রী চৈতন্য বিশ্বম্ভর মিশ্র উরফে নিমাই চান (১৪৮৬-১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) তার প্রবর্তিত প্রেম ধর্ম নিয়ে। এই চৈতন্যবাদে অদ্বৈত্যবাদে ইসলামের সুফীমতের প্রভাব প্রত্যক্ষ। শ্রীচৈতন্য মুসলিম সম্রাট সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর রাজত্ব কালে (১৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতি বিপ্লবের মাধ্যমে প্রেম ধর্ম দিয়ে ইসলামের বাঁধ ভাঙা জোয়ার তরঙ্গকে রুখতে গিয়ে প্রকারান্তরে ইসলামের একত্ববাদকেই স্বীকার করে নিলেন ভিন্নভাবে। অর্থাৎ তারা নদীতে স্নান করলেন ঠিকই, কাপড় ভিজালেন না-এই যা।

শ্রী চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের মূল কথা ছিল :

নাম কর নাম ভজ নাম সর্বময়
নাম জপ হইতে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক দেহ
জীব তরাইতে ভবে আর নাহি কেহ।
নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণ সেবন
এহা সম ধর্ম নাই শোন সনাতন।

ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত এ নব্য ভাব বিপ্লবের নাম 'গৌড়ীয় নব্য বৈষ্ণববাদ' সুফীবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যার উৎপত্তি ও বিকাশ।

পারস্যের কবিদের ভাব অবলম্বনে এ দেশেও রচিত হতে লাগল ভজন-কীর্তন পদাবলী ও গীত-গজল। মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমী (রঃ) র বুঁশনা বা বাঁশী 'মুরলী নাম ধরে ঠাঁই নিল শ্রীকৃষ্ণের করকমলে। মাওলানা রূমী (রঃ)-র মসনবী শরীফের ফারসি বয়েত :

বুঁশনা আযনার চুঁ মীকুনাদ
অ-আযুদায়ী হা হেকায়েত মীকুনাদ। অর্থাৎ
বাঁশী যখন বাঁজে তখন শোন দিয়া মন
প্রাণ বুন্ধুয়ার লাগি বাঁশী করিছে ক্রন্দন।

মাওলানা রূমী (রঃ)-র ভাব ও ভাষার বাংলার প্রতিধ্বনী তুললেন বৈষ্ণব পদকর্তা বড়ু চণ্ডীদাসসহ অনেক পদকর্তা পদাবলীর সুরে :

কে-ন বাঁশী বা এ বাড়ায়ি কাঁলিন্দী নৈ-কূলে
কে-না বাঁশী বা এ বাড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

একইভাবে মুসলিম পদকর্তা আলী রেজাও গাইলেন :

বাঁশী বাঁজান জাননা -
অসময়ে বাঁজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
আমি যখন বইসা থাকি গুরু জনার মাঝে
(তুমি) নাম ধরিয়া বাঁজাও বাঁশী আমি মরি লাজে।

সিলেটের মরমী কবি সৈয়দ শাহ নূর (রঃ)-এর রচনায়ও বাঁশী এসেছে একই তরিকায় :

বাঁশীটি বাঁজাইয়া কানু থেল কদম ডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধ বুলে।

রাধা কানুর মিলন হৈব আড়াই হাতের তলে।

[অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবরের আড়াই হাত গভীরে]

একইভাবে নও মুসলিম মরমী কবি দীন ভবানন্দও গাইলেন -

তন্ রাধা মন কানু কেহ নহে ভিন্
ভাবিয়া চিনিয়া কহে ভবানন্দ দীন।

এমনিভাবে রচিত হলো হাজারো মরমী সঙ্গীত ও গীত গজল ভক্তিরসের আর্তি মিশিয়ে, কমলগঞ্জ থেকে জামালগঞ্জ এবং মাধবপুর থেকে জৈন্তাপুর পর্যন্ত সিলেট বিভাগের সীমা চৌহদ্দির বাসিন্দা মরমী কবিদের হৃদয় উৎসারিত পংক্তি মালায় :

ইসলামে সুফীবাদ আলাদা কোনো মতবাদ নয়-এর মূল ভিত্তি হচ্ছে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্পর্কিত প্রেমবাদ। এই প্রেমবাদে আশেক-মাশুক হচ্ছেন মানুষ ও আল্লাহ পাক। অর্থাৎ রব ও আবদ।

মরমী সাহিত্য ও সুফী সাধনার মর্মমূলে যে ক'টি জীবন জিজ্ঞাসা ভাবুক মনকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হচ্ছে -১. মহান আল্লাহপাক ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক ২. আল্লাহপাকের জাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা ও বুঝার উপায় ৩. কর্ম ও নিয়তির সম্বন্ধ সূত্র এবং এ সমস্যার সমাধান ৪. মানবাকৃতি বজায় রেখে মানুষ কীভাবে স্রষ্টাতে বিলীন হতে পারে, ৫. নফস বা ষড়রিপুর কু-প্রভাব থেকে নির্বাণ লাভের উপায়



কী ৬. জন্মের আগে মানুষ কোথায় ছিল ৭. মউতের পর কোথায় যাবে ৮. কেন এলো ৯. কে পাঠালো এবং ১০. পাঠানোর উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যমূলক হাজারো প্রশ্নমালা বা জীবন জিজ্ঞাসা।

সুফীগণ মনে করেন, মানুষের মাঝে যে কামনা বাসনা রয়েছে তাই মানুষকে হক পথের পথিক হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মানুষের অহংবোধ, ভোগ ইচ্ছা, লিপ্সা জৈব আকাঙ্ক্ষা যা সুফী শাস্ত্রের ভাষায় 'নফস'। এ নফস বা কু-রিপুর তাড়না মুক্ত হলেই লাভ হয় আত্মার মুক্তি। এ কারণে 'নফসে'র বিরুদ্ধেই সুফীদের আজীবন জেহাদ বা সংগ্রাম। বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। এ জন্য প্রয়োজন ইশক, মহব্বত ও প্রেম। মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহর গুণ বা সিফাতের পরিচয় লাভ করতে অসমর্থ। মানুষ যখন আল্লাহ প্রেমের অথৈ দরিয়ায় নিজেকে বিলীন করে দেয় তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোনো অন্তরায় বা পর্দা থাকে না। সুফী সাধনার এ অবস্থার নাম 'হাল'। সুফী সাধক সৈয়দ শাহ ইলিয়াস কুদ্দুস (রঃ)-র ভাষায় -

আলেম উল গায়েব তু রহিমও রওশন
মুই তোর অন্ত না পাইলুঁরে জানম।

অতএব অসহায় মানুষ শেষে অসহায় হয়ে উচ্চারণ করে মাবুদের উদ্দেশ্যে মিনতি ভরা কণ্ঠে -

আমার-সাধন ভজন যতই ছিল সকলই ফুরাইল
তোমার-রহিম নামের আশা নিয়া দীনহীন রহিল।
তোমার - দয়া না ইলে রে-আমি যাইমু কই
তোমার-দযায় আশায় দীনহীন পরদেশে রই।

[দীনহীন সোনা বন্ধু শ্রী চরণে কই সৈয়দ আব্দুন নূর হাসেনী চিশতী: সুলতানশী হাবেলী- হবিগঞ্জ]

মরমী কবি হাছন রাজাও রাধা কানুর রূপকে নিয়ে বেশ কিছু গান লিখেছেন। যেমন :

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে -
রঙের রঙ্গিলা কানাই -
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
এই কথাটা হাছন রাজার উঠে মনে মনে।।
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া কানাই আইলায় এই ভুবনে
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে, আইলায় কি কারণে।।
কানাইয়ে যে কর রঙ্গ রাধিকা হইছে ঢংগ
উড়িয়া যাইব ভুংরার পতঙ্গ, খেলা হইব ভঙ্গ।।
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে, কানাইয়া কোন জন
ভাবনা চিন্তা কইরা দেখি, কানাই যে হাছন।।

টীকা: ১. কানাই-প্রেমাস্পদ বা লীলাময় আল্লাহ ২. খেইড় - খেলা ৩. রঙের রঙ্গিলা কানাই - লীলাময় স্রষ্টা ৪. স্বর্গপুরী - আইলায় এই ভুবনে - অর্থাৎ মানুষের রুহ এক সময়ে আলমে আরওয়া বা রূহ জগতে ছিল। পরে মানব দেহে প্রবেশের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে। তাই বলা হয়।



Dust thou Art to dust returnest
Was not spoket for the soul.

ধুলার শরীর ধুলায় মিশে যাবে কিন্তু আত্মা বা রূহ সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। তাই হাছন রাজার মিনতি করেন :

আহারে সোনালী বন্ধু, শুনিয়া যা মোর কথা
হাছন রাজার হৃদ কমলে, তোমার চান্দ মুখ গাঁথা।।
হেরি যাবে তব মুখ, এই জনমের যায় দুখ
উপছিয়ে মনের সুখ, জনমের যায় ব্যথা।।
হাছন রাজা হুতাশ হইয়া, আছে তব পারে চাইয়া
মন প্রাণ, সব নিয়া ছাড়িলে মমতা।।
হাছন রাজা প্রেমিক বলে, আইস প্রেম নাগরী কোলে
তোমার লাগি প্রাণ জ্বলে, প্রেমেরও দেবতা।।

টীকা: ১. সোনালী বন্ধু-রূপক অর্থে মহান আল্লাহ ২. উপছিয়ে - আনন্দের ফোহারায় ৩. হুতাশ - পেরেশান, বে-করার ৪. জুংরার পঙ্গ - পিঞ্জিরার পাখি। মানবদেহে অবস্থানরত রূহ।

মানুষ দুনিয়ায় আসে নিষ্পাপ অবস্থায় কিন্তু বে-খেয়ালে ভবের মায়াল ষড়রিপুর ফাঁদে পড়ে সব হারিয়ে ফেলে আক্ষেপ করে উচ্চারণ করে— হাছন রাজার ভাষায়:

ও রঙের বাড়ৈ, রঙের বাড়ৈরে
ভীষণ উন্দুরায় লাগাল পাইল,
উগাড় ভইড়া থইলাম ধান, খাইয়া তুষ বানাইল।।
উন্দুরা মারিবার লাগি বিলাই আনলাম ঘরে
বিলাই আর উননরা বেটা এক ঘরে বাস করে।।
হাছন রাজায় কয়রে বাড়ৈ নিজের উন্দুর মার
সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া - বন্ধের পায়ে ধর।।
হাছন রাজায় কয়রে বাড়ৈ তর্ নাইরে আকল
পরারে সার খাওয়াইয়া তুই খাইলে বাকল।।

টীকা: ১.বাড়ৈ - মুর্শিদ অর্থে। হাছন রাজার এ গানে তিনি নিজেই বাৱৈ। ২. উন্দুর - ইদুর, এখানে মানব দেহের রিপুসমূহ কাম, ক্রোধ, লোভ মদ মাৎসর্য ইত্যাদি। জীবনের সৎকর্ম থেকে এইসব রিপুসমূহ মানুষকে কুপথে নেয়। ইবাদত বন্দেগী বরবাদ করে দেয়। ৩. বিলাই - বিড়াল এখানে সৎকর্ম, সুবুদ্ধি। উন্দুর - বিলাই -এক অর্থে ভাল-মন্দ।

হাছন রাজা ইন্তেকাল করেন ১৩২৯ বাংলা (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) ২২ অগ্রহায়ন মাসে। প্রতি বছর সিলেট ও সুনামগঞ্জে হাছন উৎসব পালন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার সিলেট, হাছন রাজার মৃত্যু দিবসে অনুষ্ঠান প্রচার করে।



পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই: হাছন রাজা ছিলেন মানবতাবাদী উদার হৃদয়ের জমিদার ও মরমী কবি। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে কিছু কথা উল্লেখ করেছেন শ্রী প্রভাত কুমার শর্মা। লেখকের ভাষায় ঃ

'উদারতা হাছন রাজা সাহেবের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। মল্লিকপুরের জমিদার গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে জমিদারী লইয়া তাঁহার বিবাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সৌহার্দের অভাব ছিল না। আদালতে মোকদ্দমা হইতেছে, এদিকে দুই জনে বসিয়া খোস গল্প করিতেছেন - এই প্রকার কথা আমরা শুনিয়াছি। উত্তরকালে গোবিন্দ বাবুর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে সাহায্যও করিয়াছিলেন। মহাভারতে পড়িয়াছি দিনে যুদ্ধ হইত রাত্রে এদল গিয়া অপর দলের নিকট মন্ত্রণা চাহিতেন। ঐখানেও আমরা সেই জাতীয় একটি জিনিস দেখিতে পাই।

তাহার সম্বন্ধে অন্য যে একটি গল্প আছে তাহা আরও উদারতার পরিচায়ক।

আয়াত উল্লা নামীয় জনৈক লোক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি পরে মুক্তিলাভ করেন। অবশেষে এ সময় আসে সংস্থানও তাহার ছিল না। এই সংবাদ পাইয়া হাছন রাজা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রচুর অর্থ দান করেন। শুধু তাহাই নহে, আয়াতের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাহাকে নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহা কোনো মস্তিষ্কের খেয়াল নহে, এবং এই উদরতা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া অর্জিত হয় নাই। যে স্থলে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া প্রতিশোধ নিতে পারিতেন সে স্থলে ক্ষমা প্রদর্শনই তাঁহার বাস্তবিক ক্ষমা ও গুণের পরিচায়ক।

তাঁহাদের বাড়ির এক প্রাচীন কর্মচারীর মুখ হইতে একটি গল্প যেরূপ শুনিলাম তাহাই লিখিয়া দিতেছি। "একদিন রাত্রে আমি বাজার হইতে ফিরিতেছি। বর্ষাকালে - মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এমন সময় দেখি ঘোড়াব ঘরে আলো দেখা যাইতেছে। এত রাত্রে ঘোড়ার ঘরে আলো দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?" উত্তর হইল, আমি। এদিকে এসো। গলার স্বরে বুঝিলাম, হাছন রাজা সাহেব। আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম, দেখি এক থাল খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন: সম্মুখে এক বৃদ্ধা, এক যুবক ও দুইটি শিশু ঘাসের উপর পড়িয়া আছে। এখন যায়, তখন যায়, এমন অবস্থা। অনাহারে মরমর হইয়া রহিয়াছে। সাহেব বলিলেন, "আলোটা তুলে ধর"। আমি আলো তুলিয়া ধরিলাম; তিনি তাহাদিগকে যত্ন সহকারে আহার করাইলেন এবং ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা ও যুবকটি মারা যায়: সেই যুবকের ছেলে দুইটি বাঁচিয়া ছিল। একটির নাম রাখা হয় মুসলিম, অপরটির নাম মমিন। তিনি তাহাদিগকে লেখা-পড়াও শিখাইয়া ছিলেন। মমিন মারা গিয়াছে, মুসলিম এখনও কোথায় যেন কনস্টেবল হইয়া আছে।"

ইতর প্রাণীপর্যন্ত যে তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হইত না, সেই সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।



একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রামপাশা যাইতে ছিলেন। রামপাশার প্রজা তখন বিদ্রোহী। মাঠের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক স্থানে কতকগুলো বিড়ালের বাচ্চা পড়িয়া আছে। অসহায় শাবকগুলি দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া এক এক করিয়া শাবকগুলি কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর নিকটবর্তী এক বাড়িতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের হাতে দশটি টাকা গুনিয়া বলিলেন, "তুমি এই বাচ্চাগুলি পালন কর, বাকী যা খরচ হয় আমার কাছ থেকে নিয়ো।" তাঁহার এই গল্প শুনিয়া রামপাশার বিদ্রোহী প্রজাদের মন গলিয়া গেল। তাহারা ভাবিল, এমন দরদী যিনি, তাঁর সঙ্গে বিবাদ করা অনুচিত।" এবং সেই দিনই যাহার যাহা খাজনা বাকী ছিল তাহা পরিশোধ করিল।

তাঁহার বাড়ির লোকের কাছ হইতে জানা গিয়াছে তিনি মাছি ও পিঁপড়ার প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক দয়াগুণ তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল। স্বতন্ত্র পংক্তি [শ্রী প্রভাত কুমার শর্মা : ভূমিকা : হাছন উদাস]



একজন প্রেমিকের মন

ড. মোমেন চৌধুরী

একটি সময় থাকে, যখন মানুষের জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-বিলাস, বৈষয়িক প্রতিপত্তি এবং ইহলৌকিক জীবন-যাপনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থাকে। মোহ থাকে। বস্তুগত চাওয়া-পাওয়ার ভেতরে সে জীবনের সার্থকতা খোঁজে। হাছন রাজা এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি, যৌবনের খরস্রোতে তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধ প্রায় ক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে। তখন তিনি তাঁর নির্বাধ চলার গতিকেই পার্থিব মোক্ষলাভের উপায় ভেবেছেন। বয়সের পড়ন্ত বেলায় তাঁর চোখের উপর থেকে মোহের পর্দা ক্রমান্বয়ে অপসারিত হতে শুরু করেছে। তখন থেকে পার্থিব জীবনের কর্ম-কোলাহল তাঁর কাছে অসার বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, এর সবকিছুই "ভবের জঞ্জাল"। তাঁর এই বোধ ও উপলব্ধি তাঁর একাধিক গানে ব্যক্ত হতে দেখি।

কিসের বাড়ি কিসের ঘররে কিসের জমিদারী
সঙ্গের সঙ্গীরা নাই তোর কেবল একাশ্বরী।।
ঐ যে তোমার দশ জন সুন্দর সুন্দর স্থিরি।
কেহ নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি।।
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের লক্ষণছিরি।
(আরে), কিছুই কিছুই নয়রে, সকলি গৌরহরি।।

তাঁর এই উপলব্ধি থেকে বোঝা যায়, তখন থেকে মর্তপ্রেমের যাবতীয় বন্ধন হতে তিনি মুক্তি চেয়েছেন। পরম পুরুষের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর্চক্ষুকে একাগ্র করেছেন। এভাবেই একজন মরমী কবির মর্তপ্রেম থেকে ঐশীপ্রেমে উত্তরণ প্রত্যক্ষ করি।

হাছন রাজার বহিরাবরণে ছিল রাজকীয় জৌলুস। পোশাকে-আশাকে-আচরণে তিনি তার প্রমাণ রেখে গেছেন। অহংকার করার মতো পেয়েছিলেন রূপৈশ্বর্য। 'রাজা' নামের সাথে আছে তাঁর অঢেল বিত্ত-বৈভব আর প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি। এ সবই সত্য। কিন্তু তারই ভেতরে অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে ফকির হাছন রাজার আবির্ভাব একটি সুনির্দিষ্ট অবয়ব নিচ্ছিল। তাঁর মনো-জগতে এই যে পরিবর্তনের হাওয়া, তা প্রত্যাশিত ছিল। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা এর সমর্থন পাবো।



জানা যায়, নারীনন্দিত রূপের অধিকারী হাছন রাজার নারীপ্রীতি ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তাঁর একাধিক বিয়ে, বহু নারী-পরিবৃত্ত হয়ে নাচগানের আসর এবং নৌবিহার তারই নিদর্শন। তবে এ কথাও ঠিক, সেখানে তাঁর ভোগ-বিলাসের পরিপূর্ণ পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায় না। আমরা দেখি সেখানে একজন কামগন্ধহীন প্রেমিক হাছন রাজাকে। দিলারাম নাম্নী একজন মহিলা এবং যে ব্রাহ্মণ কন্যা সদ্য বিবাহিতা হয়েও স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করে হাছন-সান্নিধ্যে এসেছিলেন, ভোগস্পৃহ হাছন রাজা তাঁদের প্রতি ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ। অপরদিকে জমিদার হাছন রাজা বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার্থে ছিলেন প্রতিপক্ষের প্রতি কঠোর; কখনো কখনো নির্মমও। আবার চরম শত্রুর দুঃখ-কষ্টও তাঁকে ব্যথিত করতো; মর্মপীড়া ঘটাতো। দেখা গেছে, তিনি তাকে আশ্রয় দিয়ে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে তার পুরো পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এভাবে আমরা যদি তাঁর হৃদয়ধর্মী আচরণকে বিবেচনায় নিয়ে আসি, দেখতে পাবো, ভোগস্পৃহতার পাশাপাশি ভোগনিস্পৃহতায়, হৃদয়ধর্মের উদারতায় উত্তরণের প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছিল। এও আমরা লক্ষ্য করি, ভোগ-বিলাসে সৌখিনতায় কোথাও তাঁর অপ্রাপ্তির আঁচড় না পড়লেও অতৃপ্তির বিষাক্ত ছোবলে তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা। তাঁর চারপাশে এত জন-কোলাহল, তাঁকে ঘিরে স্বজন-পরিজন থেকে অনুগৃহীত ব্যক্তিরাও ভিড় করেছে; তাঁর জীবনে সমাবেশ ঘটেছে একাধিক সুন্দরী নারীর; অথচ এত কিছুর ভেতরেও তাঁর একাকীত্ব ঘোচেনি। বহুর ভেতরে থেকেও এই যে নিঃসঙ্গতাবোধ, তাই তাঁকে পরিণতিতে অন্তর্মুখী করেছে। দেহের মাঝে যে মন তিনি লালন করতেন, সেখানে বাস করতো এক ফকির— হাছন ফকির। তিনি সেখানে বস্তু ভিখারি নন, অন্তরের অন্তরতম পরম পুরুষের প্রেম ভিখারি। তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি তাঁর গানে।

ধনের কাঙ্গাল নইরে ঠাকুর, দুনিয়ার কাঙ্গাল নই।
অন্যের কাঙ্গাল নইরে ঠাকুর, তোমার কাঙ্গাল হই।।
না চাই ধন, না চাই জন, না চাই সংসার।
মনে চাহে সদাই দেখি, তোমার দিদার।

জানা যায়, তিনি একজন কামেল পীরের মুরিদ হয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর কোন গানে তাঁর পীরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। মরমী কবি ফকির লালন সাঁই গুরুবাদী ছিলেন। তাঁর বহু গানে তিনি তাঁর গুরু বা মুর্শিদ সিরাজ সাঁইয়ের নাম ভণিতায় উল্লেখ করেছেন। হাছন রাজা তাঁর পীরের নিকট থেকে আধ্যাত্মবাদের পাঠ পেয়েছিলেন কিনা, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি মুর্শিদ হিসেবে যাঁকে স্মরণ করেছেন, তিনি কোন মানব-অবয়বধারী ব্যক্তি নন। তাঁর মুর্শিদ স্বয়ং নিরাকার আল্লাহ্।

ওবা মুর্শিদ আল্লাজি ওবা হাদি আল্লাজি,
আমারে ভাসাইলায় বা আল্লাহ ভব সিন্ধু নীরে।।
বঞ্চিতে না পারি আমি তিলেক মাত্র তীরে।।
হাছন রাজা বলে মুর্শিদ কর তার উপায়।
ভব সিন্ধু উদ্ধারিয়া, রাখ রাঙ্গা পায়।।



তাঁর মর্ত-জগত থেকে আধ্যাত্ম-জগতে পদার্পণ করার একাধিক জনশ্রুতি আছে। সেগুলো আদৌ তথ্যনিষ্ঠ কিনা, বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তাঁর সময়ে সুফী ও বৈষ্ণব ভাবধারা বেশ প্রবল ছিল। সেকালে বিভিন্ন সাধকগীতিকারের সিলেট অঞ্চলে উপস্থিতি তা প্রমাণ করে। হাছন রাজার ভাবরাজ্যে এ দুই ধারার যে প্রভাব পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

হাছন রাজা তাঁর প্রেমাস্পদকে বলেছেন 'অন্তরিয়া'। অন্তর্লোকে যাঁর বাস; অন্তরে যাঁকে তিনি উপলব্ধি করেন: মানসচক্ষু দিয়ে যাঁকে দেখেন, তিনিই তো হাছন রাজার অন্তরিয়া। 'মনের মানুষ'-এর এই প্রতিশব্দ হাছন রাজারই উদ্ভাবন। এই অন্তরিয়াই হাছন রাজার আল্লাহ্, খোদা, মৌলা, হরি, গৌরহরি শ্যাম, ঠাকুর, প্রাণবন্ধু। তিনিই তাঁর মুর্শিদ। তিনিই তাঁর প্রেমাস্পদ। তিনিই তাঁকে ভব-তরঙ্গ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। তিনিই তাঁকে দিদার দিয়ে 'প্রেমের আগুন' নেভাতে পারেন। সেই অন্তরতমের

পিরীত মোরে করিয়াছে দেওয়ানা।
হাছন রাজা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা।।
আরি পরি সকলেরই হইয়াছে জানা।
হাছন রাজার লাগিয়াছে শ্যাম পিরীতির টানা।
হাছন রাজা শুনে না তোর কট্ মুল্লার মানা।

তিনি গভীরভাবে খোদা প্রেমে প্রত্যয়ী। তাঁর মতে, প্রেমহীন বাহ্যিক কৃত্যাদির দ্বারা খোদা-প্রাপ্তি অসম্ভব। তাঁর গানে সেই প্রত্যয়েরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে।
পাবে না পাবে না খোদা নামাজ রোজা হইলে।।
খোদা যদি ধরতে চাও, তাঁর সঙ্গে পিরীত বাড়াও।
মিলিবে মিলিবে খোদা, প্রেমে তাঁর মজিলে।।
মিলবে নারে প্রাণের খোদা তছবি টনকাইলে।
মিলবে না মিলবে না খোদা নাম তাঁর লইলে।।

প্রেমে একাগ্রতা না থাকলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাঁর সাথে প্রেমের বাঁধনটা এমন হতে হবে, যাতে ছুটে না যায়। তারপর :

একমনে তাঁর প্রেমেতে যাইওরে মজিয়া
দৃঢ় মনে প্রেম করিও বুঝিয়া সুজিয়া
দিন রাইতে তাঁর পানেতে রইও রে চাহিয়া।
তিলে পলে কোন কালে না থাকিও ভুলিয়া।
থাকিও থাকিও হাছন রাজা, দিল লাগাইয়া।
প্রাণ বন্ধে লইবে তোরে কোলে উঠাইয়া।

সেই খোদাকে কঠোর সাধনার ভেতর দিয়ে যখন তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখেন, প্রেমহীন ব্যক্তিরা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের উদ্দেশে হাছন রাজা বলেন :

হাছন রাজা সদায় দেখে আল্লা
কি বুঝিবে রে মোল্লা,
হাছন রাজা সদায় দেখে আল্লা-
আল্লা বিনে কিছু নাই ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ।
হাছন রাজা গান গায় হইয়া ফানাফিল্লা।।
দিলে জানে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কি বুঝবে রে মোল্লা।।

সেই আল্লাহর রূপ-স্বরূপ অন্তর্লোকে দিলের চক্ষে চেয়ে দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে যান। যেদিকে তাকান সেদিকে আল্লাহকে দেখেন। উপলব্ধির এমন সীমায় এসে পৌঁছান, যখন পরমাত্মার সাথে নিজ আত্মাকে আর আলাদা করে দেখতে পারেন না। তখনই ঘটে আত্মতত্ত্বের চরম প্রকাশ। যে পর্যায়ে পৌঁছে মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন 'আনাল হক'। আমি সত্য। নিজকে জানার ভেতর দিয়ে আল্লাহকে জানাই হলো শেষ কথা। হাছন রাজার 'আমি'র ভেতর দিয়ে আত্মদর্শনের সেই চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে।

বিচার করিয়া চাহিয়া দেখি সকলই আমি।
সোনামামী সোনামামীগো। আমারে করিলায় বদনামি।।
আমি হইতে আল্লা রছুল আমি হইতে কুল।
পাগলা হাছন রাজায় বলে, তাতে নাই ভুল।।
আমার হইতে আসমান জমিন আমা হইতেই সব।
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব।।---
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাছন রাজায় আপন চিনিয়ে এই গান গায়।।

সাধক হাছন রাজার এই উপলব্ধি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আকৃষ্ট করেছিল। হাছন-মানসকে তুলে ধরার জন্যে এই গানটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন। একজন উঁচু স্তরের মরমী সাধক হিসেবে হাছন রাজাকে চিনতে তিনি ভুল করেননি।



হাছন রাজার মরমী সঙ্গীতভুবন

আবুল আহসান চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যেসব লোককবি ও মরমীসাধক দেশে-বিদেশে পরিচিত ও প্রখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মরমী কবি হাছন রাজা অন্যতম। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন-মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ-সুত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন ঃ

'মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান ও জমিন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়।

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনিভাবে বলিয়াছেন যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলামরে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।'

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট লেকচারেও তিনি হাছন রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও উল্লেখের পরই সুধীসমাজে হাছন রাজা সম্পর্কে আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। বাউল-শিরোমণি লালন সাঁই সম্পর্কেও এমনই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার পরই লালনের প্রতি বিদ্বদ্‌সমাজ আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে প্রভাতকুমার শর্মা, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন- এঁরা হাছন রাজা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে যাঁরা হাছনচর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সৈয়দ মোস্তফা আলী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, রণজিৎকুমার সেন, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, বদিউজ্জামান, আবদুল হাই, প্রীতিকুমার চন্দ্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।



হাছন রাজার জীবনকথা থেকে জানা যায়, তিনি ১৮৫৪ সালের ২৪ জানুয়ারি (৭ পৌষ ১২৬১) সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী লক্ষণশ্রী (লক্ষণছিরি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জ রত্নগর্ভা, হাছন- রাধারমণ-শাহনূরের স্পর্শধন্য। এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মরমী সুর। লালনের জন্মগ্রাম ভাঁড়-়ারার মতো হাছনের জন্মভূমি লক্ষণশ্রীও আজ দেশখ্যাত। তাঁর গানেও লক্ষণশ্রী গ্রামের উল্লেখ আছে। হাছনের পিতার নাম দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী। আলী রাজা ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। তাঁদেরই একজন বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহদেব মতান্তরে বাবু রায় চৌধুরী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হাছন রাজার পূর্বপুরুষের অধিবাস ছিলো অযোধ্যায়। সিলেটে আসার আগে এঁরা দক্ষিণবঙ্গে সম্ভবত যশোর জেলার অধিবাসী ছিলেন। হাছন রাজা দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ছিলেন। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথাও শোনা যায়। ৬৮ বছর বয়সে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে (২২ অগ্রহায়ণ ১৩২৯) হাছন রাজা লোকান্তরিত হন।

লালন সাঁইয়ের মতো হাছন রাজাকে নিয়েও ভিন্নমত আছে— আছে নানা কিংবদন্তি। হাছন রাজার মত ও পথ নিয়েও বিতর্ক আছে। তিনি বাউল না সুফী, নিরীশ্বরবাদী না সর্বেশ্বরবাদী- এসব কূটতর্কের মীমাংসা সহজ নয়। তবে এসব তর্ক ছাপিয়ে হাছনের বড়ো পরিচয় সঙ্গীতকার হিসেবে - মরমী কবি হিসেবে। সঙ্গীতই ছিলো তাঁর জীবনবেদ। নিজেই একটি গানে বলেছেন:

হাছন রাজায় কসম দেয় আর দেয় মানা
আমার গান শুনবেনা যার প্রেম নাই জানা।।

অর্থাৎ অরসিকের কাছে তিনি তাঁর মনের ঝর্ণা খুলতে রাজী নন। লালন-বাউলও এই কথাই বলেছেন, 'খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে'।

শুধু হাছন রাজাই নন, তাঁর পরিবারের অনেকেই কাব্য ও সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাছনের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছহিফা বানু, যিনি হাজি বিবি নামেই পরিচিত, তাঁরও বহু গান কবি, "ছহিফা সঙ্গীত" নামে তাঁর একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ছহিফা বানুর সঙ্গে হাছন রাজার সুসম্পর্ক ছিল না। বিষয়-আশয়ই হয়তো এই অমিলের কারণ। ছহিফার গানেও এই রেষারেষির আঁচ পাওয়া যায়:

হাছন রজানে আয়ছে জুলুম কিয়া
এতিম বেকছ কো লে খে আতস মে ঢাল দিয়া।
মালো মিলিকা আয়ছে লালচ হুয়া
বেকছ এতিম পর জরা রহম না কিয়া।।

ছহিফার এই বক্তব্য সত্য হলে মানতেই হয় হাছন রাজা জমিদার হিসেবে কম অত্যাচারী ছিলেন না। হাছনের দুই পুত্র একলিমুর রাজা ও গনিউর রাজাও কবি ছিলেন। এঁদের মধ্যে কবি ও সঙ্গীতকার হিসেবে একলিমুর রাজা সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সাহিত্য-সাধনায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।



হাছন রাজা কতো গান রচনা করেছিলেন তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। তবে তা প্রায় চার-পাঁচশো হবে বলেই অনুমান। অনেক গান এখনো সিলেট-সুনামগঞ্জের লোকের মুখে মুখে আছে, কালের নিয়মে কিছু হারিয়েও গেছে। হাছন রাজার দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল 'হাছন উদাস' (১৯০৭) ও 'সৌখিন বাহার'। দুটি গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। প্রথম মুদ্রণের পর 'হাছন উদাসে'র আরেকটি সংস্করণ (১৯২৬) প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি 'হাছন বাহার' নামে আরেকটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিলেটের 'আল-ইসলাহ' পত্রিকায় হাছনের অনেক গান প্রকাশিত হয়েছিল। হাছনসহ সিলেট অঞ্চলের অন্যান্য মরমী কবির জীবনী ও গান সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হাছন উদাসে' বেশ কিছু গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে প্রভাতকুমার শর্মার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। বোধ করি হাছন সম্পর্কে এটিই প্রথম রচনা। হাছনের গান তত্ত্বমূলক, সকলেই যে এর রস গ্রহণে সক্ষম তা তিনি ভাবেননি। একটি গানে হাছন জানাচ্ছেন:

আমি করিরে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবেনা
কিরা দেই কছম দেই আমার বই হাতে নিবেনা।

হাছনের অপর গ্রন্থ, 'সৌখিন বাহার' সম্পর্কে সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেছেন, "বইখানির আলোচ্য বিষয় স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও 'কুড়া' পাখির আকৃতি দেখে প্রকৃতি বিচার। বইখানি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা।" এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গ্রাম্যতা ও যৌনাচার-রসে জারিত বলে অনেকের ধারণা।

হাছনের গানে ঈশ্বরনুরক্তি, অনিত্যতার সংসার ও সাধন-ভজনে অক্ষমতার খেদোক্তি- এই বিষয়গুলোই প্রধান। তাঁর গানে সিলেটের আঞ্চলিক শব্দ ও ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এই গানের সুর ও ভাবের আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় ভিন্ন অঞ্চলবাসীরও রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয় না। হাছনের গানে ভণিতা ব্যবহারের দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে: - একই গানে একাধিকবার ভণিতা-প্রয়োগ এবং বহুগানের প্রথম চরণেই ভণিতা - ব্যবহার। অন্যান্য মরমী কবিদের বেলায় সাধারণত দেখা যায় ভণিতা একবারই করা হয় এবং তা প্রায়শই গানের শেষ চরণে।

হাছনের গানের মধ্যে তাঁর জীবন-দর্শন ও মানস-পরিচয় প্রতিফলিত। তাঁর গানে তিনি কখনো 'বাউল' কখনো বা 'পাগল' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাধ- ভজনের দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক বাউল না হলেও ধ্যান-ধারণায় বাউলদের সমানধর্মা ছিলেন। জীবন ও জগতের মরমী রূপকার হিসেবে তিনি লালন সাঁইয়ের সঙ্গে তুলিত হতে পারেন। কি জীবনে কি শিল্পে তিনি ছিলেন সর্বমানবিক আদর্শের প্রতিপোষক; সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলো তাঁর স্থান। তাঁর পরধর্ম- সহিষ্ণুতার কথা সিলেট-সুনামগঞ্জের লোক এখনো স্মরণ করে থাকেন। তিনি বেশ কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করেন।

হাছন ছিলেন সন্ন্যাসী - রাজা; রাজর্ষি। যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করলেও পরবর্তীকালে তিনি সংযমী হয়েছিলেন। বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর ঘরবাড়ি, আসবাবপত্রের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত দীন। এ বিষয়ে কেউ অনুযোগ করলে তিনি গাইতেন তাঁর এই

বিখ্যাত গানটি :

লোকে বলে বলেরে ঘরবাড়ি ভালা না আমার।
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরও মাঝার।।
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকবো আর।
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাক্না চুল আমার।।
এই ভাবিয়া হাছন রাজায় ঘর-দুয়ার না বান্ধে।
কোথায় নিয়া রাখবো আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।।

হাছনের এই গান আধুনিককালের একজন কবিকেও উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রাণিত করেছে কবিতা রচনায়। সেই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'হাছন রাজার বাড়ি' কবিতায় বলেছেন:

কও তো হাছন রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা-
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা।

এই অনিত্যতার সংসারে, হাছন জানে, জীবন দুদিনের; এই আছে এই নেই। তবু তো মন রঙ্গরসে দিন কাটাতে চায়, পারের ভাবনা ভাবেনা। কিন্তু-

যখন মরিয়া যাইবা মাটিত হইব বাসা
তখন কোথায় রইব রঙ্গের রামপাশা।
জমিদারি-ঘরবাড়ি কিছুই থাকবেনা,- 'না রহিব ঘরবাড়ি না রহিব সংসার'।

চিরকাল তো কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর কোন স্বত্বই আর বহাল থাকেনা। এই ভব-সংসারে মায়ায় মত্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তার করণীয় কাজ কিছুই করা হলো না। মূঢ় মানুষের চোখে পরানো থাকে সংসার-রঙ্গের ঠুলি। আত্মগ্লানি হাছনকে বিহ্বল করে তোলে :

আশয়-বিষয় পাইয়া হাছন তুমি কর জমিদারী
চিরদিন থাকবেনি হাছন রাজা লক্ষণছিরি।

জীবন-সায়াহ্নে এসে হাছনের আক্ষেপ জাগে মনে, পরমপুরুষের সাধন ভজন যে কিছুই হলো না। শোচনাদগ্ধ হাছন বলেন :

দিন গেল হেলে-দুলে রাত্রি গেল নিন্দে,
ফজরে উঠিয়া হাছন হায় হায় করি কান্দে রে
এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি :
সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো।

হেসে খেলে দিন চলে গেলো, সাঁঝবেলাতে পারঘাটায় বসে আছে হাছন। তাঁর এই দুর্দশার জন্যে তাঁর ছ'জন গৃহশত্রুই কি কম দায়ী। হাছন কেমন করে তাঁর নাম নেবে, সময় কোথায়; কেননা-



স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ি পুত্র হইল খিল
কেমনে করিবায় হাছন বন্ধের সনে মিল।

হাছনের আর দোষ কি ; সে তো 'মৌলার হাতের ডুরি', তাকে যেমন ফেরায় তেমন সে ফেরে। অদৃশ্য এক পুতুল নাচের কারিগর সদাই 'খেইড় খেলায়' হাছন রাজাকে দিয়ে।

প্রথম জীবনে হাছন রাজার চরিত্রদোষ দেখা দিয়েছিল। নারী সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তবে বয়োবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রের সব স্খলন-পতন ক্রমশ দূর হয়ে যায়। হাছন রাজা ছিলেন খুব সৌখিন। ঘোড়া কেনা ও পাখি পোষা ছিল তাঁর প্রধান শখ। তিনি ছিলেন খেয়ালি লোক। একবার এক ইংরেজ সাহেবকে তাঁর জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার নিয়োগ করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে বেশ কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। পোশাক-পরিচ্ছেদেও হাছনের সৌখিন স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেতো। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বর্ণনায়, "হাছন রাজা কখনো কখনো জমকালো পোশাক পরতে ভালবাসতেন। ভ্রমণকালে মখমলের পাজামা, জরী খচিত রঙিন চৌগা, চাপকান ও পাগড়ী ব্যবহার করতেন।" হাছন রাজা কখনো কখনো মানুষের কাঁধে চড়ে চলাফেরা করতেন বলেও জানা যায়।

সকল মরমী গানের মধ্যেই একটি অভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়। পথ যাই হোক, লক্ষ্য এক; চেতনাও তাই একসূত্রে বাঁধা। লালনের 'অচিন পাখি'-ই হাছনের 'ময়না পাখি'। এই রূপকের আড়ালে সাধনার গূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। লালন বলেছেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়..
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।।
প্রেমিক হাছনও বলেছেন :
মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে
কান্দে হাছন রাজার মন-মনিয়া রে।।

কিন্তু কই হাছনের যে মুক্তি-পণ দেবে। ভব-কারাগারে বন্দি হাছন রাজা তাই ব্যাকুল সুরে বলে :

মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশির মাঝারে
লালে ধলায় বন্দি হইলাম পিঞ্জিরার মাঝারে।

এই 'পিঞ্জিরা' ভাঙার প্রয়াস ও আকুতিই মরমী সাধনা ও সঙ্গীতের মূল বিষয়; তার প্রাণের কথা।



৪র্থ পর্ব

হাছন রাজার অন্যতর সৃষ্টি



সৌখিন বাহার

দেওয়ান হাছন রাজা

ভূমিকা

সুনামগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত দেওয়ান মৌলবী হাছন রাজা চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় বর্তমান সময়ে অতি প্রতাপশালী, বুদ্ধিমান, অমায়িক স্বভাব, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী, সদাশয়, সৎসাহসী, আমিরী স্বভাবাপন্ন এবং সর্ব্বোপরি সৌখিন লোক শ্রীহট্ট জিলায় আর দ্বিতীয় নাই, যাঁহার যে বিষয়ে বহুদর্শন বা অভিজ্ঞতা নাই তাহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে; হস্তক্ষেপ করিলে তাহার বিড়ম্বনা মাত্র। কোড়া, দোয়েল, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়ে তাহার বিশেষ বহুদর্শন এবং অভিজ্ঞতা আছে। কোড়া শিকারে বর্তমান সময়ে তিনি অদ্বিতীয়। ইহাতে বৎসর বৎসর তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। সাহেবদের দুই তিন হাজার টাকা মূল্যের ঘোড়ার সহিত তাঁহার সামান্য ঘোড়াগুলি কীরূপ বাজি মারে, তাহা শ্রীহট্টবাসীদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কোড়া, দোয়েল, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি তিনি বিশেষ প্রকার পরীক্ষা করিতে পারেন, সেই জন্য অনেক বন্ধুর পরামর্শে ভবিষ্যৎ সৌখিনদের জন্য তিনি এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সৌখিন মহলে ইহা আদৃত হইলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক মনে করিবেন। সৌখিন লোকের আসক্তি কোন দিন আল্লার দিকে প্রধাবিত হইবে এবং তাঁহার মুক্তিও অবশ্যম্ভাবী।

- জনৈক সৌখিন বাহার

[দ্রষ্টব্য : এই বইয়ের (সৌখিন বাহার) প্রিন্টার্স লাইন পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকাশকাল উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।]



কোড়া পাখীর বর্ণনা

আল্লা আল্লা বল ভাই, আল্লার নাম সার।
মোহাম্মদ মুস্তফার নামে, হইয়া যাইবায় পার।।
ভালা বুরা কোড়ার যত, করিব বয়ান।
না লেখিলে তুষ্ট নাহি, হয় মন প্রাণ।।
বহুৎ শিকারী যে, কোড়া নাহি চিনে।
তে কারণে আইব খাতা, লিখতে হইল মনে।।
সাঃ গেজা চিটের কোড়া, অতিশয় ভাল।
নাগুয়া কোড়ায় যে, ঠেকায় জঞ্জাল।।
ডাইনে আড়া চিটের কোড়া, অতি উত্তম হয়।
বাউয়ে আড়া চিটের কোড়া, মন্দ যে নিশ্চয়।।
পিঠুয়া চিটের কোড়া, অতিশয় ভাল।
মন্দও আছে তাতে ঠেকায় গোলমাল।।
বড় চিটের কোড়া মন্দ জানিও নিশ্চয়।
মধ্যমান চিটের কোড়া, অতি উত্তম হয়।।
লুলকিয়া চিটের কোড়ার ভাল হয় স্বভাব।
কিস্থিয়া চিটের কোড়ার কম হয় রওয়াব।।
ছোট চিটের কোড়া দোষী, গুণ তার কম।
সেই কুড়া খরিদ কৈলে, মনে সামায় গম।।
টান লাল চিটের কোড়া, হয় মন্দকার।
ডগ ডগা লাল চিটের কোড়ার, গুণের নাই সমার।
বেশী ধলা চিটের কোড়া, ভাল নাহি হয়।
খালদার চিটের কোড়ায় না করিও ভয়।।
বড় চাপার কোড়া ভাল, জানিবায় ভাই।
ছোট মুখের কোড়া মন্দ, জানিবায় তাই।।
বড় মাথার কোড়া হইতে, মধ্যম মাথা ভাল।
ছোট ঠোঁটের কোড়া যে, ঠেকায় জঞ্জাল।।
সাঃ পর মাথাত হইলে, খাছলত হয় ভালা।



আঠালিয়া হইলে কোড়া সকল হইতে আলা।।
আঠালিয়া বলে যে, মাথায় পড়ে রোম।
সেই কোড়া লড়াইতে, করে বড় ধুম।।
লাল চক্ষের কোড়ার গুণ কহন না যায়।
খুনি কোড়া হয়, তারে ধুড়িয়া না পায়।।
লাল চক্ষে পাতলা পানি, যে কোড়ার হয়।
সেই কোড়া মন্দ, তাই জানিও নিশ্চয়।।
পাতলা পানি চক্ষে হইলে, স্বভাব হয় মন্দ।
পাতলা পানির কোড়া মন্দ, জানিও স্বচ্ছন্দ।।
লাল চক্ষের কোড়া যদি ভার পানি হয়।
সেই কোড়া ভাল জানবায়, না করিও ভয়।।
যে সে চক্ষের মধ্যে যদি, পাতলা পানি হয়।
বোরা খাছলত তার, মন্দ স্বভাব হয়।।
উল্টা চক্ষের কুড়ার, দোষের সীমা নাই।
বড় চক্ষের কোড়া ভাল, জানিবায় ভাই।।
খুবলিয়া চক্ষু ধুরা দিল হয় খারাব।
ছফেদ চক্ষের কোড়া ভাল, উত্তম হয় স্বভাব।
ঘোর চক্ষের কোড়ার মত পাঁজি কোড়া নাই।
কাজলা চক্ষের কোড়ার মত ঢুরিয়া না পাই।।
ধুমা গান্ধা লাল চক্ষু বড় বদকার।
কালা চক্ষের কোড়ার যে গুণের নাই শুমার।।
তেড়া চক্ষু কোড়া মন্দ জানিবায় বেশক।
কেরেঞ্জা চক্ষে কোড়া ভাল জানিবায় হক।।
পুড়া লাল চক্ষের কোড়া বড় বোরা হয়।
তাহার খারাবির কথা প্রাণে নাই শয়।।
পিঙ্গলা চৌখি কোড়া অতি নেক্‌ কার।
জোওয়ান মর্দ্দির সীমা নাই হিম্মত অপার।।
শাওলা চক্ষুর কোড়া ভাল তার খেছাল।
শিকারেতে গেলে সে না করে গোলমাল।।



ত্রিপদী

শুন হে মমিন ভাই   ত্রিপদিতে লেখি যাই
কোড়া যত আছে গুণাগুণ
গলা লাম্বা কোড়া আলা   সকল জিনিয়া ভালা
লাড়াই করে অতিশয় বিস্তর
বাটী গলার কোড়া হইলে   লাড়াইতে কম পারে
লাড়াইতে নাই সে উস্তর
বাটী কোড়া ভাল নয়   হাছন রাজা জানিয়া কয়
বাটী কোড়ায় গড়াগড়ি বায়
উঁচা লাম্বা কোড়া ভালা   সকল জি নিয়া আলা
সেই কোড়া হয় জেরাওর
উঁচা কোড়া তারিপ যত   আমি আর লিখিমু কত
জানে তারে মনুহর দেওয়ান
উঁচা কোড়ার মত ভাই   সংসারেতে না পাই
উচা কোড়া হয় অতি গুণি
উঁচা কোড়া জোওয়ান মর্দ্দ   লাড়াই করে বেহর্দ্দ
উচা কোড়া রূস্তম জিনিয়া
উঁচা কোড়ার গুণাগুণ   শিকারী ভাই তোমরা শুন
মালুম আছে আরজু মিয়ার
জালু কনু মিয়া আর   জনো কিছু সারাসার
আবদুচ্ছমদ আর উমদা মিয়ার
উঁচা কোড়া অতিশয়   পানির মাইরে ভাল হয়
পিছের বাট যদি বেশী হয়
হাছন রাজায় বলে ভাই   উঁচার মত কোড়া নাই
উঁচা কোড়া সকল হইতে ভাল।।

পয়ার

উঁচা লম্বা কোড়া ভাল সকল কোড়া হইতে।
বাটী কোড়ার কথা কহি না পারি আর সইতে।
নিচা কুড়া ভাল নয় শুন মমিন ভাই।
পানির মাইরে ভাগিয়া যায় সর্বদাই তাই।।
গাট্টা মোটা কোড়া যদি নিচা বাটী হয়।
পানির মাইরে হারিয়া যায়, জানিও নিশ্চয়।।
ছোট কোড়া যদি উচ্চা লম্বা হয়।
পানির মাইরে তাহার যে, নাই কোন ভয়।।
মধ্যম কোড়া ভাল, শিকার হয় অধিক।
কোন কোড়া ভাল নয় উচার মতাবিক।।
ছোট কোড়া ভাল নয়, জান মূলাস্থূল।
ছোট কোড়ায় শিকার করা কেবল মাত্র ভুল।।
ছোটর মাঝে লাল কোড়া, কিঞ্চিৎ হয় ভাল।
আর যত ছোট কোড়ায় ঠেকায় জঞ্জাল।।
লাল রঙ্গের কোড়া ভাই, অতিশয় উত্তম।
লাল রঙ্গের কোড়া পাইলে, মনে নাই গম।।
সকল ছিফতের মত, লাল কোড়া হয়।
লাউড়ের পাহাড়ে নিলে, না করিবে ভয়।।
বেবদ কোড়া হবে, রুস্তম সমান।
যেখানে শিকারে নিবে, সেখানেই মান।।
অতি গুণী অতি মানি, অতি জোরওয়ার।
লাল কোড়ার গুনের কি, লিখিব সমার।।
সকল শিকারী কহে, কালা কোড়া ভালা।
আমার মতে লাল কোড়া, কালা হইতে আলা।
দশ বিশ কোড়া পালি, কোড়ার জানবেন কি।
হাজারে কোড়া যে, পালিয়াছি আমি।।
কালা রঙ্গের কোড়ার সাজ অতি উত্তম হয়।
বেশী কোড়ার সঙ্গে ডাকা, বড় সংশয়।।
লাল কোড়া হাজার কোড়ার মাঝে ডাকে।
কালা কোড়া দাবিয়া যায় ডাক নাহি রাখে।।
এক কোড়ার মালিক হইলে কালা কোড়া ভাল।



বহু কোড়ার মালিক হইলে, ঠেকায় জঞ্জাল।।
সকল ছিফতে যদি, কালা কোড়া হয়।
তারে খরিদ করতে ভাই, না করিও ভয়।।
আবলক রঙ্গের কোড়া, অতি গুণী হয়।
যে খানে লাড়াইতে যায়, সেখানেই জয়।।
দুধা কোড়ার মত হেন, আর কোড়া নাই।
শিকারেতে জয় হয়, সকল খানে ভাই।।
সকল কুড়া হইতে জানবায়, ছানীদাধ কোড়া ভালা।
আওয়াজ বড় হইলে জান, সকল হইতে আলা।।
ঠোঁট ছোট ছফেদ হইলে, সে কোড়া ও ভাল।
কালা লাল কোড়ায় যে ঠেকা জড়াল।।
মেতিয়া কোড়া মন্দ, জানিবায় সবায়।
বাঘ শাওয়াল কোড়া যে, পাওয়া নাহি যায়।।
বুক পিঠ লাল কোড়া, সকল হইতে ভালা।
লাল কোড়া জানিবায়, সকল হইতে আলা।।
ফুট কুরা কোড়া যে, সাজ ভাল হয়।
দুধা কোড়া দেখলে আমার, খুস হয় হৃদয়।।
ছফেদ কোড়া বক শাওয়াল, শুন মমিন ভাই।
আবলক কোড়া বাঘ শাওয়াল, জানিবায় তাই।।
লাল কোড়া বিল শাওয়াল জানিবায় হক।
কালা কোড়া মেঘ শাওয়াল, জানিবায় বেশক।।
চাড়ালিয়া কোড়া মন্দ, জানিবায় বেশক সবায়।
চাড়ালিয়া কারে বলে, সাং দুম ফেলায়।।
যে কোড়া দুমের খত, দুম নাহি রাখে।
খরিদ না করিও ভাই, সেই কোড়াকে।।
ডিমবন্দ কোড়া যদি, দুম ও ফেলায়।
তার জন্য কিছু মাত্র, নাহি আসে যায়।।
বিরবন্দে ভাল হবে, জানিবায় বেশক।
উড়তা কোড়া ভাল নয়, জানিবায় হক।।
এক কোড়ার মালিকের লাগি উড়তা কোড়া ভাল।
বহুৎ কোড়ার মালিক হইলে, উড়তার লাগি জ্বল।।
উড়তা কোড়ার স্বভাব মন্দ, মোদের হয় ভয়।
উড়তা কোড়া বড় পাজি, হাছন রাজা কয়।।



ঠাসা পরের কোড়া ভাল, জোর হয় বিস্তর।
পাতলা পরের কোড়া মন্দ, কম তার জোর।।
লরিয়া কোড়া ভাল জানবায় ঠিকানা।
বুক চিরা কোড়া কিনতে করিলাম মানা।।
বুক চিরা কোড়া মন্দ, বড় হারামজাদা।
কখনই তাহার বুক, না হইবে সাদা।।
বুক চিরা পাতলা পানি কাল পাইয়া হয়।
থান মানিবে সে জানিও নিশ্চয়।।
ছফেদ পায়ের কোড়া ভাল সকল হইতে আলা।
কাল পাইয়া কোড়া হইলে হইল এক জ্বালা।।
লাল রঙ্গ পাও হইলে জোর হয় কম।
জর্দা রঙ্গের পাও হইলে কোড়া হয় নরম।।
কচুয়া রঙ্গের পাও হইলে গুণের নাই হদ্দ।
ছফেদ রঙ্গে কচুয়া পাও বড় জোওয়ান মর্দ।।
ছফেদ পায়ের মধ্যে যদি কচুয়া ছাট হয়।
তার মত কোড়া নাই হাছন রাজায় কয়।।
চিকনা পাও ভালা জানবায় রুটা পাও মন্দ।
খর খটা পাও ভাল জানবায় করিও পছন্দ।।
চাট পাইয়া কোড়া ভাল গোল পাও দোষী।
বেত পাইয়া কোড়া পাইলে মনে হইও খুশী।।
বেত পাইয়া কোড়ার বান্দ বড় মজবুত হয়।
গোল পাইয়া কোড়ার বন্দি অতি নরম হয়।।
যে কোড়ার পায়ের আঙ্গুলের আগা হয় ক্ষীণ।
সে কোড়াকে কখনই না বাসিও ভিন।।
আগা ক্ষীণ আঙ্গুলের কোড়ার বান্দ হয় উত্তর।
আগা মোটা অঙ্গুলীর যে বান্দ নাই বিস্তর।।
ছফেদ নখের কোড়া ভাল জানিবায় বেশক।
কালা নখের কোড়া মন্দ জানিবায় হক।।

মুখ ছোট কোড়া মন্দ, ডাকে দাবিয়া যায়।
আধা পয়সায় পাইলে খরিদ, না করিও তায়।
মুখ ছোট হইলে যদি, আওয়াজ উত্তম হয়।
সেই কোড়া জানিবায়, বিশেষ মন্দ নয়।।



সকল তার মধ্যে আওয়াজ, জানিবায় মূল।
আওয়াজ বড় হইলে কোড়ায়, নাহি করে গুল।।
ঠোঁট বাটী কোড়া মন্দ, জানিবায় মূল।
মোটা ঠোঁটের কোড়া ভাল, নাহি তাতে ভুল।।
উন্দা হইয়া ডাকে কোড়া অতি মন্দকার।
খাড়া হইয়া ডাকে কোড়া বড় গুণ তাহার।।
বড় ডাকের কোড়া ভাল, হয় নেকবক্ত।
লড়াই করিতে সেই, হয় বড় শক্ত।।
দলানী ডাকের কোড়া, অতি উত্তম হয়।
লড়াইতে গেলে সে, করে দিগ্বিজয়।।
বড় আওয়াজ মিঠা হইলে, কোড়া হয় গুণী।
সে কোড়া অতি জোরি, তার নাম খুনী।।
টান ডাকের কোড়া মন্দ, জানিবায় বিশেষ।
কুখেছাল হয় কোড়া, কহি সবিশেষ।।
তোতিয়া উরা কোড়া অতি নেকবক্ত হয়।
তোতিয়া উরা কোড়ার লাগি, দগধে হৃদয়।।
কোন কোনা ডাকের কোড়া, হয় মন্দকার।
কুখাছলতের তারা কি করমু সমার।।
আবরা কোড়া তা নয় হয় জোওয়ান মর্দ।
লড়াই করিতে সে, পরে বেহর্দ।।
ছোট আওয়াজের কোড়া, ভাল নাহি হয়।
মন্দ স্বভাব তার, জানিবায় নিশ্চয়।।
মিঠা আওয়াজের কোড়া, হয় নেককার।
মিজাজ ভাল হয় তার, গুণ হয় অপার।।
টন্‌টনা আওয়াজের কোড়া হয় কুখেছাল।
যেখানে সেখানে সে করে গোলমাল।।
বেট্‌বেটা আওয়াজের কোড়া, হয় কিছু ভাল।
ভট্‌ভটা ডাকের কোড়ায়, ঠেকায় জঞ্জাল।।
গা ভরিয়া আওয়াজের কোড়া, অতি ভাল হয়।
আওয়াজেতে সেই কোড়া, রওয়াব কম হয়।।
ফেটাৎ ফেটাৎ ডাকে কোড়া, অতি দুরাচার।
কেউ কেউ ডাকে কোড়া, গুণের নাই সমার।।
টেক্ টেক্ ডাকে কোড়া বড় হারামজাদ।



ছেচা ডাকের কোড়া পাইলে, মনের পুরায় সাধ।।
ঢক্ ঢকা আওয়াজের কোড়া ভাল নাহি হয়।
গলা ভাঙ্গরা কোড়া হইলে, সকল খানে জয়।।
পটুৎ পটুৎ ডাকের কোড়া, বড় উত্তম হয়।
দুই কিছিম আওয়াজে ডাকলে, অতি উত্তম হয়।।
নাকুয়া আওয়াজের কোড়া, বড় বদ্‌বক্ত;
শের আওয়াজেব কোড়া, যুদ্ধে অতি শক্ত।।
শের আওয়াজের মধ্যে, জাঞ্জ যদি হয়।
তার মত কোড়া নাই, হাছন রাজা কয়।।
গুণ গুণা আওয়াজের কোড়া, খারাপ স্বভাব হয়।
উল্টা ঘুঙ্গুরের কোড়া, বড় নেক হয়।।
এক হারা ঘুঙ্গুর হইতে, জোড় ঘুঙ্গুর ভালা।
উল্টা ঘুঙ্গরের কোড়া, সকল হইতে আলা।।
ফেচ্চুৎ ফেচ্চুৎ ডাকে কোড়া, অতি দুরন্তর।
সেই কোড়া বাড়িতে থাকলে, ঘরের বাহির কর।।
টানী টানী ডাকে কোড়ার, জোর হয় অধিক।
থাকি থাকি ডাকে কোড়া জোর মওয়াফিক।।
ডাকাইলে না ডাকে কোড়া, সকল হইতে আলা।
বাড়িতে কম ডাকুরা কোড়া, মুলুক হইতে ভালা।
পাতায় নাহি ডাকে কোড়া, হুরুইন দিয়া মার।
বিহানে উঠিয়া মুখ না দেখিবায় তার।।
মোটা দুমের কোড়া, দোষী, জানিবায় বেশক।
ছোট দুমের কোড়া ভাল, জানিবায় হক।।
বতক দুমী, কাউয়া দুমী, যত কোড়া হয়।
তাহার মধ্যে কচিৎ দুই এক, ভাল যেন হয়।
তির দুমী, সা দুমী, কোড়া নেককার।
সেই কোড়া অতি ভাল, গুণের নাই সমার।।
একদিন যেই কোড়া, রণেতে ভাগীল।
জোরওয়ার কোড়া হইলে, খারাপ হইয়া গেল।।
ভাগীয়া ফিরে কোড়া, অতি কম জোর হয়।
সেই কোড়া খরিদ করবার, মনে নাহি লয়।।
অধিক ডাকে কোড়ার, জোর হয় অতি কম।
সেই কোড়া খরিদ কৈলে, মনে থাকে গম।



মিলের কোড়া অতি ভাল, জানিবায় ভাই।
বেমিলা কোড়ার মত, হারাম জাদা নাই।।
ছট্‌কা কোড়া অতি ভাল, ছটকিয়া যেই ডাকে।
দুইশত টাকায় পাইলে, হাছন রাজায় রাখে।।
ছটকার মত কোড়া নাই, হাছন রাজায় রাখে।
ছটকি বটকি ডাকে কোড়া, সকল খানে জয়।।
খান নাহি মানে কোড়া, আসমানের নিচে।
মরিয়া যাবে ভাগীবে না, কোড়া মাইরের বিচে।।
ভালা ভালা যত ছিফত সকল মিলাইয়া।
উঁচা, মোটা ডাকের কোড়া, খরিদ করিও মিঞা।
সকল ছিফতের কোড়া, কচিৎ মন্দ হয়।
কচিতের সঙ্গে লগ নাই, হাদিছেতে কয়।।
সকল ছিফতে যদি, কোড়া পাও ভাই।
গৃহস্থ যদি ভাল রাখে তার সমান নাই ।।
যতইতি শিকারী ভাই, যত খাছ আম।
সকল মমিনের পদে, অধমের ছালাম ।।
যতইতি লিখিলাম সব জানিবায় হক।
শত শত কোড়া পালি জানিবায় বেশক।।
কোড়ার গুণ যত আমি, জানিয়াছি ভাই।
আমার মত জানে লোক, বেশী দেখি নাই।।
দেওয়ান মনোহর আলী, বড় জমিদার।
তিনি কিছু জানিয়াছিলা, কোড়ার সারাসার।।
মছলন্দ আলীর বেটা, কুমিল্লা জেলায়।
মান্যমান জমিদার, সরাইল পরগণায়।।
দুই এক কোড়া পালি, চিনবার দাবী করে।
তারে কি লিখিমু আমি, আকলে না ধরে।।
এম, এ পাশ ব্যক্তির কাছে, এ, বি, জানয়া গিয়া।
বাইবেলের তর্ক করে, কিছু না জানিয়া।।
হাছন রাজায় বলে, আমার মত জানে কে।
মৌলানা বলিলে কম, কোড়ার মাদ্দাতে।।
এই দোওয়া কর মমিন, মছলমান ভাই।
বেহেস্তে যাইয়া যেন, কোড়া শিকার পাই।

মহব্বত নামার উজন হিন্দি বাংলা মিলাইয়া পয়ার বয়াত

আজব হ্যায় এস্কে বাজিকা সিরীস্তা
কে ভেদ উস্‌কা নেহি পাতা ফিরিস্থা
আজব কোড়া শিকার ক্যা, হ্যায় কারবার
এস্ক জিস্কো হুয়া হোয় সারাসার
এস্ক জিস্কা হোতা হ্যায় মূলামূল
কোড়া ছোড়কে কভি না হোগা ভুল
জান দিল ফেদা কিয়া কোড়ার দায়
কোড়ার নকস লাগা হ্যায় কলিজায়
চিট নজর আতা হ্যায় আধা চান্দ
ছোট নজর আতা হ্যায় রামের বাণ
দুনু আঁখ চমকতা হ্যায় ইয়াকুত
রোশমী পাকাড়তা যেছা জমরুদ
ছর উছকা জেয় ছেকে সাপের লাল
আশিক দেখনেছে হোতা বেহাল
পর উছকা ঝলক্‌তা হ্যায় আচানক
যো দেখা উসিকাই লাগা তোক
পয়ের উস্‌কি চান্দীকে বরাবর
না খোন নিক্‌লা সোনেকি গণ্ড হর
আওয়াজ উস্‌কা নিকালতা হ্যায় শেরনর
বিজলি কড়ক্‌তা য্যাসে ফলক পর
হাছন রাজা কহে আবে ছিতম গর
কোড়ারূপে দেখা দিয়া শান্ত কর
ক্যা হোয়া তোজে আরে দিল মর
কোড়া ছোড়কে উছি উপর নজর কর



কোড়ার সার কথা

শের আওয়াজ পর ঠাছা
লড়াই করতা বড়া খাছা
চাপা বড়া ছামিদার
লড়াইমে উস্থওয়ার
পয়ের মোটা সাহ্ চিট্
কাভি না দেখায় পিঠ
আক্ পয়ের ছবজা রং
কোড়া করে বড়া জং
উঁচা বড়া লাল পর
হয়ে কোড়া শেরে নর
উঁচা কোড়া দিল নেক
ইছ্ক খরিদ করা শেখ
ছট্কা কোড়া দিল বড়া
ছবছে আলা এই কোড়া
হাছন রাজা কহে ভাই
ছব্‌ক মিল্‌না চাই

সব কথা মিলাইয়া খরিদ করিও কোড়া
বীরটা, ডিমবন্দ কিনিও, না করিও বুড়া
চৌকার কোড়া মন্দ কয়, সর্বসাধারণ
আমি মন্দ তারে ভাই, না কহি কখন
চৌক হইলে কোড়ার জোয়ানি হয় পুরা
অকারণে বাঙ্গালেরা, কহে তারে বুড়া
সাধারণ লোকে কয়, চৌক কোড়ার লাগে
কেহ না বুঝাইতে পারে, আসিয়া আমার আগে
পিঠ দেওরা কোড়া যদি হাতে পড়ে ভাই
দুইও ঠেঙ্গে ধরিয়া তারে, ছিঁড়িয়া পালাই
চাটা বাউরা কোড়া যদি, আসে আমার কাছে
একদিনের বেশী সেই, প্রাণে নাহি বাঁচে
চাটা বাউরা কোড়া মন্দ, জোর হয় কম
আছাড়িয়া মারা চাই, নিজে হইয়া যম

রাধানাথ চৌধুরীর তারিফ ত্রিপদী

রাধানাথ মহাশয় তার গুণ কবার নয়
জাতিতে ব্রাহ্মণ চৌধুরী
আগিয়ারামে যার ঘর শ্রীহট্টের খবর
জানান তিনি নাহি হয় দেরী
পর উপকারী সদায় মুখে হরি
এক আল্লা হৃদে আছে গাঁথা
অতি গুণী মানমান কে আছে তাঁব সমান
বংশানুক্রমে তাঁরা দাতা
সরল অন্তর যাঁর ঈশ্বরে করিনা পাব
এক আল্লার পদে যাঁর ভক্তি
সর্বদা ঈশ্বরে মতি হবে তাঁর সদ্গতি
খোদায় করিবা তারে মুক্তি
ইান হাছন রাজা কয় তাঁর গুণ কবার নয়
লেখতে গেলে কলম না চলে
কলম না চলে ভাই তাঁহার মত লোক নাই
প্রতিজ্ঞা পূর্বক হাছন বলে ।।



রাধানাথ চৌধুরীর সখের কথা
পয়ার

তিনির শখের কথা শুন দিয়া মন।
সৌখিন এমন আমি, না দেখি কখন
তিনির সখের কথা, জানে খাস আম
এমন সৌখিন কম, আছে শুবে শাম
শিকারের জন্য তিনি বজরা, চড়িয়া
শিকার করেন তিনি, আনন্দিত হইয়া
কত লোক সঙ্গে যায় লেখা নাহি যায়
সকল কথা লেখতে গেলে, হবে বড় দায়
শিকারের খরচ যদি, গরীব এক পায়
তুস্থানে পুস্থ তার, আমার হইয়া যায়
কোড়া শিকারের জন্যে, এত খরচা যার
সকল খরচ তাঁর, কে করে সমার
কোড়ায় সৌখিন তিনি, কোড়াতে পিয়ার
তাঁর মত সৌখিন আমি, দেখি নাই আর
বেহদ্দ সৌখিন বাবু রাধানাথ চৌধুরী
তাঁহার শখের কথা, লিখিতে না পারি
অতি মানী, অতি গুণী, অতি মান্যমান
ব্রাহ্মণ নাহি কেহ, তাঁহার সমান
জাতে, কুলে, গুণে, মানে, এমন লোক নাই
বহুত দেখিলাম আমি, খুঁজিয়া না পাই
রায় চৌধুরী যাঁর আছে, বংশের খেতাব
সনদ দিয়াছে জানি, পূর্বের নবাব
যেমনি লোক, তেমনি তাঁর, মুখের মিষ্ট কথা
অমূল্য বাক্য তাঁর, শুনিয়া যায় ব্যথা
সকল কথা লিখতে গেলে, কিচ্ছা হবে ভারি
তে কারণে ক্ষান্ত দিলাম, লিখিতে না পারি
বহুত ভাবিয়া আমি, লিখলাম মক্ত ছর
মাপ চাই গুণা খাতা, সর্ব ভাই মোর



৭৩৯

দোয়েল পাখীর বর্ণনা

বড় দোয়েল হইতে, মধ্যম দোয়েল ভালা।
ছোট দোয়েল পালিলে, হইবেক জ্বালা।।
বড় দোয়েল বদমেজাজ, জানিবায় ভাই।
কাল পাইয়া পাখীর মত, পাজি দোয়েল নাই।।
ছফেদ পাইয়া দোয়েল, কিঞ্চিৎ ভাল হয়।
রেশম পাইয়া দোয়েলের, সকল খানে জয়।।
গোল দোয়েল হইতে, লম্বা দোয়েল ভালা।
মাকড়া রঙ্গের দোয়েল, সকল হইতে আলা।।
ছোট বড় ঠোঁটের দোয়েল, বড় বদকার
মধ্যম ঠোঁটের পাখীর, গুণের নাই সমার।।
লাল পাইয়া দোয়েলেব গুণের সীমা নাই।
লাল পাইয়া দোয়েলের মত, দেখতে নাহি পাই
দোয়েলের মধ্যে লাল পাইয়া ভালা
খারাপ জানিবায় পাও, যদি হয় কালা
মোটা পায়ের দোয়েল অতি গুণী হয়
ছোট পায়ের দোয়েল কিন্তু, মনে রাখিও ভয়
দোয়েলের সার কথা, শুন সর্বজন
লেনিদার দোয়েলের মত, নাই ত্রিভুবন
লেনিদার দোয়েলের মত, আর দইয়ল নাই
সকল শিকারীকে, সার কথা জানাই
অতি মোটা পাইয়া, যদি দোয়েল হয়
লেনিদার, লম্বা, উচার, সকল খানে জয়
লেনিদার কারে বলে শুন মমিন ভাই
ডাকলে পাখী হাতে আইসে, সবাকে জানাই
গাছে গেলে যেই পাখী, ডাকলে হাতে আয়
তাহার নাম লেনিদার পাখী, বলা তারে যায়
লেনিদার পাখী খরিদ করিও যত বেরাদর।

লেনিদার দইয়ল খরিদ করিতে, না করিও ডর।।
দোয়েল দেখলে, যেই দোয়েল, চিউ চিউ শব্দ করে
ভাগীব দোয়েল যেই, গৃহস্থ যদি ছাড়ে
গতর চিপিয়া পাখী, আস্‌মান মুখী হইল
চিউ চিউ শব্দে দোয়েল, ডাকিতে লাগিল
ভাগীব ছাড়িলে পাখী, নাই তাতে ভুলে
হাছন রাজার কথা কখন, না হইব ভুল
লেনিদার দোয়েল মধ্যে, আইব আছে যার
বাজুত না যাইও ভাই, খুব খবরদার
ডাকিলে কোন দোয়েল, চক্ষের দিকে আয়
বড় বদ্‌ দোয়েল সেই, চক্ষু খাইতে চায়।



হাতির বর্ণনা

ছিয়া তালু, ঝাড়ু দুমা, যত হাতী হয়
নহুছত বদকার হাতী, কেতাবেতে কয়
ছিয়া তালু কারে বলে শুন বেয়াদব
তালু তার কালা হয় এই যে খবর
ঝাড়ু দুমা কারে বলে, শুন মমিন ভাই
মাটিতে ছেছরে দুম, সবাকে জানাই
যোল নউখা হাতী বড়, নহুছত হয়
নুলকিয়া হইলে হাতী মন্দ যে নিশ্চয়
নুলকিয়া কারে বলে, শুন মেহের বান
নুলকেরই মত থাকে, গলার দর মিয়ান
নুলকেরই মত যদি, শরীরেতে হয়।
নুলকিয়া আইব তারে, সর্ব লোকে কয়
আধা মুখ উচ্চ হাতী, সেও জানবায় দোষী।
সেই হাতী খরিদ করিলে, গলে লবে ফাশী
বাত্তি পেটেতে হইলে, হাতী আইব হয়
বাত্তিদার হাতী দোষী, কেতাবেতে কয়
মুখ উচ্চ কারে বলে, শুন তার মূল
অর্ধেক মাথা উচ্চ দোষী তাতে নাই গোল
বাত্তি কাহাকে বলে শুন তার সার।
পেটের মধ্যে থাকে তার রছির আকার
ছাঞ্জন বেমার হাতী প্রায় ভাল হয়
কানা হাতী বড় বুরা হাছন রাজা কয়।।
ছাঞ্জন কাহারে বলে শুন সারা সার
পায়েতে পাকুলার মত, সর্বদা বেমার।
লাল চক্ষের হাতী বড় মন্দকার
গুস্বা অধিক হয়, জানিবায় তাহার।
পিঙ্গল চক্ষের হাতী, বড় গুস্বাদার
খরিদ না করিও তারে, হও হুশিয়ার।



ছোট শুড়ের হাতী, না কিনিও ভাই ।.
ইহার মত বদ্ ছুরত, দেখতে নাহি পাই
চল্না ছোট হাতী, দেখতে বদ্ ছুরত
এই সব খরিদ করিতে, আমার নাই মত
শতাশতি হাতী, আমার পিতার ছিল
পিল খানায় পড়িয়া, হাতী সব মৈল
খোব ছুরত হাতী ভিন্ন, খারাপ হাতীর উপর
কখন না চড়িয়াছি আমি শুন বেরাদর
ছত্তর গুমা হাতী যেন, সবে মন্দ কয়
চড়ায় সে সব হাতী, বড় মজবুদ হয়
ছম্বল পেটের হাতী দেখতে ভাল হয়
ছত্তর গুমা হাতীর মত, মজ বুদিতে নয়
গোলাপ তালু, কৃষ্ণ তালুর, হাতী নেককার
সফেদ তালুর হাতীর, গুণের নাই সমার
ধলা হাতী, লাল হাতী, সকল হইতে আলা
ছিয়া হাতীর মধ্যে যেটা, হয় অধিক কালা
এই হাতী খুব ভাল, জানিবা নিশ্চয়
অল্প কালা রঙ্গের হাতী খুব, মজবুদ নাহি হয়
সুন্দর না লাগে হাতী, অল্প কালা হইলে
মালিকের না দুঃখ লাগে, সে সব হাতী মৈলে
এই মত কত হাতী, গেছে আমরার মরি
একদিন আমার পিতায়, না চাইয়াছেন ফিরি
গুণ্ডা হাতী বাড়িত থাকলে, হুসিয়ার রহিবায়
নাহি জানি কোন দিন, তার মস্তি আয়
ভট্টি দিয়া যেই দিন, পাণি নিকুলিব
বুঝিয়া কাছেতে যাইবায়, মানুষ মারিব
ভট্টি চলনায় থাকে, জান তার সার
বুঝিয়া হইও ভাই, গুণ্ডায়ে সোওয়ার
কল জিহ্বা হাতী আইব, তাতে শোভা নাই
শাস্ত্র খুলিয়া আমি, এই মর্ম্ম পাই
কল জিহ্বা কারে বলে, সর্ব্বজন
আঁড়িয়া জিহ্বা থাকে, উচার মতন
কল জিহ্বা বড় দোষী, তা'তে সুবা নাই

কল জিহ্বার এই লক্ষণ, শুন মমিন ভাই
নখ কালা হাতী দোষী, বুরা যে নিশ্চয়
সেই হাতী বড় দোষী, কিতাবেতে কয়
শুকনা মাকড় হাতী, দেখতে বদ্ ছুরত
পিস্তান মোটা হইলে, লাগে মহব্বৎ
কান ছোট, পাও ছোট, ভালা নাহি লাগে
পাগলা হাতী হইলে, না যাও তার আগে



ঘোড়ার বর্ণনা

ছাদ ও আইব ঘোড়ার, শুন মমীন ভাই
মোক্তছর মতে কিঞ্চিৎ লিখিয়া জানাই
কণ্ঠা দেও মন জেন, যে ঘোড়ার হয়
সেই ঘোড়া বড় নেক জানিবা নিশ্চয়
কণ্ঠা কাহাকে বলে, শুন বেরাদর
গলের নীচে কুণ্ডলী, এই যে খবর
গলের নীচে কুণ্ডলী, যে ঘোড়ার হয়
দেও মন ছাদ নাম, তাহাকে যে কয়
পঞ্চাশ আইব কাটে, এক দেও মনে
পঁচিশ আইব কাটে, কণ্ঠা হইলে গলে
সেই ঘোড়া যে সাহেবের, বাড়ীতে ও যায়
যত দিন থাকিবেক, হইবেক আয়
যে কামে যাইবে সেই, হইবে সেই কাম
যে কাম করিবে তাতে হইবেক নাম
পঞ্চ কুণ্ডলী যদি, গলার মধ্যে হয়
বড় মোবারক ঘোড়া কেতাবেতে কয়
কপালেতে যত কুণ্ডলী হইবেক বেশী
সে ঘোড়া খরিদ করিও মনে হইয়া খুশী
কপাল হইতে গলা তক্ যত কুণ্ডলী হয়
এ সব কুণ্ডলার গুণ অতি নেক হয়
চক্ষের নীচেতে যত কুণ্ডলী হবে ভাই
আছু ডাল নাম আইব তাতে শোভা নাই
ছাতিতে কুণ্ডলী হইলে বলে হিরদওয়াল
সে ঘোড়া খরিদ কৈলে যাবে সব মাল
কাঁধতে কুণ্ডলী হইলে শুন কিবা হয়
এক কুণ্ডলী হইলে নাগিন ছাপিনও কয়
নাগিন্ কাহাকে বলে, শুন খাস্ আম



কুণ্ডলীর মুখের মধ্যে এ সবার নাম
কুণ্ডলীর মুখ যদি, পিছ দিকে যায়
নাগিন বলে তারে ঘোড়ার সোয়ার খায়
কুণ্ডলীর মুখ যদি, আগার দিকে যায়
ছাপিন আইব ভাই সবে কহে তায়
ডাইনের ঘাড়ের কুণ্ডলীকে, ছাপিন বলা যায়
বাউর ঘাড়ে কুণ্ডলী হইলে নাগিন বলে তায়
ছয়াল জুয়াপ হইলে কোন দোষ নাই :
এক কুণ্ডলী হইলে দোষ কেতাবেতে পাই
যে খানেতে ছয়াল জুয়াপ দুই কুণ্ডলী হয়
তাহার লাগিয়া ভাই না করিও ভয় । ।
তঙ্গের জায়গায় যদি কুড়লা হয় ভাই
গুম আইব বলে তাহা সবাকে জানাই :
সেই আইব মন্দ কার তাতে নাই ভুল
সেই ঘোড়া খরিদ করলে হবে বড় গোল
কোমরের পিছের দিকে যত কুড়লা হয়
সকল আইব ভাই, হাছন রাজা কয়
ছুম কাচ্চা হইলে ঘোড়া অতি দোষী হয় । ।
সেই ঘোড়া খরিদ কৈলে বড়মন্দ হয়
তাকি আইব ঘোড়া হয়, অতি মন্দকার
তাকি ঘোড়া বড় মন্দ, কে করে সমার
তাকি কাহাকে বলে, শুন সর্ব জন
চক্ষের মধ্যে নট গলে, এই বিবরণ
মুখ জোর ছিনা জোর, যত ঘোড়া হয়
সেই ঘোড়া সোওয়ারীতে, আছে বড় ভয়
কামড়াউরা ঘোড়া আইব, তারে না কিনিও
হটুয়া ঘোড়া মাগনা পাইলে, বাড়ী না আনিও
কানা ঘোড়া বড় দোষী, শুন বেরাদর
এই সব লিখিলাম, কেতাবের খবর
ছেতারা পেসানি আইব, বড় বদকার
তাহার বয়ান সবে, শুন সারা সার
কপালের ছফেদি যদি, আঙ্গুলে ছাপায়
ছেতারা পেশানি আইব, সেই যে কহেলায়



রঙ্গের মধ্যে কুমেদ রঙ বাদ্‌শা যেন হয়
ছমন রঙ্গ উজির ভাই, কিতাবেতে কয়
ধলা রঙ্গ লাল রঙ্গ, কোন কামের নয়
আর যত রঙ্গ আছে, সব মধ্যম হয়
তাকি কাহাকে বলে, শুন সমাচার
ধলা চক্ষে পড়ে পানি, শুন সারাসার
ধলা চক্ষের নাম তাকি, এই সমাচার
বিবর্ণ তাকির নাম, তাকি বেমার
লিখিলাম স্পষ্ট মতে, সব সারাসার
আইব থাকিয়া ভাই, হও হুশিয়ার
ছুম কাচ্চা কারে বলে, শুন মূলামূল
এক ছুম ধলা তিন ছুম কালা ইহাতেই গুল
তিন ছুম ধলা, এক ছুম কালাও যদি হয়
এই সব আইব ভাই, মনে করিও ভয়
ধলা ছুমের মধ্যে, কিঞ্চিৎ কালা হয়
আইব কাটিয়া গেল, না করিও ভয়
কালা ছুমের মধ্যে যদি, কিঞ্চিৎ ধলা রয়
এই মতে জানিবায়, আইব কাটয়
আর কিছু লিখি ভাই, শুন খাস আম
বহুৎ লোকে বলিবেক, আমার লিখা খাম
কিন্তু আমার মতে আমি, ভাল দেখিয়া
ফরজ নামা হইতে আমি, দিলাম উঠাইয়া
ভাল লোকে অবশ্য, ধরিবেক আইবে
খারাপ লোকের জানিবায়, কিছু না হইবে
জন্মের ক্ষণের মধ্যে, এই সব ভেদ
ভাল লোকের মন্দ হবে, এই মোর উমেদ
বাড়ীর আইব, স্ত্রীর আইব, ঘোড়ার আইব ভাই
অবশ্য জানিবায় তাতে ছাড়াছাড়ি নাই
অতিশয় তেজ ঘোড়া, আক্‌ছর ফাটে
চক্করে না ঘুরে ঘোড়া, চক্কর প্রায় কাটে
দিল ভালা ঘোড়া, সকল হইতে আলা
কোন ঘোড়া নহে ভাই, তার সমান ভালা
দিল চিনিতে হইলে, সাহেব দিল চাই

ছোট দিলের লোকে কখন, না চিনিবে ভাই
ছোট লোকে করে যদি, ঘোড়ার কারবার
না চিনিবে ঘোড়ার ভেদ, কিছু বুঝিবার
ছাদ থাকিলে আইবে, কিছু না করয়
হীন হাছন রাজা কহে, না করিও ভয়
কণ্ঠা, দেও মন যদি, ঘোড়ার থাকয়
হাজার আইব থাক্‌লে, না করিও ভয়
লক্ষ লক্ষ ঘোড়া আমার দেখা আছে ভাই
কত ঘোড়া খরিদ কৈলাম লেখা জুকা নাই
নিজের ঘোড়ির ঘরে, বাচ্চা যদি হয়
আইব হইলে দোষ নাই, কিতাবে লিখয়
ঘোড়ীর নেস্ ঘোড়ার বুনী: খুঁত যদি হয়
এইসব আইবের মধ্যে, গণ্য নিশ্চয়
ঘোড়েকে আছুডাল
নারাখ্‌কে দেওয়ালকে খাল
ঘোড়েকে ছেতারা পেশানি
না রহে ধনকে নেশানি
ঘোড়েকে হির দেওয়াল
না রহে ঘরকে মাল
ঘোড়েকে ছুম কাচ্চা
না রাখে জন, না রাখে বাচ্চা
ঘোড়েকি দেও মন
মালীক কি জমে ধন
ঘোড়ে কি কণ্ঠ মন
খোস্ রহে মালীক কি মন



স্ত্রীলোকের বর্ণনা

মাথা ছোট আওরত, বে-আকল হয়
বাটী আওরত দোষনীয় সর্ব লোকে কয়
বাটী, হাল্‌কা, যে সব আওরত হয়
তাহাদের খারাবির কথা, শরীরে না সয়
পশম আলা স্ত্রী দোষী, অতিশয় হয়
সেই আওরত মস্থ বলিয়া কিতাবে লেখয়
সঙ্কটীয়া আওরত জোষী, তাতে নাই ভুল
হাম বিস্তরে যে আওরতের হয় গণ্ডগোল
শরীরে শরীরে যদি মিল নাই হয়
সঙ্কটীয়া বলিয়া সেই, আওরতকে কয়
সঙ্কটীয়া আওরত, বড় হারামজাদ
স্বামীর সঙ্গে দিবা রাত্র, করে উৎপাত
নিতান্ত হাল্‌কা আওরত, ভাল নাহি হয়
কোন দিন পথে ঘাটে, পড়িয়া মরয়
পুছা মোটা আওরত, বড় জোরদার
দিবা নিশি আওরতের, জোরের কারবার
নাকের আগা মোটা, যে আওরতের হইল
সে আওরত বিবাহ কৈলে, প্রাণ খানি গেল
বড় সওহত বাজ আওরত, সদায় কুমতি
এই লক্ষণের স্ত্রী, কখন নয় সতী
বিধবা হইব শীঘ্র, তাতে নাই ভুল
পর পুরুষের সঙ্গে, প্রায় গণ্ডগোল
বুড়ি আঙ্গুলের মুখ যদি, উপরে দিয়া যায়
এই লক্ষণের স্ত্রী লোকেও, স্বামী তার খায়
এই কথা লিখিলাম তাতে নাই ভুল
কখনই আমার কথা, না হইবে ভুল
মুখ ছোট, চক্ষু ছোট, কর্ণ ছোট হয়
ছোট যত হইবেক, সবে মন্দ কয়



অতিরিক্ত লম্বা আওরত, বে-আকল হয়
লম্বা মানুষ বেয়াকল, হাদিছেতে কয়
বাটী আদ্‌মী শরীর. হাদিছের কথা
মুসলমান যত ভাই, মনে রাখিও গাঁথা
পায়ের আঙ্গুলের মুখ, উল্টা যদি হয়
বিধবা হইবে সেই, সর্ব শাস্ত্রে কয়
এই সব বুঝিয়া বিয়া করিবায় ভাই
সংক্ষেপে লিখিলাম আমি বুঝিয়া রাখা চাই
চুলের আগা উল্টা যদি কোন স্ত্রীর হয়
প্রায় আওরতের পতি যাবে যমালয়
হাছন রাজায় কয় বুঝিয়া করিবায় বিয়া
যমালয় যাও যদি ঘরে রাখিয়া প্রিয়া
অতি সুন্দরী আমি, বিয়া যে করিয়া
দোষ দেখিয়া তাকে দিয়াছি ছাড়িয়া
পুরুষ লোকের যদি এ সব দোষ হয়
স্ত্রীর মৃত্যু হইবে তার জ্যোতিষেতে কয়
বপুষ লোক অধিক সুখী তাহা যে নিশ্চয়
পশম হইলে দোষী হিন্দু শাস্ত্রে কয়
দন্ত উচা হইলে কচিৎ মুর্খ হয়
সুন্দর হইলে নারী, সতী নাহি রয়
বাপের চেহারা যদি পুত্র সন্তান পায়
ভাগ্যবন্ত নাহি হয়. শাস্ত্রে পাওয়া যায়
মায়ের চেহারা যদি, পুত্রের হয় ভাই
ভাগ্যবন্ত হয় সেই. সবাকে জানাই
বাপের চেহারা যদি মাইয়ার হইল
নিশ্চয় যে মাইয়া তার ভাগ্যবান হইল
মায়ের নক্সা কন্যা, ভাল নাহি হয়
জ্যোতিষ শাস্ত্র মধ্যে এই মত লেখয়
কেয়া ফার কেতাবেতে আছে এ প্রকার
এই সব কেতাবের এই সমাচার
শির মোটা মানুষের আকল অধিক হয়
এক বাল বুলন্দ তারে সর্ব শাস্ত্রে কয়
পেশানি কুশাদা হইলে হয় দিলাওর



কেয়া ফার কেতাবেতে এই যে খবর
আখ মোটা, হাক্ মোটা যত লোক হয়
বড় জোওয়া মর্দ সেই কেতাবে লিখয়
নাক লম্বা কম ধার যত লোকের ভাই
লড়াই করিতে তারা পিছে হটে নাই
সর্দার লোকের প্রায় থাকে এ প্রকার
ছবিতে অঙ্কিত দেখি বহুত রাজার
মুখ বড় আদমীর ইজ্জত বেশী হয়
মান অধিক হয় সর্ব শাস্ত্রে কয়
কর্ণ মোটা লোকের হায়াত বিস্তর
বুজুরগী অধিক হয় কিতাবে খবর
মুখের দাহান মোটা যে সব লোকের হয়
বড় বক্তাওর লোক সর্ব লোকে কয়
গলা মোটা লম্বা, যাহাদের হয়
বড় হিম্মত ওয়ার লোক জানিবায় নিশ্চয়
বাহু মোটা হইলে লোক হয় জোরওয়ার
ছাতি মোটা হইলে লোক দেখিতে বাহার
পেট মোটা হইলে কিছমত হয় বড়া
মাঠা দধি খাইয়া ফেলে, দুই তিন ঘড়া
মোটা শরীরের মানুষ এক কাল মন্দ নয়
ভটা মানুষ কপালি সর্ব শাস্ত্রে কয়
সরম জাগা মোটা হইলে এক ভালের লক্ষণ
অডুল না হইবে কখন কিতাবের লিখন
লাইড় মোটা যত লোক দুঃখী নাহি হয়
শওহত অধিক তার জানিবায় নিশ্চয়
উরাত পূছা মোটা হইলে শক্তি হয় বেশী
পায়ের পাতা মোটা হইলে বড় জান্‌বায় দোষী
ছর মোটা সর্দারক। পয়ের মোটা গওয়ারকা
মাথা ছোট বেআকল, সর্ব শাস্ত্রে কয়
চলনা মুখ ছোট হইলে, চোর ছিনাল হয়
মাথা পাতলা লোক মন্দ, সর্ব লোকে কয়
ছোট মাথা বড়মন্দ, জানিবায় নিশ্চয়
কপাল ছোট হইলে ইজ্জত কম তার

চক্ষু ছোট যত লোক, বড় দুরাচার
বদ বক্ত বদনিয়ত, তাতে নাই ভুল
শাস্ত্রের কথা কখন, না হইবে ভুল
নাক ছোট পেঁচা নাকিয়া, যত লোক ভাই
এই সবের মত খারাপ দেখতে নাই
নাকের আগা মোটা হইলে, বড় শওহতবাজ
সর্বদা কুকামে মতি, নাহি হয় লাজ
এই মত লোকের সঙ্গে, যেই সঙ্গ লইল
নিশ্চয় জানিও তার অপমৃত্যু হইল
মুখ ছোট হইলে লোক, বড় দুরাচার
চুখা মুখীর মত মন্দ, নাই কেহ আর
পাতলা ঠোঁটী বড় মন্দ শুন বেরাদর
সকল কিতাবে আছে, এই যে খবর
বদ ছুরত দন্ত হইলে, ভালা নাহি লাগে
সুন্দর না হইলে দন্ত, স্বামী ও তেয়াগে
কান ছোট জানিবায়, চোরর লক্ষণ
চোর ছিনাল লোকের ভাই, বড় বিড়ম্বন
চাপা ছোট হইলে লোক, হয় কম নছিব
তাহার উপরে থাকে জিন্নাতের আছিব
গলা বাটী সাহেব, দেখতে বদ ছুরত
গলা বাটা লোকমন্দ' প্রায় লোকের মত
বাহু ছোট হইলে, কম জোরের লক্ষণ
নিশ্চয় জানিবায় ভাই, এই বিবরণ
ছাতি ছোট হইলে লোক, ভাল নাহি লাগে
এমন স্ত্রী না আনিও হাছন রাজার আগে
চুছি ছোট আওরত, বড় দুরাচার
যে স্ত্রীর চুছি হয়, বান্দরের আকার
পেট ছোট হইলে তার, নাডকা হয় ছোট
গাট্টা মোটা লাড়ুকার জন্য, মাথা গিয়া কুট
উরাত গুছা ছোট হইলে, পিঁপঠেঙ্গিয়া কয়
ছোট স্ত্রী দূর কর, হাছন রাজা কয়
ঝুটকথা কহে ভাই, যেই হারামজাদি
তারে না করিও বিয়া, যদি হয় সাজাদি
কথায় কথায় যে জন, কছম খায় ভাই



তার সমান ঝুটা কেহ, সংসারেতে নাই
মর্দের মত পশম যে আওরতের হয় পার
এক স্বামীয়ে রাখা তারে, হয় বড় দায়
কমবক্তের নিশান এই, জানিবায় ভাই
ইহার মত কপালপুড়া, সংসারেতে নাই
ঘুম্‌টা দেউরা মাগী বড়, সওহত বাজ হয়
ঘুমটা যেন দেয়নাই, এই পুরুষকে ডাকয়
সর্‌মিন্দা নারী বড়, হয় কুখেয়াল
পর পুরুষের সঙ্গে, করে গোলমাল
লোকের সাক্ষাতে খুব, নরমী দেখায়
একা পাইলে পুরুষ, ধরিয়া কামড়ায়
এই লক্ষণের নারীর কাছে, কানা নাহি বাঁচে
বিবি বাসায় নিয়া, গোলাম তাইর কাছে
বেয়াদব মুখালে, বড় দুরাচার
হাছন রাজায় কহে তারে, ধরিয়া ধরিয়া মার
স্ত্রীয়ে বেপার করে স্বামীয়ে যদি খায়
স্ত্রীর ঠেঙ্গ তুলিয়া রাখুক, তাহার মাথায়
বিবি হইয়া যদি, নুন, তৈল বেঁচিল
কেন যে কম বক্ত, বান্দি নাহি হইল
স্বামী হইয়া যদি, এসব টাকায় খায়
অবশ্য চলিবে সে মাউগের কথায়
আওরত উপরে যেই, পুরুষে দেয় ভার
সংসারে নাহি কেহ, এমত গোওয়ার
স্ত্রী নায়ক, শিশু নায়ক, ভৃত্য নায়ক হইল
নিশ্চয় জানি ও তার সংসার গেল
আন নেছা ও হাবেলাতু শয়তান
ইল্লা ফাতেমা, পেগাম্বর বলিয়াছেন

(বুরা - খারাপ, চিটের - দাগের, বাউয়ে- বায়ে, কৈলে- করলে, সামায়- প্রবেশ করে, ধলা- ফর্সা, খাছ্‌লত- আচরণ, আলা - আলাদা, বেশক - বেশী, খরাবি- খারাপ, তারিপ- প্রশংসা, মতাবিক- মত, কচুয়া- সবুজ (কচুর রং), উন্দা- নীচু নত, কিছিম- ধরন, হুরুইন- ঝাড়ু, বিহানে- ভোরে/সকাল, দইয়ল- দোয়েল পাখী, পাইয়া - পায়ের, খরিদ - ক্রয়/কেনা, গতর- শরীর, বাজুত- দিকে কাছে, নহুছত- খারাপ আচরণ, বেমার - অসুস্থ, গুস্বা- রাগ/ক্রোধ, বে আকল- বুদ্ধিহীন, বেপার- ব্যবসা করা, আইব- শারীরিক বর্ণনা।)



দেওয়ান হাছন রাজার

পছন্দের পোষা জীবজন্তুর নাম

ঘোড়াসমূহের নাম (১লা বৈশাখ ১৩৩৯ বাংলায় লিপিবদ্ধ)

১. কাম বাজ
২. লাল বড় ঘুড়ি
৩. জ্বীন ঘুড়ি
৪. মুস্কি (কালা)
৫. চান্দা
৬. চান্দ মুসকি
৭. সব জয়
৮. ছবজা বাদ
৯. ছবনম ঘুড়ি
১০. ছবক ছয়ের
১১. খুস দিল
১২. বাঙ্কা বাহাদুর
১৩. কালী রতন ঘুড়ি
১৪. জয় ডংকা ঘুড়ি
১৫. মারডঙ্কা ঘোড়া
১৬. চান্দলাল
১৭. ছন্দলি ঘোড়া

১৮. ঢাকার চান্দ

১৯. দুলদুল

২০. শ্রীরামের ঘুড়ি

২১. ছরশ টেকি আড়ুয়া

২২. কালা ভুতুয়া আড়ুয়া

২৩. পাবইর ঘোড়া

২৪. ফুল মুন, (Full Moon)

২৫. মাসুক পিয়ারী

২৬. জঙ্গ বাহাদুর

২৭. শিং বাহাদুর

২৮. জয় বাহাদুর

২৯. বীর বাহাদুর

৩০. নিউ হোপ, (New Hope)

৩১. লাইট ফুট, (Light Foot)

৩২. লাল মোহন

৩৩. ছবজা পরি

৩৪. বাহাদুর জঙ্গ

৩৫. কালাচান্দ

৩৬. ধরমজাদী ঘোড়ী

৩৭. মখন লাল

৩৮. সোনা লাল

৩৯. বাক্কা মোহন (মল্লিক পুরের এক ধুপা এর একপা কেটে ফেলে, পরে জমির ডাক্তারকে দা
করলে, সে সুস্থ করে তুলে)

৪০. খোদাদাদ ঘোড়া

৪১. বিজলী ঘুড়ি

৪২. সাহমার

৪৩. চাল

৪৪. বেনী ঘোড়ী

৪৫. শিরগাহ্

৪৬. বীর গায়ের যদুর কোছের ঘোড়া (এই ঘোড়া মোশারফ আলী মোক্তার উপহার দিয়েছিলেন

৪৭. ছবজি ঘুড়ি (এই ঘুড়ি হট্রি ছিল এবং দেওয়ান হাছন রাজা উপহার হিসেবে মশ্রব (মোশার
আলী মোক্তারকে দিয়েছিলেন, পরে ফয়েজ আলী মিয়া অতি পরিশ্রম করে হট্রকে বশ ও তা
করেছিল এবং পরবর্তীতে দৌড়ের বাজিতে জিতে ছিল)

৪৮. ছবজা রঙ্গ ঘোড়া (এই ঘোড়া ২০০/- টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল কিন্তু বড় ঘোড়া দৌড়ের বাজীতে আসিলেই মশ্রব আলী মোক্তারের যদুর কোছের ঘোড়ার এক ঘোড়া পিছনে পড়ত, তাই দেওয়ান হাছন রাজা বিরক্ত হয়ে এই ঘোড়াকে বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষে কি ভেবে, না মেরে ঘোড়াটিকে লীল্লাহ্ (দান) দিয়েছিলেন)

৪৯. মালতী

৫০. মৌলা বক্স

৫১. আবলক ঘুড়ি (কৌণা শহর হতে ক্রয় করা হয়েছিল। দেখতে বড়ই সুন্দর ছিল। অল্প দৌড়ে ৬০০/- টেকীর আগে থাকতো। এই ঘুড়ি ৬০০/- টেকী আড়ুয়ার, ক্রমিক ২১-এর সঙ্গে স্টীমারে ঢাকা রেইসে নেয়া হয়েছিল কিন্তু ঢাকার কোন ঘোড়া রেইসে দেয়া হয় নাই বলে ধারণা করা হয়)

৫২. মুরাদ পুরের কালা ঘোড়া (পরবর্তীতে ল্যাংড়া হয়ে যায় এবং পরে ওজখালীর রহিম বক্স মোড়লের হস্তগত হয়)

৫২. ছেলবরসের গাড়ী মৌজার মানিক সওদাগরের কাছ থেকে ক্রয় করা কালো রঙের আক্তা

৫৩. যোগেশ বাবু ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে ক্রয় করা ঘোড়া

৫৪. ছইদ আলী আবাদির থেকে ২৭৫/- টাকায় ক্রয় করা ২৭৫ টেকি আড়ুয়া (এই ঘোড়া বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় ছদকা দেওয়া হয়)

৫৫. বেজুয়া অর্থাৎ বেজের কোচের আক্তা

৫৬. চিনকি (এই ঘোড়া ছইদপুরের দেওয়ান বাড়ীতে গিয়ে পেটে বিষ হয়ে মারা গিয়েছিল)।

৫৭. তারা সেন মলকি (এই ঘোড়া দেখতে চান্দ মুসকি, ক্রমিক ৬-এর মতো ছিল কিন্তু দৌড়াতে পারতো না)

৫৮. তড়ক মার

৫৯. তড়ক বিজলী

৬০. ছবজা বাহাব

৬১. কলম খয়ের

৬২. লাল চান্দ

৬৩. খোদা বক্স

৬৪. গরীব

৬৫. কানা বেনজির

৬৬. চান্না

৬৭. গুয়াইন চেকাউরির ঘোড়ি

৬৮. করিম উদ্দিন তালুকদার (করমদি তালুকদার) এর কাছ থেকে ক্রয় করা ভুটিয়া কদম মাথা আক্তা)

৬৯. আলমপুরের আব্বাসের কাছ থেকে ক্রয়কৃত বাচ্চা আড়ুয়া



৭০. হাসমতের কাছ থেকে ক্রয়কৃত বাচ্চা ঘোড়ি
৭১. কালা ঘোড়ি ও কালা বাচ্চা ঘোড়ি, (সুলতান মিয়াকে দান করা হয়েছিল)
৭২. দেওয়ান আছফ (আসফ) মিয়াকে যৌতুক দেয়া আক্তা
৭৩. দেওয়ান আছফ মিয়াকে যৌতুক দেয়া আবলক
৭৪. দেওয়ান দেলাওর রাজাকে যৌতুক দেয়া এককী
৭৫. আরল
৭৫. মাঠাম
৭৭. মৌলবী আঃ ছালিমের কাছ থেকে ক্রয়কৃত ঘোড়া (এর পরিবর্তে নগদ ৮০ টাকা ও কালাচান ক্রমিক ৩৫ দেয়া হয়)

হাতি সমূহের নাম ও বিবরণ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৯ বাংলায় লিপিবদ্ধ)



১. জিবা (এই কুনকী এবং একটি ভাওয়ালী নৌকা ভাটীপারার মবারক মিয়ার কাছ থেকে প্রথম ক্রয় করা হয়, এই কুনকীর মাহুত হয়ে আদু প্যাদা প্রথম লক্ষণশ্রীতে আসে এবং মাস্টার বাপের মাতাকে বিয়ে করে)

২. জঙ্গ বাহাদুর (এই হাতির উচ্চতা ৮ ফুট ছিল এবং বড় পাবন্দ দাতা গুণ্ডা ছিল, এই হাতিটি রাজরাণী ও ছুরতজান নামের ২টি কুনকীর বিনিময়ে এক সওদাগরকে দেয়া হয়, পরবর্তীতে জঙ্গ বাহাদুর উক্ত সওদাগরকে বধ করেছিল)

৩. বাংলা বাহাদুর (মেনা, উচ্চতা ৭ ফুট)

৪. মাসুকজান (কনকী, ৭.৫ ফুট উচ্চতা, মুলাগুলের খেদায় অংশ নেয় এবং জীবিত ফেরত আসে)

৫. মুকনা (৬.৫ ফুট উচ্চ এই হাতি ছেলবরস নিবাসী পেড়ু মিয়াকে বিনামূল্যে দান করা হয়েছিল)

৬. রাজরানী (জঙ্গ বাহাদুরের বিনিময়ে আনা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বিক্রি করা হয়েছিল)।

৭. সুরত জান (জঙ্গ বাহাদুরের বিনিময়ে আনা হয়েছিল এবং মুলাগুলের খেদায় মৃত্যুবরণ করে)

৮. মঙ্গল প্যারি (এই ৫ ফুট উচ্চ বাচ্চাওয়ালী কুনকীর বাচ্চা ভাটিপাড়ার লতিব উল্লা এতমাদ্দার নিকট বিক্রি করা হয় এবং বাচ্চার মা মঙ্গলপ্যারি কুনকীকে কিছু দিন পর দেলাওর রাজাকে যৌতুক দেয়া হয়, পরবর্তীতে তিনি ১৮০০ টাকায় বিক্রি করে ফেলেন)

৯. হাছন প্যারী (এই কুনকীটি দুহালিয়ার দেওয়ান আছফ মিয়াকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয় এবং তিনি এই হাতি বিক্রি করে ফেলেন)।



কোড়া পাখীর নাম

১. টক্করিয়া
২. আজিজ উল্লা
৩. রুস্তম
৪. ইস্কেন্দিয়ার
৫. মহারাজ
৬. ভাজরাঙ্গিয়া
৭. সেরেরিয়া
৮. কালিয়া গুণ্ডা
৯. নুরীখান
১০. পরিজাত
১১. উরফি মিয়ার পেচা কোড়া (যেটা কেজাউরা বিজয় রামের ডুবিতে খুন হয়েছিল)
১২. নলুয়ার বাচ্চা (এই কোড়া লাউড়ে খুন হয়েছিল)
১৩. ভেদার বাপ গাইনের কোড়া (লাউরে কাটয়ার হাওরে খুন হয়েছিল)
১৪. পেছুক (জিন্তাতের ক্রমিক ১৫ সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যায়)
১৫. জিন্নাত (পেছুকের ক্রমিক ১৪ সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যায়)
১৬. ডঙ্কা
১৭. টুনিয়া
১৮. ভেচরা উড়তা
১৯. টুণ্ডা উড়তা
২০. লাল গাইনা
২১. বড় গাইনা
২২. ছোট গাইনা
২৩. কাশীপুর নিবাসী খরদি শেখের কাছ থেকে ক্রয়কৃত কোড়া, (৬০ টাকায় এই কোড়া ক্রয় ক হয়, এত বড় কোড়া খুব কম দেখা যায়, পায়ে ১০টি আঙ্গল ছিল, হাছন রাজা তার জৈষ্ট্য ক রওশন হুসেইন বানুর স্বামী দেওয়ান আসফকে (দুহালিয়ার) এই কোড়া সহ একটি হাতি এ একটি ঘোড়া যৌতুক দিয়েছিলেন)
২৪. গাইনা কোড়া (এই কোড়া আন্দরের দক্ষিণে পুকুরে তালাবে মাঝে মাঝে মুক্তাবস্থায় থাক উদাই জমাদার এই কোড়া দিয়ে জঙ্গলী কোড়া ধরতো)
২৫. কুতুবপুর নওয়াগাও-এর পিরুর কাছ থেকে ক্রয় করা কোড়া, (এই কোড়া দিয়ে নইলা বি রাতের প্রথম প্রহরে রামপাশায় হাছন রাজা একটি জঙ্গলী কোড়া শিকার করেছিলেন, শিকা ছিল শেখ রমজান)



২৬. ফুরকানাল্লা চুনের নাইয়া হইতে ৫০ টাকায় ক্রয় করা হয়, (এই কোড়ার গলা ভাঙা ছিল, ফুরকানাল্লা এই কোড়া নিয়া কলকাতা যাওয়া কালে সুন্দরবনে বহু কোড়া শিকার করেছিল, এই শিকারীকে, দেওয়ান হাছন রাজা মাসিক ৫০ টাকা হারে এবং ৩/৪ কোড়া দান করে, তাঁর কাছে রেখে দেন)

২৭. বল্লীর বড় কোড়া (কাউয়া বেটাকে বল্লী পাঠিয়ে ৪০ টাকায় এই কোড়া আনা হয়েছিল)

২৮. আটগাইয়া কোড়া (৩৮ টাকায় আমজাদ মুনসীর কাছ থেকে ক্রয় করা হয়)

২৯. পুড়ার পারের কোড়া (মির সাহেবের কাছ থেকে ৫০ টাকায় ক্রয় করা হয়. এই কোড়া দিয়ে ৪টা জংলী কোড়া শিকার করা হয়েছিল, বড় ভূমিকম্পের পরেরদিন রোববার নৌকা থেকে অন্যান্য কোড়ার সঙ্গে এই কোড়াকে দফে চালিতা গাছের নীচে ছেড়ে দেয়া হয়)

* বড় ভূমিকম্প ১৩০৪ বাংলার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার হয়েছিল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়

৩০. হাছন জান (এই কোড়া আশা রাম নামক পাটিয়ারার পুত্রের কাছ থেকে ৩০ টাকায় ক্রয় করা হয়)

৩১. হাছন বাহার

৩২. আজনবী উরফে টেকাটুকীয়া, (এই কোড়ার টাকার মতো গোল পিঠ ছিল, কোড়াটির আওয়াজও টাকার মতো ঝনঝন শব্দ হইতো, রামপাশা হতে দেওয়ান আবুল হুছন আলী রাজা আউলিয়া সাহেব ১২ টাকা মূল্যে এই কোড়া ক্রয় করে, তাঁর চাচাকে উপহার দেন, তখনও তিনি ফকির হয়ে নিরুদ্দেশ হন নাই)

৩৩. ঝল্লা

৩৪. বাঘা

৩৫. ভইসা

৩৬. দুধা

৩৭. তিলিছ মাত

৩৮. কেরেঞ্জি

৩৯. চাড়ালিয়া

৪০. দৈয়লী (এই কোড়াব বুকে দোয়েল পাখির মত শাদা রঙ ছিল)

৪১. কিশোরিয়া উরফে জঙ্গ বাহাদুর, (এই কোড়া জীবনে পিছু হটে নাই এবং বান্ধা হতে কখনও জঙ্গলী কোড়া ছাড়ে নাই বড় ভূমিকম্পের দিনে [বড় ভূমিকম্প হয়: ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ বাংলা শনিবার] ফে পিঞ্জিরার মধ্যে এই কোড়াটি মারা যায়, দেওয়ান হাছন রাজা এই কোড়াকে খুব ভালবাসতেন, এর মূল্যস্বরূপ লক্ষণ দেওয়ানাকে বাড়ী ও জমি নিলাম হতে তিনি উদ্ধার করেন, এই কোড়াকে অন্য কেউ ছাড়লে কাছ থেকে ত না, হাছন রাজা ছাড়ার জন্য হাতে নিলেই ছটফট করে খাঁচা ভেঙে ফেলার উপক্রম করতো এবং ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে পাশের জঙ্গলে চলে যেত, তিনি ডাকলে কাছে আসতো না, কিন্তু কালো রঙের লোকে ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতো)।



৪২. আদম কোড়া (এই কোড়া ভালো মারামারি করিত, দিল খুশ মিয়া এক কোড়ার বিনিময়ে এটা এনেছিল, আদম কোড়া অর্থাৎ নরভোজী, এই কোড়াটি তার স্বজাতি কোড়াকে খেয়ে ফেলার শক্তি ধারণ করতো)

৪৩. বড় ভইষ বেড়িয়া (বড় ও উঁচু লম্বা কোড়া ছিল, আফজল তালুকদারের ভাতিজা ইসমাইল তালুকদার বিনামূল্যে এই কোড়া নজর দিয়েছিলো)

৪৪. ছোট ভইষ বেড়িয়া

৪৫. নই গাঙ্গিয়া

৪৬. সুজা নাগরিয়া

৪৭. আফছরের কোড়া

৪৮. নবাব মিয়ার কোড়া

৪৯. বড় সুজা নাগরিয়া

৫০. মিয়াধনের কোড়া

৫১. মায়ার বাপের কোড়া

৫২. ইব্রাহিমের কোড়া

৫৩. লরু সেখের কোড়া

৫৪. ইউসুফ মিয়ার উড়তা কোড়া

৫৫. লাল মইন

৫৬. উমদা লাল (বীর গাঁয়ের মোস্তফা মিয়ার পিতা উমদা মিয়া উপহার দিয়েছিলো)

৫৭. নইলার বাপ

৫৮. গুলজার

৫৯. অষ্ট সাহাজুরী (মহবুউল্লার পালা)

৬০. কুরসার এতবারিয়া বুড়ার লাল কোড়া

৬১. ঈরশাদ আলী

৬২. সের আলী

৬৩. কলিয়ার কাফনের ছন্দর সেখের পালিত কোড়া

৬৪. ভাটিপাড়ার বাচ্চা কোড়া

৬৫. আট গাঁয়ের ছৈলাফ দির ৫০ টেকী বড় কোড়া

৬৬. চাকার কোড়া

৬৭. মুজাই গাইনের দামান্দের (জামাই এর) ৩৫ টেকী বড় কোড়া

৬৮. বাদ্দাল ঠাইয়া কোড়া

৬৯. চান্দপুরের করিমের ৯ টেকী কোড়া (এই কোড়াকে মৌলবী সেখ খেয়ে ফেলেছিলো)

৭০. উরফি মিয়ার কোড়া (এই কোড়াকে রসিক সরকার অজ্ঞাতে মেরে ফেলে গিয়েছিল)

৭১. ঠাকুর ভোগের ১৪ টেকী কোড়া



৭২. কান্দাগায়ের রিয়াজ উল্লার ১৪ টেকী কোড়া
৭৩. কান্দাগায়ের রিয়াজ উল্লার লাল ২০ টেকী কোড়া
৭৪. কান্দা গায়ের রিয়াজ উল্লার বাট্টী (ছোট) গলার ২৫ টেকী কোড়া
৭৫. সর্দার পুরী কোড়া
৭৬. কান্দাগায়ের রিয়াজ উল্লার সুনামুখী কোড়া
৭৭. কান্দা গায়ের রিয়াজ উল্লার গলা ভাঙ্গা লাল চোখী কোড়া
৭৮. কালামানিক কোড়া
৭৯. রৌনি চিকার কান্দির ৫০ টেকি কোড়া
৮০. ছৈদপুরের মীর সাহেবের কোড়া

হাছন রাজা কর্তৃক সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা এলাকায় কোড়া শিকারের স্থানসমূহের নাম : (০১ ভাদ্র ১৩৩৯ বাংলা তারিখে লিপিবদ্ধ)

১. বন্ধুয়া
২. টেংরা
৩. গাজিউড়
৪. বাইয়ার পার
৫. গুল
৬. দুপড়ি সাই
৭. হদরপুর
৮. হাতী খেদা
৯. নইলা
১০. রথবাড়ী
১১. জালুর গোল
১২. গুয়া গুইর
১৩. সিংহের কাছ
১৪. করই আইল
১৫. তেরা চাপড়ি



'দেওয়ান হাছন রাজা ওয়াক্‌ফ স্টেট'-এর দলিল

খোদাতালার ধন্যবাদ ও হজরত মোহাম্মদে ও তাঁহার বংশধরগণের প্রশংসা করত ঃ এই ওয়াকফ নামা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লিখিত; শ্রী দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী, পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী মরহুম, সাং- তেখরিয়া, পং লক্ষণছিরি ষ্টেশন ও সাবরেজেষ্টারী সুনামগঞ্জ, জিলা শ্রীহট্ট, ব্যবসা জমিদারি, জাতি মুসলমান, সুন্নি ও হানাফি কস্য ওয়াক্‌ফ নামা পত্র মিদং কার্য্যাক্রমে অত্রত্য জিলা শ্রীহট্টের অধীন ষ্টেশন বালাগঞ্জ আউট পোষ্ট বিশ্বনাথ ও তথাস্থ সাবরেজেষ্টারের ও ষ্টেশন সুামগঞ্জ উক্ত সুনামগঞ্জ সাবরেজেষ্টারের অধীন নিম্ন তপশীলের লিখিত পরগনা ও মৌজা সকল স্থিত উক্ত তপশীলের লিখিত তাল্লুকতে সংক্রান্ত সজল ও স্থল সর্ব প্রকারের সমূহ ভূম্যাদীতে মালীকি ও বিরুদ্ধ দখল জনিত সবে সত্ববান ও দখল কার থাকিয়া সন সন তৎসম্পর্কে গবর্ণমেনট রাজস্ব আদায় ক্রমে তাহাতে মালিক দখল কার আছি এবং তাহা কাহারো নিকট দায়বদ্ধ নহে। উক্ত নিম্নের তপশীলের লিখিত ভূম্যাদী ব্যতীত ভিন্ন বিভিন্ন স্থানে আমার আরও বহুতর ভূমি সম্পত্তি বর্তমান আছে এবং এই দলিলের নিম্নের তপশীলের লিখিত ভূম্যাদি আমার অন্যান্য সম্পত্তি অর্থাৎ অপর ভূম্যাদীসহ হার করিলে নিম্নের তপশীল লিখিত ভূম্যাদি যাহা অত্র দলিল দ্বারা ওয়াক্‌ফ করা যাইতেছে তাহা আমার স্বত্ত্ব দখলীয় মোট ভূমসম্পত্তির $^1/_3$ এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ হইতে কম হইবে। সে মতে আমার স্বত্ত্ব দখলীয় নিম্নের তপশীলের লিখিত ভূসম্পত্তি আমি মুসলমানি সরা অনুসারে ও তৎসম্পর্কীয় ১৯১৩ইং সালের ৬ আইনের বিধানুযায়ী নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে মুসলমান ধর্মানুযায়ী ধর্ম কার্য্যাদি ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী দীন দরিদ্র লোক দিগকে দান এবং নিম্নোক্ত মতে খোদাতালার অপরাপর পবিত্র কার্য্য হওয়ার জন্য এবং উক্ত ওয়াক্‌ফ কৃত সম্পত্তির অবশিষ্ট আয় দ্বারা আমার পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী ও তাহার সন্তানগণের প্রতি পালন ও ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হওয়ার উদ্দেশ্যে অত্র দলিল দ্বারা ওয়াক্‌ফ করিয়া নি.স্বত্ত্ব হইলাম। নিম্নের তপশীলের লিখিত সমূহ ভূম্যাদী অদ্য হইতে ওয়াকফ্‌ গণ্য হইল এবং তাহা উপরোক্ত মত সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে অর্পন করিলাম। আমি সুস্থ শরীরে ও স্বেচ্ছায় ও স্থির বুদ্ধিতে এবং আমার নিজ স্বাধীন মত মতে তপশীলের লিখিত সমূহ ভূম্যাদি ওয়াক্‌ফ করত: উৎসর্গ করিলাম। উক্ত

নিম্নের তপশীলের লিখিত সম্পত্তিতে নিম্নোক্ত নিয়মানুযায়ী আমার কি আমার কোন উক্তরাধিকারীর কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না। এবং তাহা আমার কোন ঋণের জন্য বিক্রয় হইতে পারিবে না। আমি এতদ্বারা নিম্নের তপশীলের লিখিত ভূম্যাদী যে ওয়াক্ফ করিলাম তাহা নিম্ন লিখিত নিয়ম অনুযায়ী পরিগণিত হইবে। যথা:

(১) নিম্নের লিখিত সমূহ ভূম্যাদী ওয়াক্ফ করা হইল তাহাতে আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত তাহার মতয়াল্লি আমিই থাকিব, আমি উক্ত ভূম্যাদিতে মতয়াল্লী স্বরূপ কার্য্য করা ব্যতীত আমার সর্ব্ব প্রকারের মালিকী স্বত্ত্ব দখল পরিত্যাগ করিলাম। ও তাহাতে আমার কোন রূপ মালিকী স্বত্ত্ব দখলের দাবী দাওয়া সংশ্রব রহিল না। আমার লোকান্তরে আমার কোন ওয়ারিশান ওয়াক্ফকৃত নিম্নের তপশীলের লিখিত সম্পত্তিতে কোন প্রকার ফরাইজের দাবী করিতে পারিবেন না। করিলে তাহা সর্ব্বোতভাবে না মঞ্জুর ও হইবে বাতিল গণ্য।

(২) পূর্ব্বোক্ত মত আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি উক্ত ওয়াক্ফ কৃত সম্পত্তির মতওল্লি নিযুক্ত থাকিব এবং তাহার মতওল্লি থাকিয়া উক্ত ওয়াক্ফ-এর অত্র দালিল কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্য্যাদী করিব। আমার লোকান্তরে উক্ত ওয়াকফকৃত নিম্নোক্ত তপশীলের লিখিত : ভূ সম্পত্তির মতওল্লি আমার পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী হইবেক। আমার পুত্রগণ মধ্যে সংসার সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কে উপরোক্ত শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীই উপযুক্ত বটে। এবং আমার উক্ত পুত্র আমার পিত্রালয়ে বাস করিয়া আমার পিত্রালয়ে যে সকল ধর্ম কার্য্যাদি করিতে হয় তাহা করিয়া আসিতেছি। সেমতে আমার লোকান্তরে উক্ত শ্রীমাণ দেওয়ান একলিমুর রাজাই এর দ্বারা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মতওল্লি হইবে। এবং তৎপর তাহার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ১ম থাকিবে সেই মতওল্লি হইবে উক্ত শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীর কোন পুত্র সন্তান জাত না থাকিলে তাহার লোকান্তরে তাহার পিতৃ বংশের সর্ব্ব নিকটবর্তী আত্মিয়দের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ হইবেন তিনি মতওল্লি হইবেন। আমার উল্লিখিত পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজার ও তাহার সন্তান সন্ততিগণ ব্যতীত আমার অপর কোন পুত্র কি কন্যার উক্ত ওয়াক্ফ কৃত সম্পত্তিতে মতওল্লি হইবার কি অপর কোন অধিকার দেওয়া হইল না। আমার অপর কোন পুত্র কন্যা কি উত্তরাধিকারী কি তাহাদের কোন ওয়ারিশ আমার ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে কোন ও মতওল্লি হইবার কি কোন ভরণপোষণ পাইবার কোন প্রকার দাবী করিতে পারিবেনা, করিলে তাহা সর্ব্বথা ফন্ড ও অকর্ম্মন্য গণ্য হইবে এবং অগ্রাহ্য হইবে। আমার ঐ ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে স্বধর্ম চ্যুত মদ্যপায়ী, আফিঙ্গ, গাজা, ভাঙ্গ ইত্যাদি সেবী ব্যক্তিগণ মতওল্লি হইতে পারিবেন না, এবং অনুপযুক্ত নিরেট মুর্খ জ্যেষ্ঠ পুত্রও মতওল্লি হইতে পারিবে না। এবং উপযুক্ত বিদ্যান বুদ্ধিমান কনিষ্ট পুত্র কি যে পুত্র সৎ ও জ্ঞানী হইবে সেই মতওল্লি হইতে পারিবেন এতদব্যতীত যে সময় যিনি মতওল্লি হইবেন তিনি শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজার সন্তান সন্ততিগণকে উপযুক্ত মতে ভরণ পোষণ করিতে হইবে এবং নিয়মিত ও উপযুক্ত মতে পড়ার ও বিবাহের ব্যয়াদি দিতে হইবে। এইরূপ না করিলে রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া উক্ত মতওল্লিকে বরখাস্ত করাইয়া অপর মতওল্লি নিযুক্ত করাইতে পারিবেন।



(৩) উপরের লিখিত ২ দফার বর্ণিত নিয়মানুযায়ী চিরকালের নির্মিত মতওল্লি নিয়োগ গণ্য এই নিয়ম নির্ধারণ করিলাম কোন মোতওল্লির কোন কালের জন্য উক্ত ওয়াকফকৃত কোন সম্পত্তি ক্রোক নিলাম হইবে না উক্ত নিয়মানুযায়ী যখন যে উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মতওল্লি নিযুক্ত হইবেন তিনি উক্ত সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপরের লিখিত মতে এতদ্বারা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত তালুকের/এক আনা অংশের আয় হইতে জিয়ারত করা, চেরাগ দেওয়া, কোরান পাড়নি ও আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের কবর পরিষ্কার করা ও সুন্দর করা ও তাহা পুক্তা করিতে হইবে। এতদব্যতীত উক্ত আয়ের দ্বারা মুসাফিরগণকে খাওয়ান দুর্ভিক্ষ পড়িলে দান ও যবেউল কুরবা অর্থাৎ আত্মীয়দিগকে যেন কুটুম্ব হামছায়ার গরিব বিদেশী অর্থ অভাবে দেশে যাইতে পারে না উপবাসী অনাশ্রয়ী ভদ্র লোকের স্ত্রী মাতা পিতা হীন নাবালক সন্তান অনাথ অন্ধ আতুর ইত্যাদি খোদার প্রেমিক উম্মাদ কাঙ্গালী মুছিবতি বিবাহ করিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে উক্ত খোদার নামের এক আনা অংশের আয় হইতে গাভী বাছুর, দামা বিশাল বক্রি ও ঘোড়ার বাচ্চা নৌকা ইত্যাদি বৎসর ২ যতদূর পারা যায় দান করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি আকস্মিক বিপদে ঠেকিলে কিম্বা কোন ছাত্র পড়িতে অর্থ অভাবে অসমর্থ হইলে তাহাকেও উক্ত এক আনার অত্র হইতে সাধ্যমত দান করিতে হইবে এবং পূর্ব্ব পুরুষ গণের কবরে প্রত্যহ চেরাগ বাত্তি দেওয়াইতে হইবে। এবং জিয়ারত ইত্যাদি পুণ্য কার্য্যাদি করাইতে হইবে ও প্রত্যেক সনের পৌষ মাসের প্রথম ভাগে আমার যবেউস কুবরা ও বেটা বেটির বংশ ক্রমে যাহারা দরিদ্র হইবে ও খেস ও অন্যান্য দরিদ্র প্রভৃতিকে কাপড় ইত্যাদি দান করিতে হইবে। আমাদের বংশের দরিদ্র সন্তান সন্ততিগণকে ও দাস দাসীর সন্তান সন্ততিগণকে দান করিতে হইবে। নিম্নোক্ত তপশীলের লিখিত চৌহাদ্দীভুক্ত ওয়াক্‌ফকৃত নিজ খামারের মোট দুই হাল জমির ধান্য দ্বারা মুছাফিরের জন্য ও অবশিষ্ট জমির ধান্য আমার বংশীয় দরিদ্র সন্তান সন্ততীগণকে ও আমার বেটা বেটী বংশ ক্রমে যে যখন মতওল্লি হইবেন ধান্য দান করিবেন। দাসীর সন্তান সন্ততীগণকে এবং অন্যান্য সর্ব্ব সাধারণকে আবশ্যক বিবেচনায় দান করিতে হইবে এবং আমার পরে যিনি মতওল্লি হইবেন তিনি উপযুক্ত মতে আমার নিজ কবর পুক্তা করিতে হইবে ও সুন্দর ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেহ চেরাগ ইত্যাদি দিয়া যত্ন করিতে হইবে অর্থাৎ যখন যিনি মতওল্লী হইবেন তিনি উক্ত নিয়মে কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উপরের লিখিত মতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত তালুকাতের এক আনা অংশের আয় দ্বারা পবিত্র কার্য্যাদি ও দানাদী সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অবশিষ্ট আয় দ্বারা বাকী অংশে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য রাজস্ব, স্থানীয় কর ও অন্যান্য টাকা যখন যাহা ধার্য্য হইবে তাহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির প্রয়োজনীয় মামলা মোকদ্দমার ব্যয় ও তহশিলাদি সর্ব্বাদি দিতে হইব। এবং অবশিষ্ট আয় দ্বারা যখন যে মতওল্লী নিযুক্ত হইবেন তাহার নিজের ও উক্ত দেওয়ান একলিমুর রাজার অপর সন্তান সন্ততীগণের ও তাহার পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণ ইত্যাদি করিতে থাকিবেন এবং যিনি মতওল্লী হইবেন তিনি পারিশ্রমিক বাবদ অতিরিক্ত মাসে ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইবেন।



(৬) খোদা না করুন যদ্যাপী পরবর্তী সময়ে আমার পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীর বংশে কোনও পুরুষ কি স্ত্রী কেহ বর্তমান না থাকেন তাহা হইলে আমার পুত্রের বংশের সরাসিদ্ধ উত্তরাধিকারী যখন যিনি হইবেন তিনি উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির মতওল্লি হইবেন যদ্যাপী সরাসিদ্ধ কোন উত্তরাধীকারী কখনও না থাকেন তাহা হইলে ওয়াকফ্কৃত সম্পত্তির সমুদয় আয় খোদার নামে দুঃখী ও দরিদ্রগণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। উপরের লিখিত নিয়মানুযায়ী তপশীলের লিখিত সমূহ সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হইল। ওয়াক্ফ কৃত নিম্নোক্ত সম্পত্তির বাজার দর মূল্য, ১২৫০০০ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বটে। এতদর্থে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সুস্থ্ শরীরে স্থির বুদ্ধিতে এবং আপন স্বাধীন সম্মতি মতে এই দলিলের সমূহ মর্ম্ম অবগত হইয়া অত্র ওয়াকফ নামা লিখিয়া দিলাম।

[ইতি সন ১৩২৪ বাং ২০ শে পৌষ মো : ৪-১-১৮ইং।]

প্রকাশ থাকে যে নিম্নোক্ত চৌহদ্দীর অন্তর্গত খামারের জমির ধান্য কথিত মুছাফির গণের খুরাকীর জন্য ব্যয়িত হইবে। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত আমার পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরীকে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক মং ১০০, একশত টাকা হিসাবে বেতন দিব অবশিষ্ট আমি জীবিত থাকাকাল পর্যন্ত নিজে ভোগ করিব। ওয়াক্ফ কৃত সম্পত্তি মধ্যে যে যে মৌজায় যে যে স্থানে আমাদের জাতীয় মসজিদ বর্তমান আছে সেই সমস্ত জায়গা আমি খোদার নামে দিয়াছি সেই সমস্ত জায়গা কোনও প্রকার খাজানা আমি কখনও নেই নাই এবং নিবও না, যখন যিনি মতওল্লী হইবেন তিনিও ঐ সমস্থ জায়গার কোনও প্রকার খাজনাদি লইতে পারিবেন না।

[ইতি সন ১৩২৪বাং ২০শে পৌষ মো: ৪-১-১৮ইং।]

আরও প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত ৪ দফার লিখিত মত দান করিয়া তদঅতিরিক্ত বৎসর বৎসর ম: ১০০ একশত টাকা যবেউল কুরবার মধ্যে কোনও দরিদ্রকে এককালীন দান করিবেন। যদি যবেউল কুরবার মধ্যে উক্ত রূপ দরিদ্র না থাকে তবে খেশ কিম্বা অন্য দরিদ্র ব্যক্তি যাহাকে মতওল্লী উপযুক্ত মনে করেন তাহাকে উক্ত টাকা দান করিবেন।

[ইতি ১৩২৪ বাং ২০ শে পৌষ মো: ৪-০১-১৮ইং।]

শ্রী দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী স্বাক্ষর

শ্রী কির্ত্তি নারায়ণ গুণ সাং সাতপাড়া পং কৌড়িয়া হাল: সাং তেঘরিয়া পং লক্ষণছিরি।

[বিশ্বনাথ চৌধুরী, সাব রেজিষ্ট্রার, ৩-০৫-১৮ইং।]

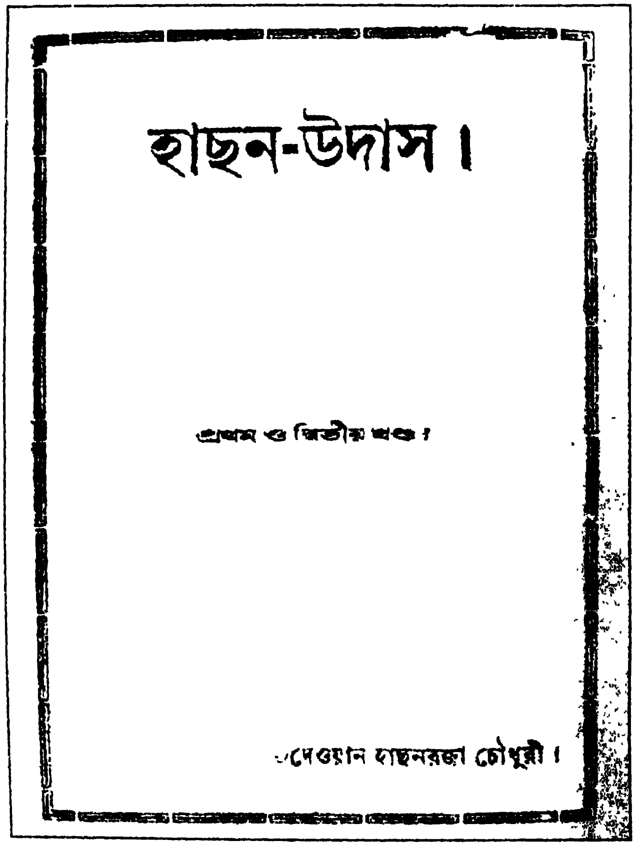
প্রকাশ থাকে যে, যদি উক্ত শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজার বংশের কোনও উত্তরাধিকারী না থাকেন তাহা হইলে আমার বংশের পুত্র সন্তান এবং পুত্র সন্তান না থাকিলে কন্যা সন্তান বা তাহাদের বংশধর উক্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির মতওল্লি হইতে থাকিবেন যদি আমার এক বংশেরও কোন উত্তরাধিকারী

কিম্বা আমার কন্যা সন্তান গণেরও কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহা হইলে তৎকালে আমার দেশের আলিম ফাজিল মিলিয়া অত্র দলিলের ৬ দফার লিখিত মত খোদার নামে দরিদ্র ও দুঃখীর হিতের জন্য ব্যয় করিবেন, ইতি সন তারিখ সদর। ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে আমার পুত্র শ্রীমান দেওয়ান একলিমুর রাজার পরে যখন যিনি মতওল্লি হইবেন তখন তিনি তাহাদের পরিশ্রমিক বাবদ মং ৫০, টাকা পাইবেন, এবং সরা অনুযায়ী অন্যান্য সন্তান সন্ততীর সহিত হার করিয়া যাহা প্রাপ্য তাহা প্রাপ্ত হইবেন।



৫ম পর্ব

'হাছন উদাস' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১



হাছন-উদাস।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

দেওয়ান হাছনরজা চৌধুরী।



'হাছন উদাস' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

হাছন উদাস।

৺ দেওয়ান হাছনরাজা চৌধুরী
সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—
দেওয়ান শ্রীগণিউবরজা চৌধুরী.
সুনামগঞ্জ, (শ্রীহট্ট)

মূল্য ৪০ আনা মাত্র।

সৌখিন বাহার

দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী

প্রচ্ছদ অদ্যবধি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি

'সৌখিন বাহার' বইয়ের ভূমিকা

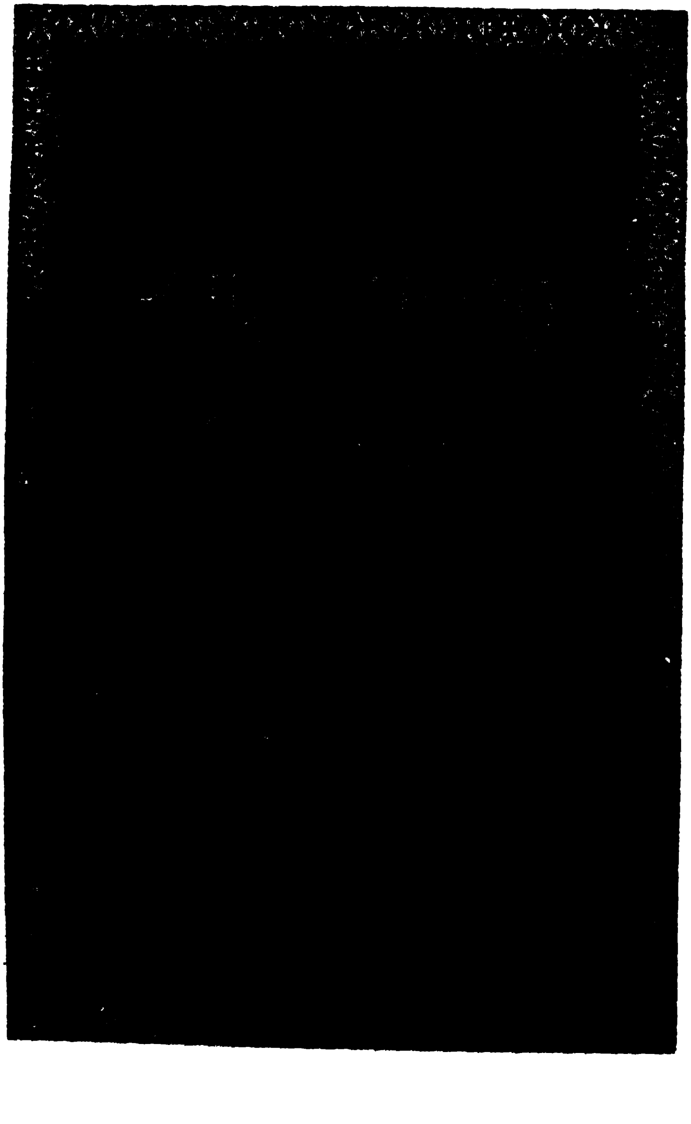
CALAWWAR RAJA

ভূমিকা।

[illegible] সৌখীন [illegible] শাখী, [illegible] বিক্রেতাদি, সদাগর, মৎস্যজীবী, অর্থশালী ব্যবসাদার এবং সর্বোপরি সৌখীন লোক মাত্রেই কিনার আর [illegible] -প্রদর্শন বা অভিজ্ঞতা নাই তাহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে; হস্তক্ষেপ করিলে অনেক বিড়ম্বনা হয়। ঘোড়া, বৈয়ল, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়ে তাহার বিশেষ দর্শন এবং অভিজ্ঞতা আছে। ঘোড়া শিকারে [illegible] সম্বন্ধে তিনি অদ্বিতীয়। ইহাকে বৎসর ২ তাহার [illegible]। [illegible] দুই তিন হাজার টাকা মূল্যের ঘোড়ার সহিত [illegible] ঘোড়াগুলি কি [illegible] তাহা [illegible] নহে। ঘোড়া বৈয়ল, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি তিনি বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিতে পারেন. সেই জন্য অনেক বন্ধুর পরামর্শে ভবিষ্যৎ সৌখিনদের জন্য তিনি এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সৌখিন [illegible] ইহা পাঠ করিলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক মনে করিবেন। সৌখীন লোকের আসক্তি কোন দিন আমার দিকে প্রবাহিত হইবে এবং তাহার মুক্তির অভিলাষী।

জনৈক সৌখিন—

'হাছন বাজার তিন পুরুষ' বইয়ের প্রচ্ছদ





'হাছন রাজার তিন পুরুষ' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

হাছন রাজার তিন পুরুষ

(গানের বই)

সম্পাদক :
দেওয়ান সমসের রাজা
রাজমঞ্জিল, দরগাহ গেইট,
সিলেট

'হাছন রাজার তিন পুরুষ' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

প্রথম সংস্করণ ঃ

১৫ই বৈশাখ, ১৩৮৫

[২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৮]

প্রকাশক ঃ

দেওয়ান তৈমুর রাজা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ

মোঃ আবু [illegible]

বিপাশা মুদ্রণ

৬৮, [illegible] দাস রোড

ঢাকা—১

মূল্য ঃ ১৮·০০ টাকা

HASAN RAJAR TIN PURUSH : GANER BOI / Selected Songs Composed by Hasan Raja, his son Ekhlasur Raja and Grandson Taimur Raja, (the eldest son of Ekhlasur Raja) edited by Dewan Shamsher Raja and published by Dewan Taimur Raja, Raj Manzil, Sylhet, Bangladesh. First published on 15th Baisakh, 1385 B. S. (27th April, 1978) Price Tk 18.00.



মরমী কবি হাসন রেজা

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

'মরমী কবি হাসন রেজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

'মরমী কবি হাসন রেজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

WASAWWAR RAJA

MARMI KABI HASAN REZA
Price : 10.00

প্রকাশক :
মিসেস নুরজাহান ইসলাম
মল্লিক প্রকাশনী
৬, নবদ্বীপ বসাক লেন,
লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা-১

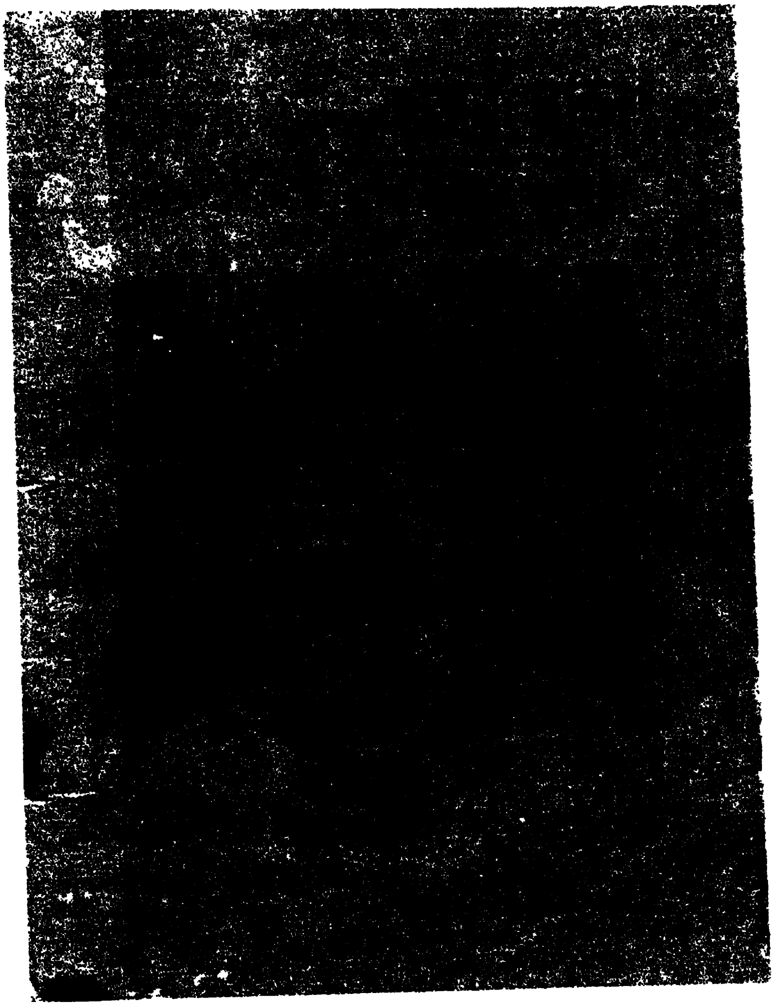
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ১৩৮৬ বাংলা

বিক্রয় কেন্দ্র :
হাকিমস বুকশপ
৩৫, বাংলা বাজার ঢাকা-১

মুদ্রণে : ছাপাখানা
৩/১০, জনসন রোড,
(ভিক্টোরিয়া পার্ক) ঢাকা-১

আবু সাঈদ জুবেরীর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ



হাসন রাজা

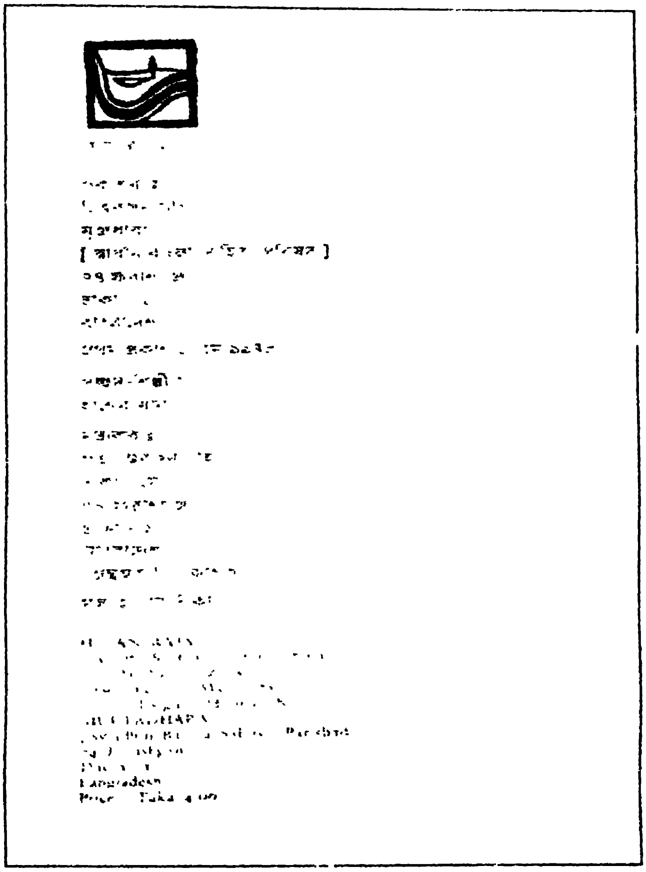
আবু সাঈদ জুবেরী

মুক্তধারা

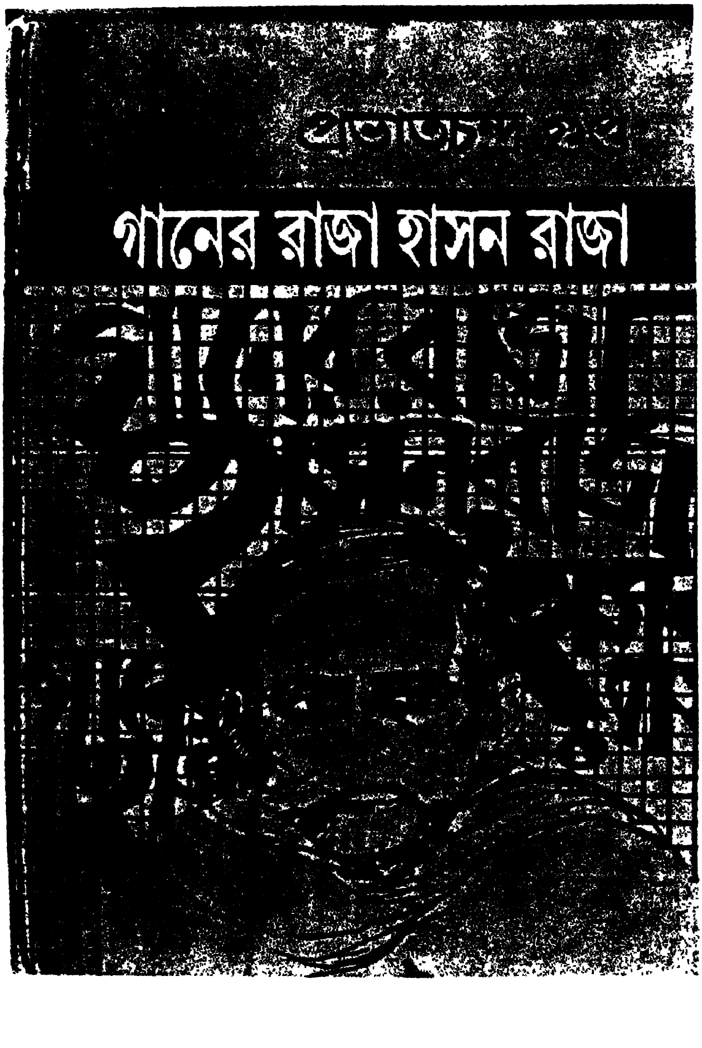
আবু সাঈদ জুবেরীর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১



আবু সাঈদ জুবেরীর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২



'গানের রাজা হাসন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ



'গানের রাজা হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

গানের রাজা হাসন রাজা

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩৪

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
[স্বঃ পুঁথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হাশেম খান

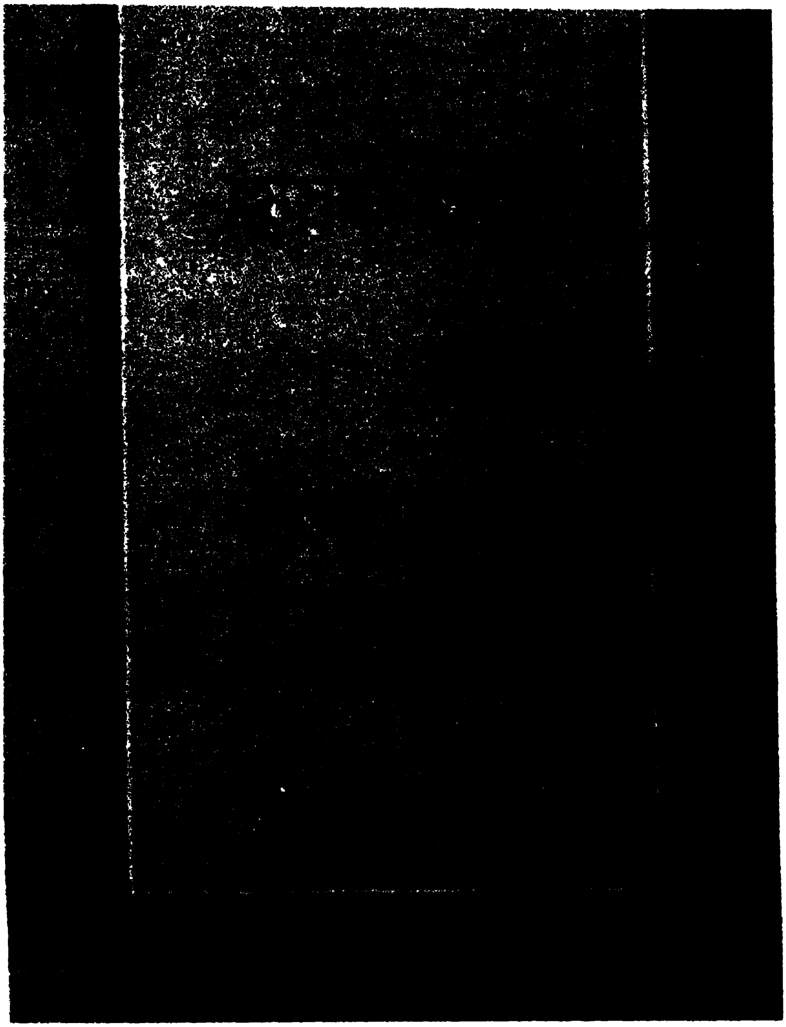
মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মূল্য ঃ সাদা ঃ ১৬.০০ টাকা
নিউজপ্রিন্ট ঃ ১১.০০ টাকা

GANER RAJA HASAN RAJA
[Life and activities of Hasan Raja]
By Prabhatchandra Gupta
First Edition : February 1985
Cover Design : Hashem Khan
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka 1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 16.00
Newsprint : Taka 11.00

'গানের রাজা হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ





জীবনী গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৫ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

বএ ৪ ২১৮৬

পাণ্ডুলিপি : [illegible]

প্রকাশক : [illegible]
পরিচালক
[illegible]

প্রচ্ছদ : [illegible]

মুদ্রণ : [illegible]

মূল্য : [illegible]

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

HASAN RAJA by Dewan Mohammed Azraf. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : Magh 1395, February, 1989. Price : Taka 18·00 only US dollar 1·50 only

Tribute to the Martyrs of the Language Movement 1952

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১



দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর 'হাসন রাজা' বইয়ের
প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

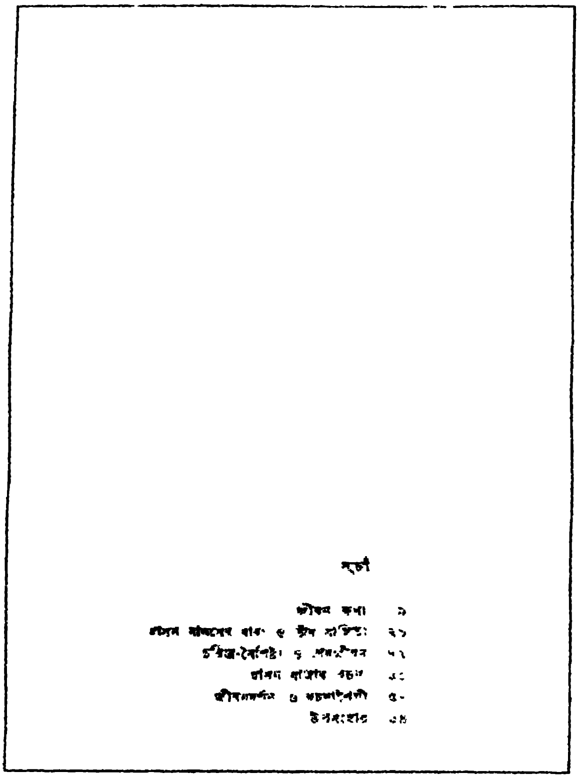
হাসন রাজা

১৮৫৪-১৯২২

২২

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

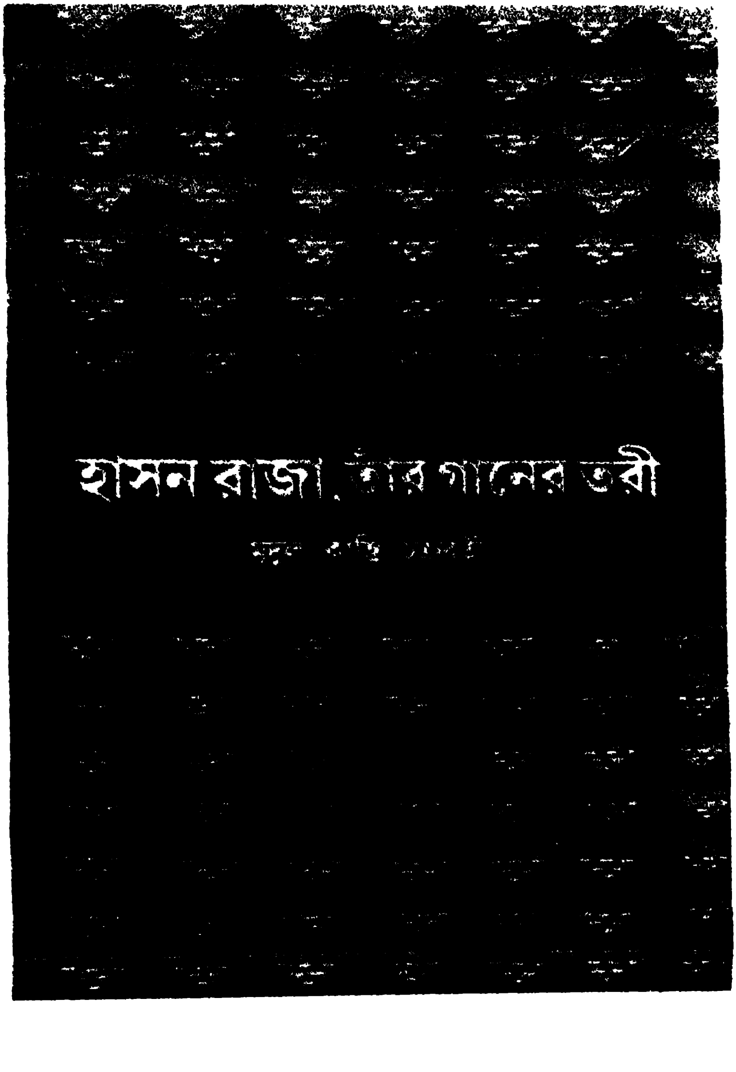
বাংলা একাডেমী ঢাকা



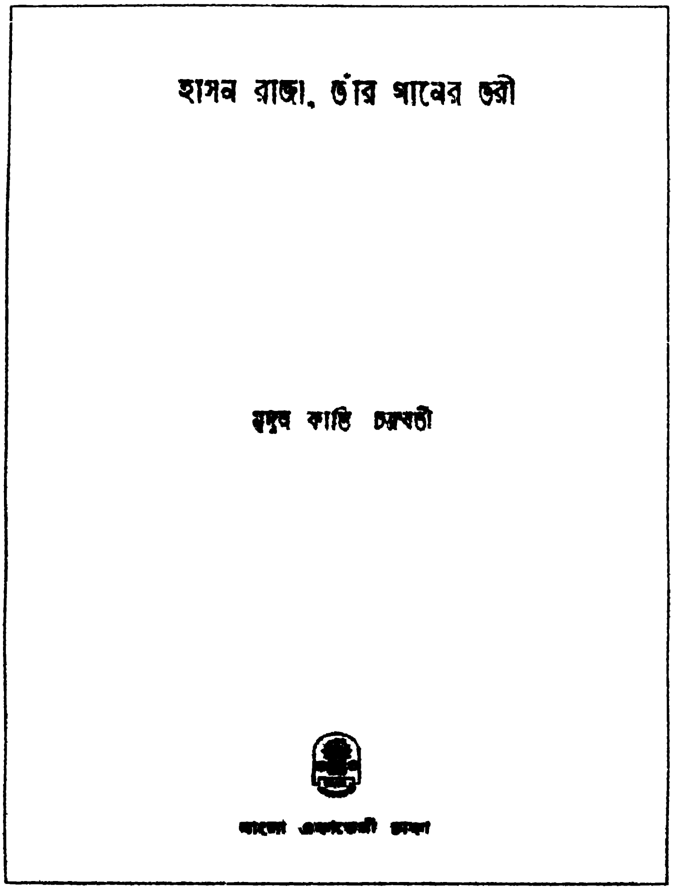
সূচী

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর 'হাসন রাজা' বইয়ের সূচিপত্র

মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীর 'হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী' বইয়ের প্রচ্ছদ







হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী

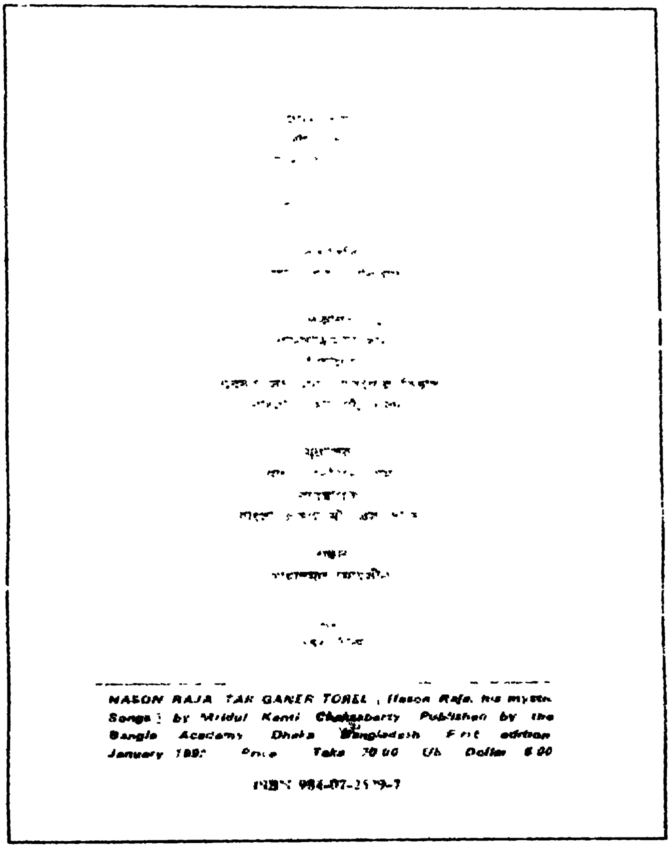
মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী

বাংলা একাডেমী ঢাকা

'হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১



'হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২



HASON RAJA TAR GANER TOREE (Hason Raja, his mystic Songs) by Mridul Kanti Chakraborty Published by the Bangla Academy Dhaka Bangladesh First edition January 199[illegible] Price Taka 70.00 US Dollar 6.00

ISBN 984-07-2[illegible]9-7



'হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

সূচীপত্র

'হাছন রাজার গান' বইয়ের প্রচ্ছদ



'হাছন বাজাব গান' বইযেব প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

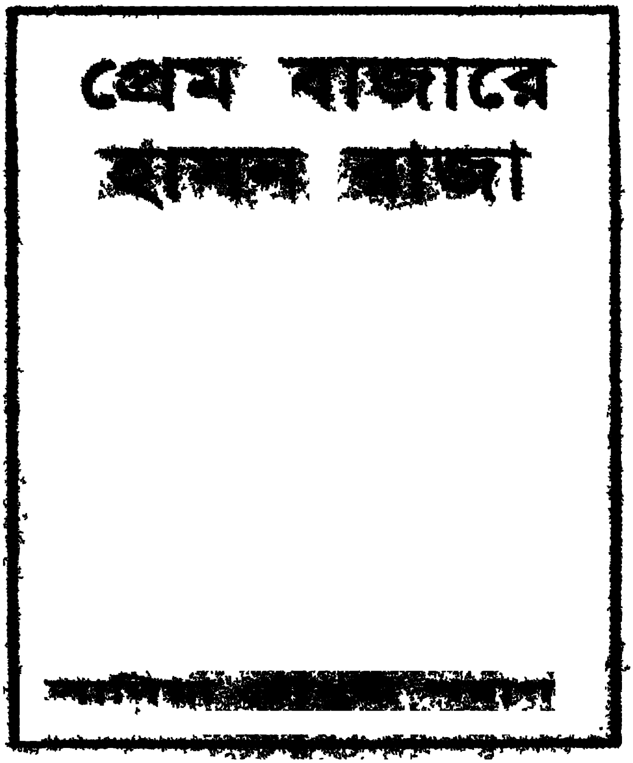




'হাছন রাজার গান' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

প্রকাশক : (ইমন)	* শাহ আমানত বুক হাউস চট্টগ্রাম।
	* সুমন লাইব্রেরী সিরাজগঞ্জ।
	* আমিন বুক হাউস কুষ্টিয়া।
	* কোরকানিয়া বুক হাউস খুলনা।
১ম মুদ্রণ : ১৯৯৪	* এমদাদিয়া কুতুবখানা ময়মনসিংহ।
	* হান্নান ক্যালেন্ডার হাউস গাইবান্ধা।
	* রেলওয়ে বুক ষ্টল জয়পুরহাট, বগুড়া।
[সর্বস্বত্ব প্রকাশিকার]	* দেওয়ান বুক ডিপো টাঙ্গাইল।
	* রেলওয়ে বুক ষ্টল ঈশ্বরদী।
	* কাজল লাইব্রেরী ঝালকাঠি, বরিশাল।
	* মাদানী কুতুবখানা ময়মনসিংহ।
মূল্য : ৮'০০	* আনন্দ বুক ষ্টল চাপাই নবাবগঞ্জ।

'প্রেম বাজাবে হাসন বাজা' বইযেব প্রচ্ছদ





'প্রেম বাজারে হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

প্রেম বাজারে হাসন রাজা

সাদিয়া চৌধুরী পরাগ

GASAUWAL RAJA

প্রকাশনায়
ভাই-বোন প্রকাশনী



৮০০

প্রকাশকাল ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫
ফাল্গুন, ১৪০১

প্রকাশক
মুহাম্মদ আসাদ
ভাই-বোন প্রকাশনী
১৯ মাটিকাটা, ঢাকা সেনানিবাস
ঢাকা ১২০৬, ফোন ৮৮৫৭৭২

প্রচ্ছদ নির্দেশনা
রুপা

সর্বস্বত্ব
দেওয়ান নজরুল মোহাম্মদ শামসের
রেফায়েদা আখলাক
আদনান আখলাক
হায়দার আখলাক

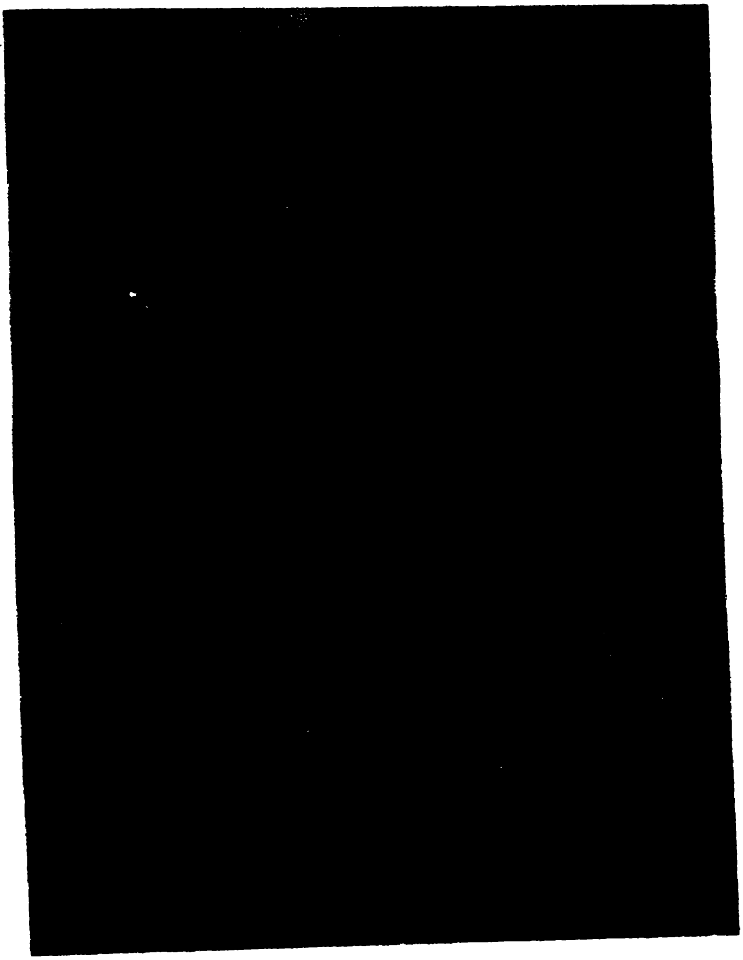
মুদ্রণ
হক প্রিন্টার্স
১৪৩/১, আরামবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন ঃ ৪১৩০০৮ ৪০০৬৬২

পরিবেশক
মডার্ণ হারবাল রিসার্চ গার্ডেন
৩০/১, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৪০৬১৭৮, ৪১৭০২০

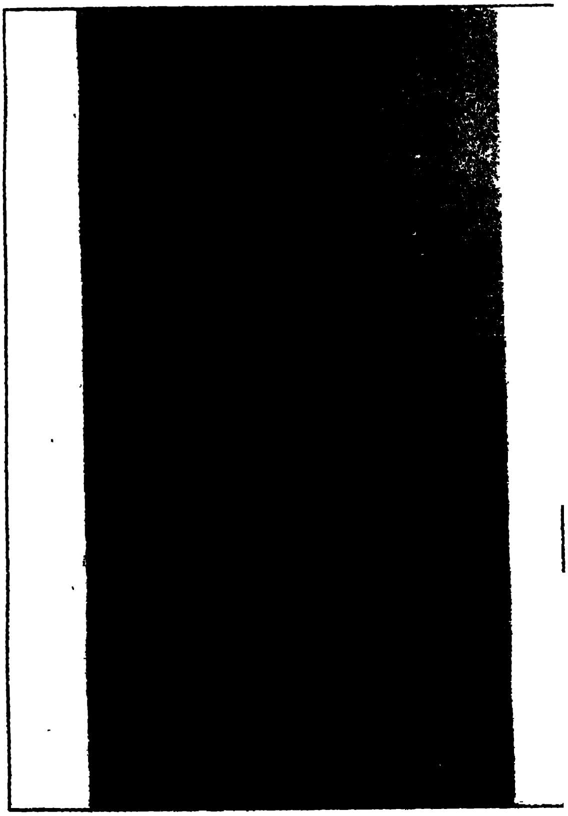
বিনিময় মূল্য ঃ ৬০ টাকা

‘প্রেম বাজারে হাসন রাজা’ বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

আসমা আব্বাসী-এর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ

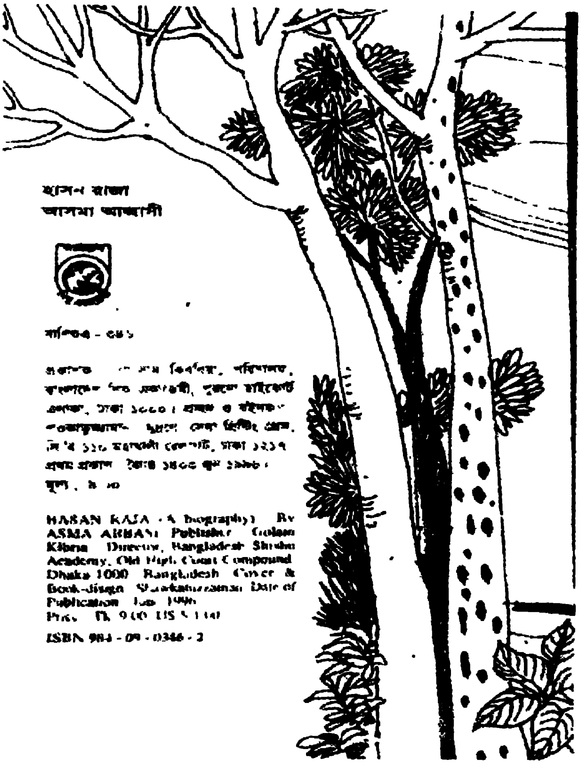


আসমা আব্বাসীর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১





আসমা আব্বাসীর 'হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

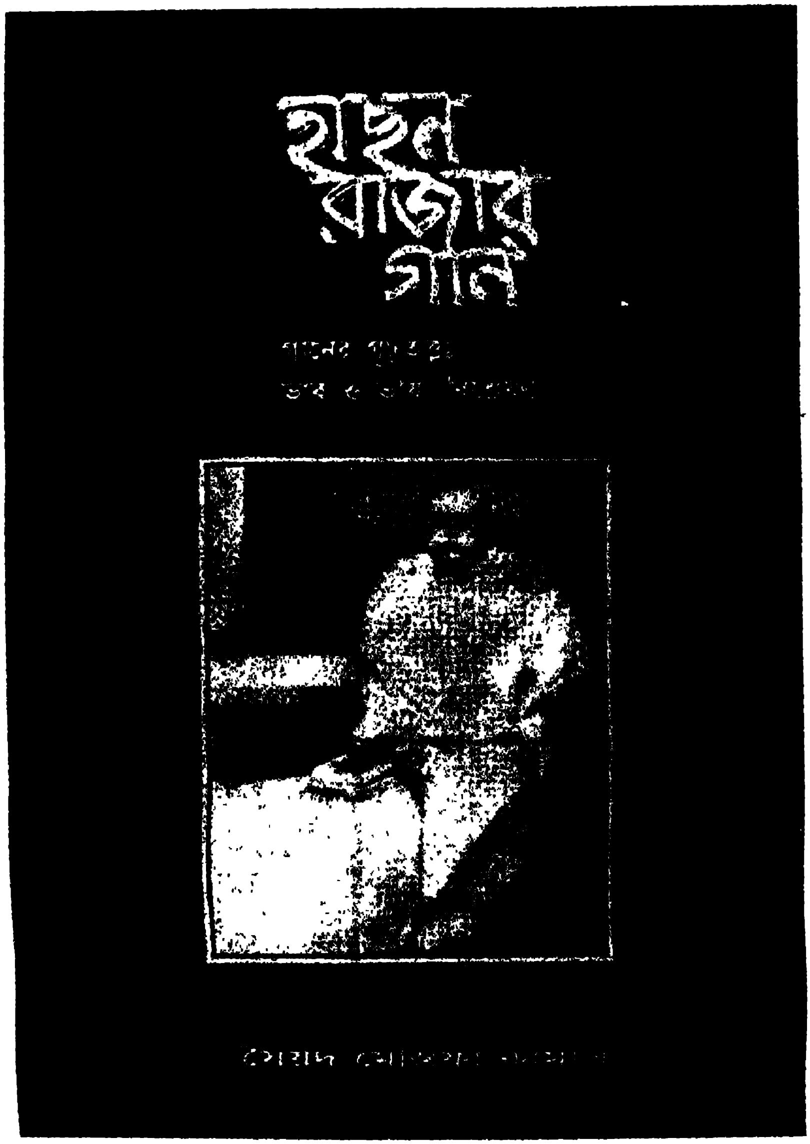


হাসন রাজা
আসমা আব্বাসী

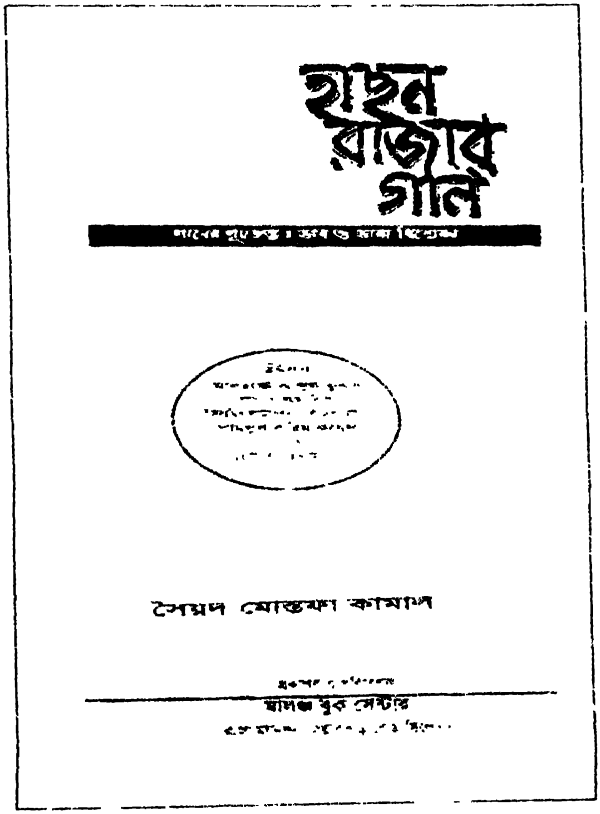
HASAN RAJA (A biography) By ASMA ABBASI Publisher Golam Kibria Director, Bangladesh Shishu Academy, Old High Court Compound Dhaka 1000 Bangladesh Cover & Book-design Wahiduzzaman Date of Publication Jun 1996
Price Tk 9.00 US $ 1.00
ISBN 984 - 09 - 0346 - 2



সৈয়দ মোস্তফা কামাল-এর 'হাছন রাজার গান' বইয়ের প্রচ্ছদ





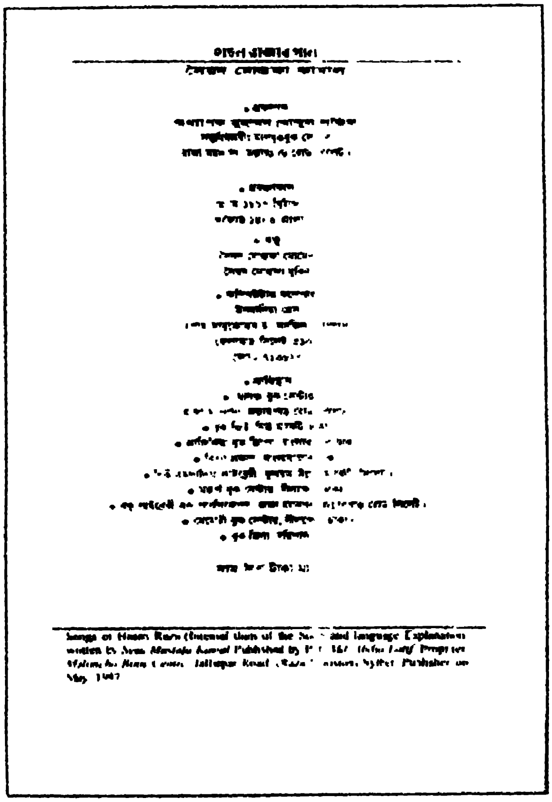

হাছন রাজার গান

সৈয়দ মোস্তফা কামাল

সৈয়দ মোস্তফা কামাল-এর 'হাছন রাজার গান' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১



সৈয়দ মোস্তফা কামাল-এর 'হাছন রাজার গান' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

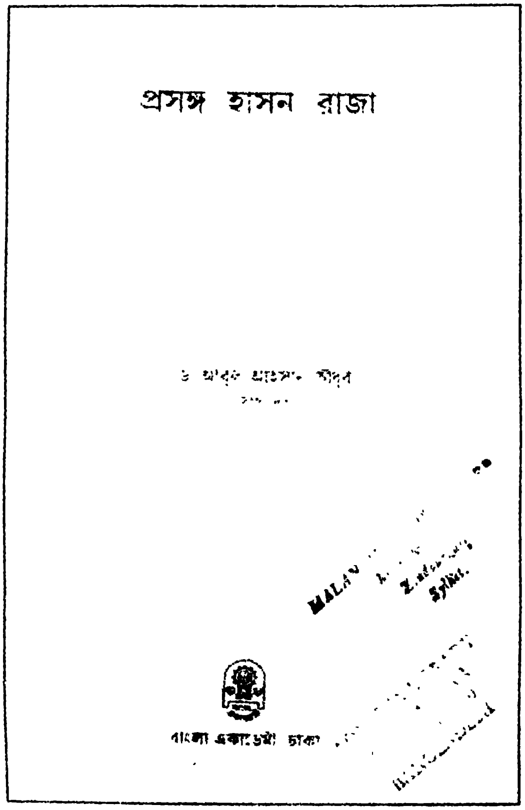


'প্রসঙ্গ হাসন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ





'প্রসঙ্গ হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

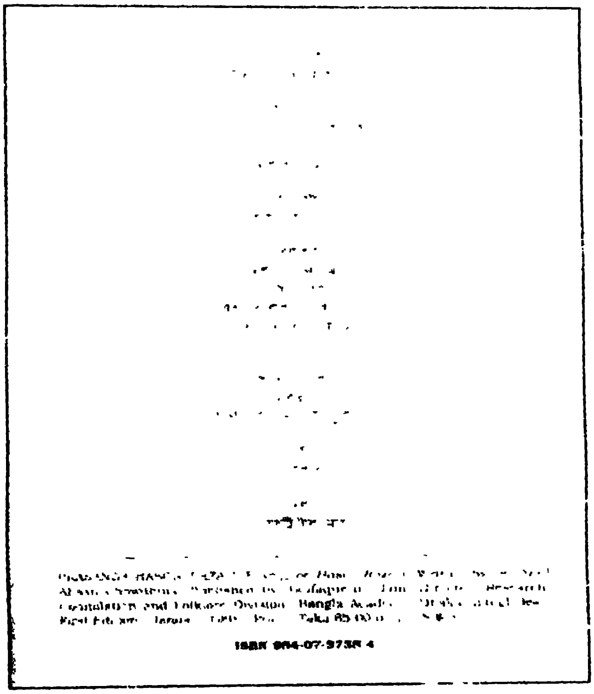


প্রসঙ্গ হাসন রাজা

ড আবুল আহসান চৌধুরী
সম্পাদক

বাংলা একাডেমী ঢাকা

'প্রসঙ্গ হাসন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২


Research
Compilation and Folklore Division Bangla Academy
First Edition
Taka 85.00

ISBN 984-07-373? 4



‘প্রসঙ্গ হাছন রাজা’ বইয়ের সূচিপত্র

সূচিপত্র

'হাছন রাজার উচ্চানুভূতি প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা' বইয়ের প্রচ্ছদ





'হাছন রাজার উচ্চানুভূতি প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা'
বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

হাছন রাজার উচ্চানুভূতি, প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা
আমান উদ্দিন

প্রকাশক :
আশরাফ হোসেন পখি

প্রকাশ কাল :
ডিসেম্বর, ১৯৯৮

মুদ্রণ : সমাধান কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স
৫ ওভারসিজ সেন্টার, জিন্দাবাজার, সিলেট।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
কাঁকন, কলি, শান্তনু বড়ুয়া, রেজা, ওয়াজু।

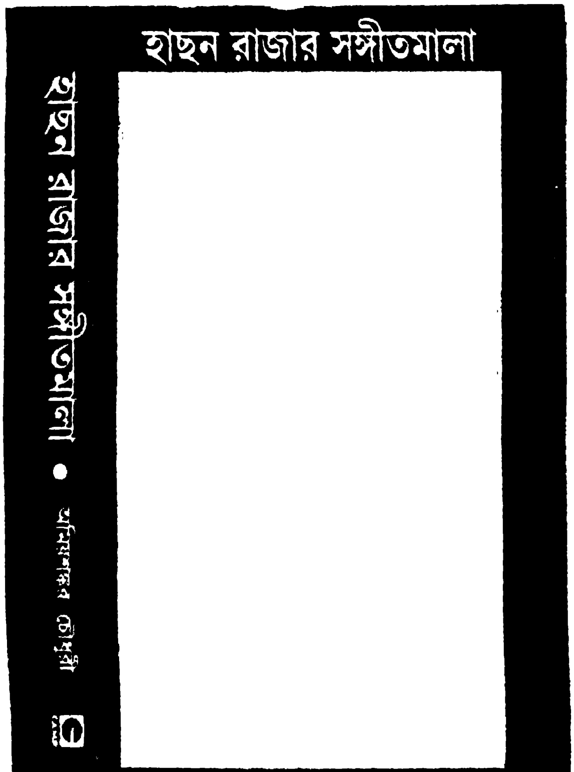
অভ্যন্তর মূল্য :
ত্রিশ টাকা
UK £3
USA $2



'হাছন রাজার উচ্চানুভূতি প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা' বইয়ের সূচিপত্র

সূচী ঃ

'হাছন রাজার সঙ্গীতমালা' বইয়ের প্রচ্ছদ



'হাছন রাজার সঙ্গীতমালা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

হাছন রাজার সঙ্গীতমালা

অমিয়শঙ্কর চৌধুরী

ক্যাম্প
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩



HACHHAN RAJAR SANGITMALA

A Collection of Songs of Hachhan Raja

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৯

প্রকাশক
বিপ্লব দাস
ক্যাম্প
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষর বিন্যাস
বাণী আর্ট প্রেস
১১, [illegible]
কলকাতা [illegible]

মুদ্রাকর
ডি এন্ড পি গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ
গঙ্গানগর, ২৪ পরগনা (উত্তর)

প্রচ্ছদ শিল্পী
সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

ISBN-81-86883-15-0

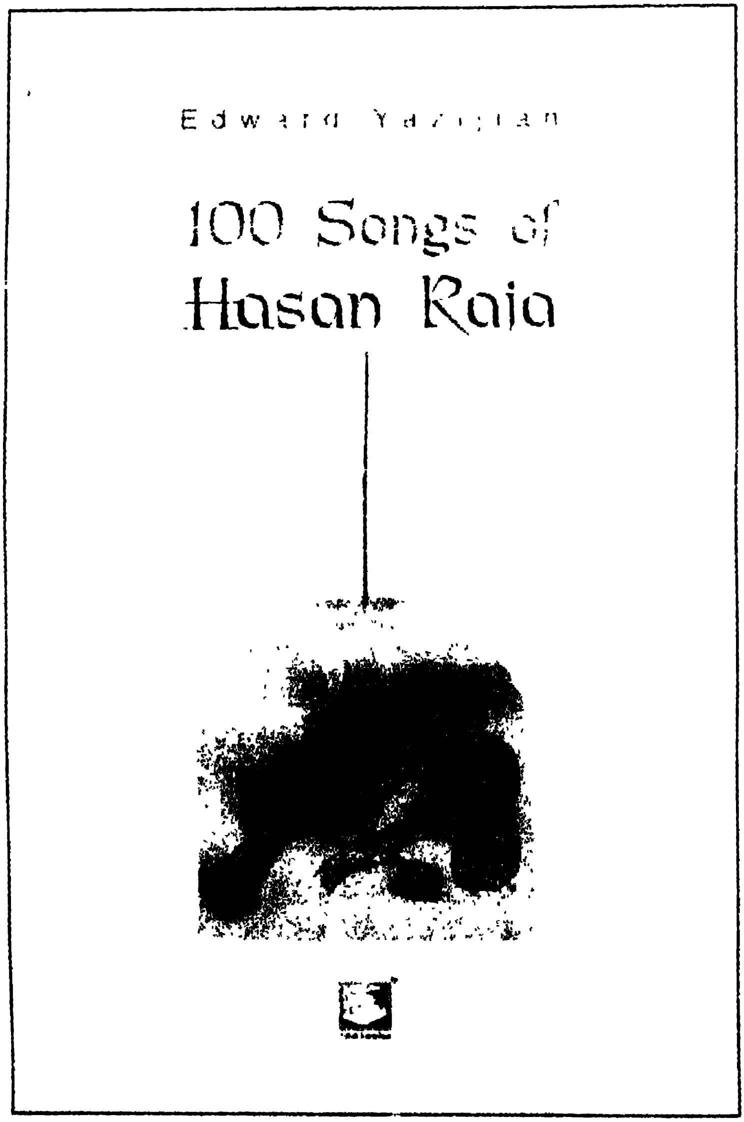
মূল্য ২০০ টাকা

‘হাছন রাজার সঙ্গীতমালা’ বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ২

সূচিপত্র

'হাছন রাজার সঙ্গীতমালা' বইয়ের সূচিপত্র

'100 Songs of Hasan Raja' বইয়ের প্রচ্ছদ





'100 Songs of Hasan Raja' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

FIRST PATHAK SHAMABESH EDITION, NOVEMBER 1999

Pathak Shamabesh Book

Published in Bangladesh by Pathak Shamabesh
[illegible]
Shahbag, Dhaka 1000
Phone 880 9662706
E mail pathak@bdonline.com

Bangladesh
ISBN 984 8129 25 4

First Published by Pathak Shamabesh in 1999

Printed in Bangladesh by
Pronadhna Printers
Type Set Pathak Shamabesh



'100 Songs of Hasan Raja' বইয়ের সূচিপত্র

Contents

'মরমী কবি হাছন রাজা' বইয়ের প্রচ্ছদ





'মরমী কবি হাছন রাজা' বইয়ের প্রিন্টার্স লাইন পৃষ্ঠা - ১

মরমী কবি হাছন রাজা

প্রকাশক ও গ্রন্থকার ঃ
মোহাম্মদ এস্রাজ উদ্দিন, এম এ
১১ এ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।
৬-২১-৭

সর্বসত্ত্ব ঃ
হাফিজা হাওয়া খাতুন, বি বি, এ

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা কার্তিক ১৪০৭ বাংলা।
(১৬ অক্টোবর-২০০০)

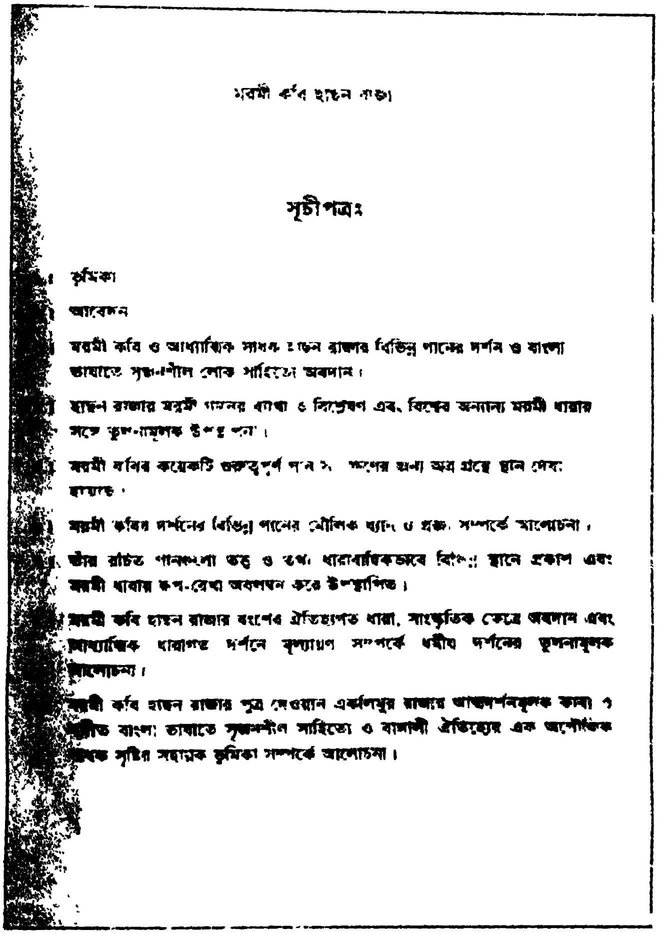
প্রাপ্তিস্থান ঃ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা
গ্রন্থাগার ভবন, টি এস সি পুস্তক কেন্দ্র, ঢাকা ১০০০।
এবং
সিলেট, সুনামগঞ্জ ও বাংলাদেশের
সকল সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকান।

কম্পোজ ঃ
দেওয়ান মোঃ শাহ আলমনিউ জেনারেল ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার্স
১১, ওয়াসা মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

মুদ্রণে ঃ
সুমী প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা
ঢাকা-১২০৫

মূল্য ঃ ২০০.০০ (দুই শত টাকা মাত্র)।
মূল্যঃ ৫ পাউন্ড (ইংল্যান্ড ও ইউরোপ)
৭ ডলার (ইউ.এস এ ও কানাডা)

'মরমী কবি হাছন রাজা' বইয়ের সূচিপত্র



মরমী কবি হাছন রাজা

সূচীপত্রঃ

- ভূমিকা
- আবেদন
- মরমী কবি ও আধ্যাত্মিক সাধক হাছন রাজার বিভিন্ন গানের দর্শন ও বাংলা ভাষাতে সৃজনশীল লোক সাহিত্যে অবদান।
- হাছন রাজার মরমী গানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং বিশ্বের অন্যান্য মরমী ধারার সঙ্গে তুলনামূলক উপস্থাপনা।
- মরমী কবির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গান যা সংগ্রহের অভাবে অন্য গ্রন্থে স্থান দেয়া হয়নি।
- মরমী কবির দর্শনের বিভিন্ন গানের মৌলিক ধ্যান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা।
- তাঁর রচিত গানগুলো তত্ত্ব ও তথ্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ এবং মরমী ধারার রূপ-রেখা অবলম্বন করে উপস্থাপিত।
- মরমী কবি হাছন রাজার বংশের ঐতিহ্যগত ধারা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান এবং আধ্যাত্মিক ধারাগত দর্শনে মূল্যায়ণ সম্পর্কে ধর্মীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা।
- মরমী কবি হাছন রাজার পুত্র দেওয়ান একলিমুর রাজার আত্মদর্শনমূলক কাব্য ও সংগীত বাংলা ভাষাতে সৃজনশীল সাহিত্যে ও বাঙালী ঐতিহ্যের এক অলৌকিক মৌলিক সৃষ্টির সহায়ক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা।

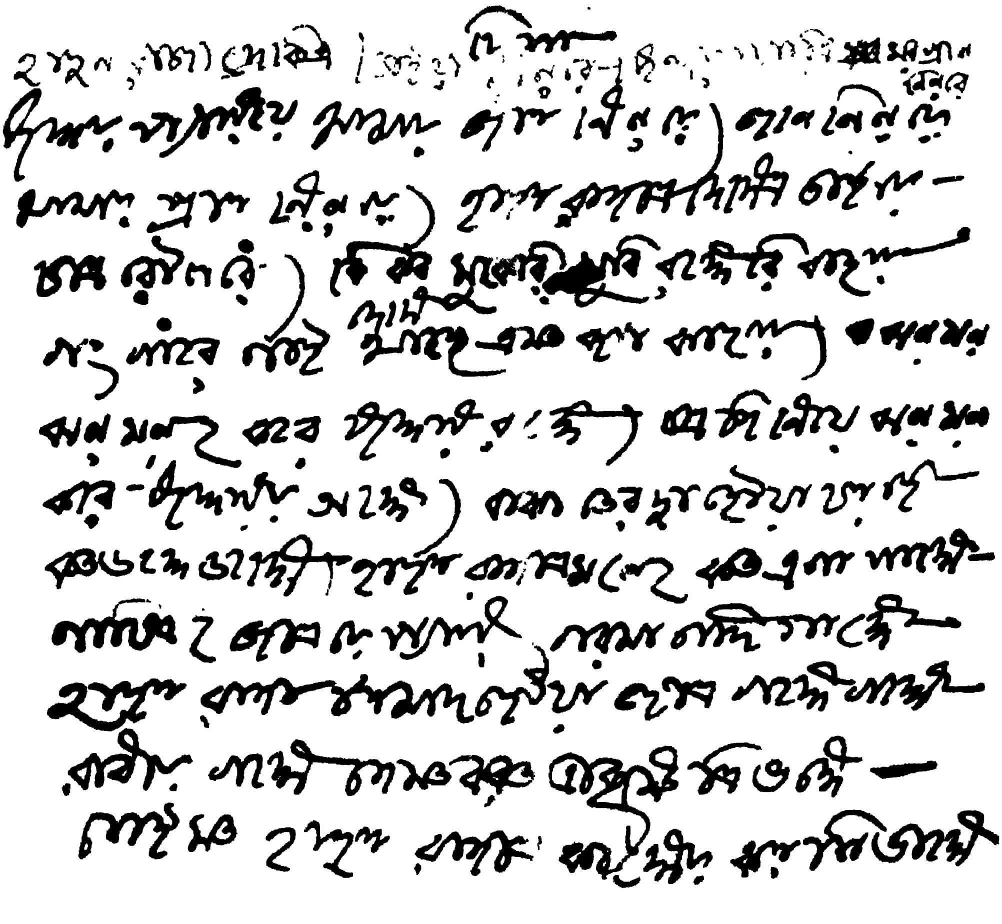
অপ্রকাশিত হাছন রাজার গানের পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর

ও

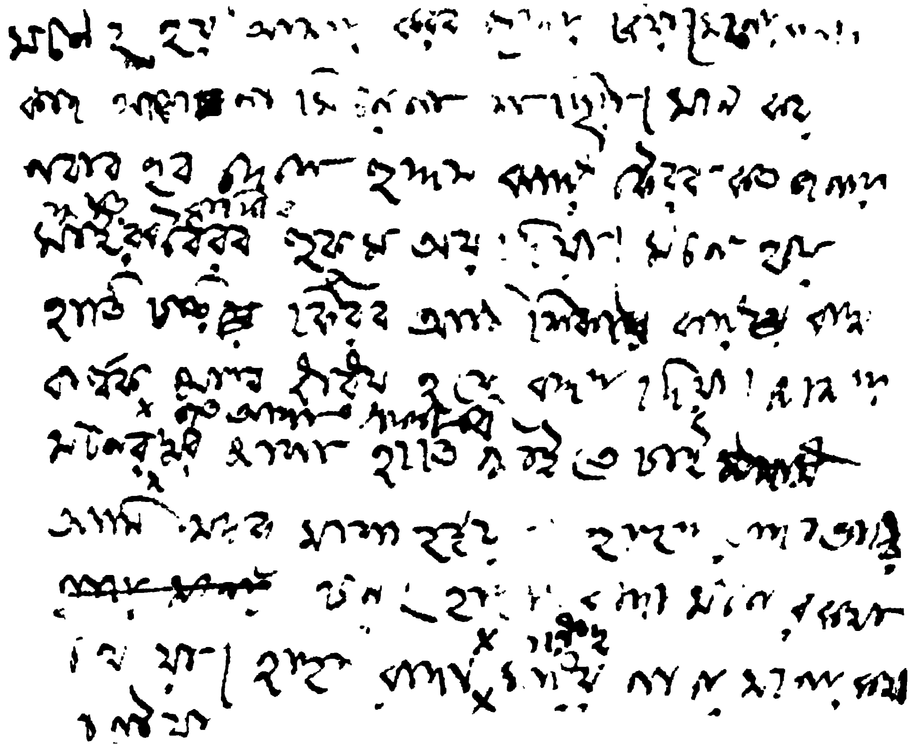
হাছন রাজা সম্বন্ধে হাছন পছন্দ-এর লিখিত চিঠির হস্তাক্ষর

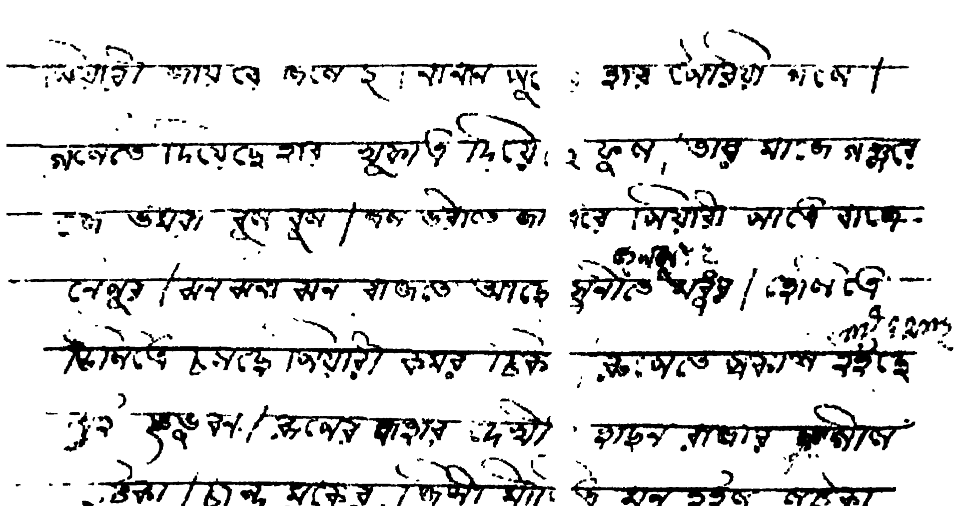


অপ্রকাশিত হাছন রাজার গানের পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর









[illegible]

হাছন রাজায় বলে এ দুই দিন [illegible]।
জন্ম হইতে ১৩০৪ সন আমার শেষ হয়।
আল্লা আমার [illegible] সকল [illegible] হয়।
এক দিনে দুই নাই [illegible] [illegible] হয়।
আল্লা আর হাছন রাজা দুই [illegible] কয়।
আল্লা আল্লা আল্লা [illegible] হাছন রাজা অন্য
নয়। এক হইয়া হাছন রাজা [illegible] হয়॥
[illegible] হইবে [illegible] হয়।



হাছন রাজা আল্লার সুয়াগি প্রাণ বান্ধেনা আল্লার লাগি
হাছন রাজা আল্লার সুয়াগি
রাইত হৌলে ঘুম না আইসে আল্লার লাগি লাগি
আল্লার লাগি ধনজন কুল মান ত্যাগি
আল্লার লাগি কত জালা জন্ত্রণা ভুগি
আল্লার লাগি প্রেম জন্ত্রনায় হাছন রাজা

২০ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] হাছন রাজা [illegible]
[illegible]

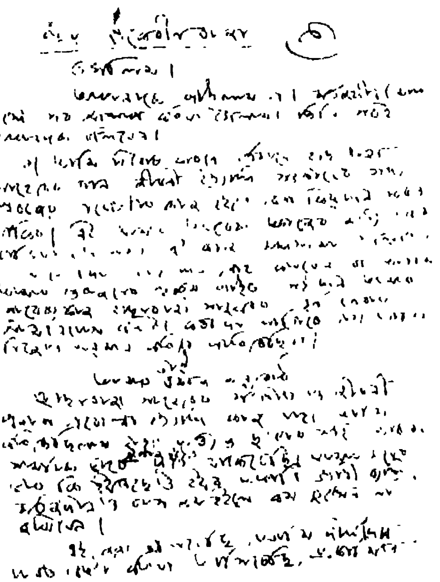
বাউল

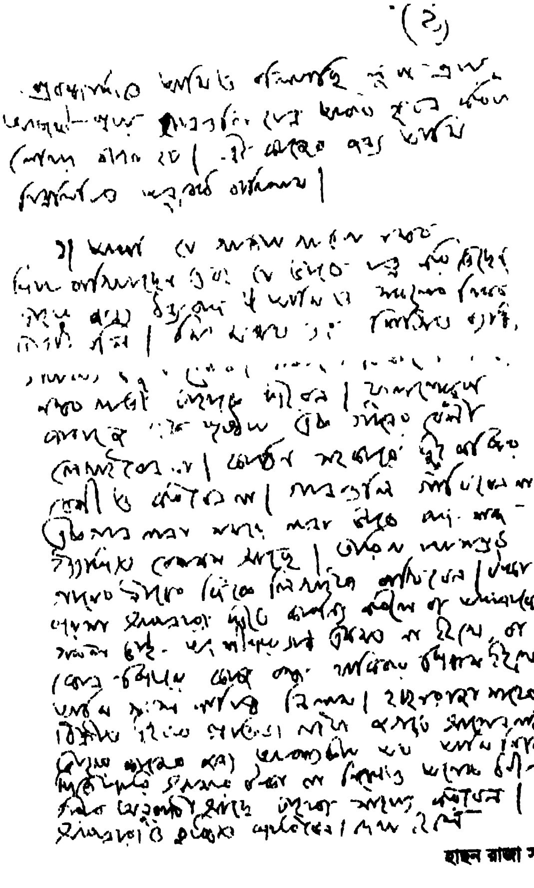
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

৫ম পর্ব : হাছন রাজা সম্বন্ধে হাছন পছন্দ-এর লিখিত চিঠির হস্তাক্ষর



হাছন রাজা সম্বন্ধে হাছন পছন্দ-এর লিখিত চিঠির হস্তাক্ষর







৮৩০

(৫)

[illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

[illegible]

৭/৮/৭৮

৫ম পর্ব ঃ হাছন রাজা সম্বন্ধে হাছন পছন্দ-এর লিখিত চিঠির হস্তাক্ষর



৬ষ্ঠ পর্ব

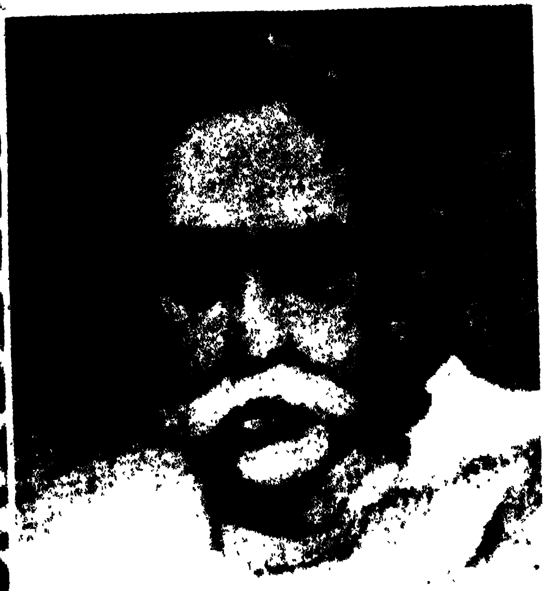
হাছন রাজা বিষয়ক ছবির অ্যালবাম



দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী

জন্ম : ৭ পৌষ, ১২৬১ বাংলা, (১৮৫৪ ইং)

মৃত্যু : ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ বাংলা, (১৯২২ ইং)



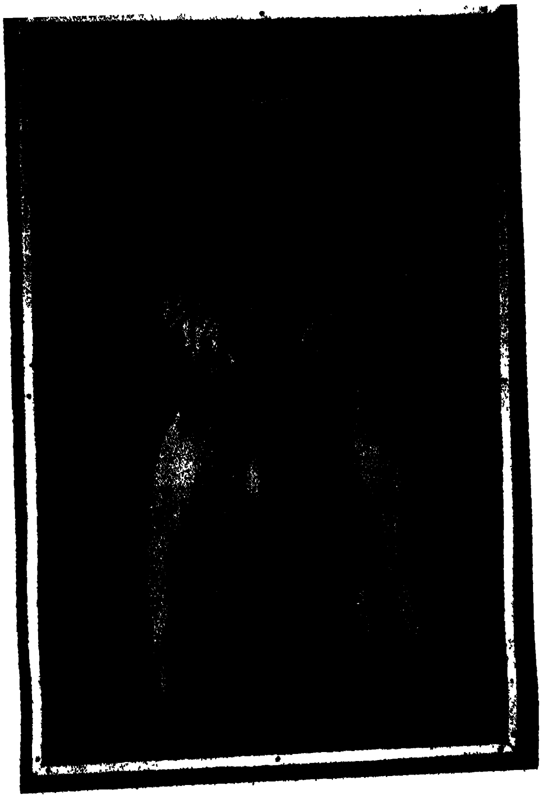
মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী
(১৮৫৪ - ১৯২২ ইং)



মরমী কবি দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী
(১৮৫৪ - ১৯২২ ইং)



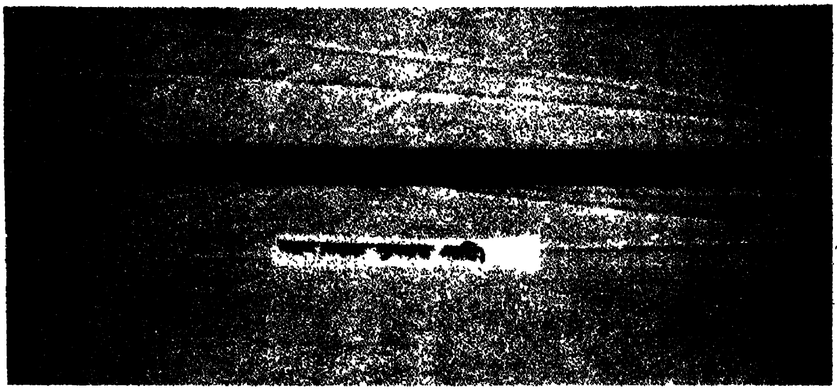
জমিদার দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী
(১৮৫৪ - ১৯২২ ইং)



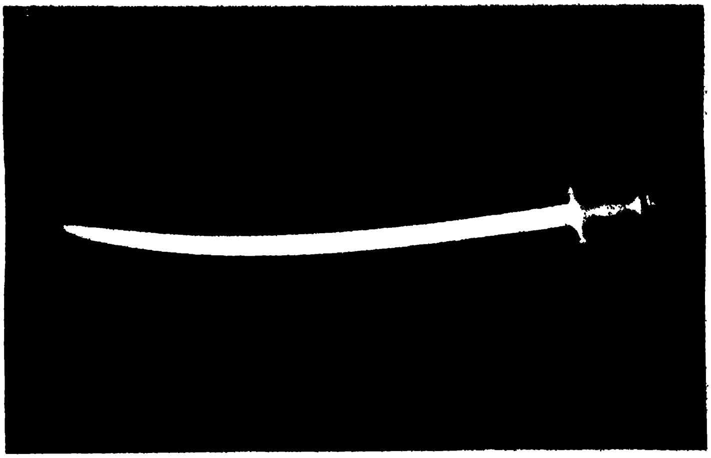
জমিদার দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী
(১৮৫৪ - ১৯২২ ইং)



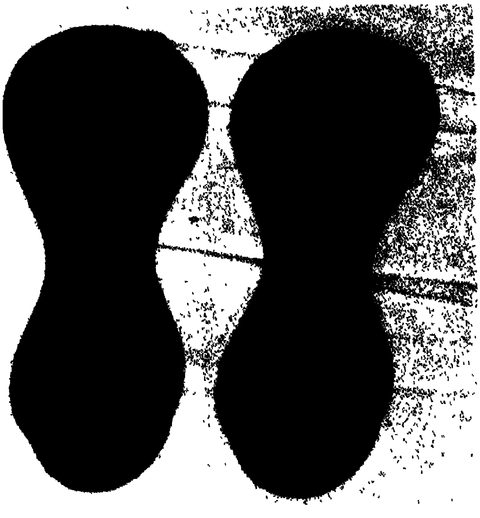
হাছন রাজার ব্যবহৃত আচকান (সম্মুখ ভাগ)



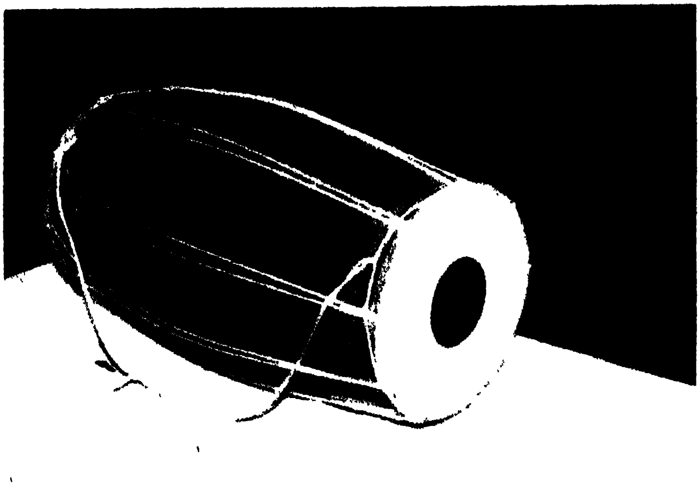
হাছন রাজার ব্যবহৃত লাঠি



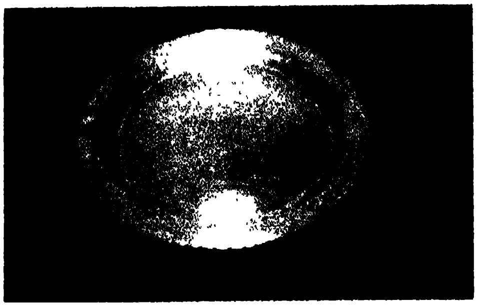
হাছন রাজার ব্যবহৃত তলোয়ার



হাছন রাজার ব্যবহৃত খড়ম



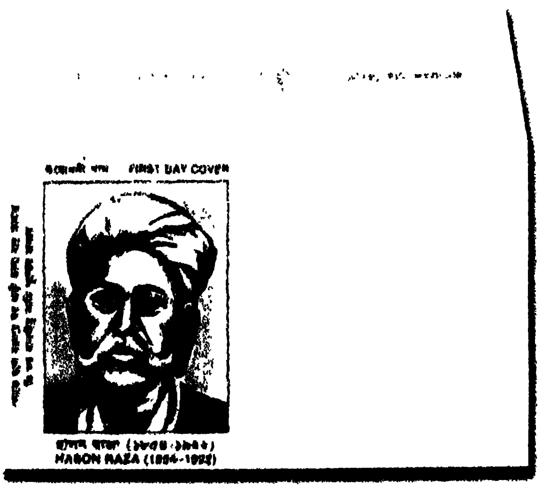
হাছন রাজার ব্যবহৃত ঢোলক



হাছন রাজার ব্যবহৃত পানদান



হাছন রাজার স্মরণে প্রকাশিত
সরকারী ডাকটিকেট



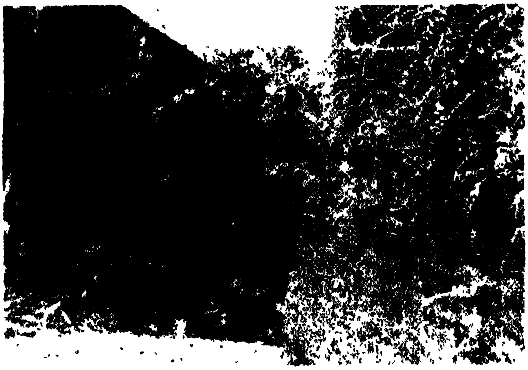
হাছন রাজার স্মরণে প্রকাশিত সরকারী খাম



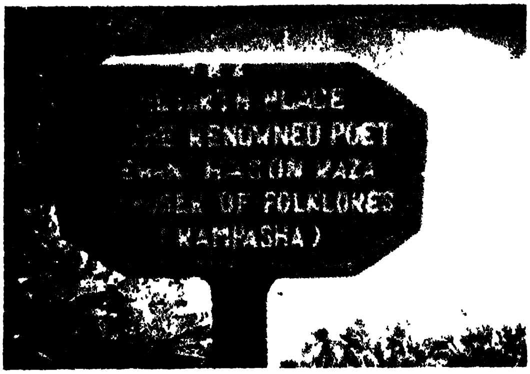
হাছন রাজার পৈত্রিক বাড়ী, রামপাশা, সিলেট



রামপাশার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ



রামপাশার বাড়িতে প্রবেশের মূল ফটকের ধ্বংসাবশেষ



রামপাশাতে স্থাপিত প্রাচীন ফলক



বর্তমান অবস্থায় ডুফা খাল অতীতে হাছন রাজা এখানেই বজরা, পানশী নৌকা থেকে রামপাশায় অবতরণ করতেন



হাছন রাজার জন্মস্থান সুনামগঞ্জে তার বাড়ী ভিটার ধ্বংসাবশেষ



সুনামগঞ্জে হাছন রাজার বাড়ীর পুকুর



হাছন রাজার জন্মস্থান সুনামগঞ্জে তার বাড়ীর গেটের সম্মূখ ভাগ

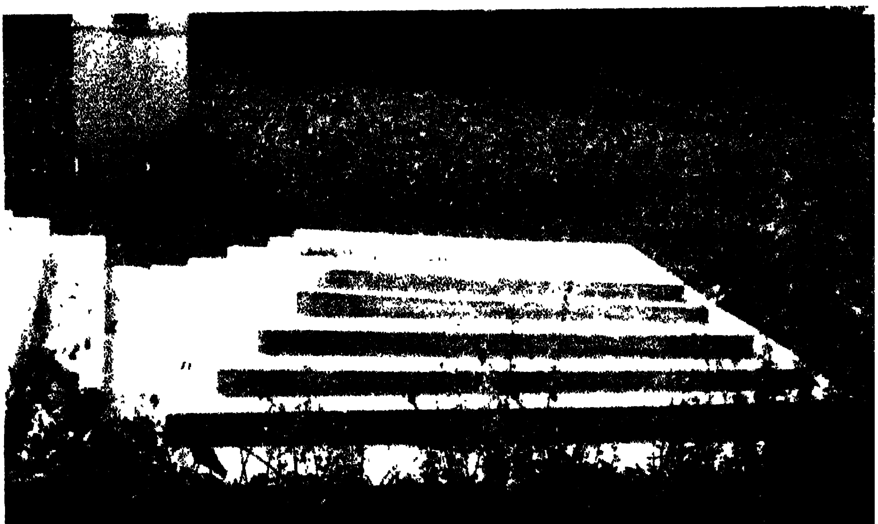


হাছন রাজার সময়কার তাঁর অন্দরমহলের গেট





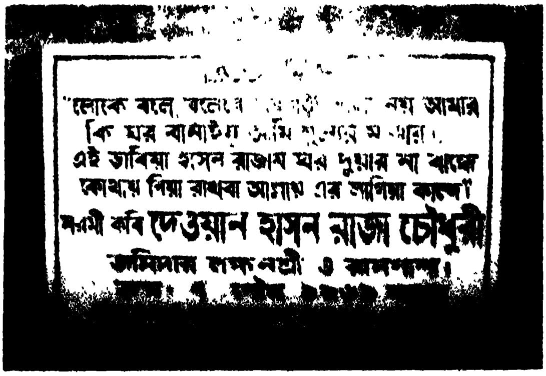
এই সেই সুরমা নদী, যে নদীতে হাছন রাজা জোৎস্না রাতে বজরা/পানশীতে ভাসতেন



হাছন রাজার পিতা দেওয়ান আলী রাজার কবর, রামপাশা



হাছন রাজার কবর, লক্ষণশ্রী, সুনামগঞ্জ



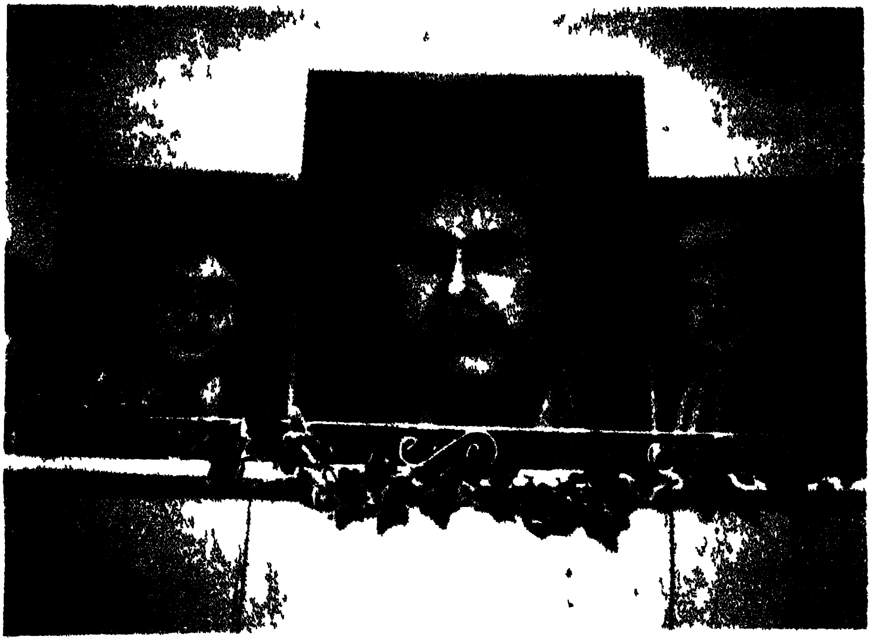
হাছন রাজার কবরের ফলক



হাছন রাজার কবর
(মাতা হুরমত জাহান বেগমের পার্শ্বে
একই দেওয়ালের ভিতরে)



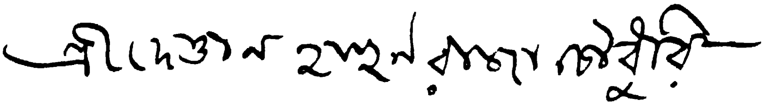
হাছন বাজাব স্ত্রী আলহাজ্ব সাজিদা বানুব (হাজী বিবি বা পিবানী বিবি) কবব বামপাশা



দেওয়ান হাছন বাজা (মাঝে), দেওয়ান একলিমুব বাজা (পুত্র ডানে), দেওয়ান তালেবুব বাজা (পৌত্র বামে)



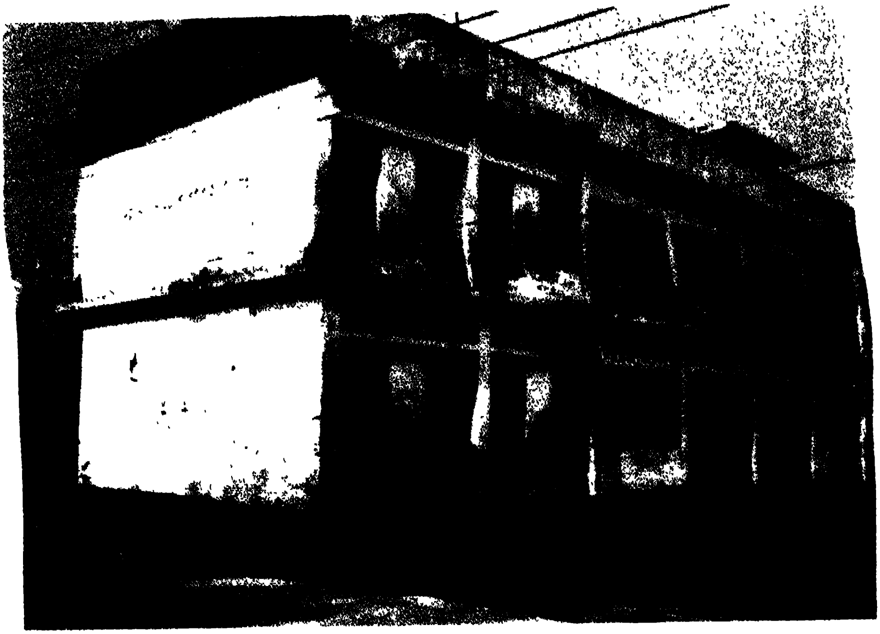
হাছন রাজার রচনাবলীর পান্ডুলিপি



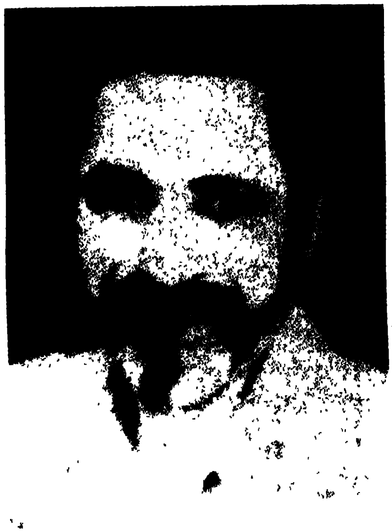
মরমী কবি হাছন রাজার স্বাক্ষর



হাছন রাজা কর্তৃক স্থাপিত সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ



সুনামগঞ্জে দেওয়ান হাছন রাজা প্রাথমিক বিদ্যালয়

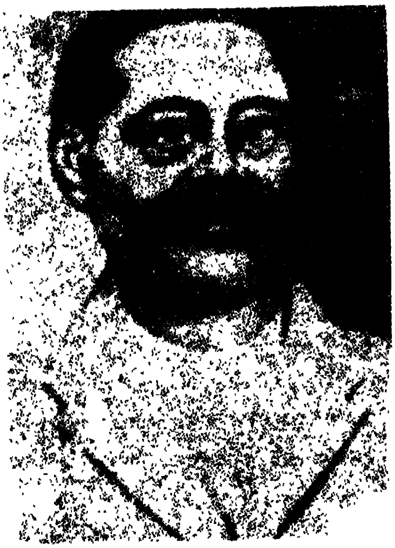


দেওয়ান ওবায়দুর রাজা (বৈমাত্রেয় বড় ভাই)



রামপাশায় অর্ধ নির্মিত দালানের ধ্বংসাবশেষ

দেওয়ান হাছন রাজার চার পুত্র



দেওয়ান গনিউর রাজা চৌধুরী (১ম পুত্র)



দেওয়ান হাছিনূর রাজা চৌধুরী (২য় পুত্র)



দেওয়ান একলিমুর রাজা (৩য় পুত্র)



দেওয়ান আফতাবুর রাজা চৌধুরী (৪র্থ পুত্র)